মহিলাদের একমাত্র সম্পূর্ণ পত্রিকা

নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৬ * মূল্য ১৫ টাকা

মনোরমা

উলবোনা
বিশেষ
সংখ্যা

২ ডজন আকর্ষণীয়
উলের কাজ

◆ বিশেষ রান্না ঃ বড়দিন স্পেশাল ◆ ফ্যাশন ঃ একুশে পা ◆ বিয়ে ভাঙার বিশ্ব রেকর্ড
◆ অলঙ্কার ঃ চন্দ্রের সোনা ◆ খেলা ঃ ক্রিকেট আবিষ্কারের নেপথ্যে নারী

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

কিংবা, ডাভ-ই করুন ব্যবহার।

ডাভ দিয়ে মুখ ধুলে বা স্নান করলেই আপনার ত্বকের মেলে এক রুটিন পরিচর্যা, যা তার দরকার হতে পারে। জানেনই তো, ডাভ সাবান নয়। এ হচ্ছে ১/৪ ভাগ ময়শ্চারাইজিং ক্রীম এবং মৃদু ক্লেনজিং উপকরণের এক কোমল মিশ্রণ। এটি খুঁটিয়ে পরিষ্কার তো করেই, ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতেও সাহায্য করে। সাবান মেখে প্রত্যেকবার স্নানের পর আপনার ত্বক লাগে শুকনো, টানধরা। কিন্তু ডাভ দিয়ে নিয়মিত স্নানে ত্বকের পরশ হয়ে ওঠে কোমল মোলায়েম, আর সেই কোমলতা ত্বককে পেলবমসৃণ রাখে, বছরভর। কাজেই আলাদা করে ময়শ্চারাইজার ব্যবহারের আর দরকারই হয় না। ডাভ দিয়ে স্নানের পর সারাদেহে ছড়িয়ে পড়ে যে রেশমী অনুভূতি, সেটাই প্রমাণ যে ডাভ কাজে লেগেছে। পরখ করুন ডাভ, আর নিজেই আবিষ্কার করুন তফাতটা।

সাবানের মত ডাভ আপনার ত্বককে রুক্ষ করে না।

হিন্দুস্তান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

Ogilvy&Mather 1565 BEN

আপনি কি বিশ্বাস করবেন শুষ্ক ত্বকে এত কোমল অনুভূতি আর দেখতেও এত ফুটফুটে !
অবিশ্বাস্য লাগছে ? বেশ তো, একবার পরখ করে দেখুন শুষ্ক ত্বকের জন্য সমৃদ্ধ ফেয়ারনেস ক্রীম ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী। এর অভিনব ফর্মূলাটি কাজ করে ভেতর থেকে, — মৃদুল, প্রাকৃতিক পন্থায় — শুষ্ক ত্বককে ক'রে তোলে সুন্দর মোলায়েম, নজরে পড়ার মত উজ্জ্বল। সবচেয়ে বড় কথা, এতে বিন্দুমাত্র চিটচিটেভাব থাকে না।
শুষ্ক ত্বককে করে তোলে কোমল
আপনার ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখে লিপিড্স। লিপিড্স-এর অভাবে ত্বক হয়ে ওঠে শুষ্ক। শুষ্ক ত্বকের জন্য সমৃদ্ধ ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী লিপিড্স ফিরিয়ে আনে, ফলে শুষ্ক ত্বক হয়ে ওঠে কোমল আর নমনীয়।
আপনাকে করে বেশি ফুটফুটে
এর বিশেষ ফেয়ারনেস ভিটামিনগুলো ত্বক শ্যামলা করে তোলা পিগমেন্ট মেলানিনকে নিয়ন্ত্রণ করে, আপনাকে বেশি ফুটফুটে করে তোলে 6 সপ্তাহের মধ্যে।
রোদ থেকে বাঁচায়
এর ডাব্ল সানস্ক্রীন্স সূর্যের রং-ক্ষতিকারক রশ্মিগুলো থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখে।
Fair & Lovely
THE FAIRNESS CREAM
Enriched for Dry Skin
ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী
শুষ্ক ত্বকের জন্য সমৃদ্ধ ফেয়ারনেস ক্রীম
বেশি ফুটফুটে, বেশি কোমলতাও। নেই চিটচিটেভাব কোনও।
হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেডের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন।
Lintas FAL 286 27

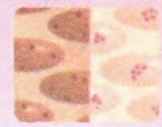

মনোরমা

প্রতিষ্ঠাতা : স্বর্গীয় ক্ষিতীন্দ্রমোহন মিত্র

নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৬

সহকারী সম্পাদক : সমীর বরণ ধর
দিল্লী ব্যুরো : উমা পন্থ
লক্ষ্ণৌ ব্যুরো : অজয় কুমার
প্রোডাকশন : হারুণ অর রসিদ
গৃহশিল্প : শান্তি চৌধুরী

দিল্লী কার্যালয় :
৩০৫ রোহিত হাউস, ৩, তলস্তয় মার্গ
নয়াদিল্লি-১১০০০১
দূরভাষ : ৩৩১৪৫৩০
টেলেক্স : ০৩১৬১৭১৫ নিউজ ইন
গ্রাম : মায়াকহানি, দিল্লি

বম্বে কার্যালয় :
৮১০ এমব্যাসি সেন্টার নরীম্যান পয়েন্ট
বম্বে-৪০০০২১
দূরভাষ : ২৪৩৫৭৭, ২৪৪৮৪৬, ২৪৪৮৪৭
গ্রাম : মায়াকহানি, বম্বে
টেলেক্স : ০১১২৫৫৭ মায়া ইন

লক্ষ্ণৌ কার্যালয় :
বি-১০৩, গোপাল অ্যাপার্টমেন্ট
৫০, রামতীর্থ মার্গ, হজরতগঞ্জ,
লক্ষ্ণৌ-২২৬০০১
দূরভাষ : ২৪০৫০৪, ২৪০৪২০

কলকাতা সম্পাদকীয় ও ব্যবসায় কার্যালয়
স্টিফেন্স কোর্ট ফ্ল্যাট-৫ এ (পাঁচতলা) ১৮ এ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০১৬
দূরভাষ : ২৯৭৮২৮, ২৯৮৫৪০,
টেলেক্স : ০২১-৫১৭৩ নিউজ ইন,
গ্রাম : মায়াকহানি, কলকাতা

প্রধান কার্যালয় :
মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড,
২৮১ মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ ২১১০০৩
দূরভাষ : ৪০৪৬৯৩, ৪০৩৯৯৪, ৪০৪৭৯৬, ৪০৩৬৯৭
গ্রাম : মায়া এলাহাবাদ, টেলেক্স : ০৫৪০২৮০
ফ্যাক্স : ০৫৩২ ৬০৬৭৩৯

প্রকাশক : দীপক মিত্র
মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড,
২৮১ মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ-২১১০০৩ থেকে প্রকাশিত
এবং মায়া প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে মুদ্রিত।
ফোটোকম্পোজিং :
মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, এলাহাবাদ-এর
একটি ইউনিট-সুরুচি অফসেট

©
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

AIR SURCHARGE Rs. 1.30 PER COPY for Dhaka, Rs. 1 for Kathmandu, 50 Paise per copy for Dibrugarh, Silchar, Tinsukia, Jorhat, Tejpur, Shilong, and 25 paise for Agartala

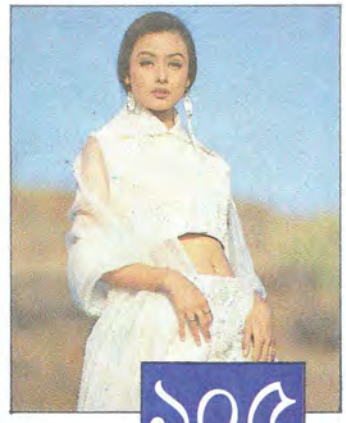

১০৫

ফ্যাশন

একুশে-পা

একুশে-পা দিতেই যেমন মনের জোয়ারে সাড়া দেয় নানা রঙ আর স্বপ্ন তেমনি চাই তার উপযোগী পোশাক। এখানে সেই ফ্যাশানের জোয়ার এনে দিয়েছে নিজস্ব পছন্দ।

২৬

বিশেষ রান্না

বড়দিন স্পেশাল

বড়দিনের আমন্ত্রণে ছোটবড় সবার জন্যই মনের মত আয়োজন করতে হলে অবশ্যই এই নির্বাচিত পদগুলি করে নিতে পারেন।—উৎসবের পরেও যার রেশ থেকে যায় অনেকদিন।

৫০

প্রচ্ছদ বিশেষ

শীত স্পেশাল ঃ মনবাহারী উলের ডিজাইন

পাঠিকাদের দাবী মেটাতে এবারও আমাদের ব্যতিক্রমী আয়োজন—মনের মত শীতের পোশাক। দারুণ সব আকর্ষণীয় ডিজাইনে নিজের পরিবার ও প্রিয়জনদের জন্য হাতে নাতে বানিয়ে নেবার আধুনিক পদ্ধতি।

৩২

সিনেমা

সমান্তরাল রেখা

রেখা কি অনন্ত যৌবন পেয়েছেন? নইলে বয়স যত বাড়ছে কেন রেখা হয়ে উঠছেন অনন্যা? বলিউডের সবচেয়ে আকর্ষণীয় নায়িকাকে নিয়ে একটি মননশীল প্রতিবেদন।

সূচিপত্র

পারিবারিক

বিতর্ক ঃ শিক্ষকদের মূল্যায়ন ঃ ছাত্রদের করা উচিত না অনুচিত? ১৬
আইনি পরামর্শ ঃ পথ হারাবো বলেই এবার... ২২
ধর্ম ঃ ঈশ্বর চিন্তা শুধু বার্ধক্যের ভাবনাই নয় ৯৪

ব্যবহারিক

এম্ব্রয়ডারি ঃ মনের মত নীল ১১২

প্রচ্ছদ বিশেষ

শীত স্পেশাল ঃ মনবাহারী উলের ডিজাইন ৫০
(১) সোনামণির শীতের সাজ ৫৫
(২) নকশাদার জ্যাকেট ৫৯
(৩) সাইড বোতামের টপ (৪) চোখ ধাঁধানো চেক ৬৫
(৫) কালো সাদা টপ ৬৬
(৬) লাল কালোর 'ভি' ৬৭
(৭) বাহারী টপ (৮) গোল গলার টপ
(৯) হাল্কা শীতের টপ ৬৯
(১০) সোনাঝরা টপ ৭০
(১১) মনকাড়া জ্যাকেট ৭১
(১২) টুইস্টেড পুলোভার ৭২
(১৩) জালিদার জ্যাকেট ৭৩
(১৪) স্লিভলেস জ্যাকেট ৭৪
(১৫) জমকালো পার্টিকেপ
(১৬) কারুকাজে কার্ডিগান ৭৬
(১৭) হাফ সোয়েটার ৭৭
(১৮) ডোরাকাটা সোয়েটার ৭৮
(১৯) বহুরঙা পুলোভার ৭৯
(২০) ক্রুসে কার্ডিগান ৮০
(২১) পছন্দসই পুলোভার ৮১
(২২) নানা রঙের টপ ৮২
(২৩) কিশোরীর ফেভারিট ৮৩
(২৪) লাল সাদায় সোয়েটার ৮৪
(২৫) কিশোরীর কার্ডিগান ৮৬
(২৬) কিশোরীর কোট ৮৭
(২৭) আরামের কার্ডিগান ৮৮
(২৮) ফ্যাশনেবল টপ ৮৯
(২৯) জমকালো কার্ডিগান ৯০

রান্নাবান্না

রান্নাবান্না ঃ পাঠকের পাক ২৪
বিশেষ রান্না ঃ বড়দিন স্পেশাল ২৬
বড়দিনের রান্না ঃ ক্রিসমাস কেক ৩০
প্রতিযোগিতা ঃ মনোরমা–বুটি মিক্সি রন্ধন প্রতিযোগিতা ১০ ৯৩
রান্না ঃ পুরস্কারপ্রাপ্ত রেসিপি ঃ মনোরমা–বুটি মিক্সি রন্ধন প্রতিযোগিতা ৭ ১০০
ফলাফল ঃ মনোরমা–বুটি মিক্সি রন্ধন প্রতিযোগিতা ৮ ১০৩

প্রসাধন, স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিত্ব বিকাশ

ফ্যাশন বিচিত্রা ঃ শর্বরীর পুরুষোৎসব ৬
প্রসাধন ঃ রূপ–কথা ১৯
কেরিয়ার ঃ প্রিন্টিং টেকনলজি শিখতে হলে ৩৮
ফ্যাশন ঃ একুশে–পা ১০৫
অলঙ্কার ঃ চন্দ্রের সোনা ১০৮

গল্প-স্বল্প

কবিতা ঃ আগের মতই আছে, পাথরের ছায়া, চুম্বক, দুলুং, অসামান্য ঘর, জার্নাল ঃ ৩, বাজার ৪০
ফুরসৎনামা ঃ আজকের ছাত্রীরাই আগামী কালের বউ ৪২
গল্প ঃ হানিমুন ৪৪

নিয়মিত বিভাগ ও অন্যান্য

বিশ্ব বিচিত্রা ঃ বিয়ে ভাঙার বিশ্বরেকর্ড ৪
মহানগর পরিক্রমা ঃ ৯
সিনেমা ঃ সমান্তরাল রেখা ৩২
খেলার খেলা ঃ ক্রিকেট আবিষ্কারের নেপথ্যে আছে মেয়েদেরই অবদান ৯২
কলকাতার অতিথি ঃ বাংলাদেশ সম্পর্কে কলকাতার বাঙালির তেমন উৎসাহ নেই ৯৬

প্রিয় মনোরমা ঃ পাঠকের পাতা ১০২
জ্যোতিষ ঃ ডিসেম্বর মাস কেমন যাবে? ১০৪

প্রচ্ছদ অলঙ্করণ ঃ গৌতম চক্রবর্তী

সম্পাদকীয়

সারা বছর যে দিনগুলির জন্য প্রতীক্ষা থাকে, সেগুলি ফিকে হয়ে যেতেই মনের মধ্যে জন্ম নেয় একরাশ দুঃখ। দুর্গাপুজোর মাসটা দেখতে দেখতে সেভাবেই চলে গেল। পাওয়ার ঝুলিটাতো কম নয়। পুজোর কেনাকাটা, পোশাক-আশাক, প্রিয়জনদের উপহার–এমনকি হিসেব করে বছরের এই সময়েই কেনা হয় সংসারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিগবাজেটের কোন জিনিস। এতসব পাওয়ার মধ্যেও হারানোর যন্ত্রণাটা ঢের বেশি বাজে। মাত্র চারটি দিন। অথচ কি আয়োজনই না থাকে এই দিনগুলি উপভোগ করার নেশায়। স্মৃতি সতত সুখের কিনা জানি না, তবে বাঙালি জীবনে শারদ উৎসবের মুহূর্তগুলি নিটোল খুশির। একান্ত অনুভূতির। আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব সকলকে কাছে পাওয়ার এক বিরল মুহূর্ত।

পুজো পেরুতে না–পেরুতেই বাতাসে হিমের ছোঁয়া। এবার মনে হয় শীতটা এসে যাবে সাত তাড়াতাড়ি। এই সময়ই বছরের সবচেয়ে ভাল সময়। শীতের সব্জি বাজারে ঝেঁকে বসবে অনেক রকম। খাওয়ার তৃপ্তি, শোয়ার তৃপ্তি, বেড়ানোর তৃপ্তি। এই নিয়েই আমাদের শীত কালচার। তার সঙ্গে একটা জিনিস না–হলে অবশ্যই চলবে না। চলবে না বলেই মনোরমাও প্রতিবারের মত হাজির করেছে বাছাই শীতের পোশাক স্পেশ্যাল। উলবোনার মনোরম ডিজাইনগুলি এই সময় সবার হাতে পাওয়া মানেই পরিবার প্রিয়জনেরা নেচে উঠবেন খুশিতে। তাদের কাছে এটাও এক বিরল প্রাপ্তি। মেয়েরাতো দিতেই ভালবাসে। তাদের ভালবাসা অন্যকে আনন্দ দিতে পারলেই যেন মোক্ষ পাওয়ার তৃপ্তি। তাই এবারকার মনোরমা শীত সংখ্যায় নানান সব রকমারি ও মনমাতানো উলের সোয়েটার ও পোশাক অবশ্যই বাড়তি আকর্ষণ।

মনোরমা শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশের পর থেকে অভূতপূর্ব সাড়া আসছে প্রতিবারের মতই। অল্প দামে এমন ব্যাপক আয়োজন পাঠক সাধারণ খুব তৃপ্তি সহকারে নিয়েছেন। এবার অপেক্ষা করছি মনোরমার নির্বাচনগুলি আপনাদের কেমন লাগলো বিস্তারিত জানার। তবে আর যাইহোক একটা কথা বলতে হয়, ইদানিং সাহিত্যে যে পরিমাণ লেখক বেড়েছে সে–পরিমাণে ভাল লেখার সংখ্যা বাড়েনি। এটা অবশ্যই শারদ সংখ্যা গুলির জন্য প্রযোজ্য। হয়ত এমনও হতে পারে নামী-দামী লেখক থেকে মাঝারি বা নবীনরা অসম্ভব চাপের মুখে লেখা জমা দেন। বড় লেখকদের তো কথাই নেই। সংখ্যায় ক্রমশ বাড়িয়ে একের পর এক লিখে চলতে হয় গল্প–উপন্যাস–প্রবন্ধ–নিবন্ধ। তাই সংখ্যায় বাড়লেও সাহিত্যমান অধিকাংশ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে একটি গণ্ডিতেই। আবার এমনও হতে পারে, বাংলা সাহিত্য শারদ সংখ্যা–কেন্দ্রিক হওয়ায় লেখার মান এভাবে ধরে রাখা যাচ্ছে না। অথচ আগে ছিল অল্প লিখেও বেশি আকর্ষণ টানতে পারতেন লেখকেরা।

সে যাইহোক বাঙালির সনাতন সংস্কৃতি বলতে শারদ সাহিত্য একেবারে অপরিহার্য। অ–লেখার ভিড়ে প্রচুর লেখাও যে আছে, তার খবর নিতে দরকার হয় জহুরির। অনেকটা কোনটা ফেলে কোনটা রাখি অবস্থা। কাগজ ও ছাপার অনুষঙ্গের দাম এত বেড়েছে যে শারদ সাহিত্য কলেবর ধরে রাখতে গিয়ে পাঠক সাধারণের পকেট পর্দা ফাঁই করে দিচ্ছে। তাই দু–একটির বেশি পুজো সংখ্যা কেনা হয়ে উঠছে না অধিকাংশ সাহিত্যামোদী মানুষের। হয়ত সেজন্যই বাংলার শারদ সাহিত্য সম্পর্কে মতানৈক্য বেড়ে চলেছে। তবে বাঙালি নয়, এই ভারতবর্ষের অহঙ্কার, একটি নোবেল প্রাইজ সাহিত্যে এসেছে রবীন্দ্রনাথেরই হাত দিয়ে। তাই কে বলতে পারে বাংলা সাহিত্যের উষ্ণীষে আরও একটি নবতম পালক সংযোজিত হবে না আগামী দিনে?

বিশ্ববিচিত্রা

বিয়ে ভাঙার বিশ্বরেকর্ড

যদি দং হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম...। হিন্দুশাস্ত্র মতে বিয়ের এই পবিত্র মন্ত্র কিন্তু আর যাইহোক পশ্চিম দুনিয়ায় একেবারেই খাটে না। সেখানে দাম্পত্য বন্ধন তৈরি হতে যেমন সময় লাগে না, তেমন ভাঙার জন্যও দরকার হয় না অজুহাত বা কারণ। ঠিক এজন্যই পশ্চিম দুনিয়ার দেশগুলিতে ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে দাম্পত্য-সঙ্কট। অবাধ যৌনতায় বিশ্বাস করা নরনারীরা বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন লিভ টুগেদারে। বিয়ে এতই ঠুনকো যে খোরপোষের মামলায় কোটি কোটি টাকা লেনদেনেও কোন মানসিক টানাপোড়েন নেই তাদের মধ্যে। এই শতাব্দীর সবচেয়ে রাজসিক বিয়েটিও ভেঙে গেল। রাজকুমার চার্লস ও যুবরানী ডায়না পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের চাপান-উতোর শেষে ভেঙে দিলেন বিশাল আড়ম্বরের বিবাহবন্ধন। চার্লসকে অবশ্য এর জন্য মোটা অঙ্কের অর্থ খসাতে হয়েছে। প্রায় ১০৩ কোটি টাকা। এরচেয়ে বেশি টাকায় স্ত্রী-র সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করেছেন পশ্চিমী সঙ্গীতের যাদুকর নীল ডায়মণ্ড। নীলকে স্ত্রী মার্সিয়াকে দিতে হয়েছে ৭১৬ কোটি টাকা! এই শতকের উল্লেখযোগ্য বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়েই এবারকার মনোরমার বিশ্ব বিচিত্রা।

১. রাজকুমার চার্লস ও ডায়না স্পেনসার: ৪৭ বছরের রাজকুমার চার্লস ও যুবরানী ডায়নার রাজকীয় বিয়েটি হয়েছিল আজ থেকে পনের বছর আগে। এবছরের গোড়ার দিকে তাদের বিবাহবিচ্ছেদ স্থির হয়ে যায়। ১৫ জুলাই '৯৬ চূড়ান্তভাবে বিচ্ছেদের ডিক্রি জারি হয়। এই বিচ্ছেদে ডায়না পেয়েছেন প্রায় ১০৭ কোটি টাকা ও নিজের খরচ চালানোর জন্য বছরে আরও দু কোটি ছিয়াশি লক্ষ টাকা। বিয়েতে পাওয়া সমস্ত রাজ-অলঙ্কারও ডায়না নিজের কাছে রাখার অধিকার পেয়েছেন। তবে সেগুলি কোনমতেই বিক্রয়যোগ্য নয়। ডায়না-চার্লসের বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ, রাজকুমারের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ক্যামিলা পার্কার বোলস। ক্যামিলার সঙ্গে রাজকুমারের অবৈধ সম্পর্কের কথা এখন আর কারোরই অজানা নয়।

২. লুসি য়ানো পাওয়ারস্তি (৬০) ও **এ্যাডুয়ার** (৫৬) দীর্ঘ ৩৫ বছরের দাম্পত্য বন্ধন শেষ হওয়ার মুখে। পাওয়ার ও নিজের ২৬ বছরের সেক্রেটারির জন্য স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছেন। এই বিচ্ছেদে স্ত্রী এ্যাডুয়া পাচ্ছেন ৩৫১ কোটি ৮০ লাখ টাকা। একই সাথে মোডেনাস্থিত একটি বিলাসবহুল বাড়ি। এঁদের ৩৫, ২৮ ও ৩১ বছরের তিনটি কন্যা সন্তান আছে। বিচ্ছেদের মামলা বর্তমানে চূড়ান্ত পর্বে।

৩. অভিনেতা কেভিন কস্টনার (৪১) ও **সিনাডি** (৩৯) বিবাহ বিচ্ছেদ পেয়ে গেছেন ১৯৯৫-এ। দীর্ঘ ১৬ বছর টিকে ছিল তাঁদের দাম্পত্য

৫

৮

৯

৬

৭

বন্ধন। এই বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষতিপূরণ বাবদ সিনডি পেয়েছেন ৩৫৮ কোটি টাকা, লস এঞ্জেলসে একটি বিলাসবহুল বাড়ি ও রেস্তোরাঁ। এঁদের তিনটি সন্তান। বয়স ৭ থেকে ১১ বছরের মধ্যে। তবে বিচ্ছেদের পর বাচ্চাদের দায়িত্বের প্রসঙ্গে দুজনেরই ভূমিকা থাকবে। সেজন্য এখনও কেভিন কস্টনার ও সিনডি ছুটির দিনগুলিতে বাচ্চাদের সঙ্গে আউটিং-এ যান। বেশ কিছু অভিনেত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক থাকায় সিনডি কেভিনের সঙ্গে বিচ্ছেদের আবেদন করেছিলেন।

৪. অভিনেত্রী **এলিজাবেথ টেলার** (৬৪) পাঁচ বছর আগে তাঁর চেয়ে বছর কুড়ির ছোট **ল্যারি ফোর্টেনস্কিকে** বিয়ে করেন। বর্তমানে সেই বিয়েও ভাঙতে চলেছে। এই বিয়েতে লিজ নয় লাভবান হবেন ল্যারি। কারণ বিচ্ছেদের পরিণতিতে তিনি পাচ্ছেন নগদ ১৮ কোটি টাকা, ৬ কোটি টাকার আর্ট ওয়ার্ক ও লিজের পারফিউম বিজনেস থেকে ২৩ কোটি টাকার শেয়ার। এছাড়াও বেশ কয়েকটি বাড়ি লিজের হাত থেকে চলে আসবে ল্যারির কাছে। এই বিচ্ছেদের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, পারস্পরিক সমঝোতার অভাব।

৫. **স্টিভেন স্পিলবার্গ** (৪৮) ও **এমি ইরয়ুইন** (৪০) তাদের পাঁচ বছরের দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটালেন এবছরই। এই বিচ্ছেদে এমি পাচ্ছেন ৪৪৫ কোটি টাকা নগদ ও শান্তা ফে-তে একটি বিশাল বাড়ি। একইসাথে একমাত্র সন্তানের দায়িত্ব। অভিনেত্রী কেট ক্যাপসা-র সঙ্গে স্পিলবার্গের অবৈধ সম্পর্ক থাকায় এই বিয়ে ভাঙল।

৬. **নীল ডায়মণ্ড** (৫৫) ও স্ত্রী **মার্সিয়া** (৫৪)-র ২৭ বছরের দাম্পত্য জীবন শেষ হল গত মে ১৯৯৬। এই বিচ্ছেদে মার্সিয়া তাঁর স্বামী নীল ডায়মণ্ডের কাছ থেকে পাচ্ছেন ৭১৬ কোটি টাকা ও দু-দুটি প্রাসাদোপম বাড়ি। নীল ও মার্সিয়ার ২৫ ও ১৮ বছরের দুটি পুত্র সন্তানও রয়েছে। এই বিবাহ বিচ্ছেদের কারণও নীলের ব্যভিচার। একটি যুবতীর সঙ্গে নীলকে হাতেনাতে আপত্তিজনক অবস্থায় ধরে ফেলেন স্ত্রী মার্সিয়া। একই সাথে স্বামীকে ঘর থেকে বার করে দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য নীল ডায়মণ্ডের বিছানায় মার্সিয়া ছাড়াও বহু নারীর সমাবেশ হয়েছে ইতিপূর্বে।

৭. পপ সিঙ্গার **মাইকেল জ্যাকসন** (৩৭) ও **লিজা মেরি প্রিসলের** (২৮) মাত্র ২০ মাসের বিবাহিত জীবন শেষ হওয়ার মুখে। দ্রুত পরিণতির দিকে এগোচ্ছে বিচ্ছেদের মামলা। তবে এই বিচ্ছেদে পরস্পরের লেনদেনের ব্যাপারটা বিয়ের আগেই ঠিক করা ছিল। সেই চুক্তি অনুযায়ী মাইকেল জ্যাকসনকে দিতে হবে বিশাল অঙ্কের অর্থ। অর্থাৎ বিবাহিত ২০ মাসের প্রতিদিন পিছু ২২ লক্ষ ৯১ হাজার ২০০ টাকা করে দণ্ড দিতে হবে। লিজাকে। এছাড়াও তিনি অতিরিক্ত, বিয়ের প্রথম বছরের জন্য ৭১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ও পরের বছরের জন্য ২৩ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা পাবেন। লিজা দাবী করেছেন বিচ্ছেদের পর থেকে মাইকেল জ্যাকসনের রোজগারে ১০ শতাংশ তাকে দিতে হবে। তবে এখন সন্দেহ হয়, মাত্র ২০ মাসের জন্য মাইকেল জ্যাকসন ও লিজা মেরির মধ্যেও কি আদৌ বিয়ে হয়েছিল, নাকি সেটা ছিল লোক দেখানো সম্পর্ক!

৮. **বব হক** (৬৫) ও স্ত্রী হোজেলের (৬৬) দীর্ঘ ৩৮ বছরের দাম্পত্য জীবন শেষ হল গত ১৯৯৫। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বব হকের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার কারণও সেই একই পরনারী গমন। বব হকের জীবনী লিখতে এসেছিলেন ব্লাশোঁ নামের এক মহিলা। সিডনির একটি বাড়িতে থেকে তিনি ববের জীবনী লিখছিলেন। এই জীবনী লিখতে লিখতেই তিনি সরাসরি চলে এলেন ববের জীবনে। দুজনে একত্রবাস করতে করতে বর্তমানে বিয়ে করে নিয়েছেন।

৯. অভিনেতা **পল হোগান** (৫৫) ও স্ত্রী **নোয়েলিন** (৫৪) তাঁদের ৩০ বছরের দাম্পত্য শেষ করেছেন, গত ১৯৮৮ তে। এই বিচ্ছেদে নোয়েলিন পেয়েছেন ২৫ কোটি টাকা। একই সাথে একটি প্রাসাদোপম বাড়িও। আমেরিকান অভিনেত্রী লিণ্ডা জলেস্কির সঙ্গে পলের অবৈধ সম্পর্ক হওয়াই এই বিচ্ছেদের কারণ। পল হোগান লিণ্ডার জন্যই নোয়েলিনকে ত্যাগ করেন। নোয়েলিন ৩০ বছরের দাম্পত্যে পলকে পাঁচটি সন্তানের জনক করেছিলেন। ■

শর্বরীর 'পুরুষোৎসব'

পুরুষের পোশাক তৈরি করে ড্রেস ডিজাইনিং-এর জগতে একটি নতুন দিক খুলে দিয়েছেন কলকাতার মেয়ে শর্বরী দত্ত। সম্প্রতি দিল্লিতে শর্বরীর হাতে তৈরি পোশাক নিয়ে অনুষ্ঠিত হল 'পুরুষোৎসব'।

পুরুষের ওয়ার্ডরোবকে মেয়েদের আলমারির মতই সমৃদ্ধ দেখতে চান শর্বরী দত্ত। চান নিত্যনতুন পোশাকে পুরুষকে সাজাতে। এটা শুধু তাঁর নেশা নয়, পেশাও। তাই শর্বরীর কল্পনা থেকে প্রতিদিন জন্ম নেয় নতুন নতুন ডিজাইন। কুর্তা, পিরান, আঙরাখা, শেরওয়ানি, শাল, পাঞ্জাবি এমনকি ধুতিতেও তাঁর হাতের ছোঁয়ায় মূর্ত হয়ে ওঠে ঐতিহ্য আর আধুনিকতা।

শর্বরী দত্ত এই মুহূর্তে কলকাতার একমাত্র এবং

শর্বরীর পাঞ্জাবি ঃ দিল্লির 'পুরুষোৎসব'-এ

ছবি ঃ রমেশ চৌধুরী

শর্বরী দত্ত

ছবি ঃ সনত ঘোষ

ভারতের প্রথম ড্রেস ডিজাইনার যিনি শুধু পুরুষদের জন্যই পোশাক তৈরি করেন। দ্বিতীয় দাবিটা অবশ্য শর্বরীর নিজের। কোনরকম ভনিতা না করে অকপটেই তিনি বলেছেন, 'যদি বিনয় না করি তাহলে বলতে হবে এ কাজে আমিই প্রথম। আমি যখন কাজ শুরু করি, তখন কোনও ব্যবসায়িক তাগিদ ছিল না। শুধু সৃষ্টির তাগিদ থেকেই কাজে নেমেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, মেয়েদের মত পুরুষরাও সাজতে ভালবাসেন। তাঁরাও চান তাঁদের সাজ দেখে অন্য পাঁচজন প্রশংসা করুক। কিন্তু তাঁদের কথা কেউ ভাবে না। শার্ট-ট্রাউজার্স, কুর্তা-পাজামা, বড়জোর উৎসবে অনুষ্ঠানে ধুতি-পাঞ্জাবি--এই একঘেয়েমির বাইরে তাঁদের চয়েস বলতেও তখন কিছু ছিল না। তাই এই উদ্যোগ নিয়েছিলাম। আর প্রথম উদ্যোগেই একশো ভাগ সফল।'

এই সাফল্যই শর্বরীকে উৎসাহ যুগিয়েছে। আর এই উৎসাহ থেকেই জন্ম নেয় 'পুরুষোৎসব'। আগে কলকাতায় 'পুরুষোৎসব' নাম দিয়ে একটা প্রদর্শনী করেছিলেন শর্বরী, আর গত সেপ্টেম্বরে এই একই নামে দিল্লিতে আয়োজন করেছিলেন একটি ফ্যাশন প্যারেড, যেখানে আমন্ত্রিতদের প্রায় সবাই ছিলেন রাজধানীর গণ্যমান্য বাসিন্দা।--'আমাদের সমাজে পুরুষকে নায়ক করে অনেক অনুষ্ঠানের চল আছে। রাখী, ভাইফোঁটা, বিয়ে, জামাইষষ্ঠী, পৈতে, পাগড়ি, কড়ওয়া চওত-আরও কত কি। এই ধরনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আঙ্গিকে পুরুষকে নতুন সাজে সাজিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল পুরুষোৎসব। এই ধরনের ফ্যাশন শো এই প্রথম, বললেন শর্বরী।

শর্বরীর মতে, ভারতে পুরুষের সাজের চল ছিল প্রাচীন যুগ থেকেই। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের সময় থেকে এদেশের পুরুষরা পাশ্চাত্য পোশাকের দিকেই বেশি ঝুঁকে পড়েন। ফলে ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে দেশীয় পোশাক। বললেন, 'আমি দেশী পোশাকের চল আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছি। আমি কোনও নতুন ফ্যাশন তৈরি করিনি। আমার তৈরি পোশাক প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মিশ্রণ মাত্র।'

এই মেলবন্ধনই হয়তো শর্বরীর তৈরি পোশাকের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়িয়েছে। 'পুরুষোৎসব'-এ উপস্থিত বিখ্যাত এবং বিতর্কিত লেখিকা শোভা দে একই কথা বলেছেন। ওই অনুষ্ঠানে শোভার স্বামীর পরনে ছিল শর্বরীর তৈরি ধুতি এবং অঙ্গবস্ত্র। উৎসবের মঞ্চে দাঁড়িয়ে শোভা বলেছেন, 'সাজগোজের জগৎটা মেয়েদের একচেটিয়া ভাবতেই আমরা অভ্যস্ত ছিলাম। শর্বরী সেই ধারণাটা এক ঝটকায় ভেঙে ফেলেছেন। তাঁর চিন্তা-ভাবনা যেমন বৈপ্লবিক, তেমনই নান্দনিক। এই ধরনের অল মেল ফ্যাশন শো-র কথা আগে আমরা ভাবতেই পারতাম না।'

'পুরুষোৎসব'-এ যদিও শর্বরীই ছিলেন মধ্যমণি, তবুও এই অনুষ্ঠানে অন্যদের অবদানও কিছু কম নয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছিলেন প্রসাদ বিদাপা। কোরিওগ্রাফির দায়িত্বে ছিলেন বিখ্যাত মডেল নয়নিকা চ্যাটার্জি। 'পুরুষোৎসব' উপস্থাপনা করেছিল 'ইমপ্রেসারিও' নামে একটি সংস্থা যার তত্ত্বাবধায়ক কলকাতার ইনা পুরী। 'ইমামী' কোম্পানি এই অনুষ্ঠানটি স্পনসর করে।

এই ফ্যাশন প্যারেডে মডেলরা পরেছিলেন শর্বরীর তৈরি দামী সিল্ক, তসর এবং মুগার পোশাক। বর্ণাঢ্য পোশাকের সম্ভার মৌর্য শেরাটনের নান্দিয়ার গার্ডেনকে সেপ্টেম্বরের সেই সন্ধ্যায় এক আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছিল।

১৯৯১ সালে কনক্লেভ গ্যালারিতে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন শর্বরী। পুরুষের পোশাকে যে এই ধরনের অভিনবত্ব আসতে পারে, এই ধারণাটাই তখন অনেকেরই ছিল না। কিন্তু প্রথম প্রদর্শনীর পর সেটা ছড়িয়ে যেতে সময় লাগেনি। আর এই ছয় বছরে শর্বরীর

রঙিন ধুতি ঃ দিল্লির 'পুরুষোৎসব'-এ

খ্যাতি ছড়িয়েছে দেশজুড়ে। দেশের বিখ্যাত পুরুষদের মধ্যে কে পরেন নি তাঁর পোশাক? মকবুল ফিদা হুসেন থেকে শুরু করে টি.এন. শেষন, কপিলদেব, শম্ভু মিত্র, প্রয়াত রাহুল দেববর্মন, মিঠুন চক্রবর্তী, বিকাশ ভট্টাচার্য, বসন্ত চৌধুরী, আনন্দশংকর, এমনকি আমজাদ আলি খানকে উপহার দেবার জন্য সুচিত্রা মিত্র তাঁর কাছ থেকে পোশাক কিনেছেন। বিখ্যাত ব্যক্তিরা তাঁর পোশাক পরলে শর্বরীর অবশ্যই ভাল লাগে। কিন্তু তিনি বেশি আপ্লুত হন তখন, যখন কোনও অজানা, অচেনা জায়গা থেকে কোনও স্বল্পবিত্তের মানুষ তাঁর কষ্টের সঞ্চয় দিয়ে শর্বরী দত্তের পোশাক কিনতে চান।

শর্বরী দত্তর জনপ্রিয়তার যথেষ্ট সঙ্গত কারণও রয়েছে। যে সময়ে পুরুষদের ফর্মাল পোশাক বলতে আমরা শুধু থ্রি পিস স্যুটই বুঝতাম, সেই সময়ে সম্পূর্ণ ভারতীয় শৈলিতে তিনি যে পোশাক বানাতে শুরু করেন তা সাজগোজ সম্পর্কে পুরুষের কুণ্ঠা ভেঙে এনে দিয়েছিল অহংকার এবং পৌরুষের আত্মবিশ্বাস। নানারকম কুর্তা, ধুতি, পিরান, আঙরাখা, শেরওয়ানি, পাঠান স্যুট, জহরকোট, শাল, পাঞ্জাবি তো ছিলই, এবার 'পুরুষোৎসব'-এ তিনি আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন রঙিন ধুতির। তাঁর তৈরি মেরুন, কালো বা নীল রঙের ধুতি পরতে হলে পুরুষদের অবশ্য একটু দুঃসাহসী হতেই হবে।

আসল কথা হল, ছেলেদের সাজতে চাওয়া এবং সাজতে পাওয়া-র মধ্যে যে যোজন ব্যবধান ছিল, শর্বরী তা কমিয়ে আনতে চেয়েছেন। তাঁর কথায়, 'ডেনাস যদি সুন্দর হয়, তাহলে অ্যাপোলোও সুন্দর। তাহলে তার সাজতে আপত্তি কোথায়?' পুরুষদের জন্য পোশাক তৈরি করলেও, শর্বরীর মূল ক্রেতা কিন্তু মেয়েরাই। কীভাবে? শর্বরী জানিয়েছেন, 'মেয়েরা তার প্রিয় পুরুষকে সাজাতে ভালবাসে। কিন্তু কীভাবে সাজাবে ভেবে পায় না। উপহার দেবার মত পোশাক এত কম যে তাদের দিতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বারবারই ধাক্কা খেত। এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি খুব ভাবতাম। ভাবতে ভাবতেই পুরুষের পোশাক তৈরির একটা কনসেপ্ট মাথায় এল।'

কথাবার্তায়, কাজকর্মে আদ্যোপান্ত স্বাধীন নারী শর্বরী। তিনি নিজে যেভাবে চান, ঠিক সেভাবেই কাজ করেন। দিনের অনেকটা সময় কেটে যায় সৃষ্টির নেশায় বুঁদ হয়ে। প্রতিদিনই তিনি কিছু না কিছু নতুন সৃষ্টি করেন। তাঁর তৈরি পোশাকে একই ডিজাইনের কখনও পুনরাবৃত্তি হয় না। নিজের সাফল্য তাঁর কাছে অনেকটাই আশাতীত। কিন্তু এত কিছু পাওয়ার মধ্যেও সামান্য মন খারাপ তাঁকে মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন করে। বললেন, 'আমার ছেলে আর ওর স্ত্রী আমার কাজে অনেক সাহায্য করে। কিন্তু জানেন, আমার স্বামী বা আমার ছেলে আমার তৈরি পোশাক একদম পরে না।'

স্বনামধন্যা শর্বরী দত্ত এক্ষেত্রে কিছুটা অভিমানী।

সোমা মুখোপাধ্যায়

ওহ! চাঙ্কী ...মাই ফেবারিট

ITID QUALITY EXCELLENCE AWARD

এম ডী এচ

চাঙ্কী চাট মশলা

চানাচুর, স্যাণ্ডউইচ, ওয়েফার, টিক্কি, সিঙ্গাড়া, পকোড়া, কাজু ভাজা, বাদাম, ফলের চাট, আলুর চাট, দই বড়া, বার্গার, পীজা, পনীর টিক্কা এবং তন্দুরী ব্যঞ্জন ইত্যাদিতে চাঙ্কী চাট মশলা মিশিয়ে আরও সুস্বাদু ও তৃপ্তিদায়ক করুন। ষ্টাফড করোলা, ভিণ্ডি এবং বেগুন রান্না করার জন্য এই মশলা অতি উত্তম।

অন্যান্য লোকপ্রিয় এম ডী এচ মশলা

চানা মশলা
উত্তম স্বাদে ভরিয়ে দেয় যে কোন ব্যঞ্জন

কিচেন কিঙ্গ
প্রতিটি রান্নায় রাজকীয় স্বাদের অনুভব দেয়

দেগী মির্চ
রান্নায় রঙ আনে ও স্বাদ বাড়ায়

গরম মশলার
আসল স্বাদ

মহাশিয়ান দী হাট্টি প্রাঃ লিঃ

এম ডী এচ হাউস, 9/44, কীর্তি নগর, নিউ দিল্লী-110015 ফোন : 537987, 537341, 539609.

শাখা : ● দিল্লী ● গাজিয়াবাদ ● গুড়গাঁও ● কানপুর ● কলকাতা ● নাগৌর

75 PLATINUM JUBILEE

স্থাপনা 1919

Gayways

শিল্প ও শিল্পী

অরুণিমা মিত্রের আঁকা ছবি

শিল্পী–দম্পতির চিত্র প্রদর্শনী

অরুণিমা চৌধুরী ও গৌতম চৌধুরী। ছবি আঁকছেন অনেকদিন। খুব সম্প্রতি এই শিল্পী যুগলের শিল্পকর্মের প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল গ্যালারি ৮৮–এ। জীবনের অভিজ্ঞতায় পঞ্চাশের ছাপ দু'জনেরই। জল রং ও মিশ্র মাধ্যমে ছবি পাওয়া গেল প্রায় ২৫টি করে। গৌতম চেষ্টা করেছেন বা তাঁর রং ও তুলি দিয়ে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন এক সম্পূর্ণ মানুষের আন্তরসৌন্দর্যকে। তাই বিভিন্ন মানুষ–মানুষীর মিছিলে আমরা মুখোমুখি হয়ে পড়ি অনিবার্যভাবে। অরুণিমা নিজেকে সঁপে দিয়েছেন প্রকৃতির কোলে। তাঁর ছবিতে প্রকৃতির অবাধ বিচরণ। তাই তিনি বলেন—'ফুল আমার ছিন্ন ভিন্ন আত্মা। প্রস্ফুটিত। পাহাড়, জঙ্গল নদীতে পথ ঘেরা তাঁর মাটিতে মাড়িয়ে যাওয়া ফুলকে মনে হয় মানুষেরই থ্যাঁতলানো আত্মা। এই অনুক্রিয়া ঘটে যায় আমার অন্তরে।' এইখানেই তো শিল্পীর চরম সার্থকতা।

নীলিমা দাস

শিল্পীর পাশে

মঞ্চ ও চলচ্চিত্র জগতের সফলতম অভিনেত্রী নীলিমা দাস। নাটক দিয়ে ওর অভিনয় জীবন শুরু। প্রথমদিকে খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল সৌমিত্র চ্যাটার্জির সঙ্গে 'বিদেহী' নাটকটি। চলচ্চিত্রে 'কবি' ছবিতে উল্লেখযোগ্য অভিনয়। একটা সময় খলনায়িকার চরিত্রে খুব দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। শেষের দিকে মনে রাখার মতন অভিনয় করেছেন 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' ছবিতে। সম্প্রতি উত্তম মঞ্চে শিল্পী সংসদের উত্তম স্মরণে এক অনুষ্ঠানে অসুস্থ নীলিমা দাসের হাতে কিছু অর্থ তুলে দেন শিল্পী সংসদের পক্ষ থেকে মঞ্চ–চলচ্চিত্র জগতের আর এক সফলতম অভিনেত্রী মাধবী মুখার্জি। ওই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তরুণকুমার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, রামকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ গুণীজনেরা। ওঁর সমসাময়িক অভিনেতা অভিনেত্রীরা মিলে ওর চিকিৎসার অর্থ সংগ্রহের জন্য নীলিমা দাস বেনিভোলেন্ট ফান্ড তৈরি করেছেন। উল্লেখ্য, এ ব্যাপারে প্রবীণদের পাশাপাশি নবীনেরাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

ছবি : উত্তম রায়

গুণীজন সমাচার

ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান

সত্যজিৎ ভবন

বম্বে থেকে ফিরে এসে রুমা গুহঠাকুরতা সঙ্গীত সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সংকল্প করেছিলেন। তৈরি হয়েছিল ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার। সেও প্রায় দেখতে দেখতে ৩৭ বছর পার হয়ে গেল। এই কয়্যার গণ সঙ্গীত, দেশাত্মবোধক, লোকসঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে শুধুমাত্র কলকাতাই নয়, জয় করেছে সারা বিশ্বের মন। সম্প্রতি ইয়ুথ কয়্যারের একটি নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান হয়ে গেল। বিজয়া রায়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীমতী গুহঠাকুরতা নিজেই ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। উপস্থিত ছিলেন অমিতাভ চৌধুরি, সেবাব্রত গুপ্ত, নন্দদুলাল ভট্টাচার্য, নীলরতন সিনহা প্রমুখ বহু গুণীজন। অমিতাভ চৌধুরির প্রস্তাব অনুযায়ী ভবনটির নাম সত্যজিৎ ভবন রাখা হয়।

ছবি : সুস্মিতা চৌধুরী

'নজরুল ফাউন্ডেশন'

সম্প্রতি সাহিত্য সংস্কৃতি ও সঙ্গীতির আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে গঠিত জনহিতকর ন্যাস 'নজরুল ফাউন্ডেশনের' আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করলেন প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় অন্নদাশংকর রায়।

সভায় সভাপতির আসনে ছিলেন মাজহারুল ইসলাম। সভা পরিচালনা করেন জাহিরুল হাসান। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল কপিরাইট আইন ও লেখক প্রকাশক সম্পর্ক। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন মাননীয় বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় বিশিষ্ট আইনজীবী নবী চৌধুরী কবি ও আলোচক উৎপল কুমার বসু, নজরুল গবেষক বাঁধন সেনগুপ্ত—কবি অর্ধেন্দু চক্রবর্তী ও বিশিষ্ট প্রকাশক সুধাংশু দে।

নজরুল ফাউন্ডেশন-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে গুণীজনেরা

বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী নবী চৌধুরী কপি রাইট ও লেখক প্রকাশক সম্পর্ক নিয়ে বক্তব্যে বলেন—কপি রাইট অ্যাক্ট বেশ জটিল। এটি ইনট্যালেকচুয়্যাল প্রোপার্টি। প্রাচীন কালে কপি রাইট ছিল না। ১৯১৪ সালে প্রথম আসে কপি রাইট আইন। যা ছিল ইংল্যান্ডের হুবহু অনুকরণ। পরবর্তীকালে ১৯৫৭ সালে কপি রাইট অ্যাকট হয়। আরও পরে ১৯৮৪ ও ১৯৯৪ এই আইনের কিছু কিছু সংশোধন হয়। স্বত্বের মালিকের একচেটিয়া ভোগ দখল এবং লেখার প্রেরণা যাতে পায় তার জন্য এই আইন। যার সম্পত্তি তিনি হস্তান্তর করতে পারেন। লেখক আজীবন ভোগ করতে পারবেন তার স্বত্ব। মৃত্যুর আগে তিনি (লেখক) তাঁর আত্মীয়কে বা অন্য কারোকে উইল করে দিয়ে গেলে—তারা মালিক হবেন।

লেখকের মৃত্যুর পর ৬০ বছর (আগে ৫০ বছর ছিল) অতিক্রান্ত হয়ে গেলে লেখকের আর স্বত্ব থাকবে না। তখন সেটা জনগণের সম্পত্তি হয়ে যাবে।

ছবি : সুস্মিতা চৌধুরী

রম্পা শিবকে পুরস্কৃত করছেন নরওয়ে কনসাল শ্রী মেহেরা

শিশু প্রতিভা

নরওয়ের আনুঁ লুন্দ স্মারক সমিতি নরওয়ে এবং কলকাতার প্রতিভাবান শিশুদের পুরস্কৃত করেন ক্ল্যাসিকাল মিউজিক, চিত্রাংকন, কবিতা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। এই বছর কলাকুঞ্জে এক বর্ণময় অনুষ্ঠানে শিশু প্রতিভা রম্পা শিবকে পুরস্কৃত করেন নরওয়ের কনসাল শ্রী এস.কে. মেহেরা। অনুষ্ঠান সভাপতি রবীন্দ্রভারতী উপাচার্য তাঁর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন রম্পাকে। তবলা বাদনে নৈপুণ্যের জন্য রম্পা পুরস্কৃত হল। পুরস্কার আর্থিক মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা। আসরে রম্পার তবলা লহরা শ্রুতিনন্দন। প্রতিবছর এই সময়ে অনূর্ধ্ব পনেরো বছর বয়সী শিশুদের পুরস্কৃত করা হয়। এই নিয়ে পর পর পাঁচ বছর দেওয়া হল।

ছবি : প্রশান্ত অরোরা

ফ্যাশান ফোয়ারা

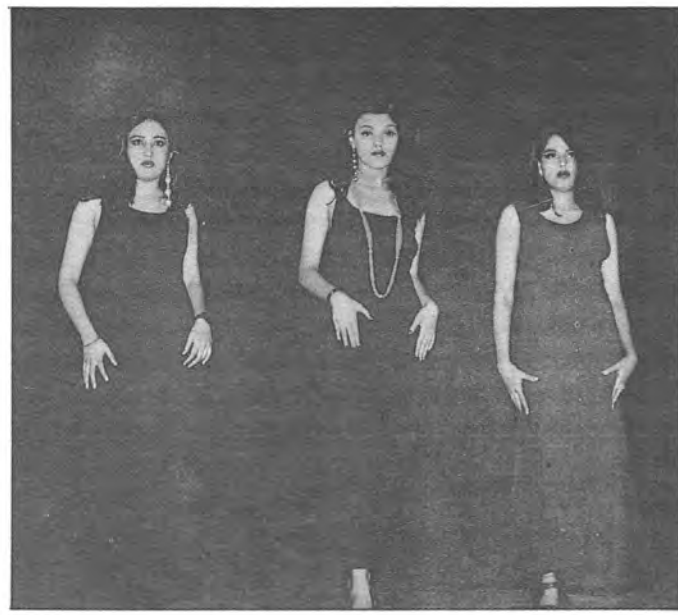

লায়ন্স ফ্যাশন শো

লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতায় সম্প্রতি কলামন্দিরে অনুষ্ঠিত হল 'লায়ন্স ফ্যাশন শো'। এই ফ্যাশন শো টি ছিল লায়ন্স ক্লাবের বাৎসরিক

অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ। বাৎসরিক সভা, আধুনিক নৃত্য এবং পশ্চিমী নৃত্যের পরে শুরু হল ফ্যাশন প্যারেড। মোট পাঁচটি সিকোয়েন্সের এই ফ্যাশন প্যারেড–এর কোরিওগ্রাফার ছিলেন সন্দীপ রায়। বর্তমানে কলকাতায় যতগুলি ফ্যাশন শো হয়, তার বেশিরভাগ শো কোরিওগ্রাফ করেন সন্দীপ। এই ফ্যাশন প্যারেড–এর মডেলদের ড্রেস ডিজাইনার ছিলেন শীলা রায়।

ছবি : গৌতম বসু

রোটারি শো

সম্প্রতি বিদ্যামন্দিরে অনুষ্ঠিত হল রোটারি ক্লাব আয়োজিত ফ্যাশন শো। রবিবারের সন্ধ্যায় এই অনুষ্ঠানে দর্শক সমাগমে ঘাটতি ছিল না, ঘাটতি ছিল দক্ষ পরিচালকের। আসলে র‍্যাম্প ছাড়া ফ্যাশন প্যারেড তেমন জমে না। কিন্তু সন্দীপ মিত্রের কোরিওগ্রাফিতে বিদ্যামন্দির–এর স্টেজে এই ফ্যাশন প্যারেড তাবুও দর্শকদের চোখ টানতে পেরেছিল। এই শো–এর মডেলদের ড্রেস ডিজাইন করেছিলেন উইকএণ্ডার। আটটি সিকোয়েন্সের মধ্যে পাঁচটিই ছিল

হট কালেকশনের, এদিনকার মডেলরা সবাই ছিল কলকাতায়।

ছবি : গৌতম বসু

নাট্যসংবাদ

মধুবনী চট্টোপাধ্যায়

থিয়েটার ইণ্ডিয়া এবং ধ্রুপদী নৃত্যসন্ধ্যা

থিয়েটার একটি সমন্বিত শিল্পমাধ্যম। এবং শিল্পের প্রসারে ধ্রুপদী নৃত্য বিশেষভাবেই অপরিহার্য। অতএব তার প্রসারে থিয়েটার ইণ্ডিয়ার আয়োজনে এবার ওড়িশি মণিপুরী ও ভরতনাট্যম নৃত্যে তিন কিশোরীর প্রকাশ। ওড়িশি নৃত্যে মঙ্গলাচরণ, পল্লবী এবং দশাবতার সহ মোক্ষ প্রদর্শন করেন তনুশ্রী দত্ত। প্রথাগত ব্যাকরণিক ধারায়। কোনও বিশেষ মাত্রা আরোপ করে না। তবে তনুশ্রী একমাত্র শিল্পী যিনি লাইফ মিউজিক সহযোগে নাচেন। সুতরাং কণ্ঠে দেবাশিস সরকার এবং পাখোয়াজে পৌষালী মুখোপাধ্যায়ের গাঢ় নিবেদন প্রশংসনীয়। টেপড্ মিউজিককে সঙ্গী করে বৈষ্ণবী ভাবাবেগকে আত্মানুসন্ধানে মণিপুরী নৃত্যভঙ্গিমায় প্রকাশ করেন পৌষালী চট্টোপাধ্যায়। মৃদঙ্গ হাতে নিয়ে পৌষালীর নৃত্যপ্রদর্শন দৃষ্টিনন্দন। এই সন্ধ্যার অন্যতমা হলেন মধুবনী চট্টোপাধ্যায়। সহযোগী যন্ত্রী এখানে টেপ। তবুও মধুবনী শিল্পের সৃজনে ইতিমধ্যেই এক ধাপ এগিয়ে। কারণ তাঁর শিল্পীত সৌন্দর্যের পবিত্র আধারে যেভাবে প্রকাশ করেছেন পুরাণ চরিত্রের নারীদের–যশোদা থেকে যশোধারা। এখানেই মধুবনী বুঝিয়ে দেন তাঁর ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক জ্ঞানে যে কতখানি সমৃদ্ধ। একক্ নৃত্যে ও স্বল্প বয়সে প্রতিটি চরিত্রকে চিত্রিত করেছেন নিখুঁত নিপুণ নৃত্য ও নৃতত্ত্বের বৌদ্ধিক দীপ্তিতে। মধুবনীকে আরও দেখার ইচ্ছা রইল।

ছবি : প্রশান্ত অরোরা

ইণ্ডিয়ান সামার থিয়েটার কোম্পানি

ইওরোপের 'ইণ্ডিয়ান সামার থিয়েটার কোম্পানি' কলকাতার মঞ্চে দুটি ভিন্ন স্বাদের নাট্যোপহার দিয়ে গেলেন। গভীর এবং তরল। শেক্সপীয়রের 'কিং লিয়র' এবং নোওয়েল কওয়ার্ডসের 'ফলেন এঞ্জেলস্'। দুটিরই পরিচালক জো. মারে। দুটিরই মঞ্চসজ্জা নিরাভরণ। কিছু প্রপ্স মাত্র। লঘু রসের স্বাদে

কিংলিয়র-এর নাট্য মুহূর্ত

আমোদিত হতে হয় 'ফলেন এঞ্জেলস'–এর আপাত মজাদার সরস কাহিনীর জন্য। জেন ও জুলী–দুই তরুণী চটকদারী অভিনয়ে মঞ্চে হল্লোড় সৃষ্টি করেন। এবং তরল আনন্দে মজে থাকেন দর্শকবৃন্দ। 'কিং-লিয়র'–এর প্রতি নাট্যানুরাগী কলকাতার বিশেষ আকর্ষণ। কিন্তু সে আকর্ষণ তৃপ্ত হয় না। কলকাতা বড় হতাশ হয়ে বাড়ি ফেরে। প্রয়োগের শ্লথ এবং একঘেয়েমী অভিনয় শেক্সপীয়রের অন্তর্লীন চেতনাকে স্পর্শ করতে পারে না। সিমল হইলার কিং লিয়রকে আত্মস্থ করতে পেরেছেন বলেই কষ্ট করে সম্পূর্ণ নাটকটি দেখতে হয়। আলো এবং আবহে ক্রিসপিয়ান কোভেল কিছু সুন্দর মুহূর্ত তৈরি করেছেন। আয়োজনে 'স্পন্দন'। সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন স্ট্যাণ্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক।

ছবি : প্রশান্ত অরোরা

নাট্যগীতি পরিক্রমা

নাট্যগীতি বাংলা গানের একটি সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। এই ধারাটিকে জনপ্রিয় করেছেন নিঃসন্দেহে দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। নাট্যগীতির গবেষক হিসেবে দেবজিত অবশ্যই সাধুবাদ পাবেন। রবীন্দ্রসদনে একাডেমি থিয়েটার নিবেদন করলেন থিয়েটারের গানের সঙ্গে যাত্রার গান। থিয়েটারের গান পর্যায়ে দেবজিত শোনালেন 'বিদ্যাসুন্দর থেকে নরকগুলজার'। খুঁতহীন পরিকল্পনা। কুমার রায়ের ধারাভাষ্য এবং ব্যাক স্ক্রিনে নাট্যমুহূর্তের স্থিরচিত্র ও তৎকালীন সময়ের প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করে প্রার্থিত নাট্যক্রিয়া। এবং আমরা বাধ্য হই সেই সময়ে ফিরে যেতে। যাত্রার গানে ছিলেন বীণা দাশগুপ্ত। বিগত পঁচিশ বছরের যাত্রার গান শোনালেন। 'নটী বিনোদিনী, 'বাবা তারকনাথ' 'মেয়েরা কবে স্বাধীন হবে', 'আঁধারে মুসাফির', 'মীরার বধূয়া' প্রভৃতি পালার গান। চর্চিত কণ্ঠ, স্পষ্ট উচ্চারণ, কণ্ঠস্বরের অবাধ বিচরণ। ভাল গাইতে পারেন বীণা। তবে বিগত ২৫ বছরের সময় সীমায় বাংলা গানে যে অবক্ষয় সময় তার ছবি তাঁর গানে স্পষ্ট। ভাল লাগে শুধু 'নটী বিনোদিনী' পালার 'ঠাঁই পাই তব চরণে' এবং 'হরি মন মজায়ে লুকালে কোথা' গান দুটি। আসলে 'যাত্রা'--এই শব্দটি নিয়ে যায় সুদূর অতীতের মায়ায়। সেই মায়া তৈরি করতে পারলেন বীণা দেবী।

বিবিধ

দেবশ্রী রায়

দেবশ্রী রায় টেলি-মিডিয়া

সম্প্রতি হিন্দুস্থান হোটেলে উদ্বোধন হল 'দেবশ্রী রায় টেলি-মিডিয়া'র। দূরদর্শন সিরিয়াল ও চলচ্চিত্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে নতুন সংস্থা হিসেবে সেদিনই আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চিরঞ্জিত, উষা উত্থুপ, শাহবাজ খান, অমিতাভ ভট্টাচার্য প্রমুখ। অনুষ্ঠানে দেবশ্রী ঘোষণা করলেন 'দেবশ্রী রায় টেলি মিডিয়ার' কার্যকরী মাত্রা শুরু হচ্ছে 'দেবাঞ্জলি' নামে একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছায়াছবি এবং 'অনুসন্ধান' নামে একটি টিভি ধারাবাহিকের মাধ্যমে। দুটোতেই অভিনয় করেছেন দেবশ্রী রায়ের পাশাপাশি শাহবাজ খান ও চিরঞ্জিত। এছাড়াও 'অনুসন্ধান' ধারাবাহিকে টাইটেল সঙ গাইছেন উষা উত্থুপ। কথা প্রসঙ্গে দেবশ্রী রায় জানালেন, 'ভাল ছবি প্রযোজনা করার দিকেই এই সংস্থা সর্বদাই নজর রাখবে।'

ছবি : স্নেহাংশু মতিলাল

তথ্যচিত্রে সুভাষ মুখোপাধ্যায়

কলকাতার দূরদর্শন নিবেদনে, সন্দীপ রায়ের প্রযোজনায় এবং প্রসেনজিৎ ঘোষের চিত্রকল্পে সুভাষ-কে পেলাম আমাদের জীবন পথের বাঁকে বাঁকে হঠাৎ চকিতে অতীতের ধূসর পথে। পেলাম মোহময়ীয়ার কাব্যিক স্মৃতি-মেদুরতায়-কবি অরুণ মিত্র ও কবি জায়া শান্তি মিত্র, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বয়ং কবি এবং আরও কিছু বিশিষ্টজনের অতীতচারণায়। সেই তিরিশ দশকে কলকাতায় এসে বাঙাল সুভাষ তাঁর শৈশবের মিত্র ইনস্টিটিউশনের ছাত্রজীবন, গদ্য থেকে পদ্যতে পথচলা, সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে 'সন্দেশ' পত্রিকা সম্পাদনা, কবি অরুণ মিত্র-র পাঞ্জাবি পরে বিয়ের 'বর' হওয়া, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের একান্ত বন্ধু হওয়া, বামপন্থী আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে দমদম সেন্ট্রাল জেলে ও পরে প্রেসিডেন্সী জেলে স্থানান্তরিত হয়ে কারাবাসীদের জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে জানা। তথ্যচিত্রটি আরও মূল্যবান হয়ে ওঠে কম্যুনিস্ট নেতা জলিকাউল ও রামকৃষ্ণ মৈত্রের সংযোজনায়। তবে চিত্রনাট্যকার আজকের সময়ের কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আপাত পরিবর্তনকে ধরেন নি বিন্দু বিন্দু অনুভবেও। অতএব এই ছবির সঙ্গে কোনরকম অনুক্রিয়া ঘটে না। কলকাতা দূরদর্শন দূরে কোথায়--রেখে দেন কবি সুভাষকে। তবে সুমিত ঘোষের সম্পাদনা এবং সুমিত চট্টোপাধ্যায়ের ক্যামেরা দূরদর্শনের সীমাবদ্ধ তিরিশ মিনিটেই বেশ সুন্দর অথচ গতিময়তায় এক ছন্দময় মূর্ছনা সৃষ্টি করেছে।

অভিনব সাউণ্ড উইং

সঙ্গীত রসিক শ্রোতাদের জন্য সুখবর! আপনাদের অতি পরিচিত জনপ্রিয় সাউণ্ড উইং ক্যাসেট কোম্পানি আপনাদের জন্য তাদের বাংলা গানের ভাণ্ডার নিয়ে আসছেন একেবারে আপনার বাড়ির দরজায়। শুধু তাই নয়, তারা দিচ্ছে প্রতি ক্যাসেটে ১০% ছাড়। এছাড়াও ক্যাসেট কিনুন বা না কিনুন, আপনারা পাবেন একটি গোল্ড কার্ড। যেটা দেখিয়ে আগামী মার্চ '৯৭ পর্যন্ত যে কোন সাউণ্ড উইং-এর ক্যাসেট কিনলেই পাবেন ১০% ছাড়। বাড়িতে বসে একসঙ্গে তিনটে ক্যাসেট কিনলে পাবেন একটি হেড ক্লিনার--একেবারে বিনামূল্যে। আরও আছে। মাথা ঠাণ্ডা করে ক্যাটালগ দেখে ৭২-২৪৬৯ নম্বরে ফোন করে অর্ডার দিয়ে দিলেই ক্যাসেট কয়েক দিনের মধ্যে আপনার বাড়িতে হাজির হবে। বাংলা গানের প্রচার ও প্রসারে সাউণ্ড উইং-এর এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে সাধুবাদযোগ্য। আসুন আমরা এদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্য করি। ফিরিয়ে আনি বাংলা গানের হৃতগৌরব।

'স্যাস' প্রকাশ করছেন কবি শঙ্খ ঘোষ

'স্যাস'

কলকাতায় নাট্যপত্র বেশ কিছু প্রকাশিত হয়। তবে 'স্যাস' অর্থাৎ স্ট্রাগল, অ্যাডভেঞ্চার, সাকসেস্-এই শব্দত্রয়ের সমষ্টি। বছরে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি প্রকাশ হয়। দীর্ঘ তেরো বছর ধরে এই নাট্যপথ স্যাস-এর প্রকাশনা সত্যিই প্রশংসনীয়। বর্তমান সংখ্যা সংকলন-১৩ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল বাংলা আকাদেমি সভাঘরে। প্রকাশ করলেন কবি শঙ্খ ঘোষ। তিনি পত্রিকাটির শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। অনুষ্ঠানে 'নাট্যের ভাষা' নিয়ে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে সলিল বাবুর বক্তব্যের উপর প্রশ্নোত্তরের আসরটি ব্যাপ্তি পেয়ে যায় নাট্যকার-পরিচালক অরুণ মুখোপাধ্যায়ের যোগদানে। সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে গ্রন্থনায় সুভাষিত করেন বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ। এবারের সংখ্যাটি সমৃদ্ধ হয়েছে সাতটি মৌলিক নাটক, রুশতী সেনের 'নন্দিনীর উত্তরাধিকার : গৌরব এবং সংকট ও 'শিবরাম-শিশির বিতর্ক'-ক্রোড়পত্রটি।

ছবি : প্রশান্ত অরোরা

বিনোদন

এ মাসের সেরা অডিও ক্যাসেট

ছোটবড় মিলে ঃ এইচ.এম.ভি. প্রকাশিত এই গানের কথায় ও সুরে অন্য বাঁক এনেছেন সুমন চট্টোপাধ্যায়। ১৪টি গানে পুরনো দিনের মিষ্টি অনুভবের সঙ্গে আধুনিক সময়ের যন্ত্রণাকে প্রকাশ করেছেন সুমন প্রার্থিত নৈপুণ্যে। ইন্দ্রাণী সেন, লোপামুদ্রা মিত্র, অঞ্জন দত্ত, নচিকেতা ও সুমনের সঙ্গে সমানতালে গলা মিলিয়েছে নটি কিশোর কিশোরী। ঋতমার 'বাঘের মেসো' এবং পায়েলের 'তোমার বন্ধু'–একক গানে ভালই লাগে। ক্যাসেটের সুন্দর গান দুটি–'স্কুলের ব্যাগটা বড্ড ভারী' এবং 'ফেলুদার গান'। দাম–৩০ টা।

আমি দেখেছি ঃ মান্না দে'র গাওয়া আটটি গানই লিখেছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং তিনি হেঁটেছেন সুমনের পথে। সেই 'লাইট ট্রেনের যাত্রী হয়ে চোঙাওয়ালা কলের গান' ও 'প্রথম রেডিও' শুনে 'সবুজ রঙের ট্রামে' চেপে 'যখন কলেজে আসা' এবং 'ছোট হওয়া দাদার জামা' পড়ে 'দিদির বাড়ি' হয়ে আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে সে খুঁজে পায় না তার সেই 'মা'কে–এই বুক জ্বালা যন্ত্রণাকে বুঝতে দেন নি সুরকার সুপর্ণকান্তি ঘোষ। আটটি অসাধারণ গানকে নষ্ট করে দিলেন সুরকার সুপর্ণকান্তি। দাম–৪০ টাকা।
প্রকাশক ঃ এইচ.এম. ভি।

তোমায় মন দিয়েছি ঃ এই শরতেও হিমেল হাওয়ায় সুরে সুরে যার কণ্ঠ অনায়াস যাতায়াত করে আমাদের হৃদয়ে তাঁর নাম হৈমন্তী শুক্লা। আটটি গানই পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। চারটি গানের সুরে মান্না দে পরিচিত পথে হেঁটেছেন। মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে 'তুমি ভালবাসি শুধু বল' এবং 'আকাশ পাগল হয়' বেশ শ্রুতিনন্দন। শিল্পী নিজের সুরে বাণীর গভীরে পৌঁছে যান 'যত খুশি ভালোবেসে' এবং 'একটু আমায় বুঝতে দিলে না'–দুটি গানে। দাম–৪০ টাকা।
প্রকাশক ঃ এইচ.এম. ভি।

চল যাব তোকে নিয়ে ঃ নচিকেতা এখনও আমাদের নিয়ে মিছিল করে চলেছেন শতাব্দী শেষ থেকে আর এক শতাব্দীর পথে। এবারে অনির্বাণের সঙ্গে দেখা হল পৌলমীর। নচিকেতার গান এখনও আমাদের। দাম–৩০ টা।
প্রকাশক ঃ এইচ.এম. ভি।

উজান টানে ঃ ভূপেন হাজারিকা তিনি তাঁর ঘেরাটোপের মধ্যে থেকেও নিজস্ব গায়কীতে আমাদের ভিতরটাকে নড়িয়ে দেন। ছ-টি গানের মূলরচনা ও সুর শিল্পীর স্বয়ং। কবি জয় গোস্বামীর 'শেষ কবিদের যাত্রা (সুর-শিল্পী) এবং 'ভোজবাজি' (সুর ঃ মিন্টু মুখোপাধ্যায়) অবশ্যই অন্য স্বাদ বহন করে।
দাম–৩৮ টাকা।
প্রকাশক ঃ এইচ.এম. ভি।

ডানা দাও ঃ বিনোদ রাঠোর এবার বাংলা গানে। সাতটি গানের কথা ও সুর তাপস বসু। নিরূপ শর্মার কথায় ও তাপস বসুর সুরে 'চিঠিতে চিঠিতে শুধু ভালোবাসা' গানটি ভাল লাগে শুনতে। প্রতিটি গানে মিশে থাকে দেশজ শৈলীর সঙ্গে পপসুরের চটক ভাঁজ। এবং বিনোদ দুটি শৈলীতে তাঁর কণ্ঠটিকেও বদলে নেন অনায়াসে।
দাম–৩৮ টাকা।
প্রকাশক ঃ এইচ.এম. ভি।

সোনার মানুষ ঃ লালনের গানকে প্রাণে নিয়ে সনজিৎ মণ্ডল দরদী নিবেদনে শ্রবণ সুখদান করেছেন দশটি গানে। মনে গেঁথে থাকবে বহুদিন 'সব লোকে কয়', 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' এবং 'হরি দিন তো গেল' দাম–৩০ টাকা।
প্রকাশক ঃ আশা অডিও।

সে যে আমার জন্মভূমি ঃ এবার দ্বিজেন্দ্রগীতি। অঞ্জলি সাউন্ডের উপস্থাপনায় দীপঙ্কর দাশগুপ্ত গেয়েছেন ১১টি জনপ্রিয় দ্বিজেন্দ্রগীতি। নিবেদনে তাঁর নিষ্ঠা আছে। আন্তরিকতা আছে। 'চাহি অতৃপ্ত নয়নে' ও 'জীবনটাতে দেখা গেল' ভালই লাগে বেশ।
দাম–২৫ টাকা।

গুরু-শিষ্য পরম্পরা ঃ হিন্দুস্তান রেকর্ডস-এর যত্নশীল নির্মাণে 'গুরু-শিষ্য পরম্পরা' ক্যাসেটে শিল্পী দম্পতি উস্তাদ সাগির উদ্দিন খাঁ সারেঙ্গীতে এবং বেগম শিপ্রা খাঁ কণ্ঠ সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। মারু বেহাগ ও ঠুংরির সৌন্দর্যকে উস্তাদজীর কারুকাজে অনন্যতা লাভ করে। শিপ্রাজীর চর্চিত কণ্ঠে এবং অর্জিত অভিজ্ঞতায় খাম্বাজের দুটি স্তর এবং মিশ্র ভৈরবীতে তাঁর গায়ন শৈলী সুন্দর। সঙ্গে দেবপ্রসাদ দের হারমোনিয়ম এবং আসলাম আলি খাঁয়ের অনুভবী সঙ্গত মনে রাখার মত। দাম–৩০ টাকা।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ঃ বাংলা থিয়েটারের ২০০ বছরকে স্মরণীয় করে

রাখতে ইউ.ডি. সিরিজ প্রকাশ করেছেন মহান গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বিল্বমঙ্গল' নাটকটিকে এই সময়ের উজ্জ্বল নট্ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের একক অভিনয়ে। সৌমিত্র জাদুময় কণ্ঠের শ্রুতি বৈচিত্র্যে যেন মঞ্চে প্রত্যক্ষ করি বিল্ব, চিন্তা, ভিক্ষুককে। এক অসাধারণ শিল্প সৃজন। দুটি ক্যাসেটের এই অ্যালবামটির দাম–৭০ টাকা।

অনুভবে রবীন্দ্রনাথ ঃ ইউ.ডি. সিরিজ নীরবে বাণিজ্যের সঙ্গে শিল্পের সৃজনে আর একটি অভিনব পদক্ষেপ নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেছেন আপন অনুভবে। কবির বাণীতে নয়। বাঙালি জীবনের অভিজ্ঞতার অনুভবে রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে উপলব্ধি করেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনেত্রা ঘটক, পূর্ণেন্দু পত্রী, স্বপ্নময় চক্রবর্তী এবং কাজল সুর। তাকে কণ্ঠে ধারণ করেছেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কাজল সুর।
দাম–৩২ টাকা।

ইন্দ্রধনু ঃ আশা অডিওর নিবেদনে আধুনিক বাংলা গানে নতুন কণ্ঠ বৈশাখী চৌধুরী আটটি গানে আমাদের হৃদয়ের নির্জনতম প্রদেশের দরজায় কড়া নেড়েছেন। বিভিন্ন গীতিকারের কথায় ও সুরে এবং কুকাই ঘোষের কল্পনাপ্রবণ যন্ত্রাণুষঙ্গে প্রতিটি গান পেয়ে যায় বৈদূর্যমণির দ্যুতি। বৈশাখীর কণ্ঠ বাংলা গানে বিশিষ্ট সম্পদ। ও সাঁঝের কলি গো (কথা ও সুর ঃ শিল্পী), 'অনেক ইন্দ্রধনু' (কথা–দক্ষিণারঞ্জন বসু, সুর–শিল্পী) এবং 'পাহাড়ঘেরা' (কথা–ধীরেন্দ্রনাথ মাঝি, সুর–কুকাই ঘোষ)–এই তিনটি গানের কথা একটু অন্যরকম বৈচিত্র্যের সঙ্গে শব্দ ব্যবহারের কৌশলও শ্রোতাদের মুগ্ধ করবে। শিল্পীর সুরে গাওয়া দুটি গানই অন্যমাত্রা নতুন করে যোগ করে। দীর্ঘদিনের চর্চিত কণ্ঠ, সুরেলা গলা, স্বকীয় স্বতন্ত্রে বৈশাখী গানের গভীরতার অর্থ নিজের অনুভবে রেখে মেজাজে গাইতে পেরেছেন। অনেকদিন পর বাংলা গানে ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটল। কথায়, সুরে ও কণ্ঠে।
দাম–৩০ টাকা।

তন্ময় সেন

এ মাসের সেরা ভিডিও ক্যাসেট

গুপী গাইন বাঘা বাইন ঃ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর গল্প অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় তৈরি করেছিলেন 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'। ষাটের দশকের শেষদিকে এই ছবি সাড়া ফেলেছিল সারা পশ্চিমবঙ্গে। ছোটদের জন্য ছবি অথচ ভাবায় বড়দেরও। গুপী (তপেন চট্টোপাধ্যায়) আর বাঘার (রবি ঘোষ) আলাপ, ভূতের রাজার বর, হাল্লা শুন্ডির যুদ্ধ–সব মিলিয়ে জমজমাট গল্প, সঙ্গে অনুপ ঘোষালের গান। এই দারুণ উপভোগ্য ছবিটি এখন ঘরে বসেও দেখা যাবে বাইন–এর ভিডিও ক্যাসেটে। দাম–২৩০ টাকা।

পদ্মা নদীর মাঝি ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস 'পদ্মা নদীর মাঝি' অবলম্বনে ছবি তৈরির সাহস শেষপর্যন্ত দেখিয়েছিলেন গৌতম ঘোষ। অশান্ত পদ্মার বুকেই যাদের জীবন কাটে, সেই জেলেদের নিয়েই গল্প। অভিনয় করেছিলেন দুই বাংলার কিছু খ্যাতনামা শিল্পী। যেমন, আরসাদ, চম্পা, উৎপল দত্ত, সুনীল মুখার্জী, প্রমুখ। ছবিটি কতখানি উপভোগ্য হয়েছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। সম্প্রতি ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন বাজারে ছেড়েছেন এই ছবির ভিডিও ক্যাসেট। দাম–২৩০ টাকা।

গণশত্রু ঃ ইবসেনের সেই বিখ্যাত নাটকের ভিত্তিতে সত্যজিৎবাবু তৈরি করেছিলেন 'গণশত্রু'। ছবির বিষয় বিজ্ঞান আর ধর্মের দ্বন্দ্ব। দেখানো হয়েছে সাধারণ মানুষ কীভাবে প্রতারিত হয় ধর্মের ধ্বজাধারী স্বার্থান্বেষীদের দ্বারা। পাশাপাশি, সত্যজিতের ছবির স্বাভাবিক নিয়ম মেনেই এসেছে কিছু ইতিবাচক চরিত্র, যারা লড়াই করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। সৎ ডাক্তার (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) আর তার অসৎ ভাইয়ের (ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়) গল্পকে শক্তিশালী করার জন্য পার্শ্বচরিত্রে আছেন দীপংকর দে, রুমা গুহঠাকুরতা, মমতাশংকর, ভীষ্ম গুহঠাকুরতা, প্রমুখ। 'গণশত্রু'–র ভিডিও ক্যাসেট বাজারে এনেছে সুনিতা ক্যাসেট কোম্পানি। দাম–২৩০ টাকা।

প্রেম ঃ ফর্মুলা মাফিক বিনোদন ছবি 'প্রেম'। গল্পে কোনরকম নতুনত্ব নেই। তবে ফোটোগ্রাফিক ট্রিটমেন্টে মুন্সীয়ানার পরিচয় রেখেছেন পরিচালক সতীশ কৌশিক। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন সঞ্জয় কাপুর, টাব্বু, দীপক তিজোরী, সৈয়দ জাফরি, অমরীশ পুরী। সুর–লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল। শেমারু ভিডিও কোম্পানি, এই ছবির ক্যাসেট ছেড়েছেন বাজারে। দাম–২৩৫ টাকা।

দ্য ব্ল্যাক পাইরেট ঃ ইংরেজি থ্রিলার দেখতে যারা ভালবাসেন, তাদের পছন্দ হতে পারে এই ছবিটি। মারপিট আর সাসপেন্সের ভাগে এতটুকু ঘাটতি রাখেন নি পরিচালক ভিনসেন্ট টমাস। তবে সুন্দর লোকেশন, চমৎকার ফটোগ্রাফি, টেকনিক্যাল মুন্সিয়ানা আর টানটান গল্প ছবিটিকে উপভোগ্য করে তোলে। পাশাপাশি অবশ্যই আছে টেরেন্স হিল আর বার্ড স্পেনসারের সুন্দর অভিনয়। সাউন্ড কোম্পানি বাজারে এনেছেন এই ছবির ক্যাসেট। দাম–২০০ টাকা।

কমলেশ কামিলা

সৌজন্য ঃ নিশিতা ইলেকট্রনিক্স

ভারীসারী, ঠেলে বেরিয়ে আসা, অপল্কা . . .

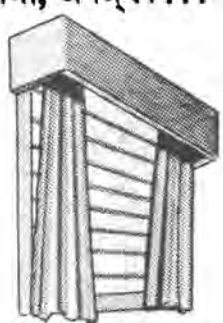

পেলমেট-এর দিন শেষ হয়ে গেল

কাঠের পেলমেট-এর সেইসব বিরক্তিকর ঝামেলা

- তাকে তৈরী করা, লাগানো, সারানো বা পালিশ করা, সবের জন্যেই একজন ছুতোর মিস্ত্রির দরকার
- তার ফাঁকফোকার যত রাজ্যের ছারপোকা, টিকটিকি, আরশোলা আর ঘুণপোকার আস্তানা
- সবসময়ে তাতে ধুলোময়লা আর মাকড়সার জাল লেগে যাবার সম্ভাবনা
- বারবার তাকে রক্ষাণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন

মসৃণ, দর্শনীয়, টেঁকসই . . .

Decorail®

যুগের জয়যাত্রা শুরু হ'ল।

ডেকোরেল-এর বরদান

- লাগানো কত সহজ আর তাড়াতাড়ি
- নিজেই করুন ফিট . . . ছুতোর মিস্ত্রির কোনো দরকারই নেই
- টেলিস্কোপিক রেল থাকার ফলে, যেকোনো সাইজের জানলা/দরজায় অনায়াসেই লাগানো চলে
- পাউডার-কোটেড ধাতব ও প্লাস্টিক অংশগুলি বহুদিন টেঁকে
- বিশেষভাবে বানানো পর্দার টেপ এবং হকগুলির জন্য আপনাআপনিই ট্রিপ্‌ল প্লিট হয়ে যায় আর ধোয়া ও ইস্ত্রী করাও যায় অতি সহজে

SAVE WOODS · SAVE EARTH

AJAY WINDECOR PRODUCTS PVT. LTD.
Gurudeep-2, Flat No.2, Tulshibaugwale Colony,
Sahakar Nagar No.2, Pune - 411 009.(INDIA)
Tel.: (0212) 434483 Fax: (0212) 477838

Flash - 10214 BEN

আমেদাবাদ- ফোনঃ ৭৪১৯১৭৯, ব্যাঙ্গালোর- ফোনঃ ২২৭৪০৩৮/২২৭৯০০০, বরোদা- ফোনঃ ৩১২১৮৮, কলকাতা- ফোনঃ ২৪৮২৫৮৫, এর্নাকুলম- ফোনঃ ৩৬২৮৮৬/৩৭১৫৮০, হায়দ্রাবাদ- ফোনঃ ২০১৩৭৫, জামশেদপুর- ফোনঃ ৪২৮৮১৮/২০৩০৪, কানপুর- ফোনঃ ৩১৬১১৮/৩১১৩৮৫, মারগাঁও- ফোনঃ ৭৩০৮০৫, মাদ্রাজ- ফোনঃ ৫১৭৯১৩/৫১৭৭৩৫, ৪৯৯৪৪৫১, মুম্বাই- ফোনঃ অম্বরনাথ (ইস্ট) ৫৮৩২১৯, আন্ধেরী (ইস্ট) ৮৩৫০৬৩১/৮৩৮৬৯৪৯, আন্ধেরী (ওয়েস্ট) ফোনঃ ৬২৬১৩৯৫/৬৩৩২৫১৯, বাদলাপুর- ফোনঃ ৫৯০৫৭৫, ভিলার- ফোনঃ ৮১৯৮০১৯, দাদার- (পশ্চিম) ৪২২০৫৯৯, দমবিভিলি- (ইস্ট) ৪৭০০৯৩, ঘাটকোপার- ফোনঃ ৫১৩৫০৪৬, গোরেগাঁও- (ইস্ট) ফোনঃ ৮৭২৮৫২২, কল্যান- ফোনঃ ৪১০০৯৮/৪২৩১২১, লোয়ার চাওয়াল- ফোনঃ ২০৬০২২৫, মালাড- (ওয়েস্ট) ফোনঃ ৮৮৩০১৬৪, মুলুন্দ (ইস্ট) ফোনঃ ৫৬৭০৯৯০, নিউবম্বালা- ফোনঃ ৫৫৬৫১৩০, নিউপানভেল- ফোনঃ ৭৪৫১৫৩০, নিউভাসি- ফোনঃ ৭৬৬৭৩১৩, পলঘর- ফোনঃ ২০৮৫/২২০০, সান্তাক্রুজ- (ইস্ট) ৬১১০২৬৯, থানে- ফোনঃ ৫৪৩৩২৯৩, ৫৩৪৪৭৪৪, ভিরার- (ইস্ট) ফোনঃ ৩৮৫০৯৭, নাগপুর- ফোনঃ ৫৫২৮৪১/৫৩৯৭৫৯, নাসিক- ফোনঃ ৫৭৯৬৯৭, নিগডি- ফোনঃ ৮৩৩০৪, নিউপিম্প্রি- ফোনঃ ৫৭১৭৪৬৮/৫৭৩৮৯৬০, পুনে- ফোনঃ ৪৩৯০০১.

* ডিলারদের অনুসন্ধান প্রার্থনীয়

শিক্ষকদের মূল্যায়ন ঃ ছাত্রদের করা উচিত, না অনুচিত?

শিক্ষার মানের ক্রমাবনতির জন্য সরকার শিক্ষকদের কাজের মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করতে চান। চুক্তির ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের কথাও উঠেছে এই প্রসঙ্গে। এই প্রস্তাব কি আদৌ সমর্থনীয়?

'বোগাস প্রস্তাব' শ্যামাপদ পাল

(সাধারণ সম্পাদক, ওয়েবকুটা)

শিক্ষকদের মূল্যায়ন হবে! ছাত্ররা তাঁদের মূল্যায়ন করবে! যতসব বোগাস প্রস্তাব। সুস্থ পরিবেশ থাকলে শিক্ষকরা নিজেরাই তাঁদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবেন। এজন্য আলাদা নিয়মকানুনের দরকার নেই। আমরা মূল্যায়নের বিরোধী নই। যাঁরা যে দপ্তরেই কাজ করুন না কেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই বিভাগীয় মূল্যায়ন প্রয়োজন। ১৯৭৬ সালে একটি 'কোড অব প্রফেশনাল এথিকস' তৈরি করে আমাদের সংগঠন। এতে বলা হয়েছিল, শিক্ষার সঙ্গে যারা যুক্ত—অর্থাৎ শিক্ষক, সরকার, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন—তাঁদের সকলেরই মূল্যায়ন দরকার।

কিন্তু সবকিছুর আগে আমরা চাই আত্ম-মূল্যায়ন। ছাত্রদের দিয়ে কিছু হবে না। শিক্ষকরা নিজেরাই নিয়মিত নিজেদের কাজের মূল্যায়ন করবেন। গত এক বছরে তারা কী কী করেছেন, ভবিষ্যতে কী কী করার পরিকল্পনা রয়েছে, তা যদি তাঁরা নিজেরাই হিসেব করেন, তাহলে সামগ্রিকভাবে কাজকর্মের একটা মূল্যায়ন করা যাবে। এই 'সেল্ফ অ্যাসেসমেন্ট' বা আত্ম-মূল্যায়নটাই সবথেকে জরুরি।

আমেরিকাতে অবশ্য ছাত্রদের মাধ্যমে শিক্ষকের মূল্যায়ন করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এরকম একটা নিয়ম করা ঠিক হবে কি? এদেশে শিক্ষকদের কতটা গুরুত্ব রয়েছে? পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা তবু অপেক্ষাকৃত ভাল। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যের হাল মোটেই ভাল নয়।

এখন আবার চুক্তির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের কথা বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, ভাল কাজ করলে তবেই চুক্তির নবীকরণ হবে। আমাদের, অর্থাৎ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের ক্ষেত্রে, এর কোনই প্রাসঙ্গিকতা নেই। চুক্তি আবার কীসের? কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে গেলে 'স্লেট' বা 'নেট'-এর মত কঠিন পরীক্ষায় পাস করতে হয়। এটাই কি যোগ্যতার যথেষ্ট পরীক্ষা নয়? কতক্ষণ ক্লাস নেওয়া হচ্ছে, কীভাবে পড়ানো হচ্ছে—সেসবও আবার দেখতে হবে?

শিক্ষকদের মূল্যায়ন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অনেকে প্রাইভেট ট্যুইশনের প্রসঙ্গও টেনে আনছেন। আমাদের বক্তব্য ঃ যারা পূর্ণ সময়ের শিক্ষক, তাঁরা ব্যাপকহারে প্রাইভেট ট্যুইশন করতে পারবেন না। কারণ তাঁরা ভাল বেতন পান। কিন্তু অন্যদের জন্য এই পথ খোলা থাকাই উচিত। প্রাইভেট ট্যুইশন তুলে দেওয়ার দাবি বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়।

'মূল্যায়ন অবশ্যই প্রয়োজন' বিপ্লব দাশগুপ্ত (সাংসদ)

শিক্ষকদের কাজের মূল্যায়ন হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই মূল্যায়ন করবে কারা? পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশে অবশ্য ছাত্রদের মাধ্যমে শিক্ষকদের মূল্যায়ন করা হয়। কিন্তু সেখানে অভিজ্ঞতা নানারকম। ভাল-মন্দ, দুইই রয়েছে। আমি যে এই ব্যাপারটাকে সমর্থন করি না, তা নয়। কিন্তু আমার প্রস্তাব হল, মূল্যায়নের জন্য এমন সব ছাত্রকে নিয়ে একটা গ্রুপ তৈরি করা হোক, যারা অন্তত তিন বছর আগে তাদের ছাত্রজীবন শেষ করেছে। যারা পড়ছে তাদেরই যদি বলা হয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্পর্কে মতামত জানাতে, তাহলে তারা প্রথমেই নিজেদের স্বার্থচিন্তা করবে। আর এই সুযোগে শিক্ষকরাও সস্তায় বাজিমাত করতে পারবেন। সময় সব মানুষকেই বিচক্ষণ করে তোলে। তাই ছাত্রজীবনের কয়েক বছর পর ছেলেমেয়েরা যদি ভেবে দেখে কোন্ শিক্ষক তাদের জীবন গড়ে তোলার কাজে সত্যিই নিজেদের নিয়োজিত

করেছিলেন, তাহলে তাদের সেই বিচার নিরপেক্ষ হবার সম্ভাবনাই বেশি। নচেৎ কে পরীক্ষার প্রশ্ন আগেভাগে বলে দেন, কার কোচিং ক্লাসে গেলে পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাওয়া যায়—সেটাই বড় হয়ে উঠবে। সুতরাং তিন বছরের প্রস্তাবটা ভেবে দেখলে ফলটা ভালই হবে বলে মনে হয়।

তাছাড়া, মূল্যায়নের বিষয় নিয়ে আপত্তি তোলার কোন অর্থই হয় না। সত্যিই তো শিক্ষক সমাজের একটা বড় অংশ তাঁদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন না তাদের কাছে বড় হয়ে উঠছে নিজস্ব কোচিং সেন্টার। এটা ঠিক নয়। এসব বন্ধ করতে চুক্তির ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের যে প্রস্তাব উঠেছে, তাও অসঙ্গত নয়। চুক্তির ভিত্তিতে তো আজকাল সবকিছুই হচ্ছে। শিক্ষকরা যদি তাঁদের কাজে অবহেলা না করেন, তাহলে ভয় কীসের?

মূল্যায়ন সব কাজের ক্ষেত্রেই জরুরি। কিন্তু শিক্ষকরা এই সমাজের স্তম্ভ। তাই তাদের গুরুত্ব অনেক বেশি। তবে সরকারি তরফে চাপ দিয়ে শিক্ষকদের রাতারাতি দায়বদ্ধ করে তোলা যায় না। এজন্য প্রয়োজন নিজস্ব সচেতনতা। শিক্ষক সংগঠনগুলিকেও চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। জনমত গঠনের ব্যাপারে তাঁদের দায়িত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আরও খোলাখুলি বলতে গেলে, মূল দায়িত্বটা তাদেরই। শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরা যাতে কোচিং ক্লাসে সময় না দেন, নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন, সংগঠনের নেতাদেরই তা দেখা উচিত। প্রাইভেট ট্যুইশন বেকারদের জন্যই থাক। সেখানে স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকারা যোগ দেওয়া মানেই প্রশ্ন ফাঁস হওয়া। পরীক্ষার আগেই যদি ছাত্র-ছাত্রীরা জেনে যায় কী প্রশ্ন আসবে, তাহলে পরীক্ষার স্বার্থকতা কোথায়? আজকাল শিক্ষক-শিক্ষিকারা এসব করে বেড়াচ্ছেন বলেই মূল্যায়নের প্রশ্ন এত জরুরি হয়ে উঠেছে।

'চাই জনজাগরণ' সুনন্দ সান্যাল

(প্রাক্তন অধ্যাপক ও লেখক)

অশোক মিত্র শিক্ষা কমিশনের সদস্যদের মধ্যে আমি ছিলাম। কমিশনের তরফে শিক্ষকদের কাজের মূল্যায়নের বিষয়ে আমরাই প্রথম সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, মতামত দিই। তবে কী পদ্ধতিতে এই মূল্যায়ন সম্ভব, সে সম্পর্কে আমরা কিছু বলিনি। সেটা সরকারের ব্যাপার। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি না যে, আইন করে প্রাইভেট ট্যুইশন বন্ধ করা যাবে। কারণ, সারা বিশ্বে এই প্রথা স্বীকৃত এবং এটা চলেও আসছে বহুদিন ধরে। খোদ ব্রিটেনের যুবরাজ চার্লস-এর প্রাইভেট টিউটর ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের নাতি। পাশাপাশি মাস্টারমশাইদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, নিয়মিত ক্লাস করানোটাই তাঁদের পেশার প্রাথমিক শর্ত। আমার মতে, আজকের দিনে এটারই বড় অভাব। সকলেই বাড়তি ক্লাসের ব্যাপারে মনোযোগী—অর্থাৎ কোচিং ক্লাস। আমরা কমিশনের পক্ষ থেকে নিয়মিত ক্লাস নেওয়ার ওপর জোর দিয়েছি।

তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেভাবে শিক্ষকদের কাজের মূল্যায়ন নীতি চালু করতে চাইছেন, সেটা ভারি আশ্চর্যজনক। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষামস্তক থেকে নীতি নির্ধারিত হওয়া উচিত। কিন্তু তার বদলে তা হল অর্থ মস্তক থেকে। এর পিছনে কী উদ্দেশ্য, তা আমার পক্ষে বলা কঠিন।

বিশ্বের সর্বত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে মূল্যায়ন রীতি চালু আছে। কিন্তু আমরা কয়েক ধাপ এগিয়ে স্কুল স্তরে এটাকে চালু করতে চাইছি। আমার মতে, এটা ফের বিবেচনা করা উচিত। এছাড়া এটাও আমার মনে হয় যে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নিয়োগনীতি-সংক্রান্ত পদ্ধতিটি। এটির পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। যেভাবে সরাসরি টাকার লেনদেনের মাধ্যমে রাজনৈতিক 'দাদা'দের পছন্দমত শিক্ষক নিয়োগ হয়, তা নিশ্চয় কাম্য নয়। এই নিয়োগ পদ্ধতিই শিক্ষার মানের অধোগতির জন্য অনেকটাই দায়ী। এছাড়াও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে শূন্যপদ পূরণ হচ্ছে না। কখনও এরকমও দেখা গেছে যে, অংকের শিক্ষকের পদ শূন্য, কিন্তু তার জায়গায় সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাইকে কাজ দেওয়া হয়েছে।

শুধু আইন করে এসব বন্ধ করা যায় না, যাবেও না। শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে প্রয়োজন জনজাগরণ। সাধারণ মানুষকে এ বিষয়ে সচেতনভাবে এগিয়ে আসতেই হবে।

মূল্যায়নের ভূত তো দুদিন বাদেই মাথা থেকে নেমে যাবে সমাপ্তি ব্যানার্জি (ছাত্রী)

না, শিক্ষকদের ভূমিকা নিয়ে আমার কোনও অভিযোগ নেই। আমি মনে করি না যে, তাঁরা কোন গর্হিত কাজ করছেন। হঠাৎ তাঁদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর পেছনে কি কারণ থাকতে পারে, সেটাও আমার বোধগম্য নয়। দুর্নীতি এবং অবক্ষয় সব পেশাকেই ভেতরে ভেতরে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে। তাই মূল্যায়ন করতে হলে সবার কাজেরই মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। তবে হ্যাঁ, যদি করতেই হয়, তাহলে শিক্ষকদের কাজের সবথেকে ভাল মূল্যায়ন করতে পারবে ছাত্রছাত্রীরাই। কারণ তারাই শিক্ষকদের সঙ্গে বেশি সময় কাটাচ্ছে। এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব রাজনৈতিক বিশ্বাস কোনও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে বলে আমার মনে হয় না। শিক্ষক-ছাত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে রাজনীতি খুব কম ক্ষেত্রেই ব্যবধান হয়ে দাঁড়ায়।

তর্কের খাতিরে মেনে নিচ্ছি, দু'একজন শিক্ষক আছেন যাঁরা সব অর্থে সৎ, আদর্শবান এবং ছাত্রহিতৈষী নন। কিন্তু সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য আমরা কি ভুলে যাব সেইসব শিক্ষকের কথা যাঁরা আমাদের জ্ঞানের তৃষ্ণা বাড়িয়ে তুলছেন এবং শুধু পরীক্ষা পাস করার জন্য নয়, কোনও একটি বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করার জন্য যাঁরা সবসময় আমাদের উৎসাহ যুগিয়ে চলেছেন? এটা ভুললে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।

আমার মনে হয়, শিক্ষকরা যেমন রয়েছেন, তেমনই থাকুন। মিছিমিছি তাঁদের বিরক্ত করে, চাকরির নিরাপত্তা কেড়ে নিয়ে লাভ কি? মূল্যায়নের ভূত তো দুদিন বাদেই মাথা থেকে নেমে যাবে। তাহলে শুধু শুধু এই নাড়াচাড়া কেন?

শিক্ষকদের মধ্যে প্রাইভেট ট্যুইশনের প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার জন্যই বোধহয় এই মূল্যায়নের দাবি উঠছে। কিন্তু প্রাইভেট ট্যুইশনে দোষটা কোথায়? হ্যাঁ, নীতিগতভাবে হয়ত এটা ঠিক নয়। কিন্তু অন্যান্য সম্মানজনক চাকরির তুলনায় শিক্ষকদের বেতন তো বেশি নয়। তাই অনেক সময় দেখা যায় অবসরের পর তাঁদের সঞ্চয়ের ভাণ্ডার থাকে শূন্য। সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তাঁরা যদি বাড়তি পরিশ্রম করেন, তাহলে কার কি ক্ষতি? এটা যদি বন্ধ করতে হয়, তাহলে সরকার আগে শিক্ষকদের বেতন আরও বাড়ানোর এবং অবসর নেওয়ার অব্যবহিত পরই তাঁদের পেনসন দেওয়ার বন্দোবস্ত করুন। অধিকাংশ শিক্ষকই তো মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছে তবে পেনসন হাতে পান। এগুলো না বদলিয়ে মূল্যায়নের ধুয়ো তুললে তা খুবই অবিবেচকের মত কাজ হয়ে যাবে না কি?

'অধ্যাপকরা ঠিকমত ক্লাস নেন না' দত্তা দত্ত (অভিভাবিকা)

যখন আমার মেয়ে কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে বলে যে, অধ্যাপকরা ক্লাস নেননি অথবা ৪৫ মিনিটের বদলে টেনেটুনে ২৫ মিনিট পড়িয়েছেন বা তাদের প্রাইভেট কোচিং সেন্টারে ভর্তি হবার জন্য পরোক্ষভাবে চাপ দিয়েছেন, তখন মনে হয় বিনা প্রশ্নে, বিনা পরীক্ষায় শিক্ষককে শিক্ষক বলে বছরের পর বছর স্বীকৃতি দেওয়ার প্রথাটা বোধহয় বন্ধ করাই উচিত।

আমার মেয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে মাস কয়েক আগে। তার আগে স্কুলেই ছিল। স্কুল আর কলেজের মধ্যে একটা বিষয়ে খুব মিল—অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকাই ক্লাস নিতে সাংঘাতিক নিরুৎসাহী। দিনের পর দিন এভাবেই চলছে। কোনও প্রতিবাদ নেই।

এভাবে আমরা যখন তিতিবিরক্ত, তখন মূল্যায়নের প্রশ্ন উঠলে অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রী, দুই মহলেরই খুশি হওয়ার কথা। ছাত্রদের যেরকম যা খুশি তাই করার অধিকার নেই, সেরকম শিক্ষকরাও যে যথেচ্ছাচার করতে পারেন না, সেটা তাঁদের বুঝে নিতে হবে। তবে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কতটা সঠিক পথ অবলম্বন করা হবে তা নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। এখনও সবাই পেটোয়া লোকজনদের দিয়েই কাজ চালাতে চায়। সেক্ষেত্রে ক্ষমতা যাঁর বা যাঁদের হাতে, তাঁরাই হয়ত তাঁদের অনুগতদের দিয়ে মূল্যায়নের কাজ করাবেন। সুতরাং বিচারকদের সম্পর্কেও পুরোপুরি নিঃসংশয় হওয়া প্রয়োজন।

তবে শিক্ষকতা নামে পবিত্র পেশাটিকে যাঁরা কলংকিত করছেন, তাঁদের জন্য কড়া বিধানের পক্ষপাতী আমি। প্রাইভেট ট্যুইশন নামের তামাসাটাকেও আইন করে বন্ধ করা উচিত। আচ্ছা, বলুন তো, সব অভিভাবকেরই কি স্কুল বা কলেজের পড়ার খরচ সামলিয়ে আবার প্রাইভেট টিউটরকে টাকা দেওয়ার সামর্থ্য থাকে? আমাদের সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা তো কারোর অজানা নয়। যার আছে, তার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি আছে, আর যার নেই, তার কিছুই নেই। শিক্ষকদের বায়না সামলাতে কোথা থেকে এত টাকা জোগাড় করবেন তাঁরা?

'আগে পরিবেশ বদল দরকার' হোসেনুর রহমান (শিক্ষাবিদ)

যে শিক্ষকদের কাজের মূল্যায়ন নিয়ে এত কথা হচ্ছে, আমি সেই শিক্ষক সমাজেরই একজন প্রতিনিধি। এখন অবশ্য অবসর নিয়েছি, কিন্তু ৪০/৪৫ বছর আগে আমি যখন শিক্ষকতার জগতে প্রবেশ করি, তখন অন্য কিছু না পেয়ে এই কাজে এসেছিলাম তা ভাবলে ভুল হবে। আমি নিজেই এক ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এই পেশা বেছে নিয়েছিলাম। এই দায়বদ্ধতা যাঁদের থাকে, তাঁদের পক্ষে দায়িত্ব এড়িয়ে পালিয়ে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, সব শিক্ষক সমানভাবে দায়িত্ব পালন করছেন না। তাহলে কী এমন ঘটে গেল যার জন্য শিক্ষকরা নিষ্ঠাবিমুখ? কী এমন ঘটে গেল যার জন্য হঠাৎ আলাদা করে শিক্ষকদের মূল্যায়নের কথা তোলা হচ্ছে?

আসলে ধর্মের যেমন রাজনীতিকরণ হয়েছে, তেমনই শিক্ষারও। অবক্ষয় এখন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছেয়ে গেছে। শিক্ষকও সামাজিক প্রাণী, সুতরাং তিনি এই অবক্ষয় কতটা এড়িয়ে চলতে পারেন? কিছুদিন আগে এক শিক্ষক শিয়ালদহ স্টেশনে বিনা টিকিটের যাত্রী হিসেবে ধরা পড়েন। আমি টানা ১৮ বছর শিক্ষক-বন্ধুদের সঙ্গে কলকাতা-চুঁচুড়া ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেছি। কিন্তু কখনও কোনও শিক্ষককে বিনা টিকিটে যাতায়াত করতে দেখিনি। কিন্তু অনেক অ-শিক্ষককে দেখেছি ধরা পড়তে। আসলে এটা বিবেকের ব্যাপার, রুচির ব্যাপার।

জানি, সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে সবসময় জটিল এই সমাজকে বোঝা সম্ভব নয়। তবু অন্য পেশার আর পাঁচজনের সঙ্গে শিক্ষকের তুলনা করলে দেখা যাবে, শিক্ষকই দরিদ্র। শুনি, আজকাল নাকি শিক্ষকদের বেতন বেড়েছে।

আমরা সবাই কোনও না কোনও জায়গায় জবাবদিহি করতে বাধ্য। কিন্তু তাই বলে কোনও কমিশন শিক্ষকের কাছে প্রশ্ন করবে যে তিনি কী কী বই পড়েছেন বা তিনি কীভাবে পড়ান—এটা মেনে নেওয়া একটু কঠিন। হ্যাঁ, তত্ত্বগতভাবে ছাত্ররা অবশ্য শিক্ষকের সেরা বিচারক হতে পারে। কিন্তু আজ গোটা পৃথিবী জুড়েই তো ছাত্ররা রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা চালিত তাহলে?

শিক্ষকদের কাজের এখন সমালোচনা করা হচ্ছে। কিন্তু ভাল পরিবেশ না থাকলে ভাল পড়ানো কি সম্ভব? শিক্ষকতাকে অন্য পেশার সঙ্গে এক করে দেখলে ভুল হবে। বছরে কত টাকা এদেশে শিক্ষাখাতে ব্যয় হয়? আমরা কি আদতে শিক্ষিত মানুষ চাই? এখন তো দক্ষ মানুষের কদর। তাই পরীক্ষায় পাস করাটাই প্রধান, সঠিক অর্থে শিক্ষিত মানুষ হয়ে ওঠা নয়। ভাল স্কুলই বলুন অথবা মন্দ স্কুলই বলুন—সব জায়গায় এক অবস্থা। এটা একটা সামগ্রিক অসুখ। শুধু শিক্ষকদের দোষ দিয়ে কোনও লাভ আছে?

শিক্ষা যে 'ম্যানপাওয়ার' নয়, 'ম্যানহুড'—সেটাই আমরা ভুলতে বসেছি। এই যে শিক্ষাক্ষেত্রে এত অরাজকতা, ভাল মার্কস পেয়েও ছাত্র-ছাত্রীরা ভাল কলেজে ভর্তি হতে পারছে না, হতাশায় ডুবে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে, এজন্য কি শিক্ষকরা দায়ী?

অনেক শিক্ষক প্রাইভেট ট্যুইশন করেন, আমি করি না। জীবনে কখনও করিনি। কিন্তু জীবনযাত্রার স্বাভাবিক মান বজায় রাখার জন্য কেউ যদি নিজের দায়িত্ব পালন করে অন্যসময় মুখে রক্ত তুলে বাড়তি রোজগারের জন্য পড়ান, তাহলে সেটা কি অপরাধ? অভাব থেকে যিনি একাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁর প্রতি সমাজের কোনও সহানুভূতি থাকবে না? সবাই তাঁর দিকে আঙুল তুলে দেখাবে তিনি কত খারাপ। কিন্তু অর্থের প্রয়োজনকে তো অস্বীকার করা যায় না।

বিদেশে অধ্যাপকরা প্রায় সকলেই গবেষক, কিন্তু এখানে অধিকাংশ ভাল শিক্ষক সারাজীবন শুধু পড়িয়েই যান। অথবা অর্থের জন্য নোটবই লেখেন। গবেষণা করা তাঁদের আর হয়ে ওঠে না।

শিক্ষা নাকি মানুষকে জাগিয়ে তোলে। পুরসভার স্কুলগুলোর পরিবেশ দেখেছেন? এইসব স্কুলেই নাকি প্রথমে চুক্তির ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। বছর শেষে মূল্যায়নের পর যদি যোগ্য মনে হয়, তবেই চুক্তির নবীকরণ হবে। পুরসভার স্কুলের ওই পরিবেশে শিক্ষকদের যে যথাযথভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়, সেকথা সম্ভবত কাউকে বুঝিয়ে বলে দেবার প্রয়োজন নেই।

তাই বলি, আগে পরিবেশের পরিবর্তন হোক, তারপর না হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষকদের কাজের মূল্যায়নের কথা ভাবা যাবে।

ছাত্ররা অবশ্যই শিক্ষকের মূল্যায়ন করতে পারে

শৈবাল মিত্র (অধ্যাপক ও গল্পকার)

মূতের কাজের বিচার কে করে? করে কী লাভ হয়? আমাদের শিক্ষক এবং শিক্ষাব্যবস্থা—দুটিই মৃত বা মৃতপ্রায়। বুনো রামনাথের টোনের ব্যবস্থাই এখনও চালু আছে। এই পদ্ধতি গোটা পৃথিবীতে অচল। আমরাই শুধু পেছনে পড়ে আছি। জরাজীর্ণ শিক্ষাব্যবস্থাই আমাদের সম্বল। অধুনা এই শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ভ শিক্ষকদের মূল্যায়ন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। মূল্যায়ন সবার কাজেরই হওয়া উচিত। এমনকি ঈশ্বরেরও, যদি অবশ্য ঈশ্বর বলে কেউ থাকেন। এক ব্যক্তির কাজ কতটা গ্রহণযোগ্য, সৃজনশীল এবং তা কতটা সামাজিক মূল্যবোধ তৈরি করছে, তার বিচারই হল মূল্যায়ন। ছাত্রদের মূল্যায়ন যখন পরীক্ষার মাধ্যমে হয়, তখন শিক্ষকদেরও কোন না কোনভাবে মূল্যায়ন হওয়া উচিত। কিন্তু প্রশ্ন হল, কারা সেটা করবে এবং কীভাবে?

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, ছাত্ররা অবশ্যই শিক্ষকের মূল্যায়ন করতে পারে। কিন্তু সমস্যা হল, ভালমন্দের বিচার ছাত্রছাত্রীর পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দল করে থাকে। তাই খারাপ হয়ে উঠতে পারে ভাল আর ভাল হয়ে উঠতে পারে খারাপ। শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কের মধ্যে কোনও রাজনীতি থাকা উচিত নয়। কিন্তু সেজন্য একটা উপযোগী পরিবেশ তো গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষক-ছাত্রের বোঝাপড়া যদি পারস্পরিক না হয়, তাহলে মূল্যায়নটাই অকেজো হয়ে পড়বে। সুতরাং সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিষয়টি বিচার করা দরকার। গুরুত্বপূর্ণ উভয়ের সদিচ্ছা।

এছাড়া মূল্যায়নের মাপকাঠিটাও ঠিক করা দরকার। শুধু নিয়মিত ক্লাস নেওয়া আর সিলেবাস শেষ করা, সেটাই কি সব? বাদবাকি কিছু নয়? সৃজনশীল মানুষ হলে তিনি ভাল শিক্ষক হতে পারেন। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় অবশ্য সেটা চলে না। এখানে শুধুই পুঁথি পড়ার চল। কিন্তু কেউ যদি খুব পণ্ডিত ব্যক্তি হন অথচ ক্লাসে তাঁর পড়ানোটা খুব একটা আকর্ষণীয় না হয়, তাহলে তাঁকে ১০০-র মধ্যে কত দেওয়া হবে? ছাত্ররা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যে মূল্যায়ন করে, তা মোটা দাগের। যিনি পাস করতে, নম্বর বেশি তুলতে সাহায্য করেন, চটপট সিলেবাস শেষ করেন—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাত্রদের ভোটটা পড়ে তাঁর দিকে। আর জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা তৈরি করেন যিনি, প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাপে তিনি হয়ত পেছনে পড়ে থাকেন।

পরীক্ষার জন্য সম্ভাব্য প্রশ্ন এবং তার উত্তরের বাইরে আজকাল কেউ আর কিছু পড়তে চায় না। তাই কলেজের ক্লাসের চেয়ে টিউটোরিয়ালের ওপরেই ছাত্রছাত্রীরা বেশি নির্ভর করে। কিন্তু এটাই তো একমাত্র সমস্যা নয়। বরং এর থেকেই জন্ম নিচ্ছে নতুন সমস্যা। কারণ, আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে, যারা একদিনও ক্লাসে আসেনি তারাই হয়ত শিক্ষকদের মূল্যায়ন করবে। আর যারা নিয়মিত ক্লাস করে, তারা হয়ত সংখ্যাগরিষ্ঠের চাপে পড়ে ওই মতে সায় দিতে বাধ্য হবে।

মূল্যায়ন হোক, কিন্তু রাজনীতি যেন তার মাপকাঠি না হয়। অনুপস্থিত ছাত্র যেন বিচারক না হয়। শিক্ষকদেরও নিজেদের কাজের মূল্যায়ন করা উচিত।

এত কথা বললাম ঠিকই। কিন্তু গোটা শিক্ষাব্যবস্থার তো আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। শুধু শিক্ষকদের কাজের মূল্যায়ন করে কি সব সমস্যার সমাধান হবে?

ছবি : সুমিতা চৌধুরী

অনুলিখন : সোমা মুখোপাধ্যায় ও স্বপন সরকার

রূপ-কথা

সঠিক উপায়ে নিয়মিত অনুশীলনে রূপচর্চা কথা শুনিয়েছেন বিশিষ্ট বিউটিশিয়ান বিবি মুখার্জি

আজকাল মহিলারা শুধুমাত্র রূপচর্চা করেই দায়িত্ব শেষ করেন না। রীতিমত শরীরচর্চাও করে থাকেন। তাই কসমেটিক কোম্পানির বডি প্রডাক্টসের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। রোজই কাগজে দেখি নতুন নতুন বডি স্ক্রাব, এক্সফোলিয়েটর বেরোচ্ছে। ময়েশ্চারাইজারই বেরোচ্ছে কতরকম। পাওয়া যাচ্ছে ক্লেনজারস্, বডি লোশন, অ্যারোমা-থেরাপি অয়েল, কিংবা নানা সুগন্ধ মিশ্রিত প্রডাক্টস যা আপনাকে এনে দেবে সমুদ্রস্নানের আনন্দ। দৈনন্দিন স্নানের একঘেয়েমি আর থাকবে না।

মহিলারা এখন অনেক সচেতন হয়ে গেছেন। তাঁরা আর স্তোকবাক্যে বিশ্বাসী নন, কাজে বিশ্বাসী। বাড়িতে বসেও অনেকে শরীরচর্চার সরঞ্জাম তৈরি করে নেন। যেমন ধরুন এক্স-ফোলিয়েটর—সবুজ তরিতরকারির খোসা মিক্সিতে বেটে ক্বাথ তৈরি করে সেটা মুখে মাখা যায়।

বডি র‍্যাপ জনপ্রিয়তা লাভ করছে। কিন্তু বডি র‍্যাপ সম্বন্ধে অনেকেরই ভুল ধারণা আছে। এটা কোনরকম ওজন কমানোর ব্যবস্থা নয়। এটা অভিনেত্রী, মডেলদের ক্ষেত্রে উপকারী। কোন সেশনের বা শ্যুটিংএর আগে বডি র‍্যাপ করিয়ে আসলে স্লিম দেখায়। আসলে বডি র‍্যাপে শরীরে জমা জল বার করে দেয়। তাই সাময়িকভাবে স্লিম লাগে। কিন্তু কিছুদিন বাদে আবার শরীরে ফ্লুইড জমে যায়। তাই বডি র‍্যাপ করিয়ে পাকাপাকিভাবে রোগা হওয়া যায় না।

থেরাপিস্টদের সাহায্যে বডি ম্যাসাজ করালেও উপকার পাওয়া যায়। অয়েল-বেস্ড সুইডিশ ম্যাসাজ, হাইড্রোথেরাপি, ভাইব্রোথেরাপি, ইত্যাদি অনেক ব্যবস্থাই আছে। আপনার থেরাপিস্টই বলতে পারবেন কোনটি আপনার পক্ষে প্রযোজ্য।

আমাদের শরীরের লিমফ্-সিস্টেমের সাহায্যে শরীরের বর্জ্য পদার্থ বেরিয়ে যায়। দেহের সঞ্চালনের ওপর নির্ভর করে লিমফ্ সিস্টেমের কার্যক্ষমতা। তাই বেশি শুয়ে-বসে থাকলে শরীরের বর্জ্য পদার্থগুলি বেরোতে পারে না। বাড়িতে বসে লিমফ্ সিস্টেমকে কার্যক্ষম করে তুলতে হলে নিয়মিত বডি ব্রাশিং করুন। এর ফলে শুকনো চামড়া উঠে যায়। সুতরাং বডি লোশন মাখলে মোটা ত্বকের গভীর পৌঁছতে পারে। লম্বা হাতল-ওয়ালা ব্রিস্‌ল ব্রাশ কিনে ব্যবহার করুন। যদি হাতলটি বদলিয়ে মাঝেমধ্যে লম্বা স্ট্র্যাপ লাগাতে পারেন, তাহলে আরও ভালভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। দিনে অন্তত একবার ব্রাশ করবেন-বিশেষ করে স্নানের আগে। পায়ের থেকে শুরু করুন, তারপর হাতে, পায়ে। পিঠে অন্য কাউকে দিয়ে ব্রাশ করাতে পারলে ভাল। যদি প্রফেশনাল কাউকে দিয়ে ব্রাশ করান দেখবেন শরীর কেমন স্নিগ্ধ হয়।

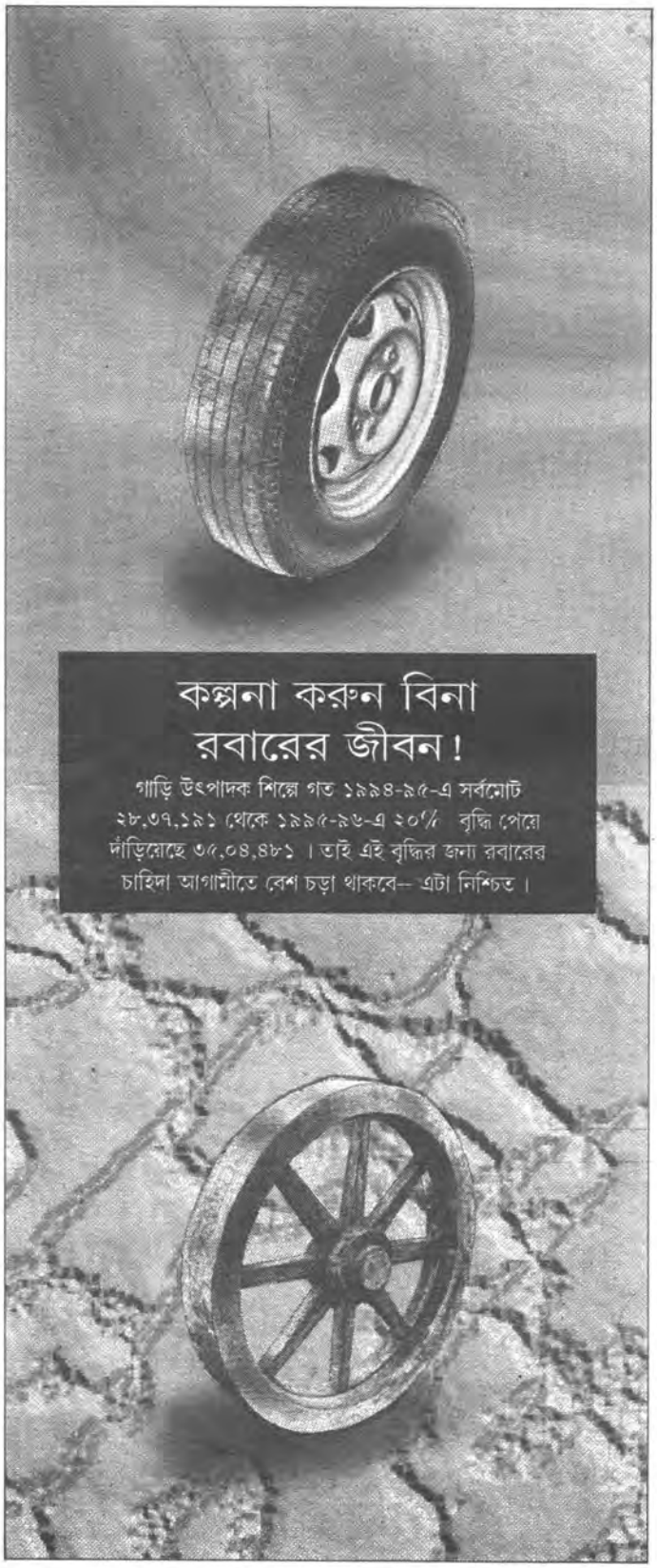

আপনি, রাবার

এবং SHRP

ইউনিট সং	লগ্নী	SI&IR-1 (১০বছর)	
১ ইউনিট	টাঃ ৫,০০০	টাঃ ১,২০০	টাঃ ৩২,০০০
২ ইউনিট	টাঃ ১০,০০০	টাঃ ২,৪৫০	টাঃ ৬৪,৫০০
২০ ইউনিট	টাঃ ১,০০,০০০	টাঃ ২৫,৫০০	টাঃ ৬,৫৫,০০০

* দুই ইউনিট এবং তার বেশী লগ্নী করলে তবেই ব্যাঙ্কের গ্যারান্টি পাওয়া যাবে

সদন হর্টিকালচার এবং রবার প্ল্যানটেশান লিঃ

R.B.I.No:EC.BY.CI.04/2470/08/RS/95/96.R.O.C.No.11-49334-1988

রেজিঃ অফিস ঃ উটোপিয়া বিল্ডং, সেন্ট এ্যান্ড্রুজ রোড, বান্দ্রা (পশ্চিম), মুম্বাই-৫০ ফোনঃ ৬৪৫৬৫১২,৬৪৫৯৮০৫ ফ্যাক্সঃ ৬৪৫৭৬০৯

হেড অফিসঃ ১০১, হিলা এ্যাপার্টমেন্ট, আপো-বান্দ্রে মেডিক্যাল, হিল রোড, বান্দ্রা(পশ্চিম), মুম্বাই-৪০০০৫০ ফোন ৬৪৩০৭২৪,৬৪৩০৭২৬.

রাবারে লগ্নী করুন- ৮৫০০% পর্যন্ত লাভ ওঠান

রাষ্ট্রীয়কৃত ব্যাঙ্কের গ্যারান্টি

[illegible] [illegible]গুলিতে ২ ইউনিট বা তার অধিক লগ্নী [illegible] [illegible] এফ. ডি. হারে বৃদ্ধি পাবে।

•

৫ বছরে নিজের লগ্নী অর্থ তিনগুণ করুন

[illegible] সিকিয়োর ইনভেস্ট এবং ইনস্ট্যান্ট রিপ [illegible]- [illegible] সঙ্গে যোজনা- র মত লগ্নীকৃত অর্থ তিন বছরে দ্বিগুণ হতে পারে।

•

প্রথম বছর থেকেই স্বতঃ প্রতিলাভ

[illegible] তৈরি রবার বাগানগুলি থেকে ১০০% করমুক্ত আমদানি

•

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত

ভারতের শীর্ষ আর্থিক সংস্থা দ্বারা অধিকৃত
Endt No: EC. BY. CI. O4. 01/2470/08/RS/95/96

•

তৈরি রবার বৃক্ষগুলিতে লগ্নী করুন

[illegible] চারাকৃত অবস্থায় অর্থ লগ্নী করায়। আমরা কিন্তু একেবারে তৈরি রবার বৃক্ষগুলিতে লগ্নী করাচ্ছি।

কোম্পানী ও তার বাগান

লভ্যাংশ দাতা কোম্পানী **SHRP Ltd.** আজ বড় কৃষি উদ্যোগ ঘরানা হিসেবে পরিচিত। আমাদের রবার যোজনা নিজের মতই একমাত্র যোজনা। কোম্পানীর একদম তৈরি বাগান কেরলের ও য়েট্রিলাপাড়ার নিকট অবস্থিত। ৩০০ একর বিস্তৃত এই বাগান দেখাশোনা করা হচ্ছে ভারতীয় রাবার বোর্ডের নির্দেশানুসারে। একই সাথে ন্যাশনাল ইনসিওরেন্সের মাধ্যমে এর বিমা করা হয়েছে। তিন দশকের বেশি সময় থেকে নিজের অভিজ্ঞতার আধারে আপনার যেকোন ধরনের স্বপ্নকে সাকার করার জন্য আত্মবিশ্বাস আমরা অনুভব করি।

প্রজাতি

রবার একটি মূল্যবান জাতীয় সম্পত্তি। এর বিশ্বব্যাপী চাহিদার জন্য বিশ্বব্যাঙ্কও সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে চাইছে। আম ও সেগুনের বিপরীত এটি নষ্ট না হওয়ার এবং সারা বছর ধরে তৈরি হওয়ার বিরল প্রজাতি। ১৯৮৬-তে এর প্রতি কি.গ্রা.র দাম ছিল ১৮ টাকা। অথচ ১৯৯৫-এ তার দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রতি কি. গ্রা. ৫ টাকা। রবারের দাম লাগাতার বাড়বে বলেই আশা করা যাচ্ছে। প্রায় ৯০,০০০ টন প্রতিবছর রবার ঘাটতি পড়ায় প্রাকৃতিক রবারের লাগাতার চাহিদার ব্যাপারটিকেই প্রমাণ করে।

লগ্নী এবং প্রতিলাভ

১০,০০০(২ ইউনিট) টাকা লগ্নী করলে ৬৪,৫০০টাকা (দশ বছর,বার্ষিক আয়) থেকে নিয়ে ৮,৯৯,৫০০ টাকা (২০ বছর, সঞ্চয়ী আয়) পর্যন্ত অর্থাৎ ৬৪০% থেকে ৮৫০০% পর্যন্ত আয়করমুক্ত আমদানী। এই লভ্যাংশ কৃষি আয় অধিনিয়ম ২(১Â) অফ. আই.টি.এ্যাক্ট অনুসারে ১০০% করমুক্ত।

লাভ

১. **"রিফরেন্স বেনিফিট"** যোজনায় আপনার মাধ্যমে ১৫টি ইউনিট বিক্রি হলে এক ইউনিট বিনামূল্যে।
২. **"গিফট এ্যণ্ড গেন"** যোজনায় কোন শিশুর নামে ৩০,০০০ টাকার বেশি লগ্নী করলে করমুক্ত ধনরাশি ফেরত।
৩. ১০০ ইউনিটের বেশি যারা লগ্নী করবেন তাদের কোম্পানীর পক্ষ থেকে বাগানস্থল দেখানো হবে।
৪. ২৫,০০০ টাকা থেকে ২,০০০,০০ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে ব্যক্তিগত বিমা যোজনা।
৫. রবারই একমাত্র করমুক্ত বাগানের প্রজাতি।
৬. একবছর পর বিনাদণ্ডে মূলধন (বাইচেক) ফেরতের ছুট।

করমুক্ত ২৪% প্রতিবর্ষ লাভ

SHRP এর সিকিয়োর ইনভেস্ট এবং ইনস্ট্যান্ট রিপ যোজনা

SI&IR-II [illegible]		SI&IR-III [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	SI&IR-IVC [illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	সঞ্চয়ী আয়
[illegible]	টাঃ [illegible]	টাঃ ১০,০০০	টাঃ ৪০,০০০	টাঃ [illegible]	টাঃ [illegible]	টাঃ ১,৭৬,০০০	টাঃ ৪,২৫,০০০
টাঃ ১০,০০০	টাঃ ৩০,০০০	টাঃ ২০,০০০	টাঃ ৮০,০০০	টাঃ ১,১৯,০০০	টাঃ [illegible]	টাঃ ৩,৫৭,০০০	টাঃ [illegible]
টাঃ ১,০০,০০০	টাঃ ৭,২৫,০০০	টাঃ ২,০০,০০০	টাঃ ৮,৪৬,০০০	টাঃ ১২,৬৯,০০০	টাঃ ২০,০০,০০০	টাঃ ৪০,০০,০০০	টাঃ [illegible]

এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমেও SHRP এর ব্যাপক তথ্য নিন। **HTTP:/www/Indialog.com/SHRP.**

রোপন করুন বিশ্বাস। তুলুন কল্যাণ।।

অনুগ্রহ করে আরও বেশী তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ **মুম্বাই-সোনাম ইনভেস্টমেন্ট**- ০২২-৮০৮১৭১৩,৮৬৪১০৭১ **পুনে- অজিত মেননঃ** ৫২১১২-৬৮৪১০৯, ৬২৮৬৩৭ **দুবাই- জে. ঠাকুরঃ** ০৬-৫৯০৩৩৩. আমাদের অন্য প্রতিনিধিঃ **বাহারিন** এম.এফ. দালালঃ ০০৯৭৩-২৩০০২৬ ফ্যাক্সঃ ২৫৫৪৮৭ঃ বিহারঃ বাংখরো-রেখা বনানওয়ালঃ ০৬৫৪২-৬৫৪৫৪ **পাটনা ঃ** সার কনসালটেন্সিঃ ০১৬১২-৬৪৩৯১৮ **মুজফফরপুর**- কে.কে. আগরওয়ালঃ ০৬২১-২৪৮১৫৭ **দিল্লি ঃ** কে. খরেঃ ০১১-৬৪৩০৬১২. **গুজরাত ঃ** খেড়া- আই.এ. পটেলঃ ০২৬৯৬-৮৫৬৫১ **কর্ণাটক ঃ** বেলগাও-জে.পড়োয়ালঃ ০৮৩১-৪২১৬৫৬. **কেরল ঃ** কোচিন-চন্দ্রা-রিয়া ইনভেস্টমেন্টঃ ০৪৮৪-২২৬৬১৭,২২৫৯৫৩,**মহারাষ্ট্রঃ** আকোলা-বি.এ. হীরজলালঃ ০৭২৪-৪৩৯৯৫১, স্মিতা দেশমুখঃ ২২২৪৮ অমরাবতী- জে.সুধাঃ ০৭২১-৬৭২৩৫২ এন. পি. ভাণ্ডারীঃ ৩৪০৫৯ **ঔরঙ্গাবাদ**- সি. ভিদয়াঃ ০২৪০-৩৩৬৭৮৩ কোলাপুর- এস. বি.মরচেঃ ০২৩১-৬৫৬৭৩২.**মুম্বাই**-এ.কে. মিশ্রাঃ ০২২-৩৪১০৮২.এ. বি. এ ন ইনভেস্টমেন্টঃ ২৬৭৩০৪০,২৬৭২২৯০. আশা-এন্টারপ্রাইজেসঃ ৪৯৪২২৫৭, ৪৯৫০৭০২. সি. গোলাদিয়াঃ ৫১১০১৫৫. ডি. এম. সাহাঃ ৫১৪২৩০৭ দেশাই ইনভেস্টমেন্টঃ ২৬৫৫৭৬২,২৬৫৫৭৬৩. এইচ বি. চন্দানিঃ ৬২৮৩১২১ এইচ.এল সাহাঃ ৬৪৫৩৪০৭. কে. এস. সাহাঃ ৮০৫৫৬৪০. মানব ইন্টিগ্রেশন সার্ভিসেসঃ ৮৮৭৪৭০১. এম.ছেড়াঃ ২৮৭৪৭৪৪,২৮৭২৬০৬. এন. এল সাহাঃ ৬২৪১২৬৭. পি. কে. সাংভিঃ ৫৬১৫৬৫৮. পি.পি. রানেঃ ৭১১-৪৬৬৯৭৪. পি. এম. পুরিঃ ৩৬৭২১৭৯ আর. কে. দাসীঃ ৩৮৮১০২৪, আর. কে. শেখ ৫১০২৮৬৯. আর. পি. শর্মাঃ ৮৪০০৩৫৮. আর.এম.ভোরাঃ ৮৬১৮৫৫৬. আর ভাণ্ডারীঃ ৩৭৫৬৮২৮. আর ভি সাহাঃ ৫৬৯১৮৪৩. আর.এইচ. মার্চেন্টঃ ৪২২৩০৮৮. এস.কে. পাণ্ডয়াঃ ৮৮৮৩৫৩১ এস. আর যোশীঃ ৪২২৪৮৪৯. টি.ডি.কে সত্যনারায়ণঃ ৭৬৫০৫৯৮. পুনে-এ. পি. আচার্যঃ ০২১২-৭৯১৪৪১. এস. রায় আনি কাংঃ ৭৯২৩১৯. **নাসিক**- স্মিতা ডিঃ ০২৫৩-৪২১৩৭ **নাগপুর**-উরসিং ইনভেস্টমেন্টঃ ০৭১২-৬৪৪৮২ পরভণীওভলাভ ইনভেস্টমেন্ট -০২৪০২-৪৫২৫৭.**মধ্য প্রদেশ**-ভোপাল- এ.কে.মঙ্গলঃ ০৭৫৫-৫৩২৮৫১.পি. মহেশ্বরীঃ ৫৪৪৩০২. চিন্দওয়ানা-শতপুরা শেয়ার আণি ইনভেস্টমেন্ট ০৭১৬২-৪২৭৫৫. ধর-ডি.গুপ্তাঃ ০৭২৯২-৬৬২৮৯ গোয়ালিয়র-জে পি গুপ্তা ০৭৫১-৩৬৩৮৬৩. এস গুপ্তাঃ ৪২০৯৮৮. ডি. তয়ালঃ ৩৪১২৩২. গুনা-বি.জৈনঃ ০৭৫৪২-৩২৬৪. **ইন্দোর**-কেওরমল জৈনঃ ০৭৩১-৫৩৩৬৪৩,৫৪৪১৬০ জে. আর বৈদ্যঃ ৮৯৪৩৫৯. এস. ডি. সুরানঃ ৫৩২৬৫৪. এস.ভর্মাঃ ৪৩৫৬০৮,জগদালপুর-এম.কে. ছাড়িওয়াঃ ০৭৭৮২-২২০৬৪. ফারসিয়া-পি. আগরওয়ালঃ ০৭৭৬২৭-৩০৮৭. মাণ্ডলা-মমতা জৈনঃ ০৭৬৪২-৫০০৮৬, রেওয়া-এস.কে.আগরওয়ালঃ ০৭৬৬২-৪২৭৭৫. **সেহোর**-কে. ভার্গবাঃ ০৭৫৬২-৭৪৪১২ তেকামঘর- আর. আগরওয়ালঃ ০৭৬৮৩-৩২৬৮০. **পঞ্জাব ঃ** ভাতিন্দা-পি.এল.গর্গঃ ০১৬৪-২৫০৪০৩, **চণ্ডীগড়**-রজনী বাজাজঃ ০১৭২-৫৩০২৪. ওড়িষাঃ ভুবনেশ্বর-জে.কে.রাউতঃ ০৬৭৪-৪০০৫৩২ বোলাঙগীর- বিষ্ণু আণি নরসিংহ আগরওয়াল-০৬৬৪২-২৩৫৫৭. রাজস্থানঃ অমল নের-জি.আর পারেখঃ ০২৫৮৭-২২১৭২,২২১৬৭২ যোধপুর-এম.এস. রাঠোরঃ ০২৯১-৪১৯৭৭. **পশ্চিমবাংলা ঃ কলকাতা**-পি.চৌধুরীঃ ০৩৪-৮৯১৪৯৬,৯৭,৯৮.এল আগরওয়াল ০৩৩-২৪৮২৯০২. এস.কে.গোয়েলঃ ৪৭৯৬১৫৬. **উঃ প্রদেশঃ** আগ্রা- এস.প্রসাদঃ ৫৬২-২৬৯৪৬২. এম.এ. আনসারিঃ ২৬৭৭৯৬. এস বনশালঃ ২৬১১০২. আমরোহা- ডি.কে.জৈনঃ ০৫৯২২- ১১-৫০৩৬. বিজনোর- এইচ. কে. আগরওয়ালঃ ০১৩৪২- ৬২৭৫৯. ছোপান- এস.মাধবানীঃ ০৫৪৪৫-৬৪৪৫০, **ফারুখাবাদ**-এ. খিসদঃ ০৫৬৯২-২৬৩৪৬. গাজিয়াবাদ- সীমা শর্মাঃ ০৫৭৫-৭৮১২৬৪ **গোণ্ডা**-আর. হসেনঃ ০৫২৬৬-২২৩৪৩. মথুরা- এস. কে. ভার্গব, ০৫৬৫-৪০৩১৮৩. **মুরাদাবাদ**- আর. আগরওয়ালঃ ০৫১১-৩০২৪৯৬৪.

Gradient

আপনিও রবার আন্দোলনে সামিল হোন।

পথ হারাবো বলেই এবার...

বিদেশে ট্রাফিক আইন ভাঙার সাজা এতই কঠোর যে সবাই এ বিষয়ে সব সময় সতর্ক থাকেন। কিন্তু কলকাতায় সবই উল্টো। অথচ নিয়ম মেনে পথ চললে বা গাড়ি চালালে শুধু যে নিজের নিরাপত্তা সুরক্ষিত থাকে তাই-ই নয়, শহরকেও রাখা যায় জ্যামমুক্ত, ছিমছাম। আইন মেনে পথ চলার কিছু সহজ উপায়ের কথা জানিয়েছেন কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের ডেপুটি কমিশনার প্রশান্ত কুমার ঘোষ।

পথেঘাটে ট্রাফিক আইন নিয়ে কথা উঠলেই এসে পড়ে গাড়ি চালকের প্রসঙ্গ। যেন আইন মেনে চলার দায় কেবল ড্রাইভারেরই। আর দুর্ঘটনা হলেও সবাই তারই ওপর চড়াও হয়। পথচারীরা যেন ওই আইনের এক্তিয়ারের বাইরে। তাই অনেক সময় তাঁরা ভাবতেই পারেন না যে তাঁদেরও ট্রাফিক আইন মানা বাধ্যতামূলক। দুর্ঘটনা কমিয়ে যানজটমুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে এই আইন দু'তরফেই মেনে চলা উচিত।

ট্রাফিক আইনের চোখে আমরা নাগরিকদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছি। প্রথমটি গাড়ির ড্রাইভার বা চালক, অন্যটি সাধারণ পথচারী। স্বভাবতই, দুই শ্রেণীর জন্য রয়েছে দু'রকমের নিয়ম কানুন।

ড্রাইভারদের নির্দিষ্ট গতিবেগের চেয়ে বেশি জোরে গাড়ি চালানো নিষেধ। যেখানে সেখানে গাড়ি থামানো চলবে না, অর্থাৎ নির্ধারিত পার্কিং জোন-এ গাড়ি রাখতে হবে। যেসব রাস্তায় ট্রাফিক সিগন্যাল রয়েছে, সেসব জায়গায় তা মেনে চলা অবশ্যই দরকার। কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে রাস্তায় কর্মরত ট্রাফিক পুলিশ যদি চালককে কিছু নির্দেশ দেন, তাহলে তিনি তা মানতে বাধ্য।

এছাড়া পরিবেশ দূষণ রোধেও কিছু নিয়মকানুন রয়েছে যার দেখাশোনা ট্রাফিক আইনের এক্তিয়ারভুক্ত। বাস, লরি, মিনিবাস, ইত্যাদি শহরের মধ্যে এয়ার হর্ন বাজাতে পারবে না। এই আইন শব্দদূষণ কমাবার জন্য। শব্দদূষণের বিরুদ্ধে আজকাল স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও সরব। বায়ুদূষণ কমাতেও কঠোর নিয়ম চালু আছে। নির্দিষ্ট সময়ান্তে দু'চাকার যানসহ প্রত্যেক গাড়িকেই স্মোক এমিশন টেস্ট করাতে হয়। অনুমোদিত টেস্টিং সেন্টার থেকে পরীক্ষা করিয়ে যে সার্টিফিকেট পাওয়া যায়, তা চালকের সর্বদা সঙ্গে রাখা উচিত। রাস্তায় যে কোনও-সময় চালকের কাছে সেই সার্টিফিকেট দেখতে চাইতে পারেন কর্তব্যরত পুলিশ।

আগেই বলেছি, ট্রাফিক আইন একতরফা নয়--তাই পথচারীদের জন্যেও কিছু নিয়মকানুন রয়েছে। তাঁদের সর্বদাই ফুটপাথ ব্যবহার করা উচিত। যেসব রাস্তায় ফুটপাথ নেই, সেখানে রাস্তার ডানদিক ধরে হাঁটতে হবে। রাস্তা পারাপারের সময়ই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পথ দুর্ঘটনা হয়। তাই বড় রাস্তায় জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার করতে হবে। সেইসঙ্গে মনে রাখতে হবে, কখনোই যেন কোণাকুণিভাবে রাস্তা পারাপার না করা হয়। এক কথায়, সব সময় ডান ও বাঁ দিক দেখে সোজাসুজি রাস্তা পার হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কলকাতায় এখন বেশ কয়েকটি ওভারহেড ব্রিজ আছে। জনবহুল এলাকায় যানজট কমাতে ও পথ দুর্ঘটনা এড়াতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পথচারীরা যাতে নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারেন, সেজন্য এই উড়াল পুল। অথচ অনেক সময় দেখা যায়, পথচারীরা তা মানছেন না। পুলিশ দিয়ে ওভারহেড ব্রিজ ব্যবহারে পথচারীদের বাধ্য করানো গেলেও, চাপ একটু শিথিল হলেই আবার যে কে সেই।

বৃদ্ধ বা অসুস্থদের জন্য ব্যতিক্রমী ব্যবস্থাও থাকে। যদি কেউ সিঁড়ি ভেঙে ব্রিজে উঠতে না পারেন বার্ধক্য বা অসুস্থতার কারণে, তাহলে কর্তব্যরত পুলিশকে জানালে তিনি তাঁকে নিরাপদে পার করানোর দায়িত্ব নেন। কিন্তু এই ব্যতিক্রমকে কেউ যদি অজুহাত হিসাবে কাজে লাগান, তাহলে তো পুলিশকে কঠোর হতেই হবে।

এছাড়া শিয়ালদা বা হাওড়ায় যে ফ্লাইওভার বা উড়ালপুল রয়েছে সেখানে পায়ে চলা নিষিদ্ধ। অথচ প্রতিদিনই বেশ কিছু মানুষ এই পুল দুটিকে হাঁটাপথ হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। এটা কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়। ওভারব্রিজে ওঠা-নামা যে একটু কষ্টসাধ্য, সেটা সত্যি। বিকল্প হিসেবে ওখানে এস্কালেটর বসানো যেতে পারে। কিন্তু আমাদের যে আর্থিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে, সেকথা সবাই জানেন। সেজন্য সর্বত্র এস্কালেটর বসানোর মত ব্যয়বহুল পরিকল্পনার কথা আমরা

ভাবতে পারি না। এছাড়া সাবওয়ে তৈরি করলেও লাভ হতে পারে। তবে কলকাতার জল নিকাশি ব্যবস্থা এমনই যে এখানে সাবওয়ে তৈরিও ব্যয়সাপেক্ষ।

এবার একটি ভিন্ন প্রসঙ্গে আসা যাক্। ট্রাফিক আইন মানানোর ব্যাপারে পুলিশ অনেক সময় পথচারী বা যাত্রীদের থেকে যথাযথ সহযোগিতা পায় না। এটা বাস্তব অভিজ্ঞতা। চালক আইন ভাঙলে রাস্তায় বাস দাঁড় করিয়ে ড্রাইভারের লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হয়। স্বাভাবিক কারণেই সে সময়ে যাত্রীদের কিছু সময় নষ্ট হয় যে জন্য তাঁদের কোনও দায়িত্ব নেই। একমাত্র কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তবেই যাত্রীদেরও বাস থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু অন্য কোনও কারণে বাস আটকালে ৫ থেকে ১০ মিনিটের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। বেশিরভাগ যাত্রীই ওই সময়টুকু ধৈর্য ধরে বসে থাকেন। কিন্তু কেউ কেউ ধৈর্য হারিয়ে কর্মরত পুলিশকর্মীর উদ্দেশে রাগ প্রকাশ করেন। কিন্তু শৃংখলা বজায় রাখতে হলে প্রাথমিকভাবে সবাইকেই একটু কষ্ট সহ্য করতে হয়। এটুকু সহযোগিতা আমরা সাধারণ যাত্রীদের থেকে আশা করি।

অনেক রাস্তা একমুখী বা ওয়ান-ওয়ে। অজান্তেও সেই রাস্তায় গাড়ি নিয়ে উল্টোমুখে ঢুকে পড়লে চালককে শাস্তি পেতে হবে। ওয়ান-ওয়ে হওয়ার পর কলকাতার অনেক এলাকায় যানজট যেমন কমেছে, তেমনই বেড়েছে গাড়ির গতিবেগ। আমরা এই ব্যবস্থায় দারুণ ফল পেয়েছি। আরও রাস্তা ওয়ান-ওয়ে করার পরিকল্পনা রয়েছে। এতে যাত্রী বা চালকদের সাময়িক অসুবিধা হলেও, গাড়ির গতিবেগ যদি বাড়ানো সম্ভব হয়, তাহলে দেখা যাবে আখেরে সাধারণ মানুষই উপকৃত হচ্ছেন। যেসব রাস্তা ওয়ান-ওয়ে, সেখানে ট্রাফিক বোর্ড লাগানো থাকে। সুতরাং অজান্তে বা অখেয়ালে ঢুকে পড়ার ঘটনাটাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজুহাত বলেই মনে হয়। স্ট্রান্ড রোড, পার্ক স্ট্রিট, সুরেন ব্যানার্জি রোড, ইত্যাদি ওয়ান-ওয়ে হওয়ার পর আমরা যানবাহনের গতি বাড়াতে দারুণ সফল হয়েছি। এতে যাত্রীরাই লাভবান হয়েছেন।

রাস্তায় গাড়ি পার্ক করানো নিয়ে প্রায়শই নানা অভিযোগ শুনতে হয়। জানিয়ে রাখি, এই শহরে কর্পোরেশন-অনুমোদিত কয়েকটি নির্দিষ্ট 'পার্কিং-জোন' রয়েছে। যেমন, নেতাজী সুভাষ রোড, গড়িয়াহাট রোড, ব্রাবোর্ন রোড। এসব জায়গায় নির্দিষ্ট এলাকায় গাড়ি পার্ক করার ব্যবস্থা রয়েছে। পার্কিং ফি নেওয়ার জন্য পুরসভার কর্মী রয়েছেন। কিন্তু শহরের অনেক অননুমোদিত এলাকায় বেআইনিভাবে গাড়ি পার্ক করিয়ে কিছু ব্যক্তি অন্যায়ভাবে পয়সা তুলছে--এমন অভিযোগ আমাদের কাছে আসছে। আমরা ব্যবস্থাও নিচ্ছি। যদি কেউ এরকম জুলুমবাজির শিকার হন, তাহলে তিনি স্থানীয় থানায় নালিশ জানাতে পারেন। অবশ্য অনেক সময় ওই লোকাল মস্তানদের ধরতে থানাও ব্যর্থ হয়। তখন লালবাজারের গোয়েন্দা দপ্তর বা ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টকে সরাসরি জানানো যেতে পারে।

আর একটা অভিযোগ ইদানিং খুবই শোনা যায়। সেটা ট্যাক্সি চালকদের দুর্ব্যবহার সংক্রান্ত। এটা গুরুতর অভিযোগ। বিশেষ করে হাসপাতালে অসুস্থ রোগী নিয়ে যাওয়ার জন্য কাকুতি মিনতি করা সত্ত্বেও অনেক ট্যাক্সি ড্রাইভার রাজি হন না। তাঁরা তাঁদের মর্জির বাইরে অন্য কোনও এলাকায় যেতে চান না। এ বিষয়ে নজরদারির জন্য কলকাতার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় 'কমপ্লেনটস্ বুথ' খোলা হয়েছে। সেখান থেকে 'কমপ্লেনটস কার্ড' নিয়ে তাতে আপনার অভিযোগ ও ট্যাক্সির নম্বর লিখে ডি সি ট্রাফিককে পাঠাতে পারেন। কার্ড না দিয়ে সাদা কাগজেও অভিযোগ জানাতে পারেন।

সবশেষে বলি, ট্রাফিক আইন মেনে পথ চলতে একবার অভ্যস্ত হয়ে উঠলে পরে নিজেরাই হাতেনাতে এর সুফল বুঝতে পারবেন। পথচারী এবং গাড়ি চালক--উভয়ের ক্ষেত্রেই একথা সত্য।

অনুলিখন : শুভদীপ বসু

ছবি : সুস্মিতা চৌধুরী

উঞ্ছা সুন্দরী সঞ্জীবনী... আয়ুর্বেদের ৩২টি প্রভাবশালী জড়িবুটির সংমিশ্রণ যা মহিলাদের পেট, তলপেটের ব্যথা, হাত-পায়ের বেদনা ও কটিশূলের মত কষ্টদায়ক অবস্থায় পরম উপশম নিয়ে আসে। ব্যথা ও কষ্টভোগের দিনগুলিতে নারীকে প্রফুল্ল রাখে। খেলাধূলোয় উৎসাহ ও ফুর্তির অনুভূতি নিয়ে আসে। বহুবছর ধরে প্রত্যেক নারীর মনের মতন এই উঞ্ছা সুন্দরী সঞ্জীবনী, স্ত্রীসুলভ দুর্বলতা, হতাশা, ক্লান্তি দূর করে দেয়, অটুট রাখে নিত্য যৌবন, আর সৌন্দর্যরক্ষার অন্যতম উপায় হিসাবে বজায় রাখে যথাযথ ওজন।

সৌন্দর্যের যত্ন... স্বাস্থ্যের সুরক্ষা

উঞ্ছা ফার্মেসী

১০০ বছর আস্থা ও নিষ্ঠার সগৌরব সফর

Navnit-2/414/96

সমস্ত ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়

পাঠকের রান্নাঘর

আলুর পাই

উপকরণ ঃ আলু ৫০০ গ্রাম (সেদ্ধ করা), ডিম–৪টি, পেঁয়াজ–২টি মাঝারি (কুচোনো), চিলি সস্–২ টেবিল চামচ, টোম্যাটো সস্–২ টেবিল চামচ, ক্যাপসিকাম–১ খানা মাঝারি (কুচোনো), নুন আন্দাজমত, দুধ–২ টেবিল চামচ, ময়দা–২ টেবিল চামচ, বেকিং পাউডার–½ চা চামচ, মাখন–২ টেবিল চামচ।

পদ্ধতি ঃ (১) সেদ্ধ করা আলু খোসা ছাড়িয়ে ভালো করে চটকে নিন। ডিমগুলো ফেটিয়ে নিয়ে আলুর সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এরপর অন্যসব উপকরণ এক এক করে এর মধ্যে দিয়ে ভালো করে মেখে রাখুন।

(২) আভেন মাঝারি তাপে গরম করতে দিন।

(৩) একটা বেকিং পাত্র নিয়ে তাতে ভালো করে মাখন মাখিয়ে নিন। ঐ পাত্রে ১ নম্বরের মিশ্রণটা ঢেলে ভালো করে ছড়িয়ে দিন।

(৪) গরম আভেনে বেকিং পাত্রটা ঢুকিয়ে মাঝারি তাপে ২০ মিনিট রেখে দিন। ২০ মিনিট পর একটা উলবোনার কাঁটা এর মধ্যে ঢুকিয়ে দেখবেন ভেতরটা নরম আছে কিনা। যদি কাঁটার গায়ে মিশ্রণ কিছু লেগে থাকে তাহলে বুঝবেন আরও একটু সময় লাগবে। সেক্ষেত্রে আরও মিনিট পাঁচেক রেখে আভেন বন্ধ করে দেবেন। বন্ধ আভেনে পুরো মিশ্রণটা আরও পাঁচ মিনিট রেখে বের করে নিন। একটু ঠান্ডা হলে কেকের মত টুকরো করে পরিবেশন করুন।

কুসুমিকা ঘোষ ◆ কৃষ্ণনগর

ইলিশ মাছের অম্বল

উপকরণ ঃ ইলিশ মাছ–৫০০ গ্রাম (শুধু পেটির অংশ নেবেন), সরষে–বাটা–৩ টেবিল চামচ, তেঁতুল গোলা জল–½ কাপ, গুড়–½ কাপ (জলে গুলে নেবেন), কাঁচালংকা বাটা–২ খানা, পাঁচফোড়ন–১ চা চামচ, নুন–আন্দাজমত, সরষের তেল–২ টেবিল চামচ, ধনেপাতা অথবা পুদিনা পাতা–১ আঁটি, হলুদ বাটা–১ চা চামচ।

পদ্ধতি ঃ (১) মাছের টুকরোর সঙ্গে হলুদ ও আন্দাজমত নুন মাখিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিন।

(২) কড়াই–এ ১ টেবিল চামচ তেল গরম করে মাছগুলো খুব হাল্কা করে ভেজে তুলে রাখুন।

(৩) আলাদা আর একটা কড়াই–এ বাকি তেল গরম করুন। এতে প্রথমে পাঁচফোড়ন দিন। ফোড়নের গন্ধ বের হলে এর মধ্যে সরষে বাটাটা ½ কাপ জলে গুলে একটা ছাঁকনির মধ্যে দিয়ে ছেঁকে ফোড়নের মধ্যে ঢেলে দিন। এরপর এক এক করে তেঁতুলগোলা জল ও পাতলা গুড় এরমধ্যে ছেঁকে মিশিয়ে নিন। একবার ফুটে উঠলে ভাজা মাছ ও নামমাত্র নুন দিন।

(৪) কাঁচালংকা ও ধনেপাতা একসঙ্গে বেটে নেবেন। নামাবার আগে এই মিশ্রণটা মিশিয়ে একবার ফুটিয়ে নামিয়ে নেবেন।

শ্রীমতী চ্যাটার্জি ◆ আগরতলা

ছোলার ডালের মাংস

উপকরণ ঃ পাঁঠার মাংস–৫০০ গ্রাম, ছোলার ডাল–১০০ গ্রাম, মটর ডাল–৫০ গ্রাম, মুসুর ডাল–১০০ গ্রাম, পেঁয়াজ–৪টি (কুচোনো) আদা বাটা–২ চা চামচ, রসুন–৬ কোয়া (কুচোনো), শুকনো লংকা গুঁড়ো–২ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো–২ চা চামচ, ধনে গুঁড়ো–২ চা চামচ, তেজপাতা–৪টি, টমেটো–৪টি

(মাঝারি), গরম মশলা গুঁড়ো–১½ চা চামচ, সরষের তেল–৪ টেবিল চামচ, নুন ও চিনি–আন্দাজমত, জল–২ কাপ।

পদ্ধতি ঃ (১) মাংস ছোট ছোট টুকরো করে নিন। ডাল ভালো করে ধুয়ে রাখুন। প্রেসার কুকারে সব ডাল, মাংস, ২ খানা পেঁয়াজ, হলুদ ও ১ চা চামচ নুন, ২ কাপ জল দিয়ে সেদ্ধ করে নিন।

(২) ডালের থেকে মাংস আলাদা করে উঠিয়ে রাখুন। এবার কড়াই–এ তেল গরম করে নিন। গরম তেলে প্রথমে বাকি কুচোনো পেঁয়াজ ও তেজপাতা একসঙ্গে দিয়ে হাল্কা করে ভেজে নিন। এরপর এরমধ্যে প্রথমে চিনি ও টমেটো কুচিয়ে দিয়ে লাল করে ভেজে নিন। এই ভাজা মশলার সঙ্গে সেদ্ধ করা মাংস দিয়ে এক এক করে বাকি মশলা মিশিয়ে ভালো করে কষে নিন। আন্দাজমত নুন দিন। যখন তেল ও মশলা আলাদা হয়ে যাবে তখন সেদ্ধ করা ডালের মিশ্রণ এর মধ্যে মিশিয়ে ভালো করে ফুটতে দিন।

(৩) সমস্ত মিশ্রণটা যখন একেবারে ঘন হয়ে যাবে তখন নামিয়ে নিন। রুটি অথবা গরম পরোটার সঙ্গে পরিবেশন করুন।

অঞ্জলি সিনহা ◆ যাদবপুর

ছানার ধোঁকা

উপকরণ ঃ ছানা ২৫০ গ্রাম, ময়দা–১ টেবিল চামচ, আদা বাটা–২ চা চামচ, টকদই–৫০ গ্রাম, সরষে বাটা–২ টেবিল চামচ, কাঁচালংকা–৪টি (বাটা), নারকেল বাটা–২ টেবিল চামচ, পোস্ত বাটা–২ টেবিল চামচ, নারকেলের দুধ–১ কাপ, কারিপাতা–৭–৮টি, বাদাম তেল–২ টেবিল চামচ, নুন ও চিনি আন্দাজমত।

পদ্ধতি ঃ (১) ছানার জল ভালো করে ঝরিয়ে নিয়ে এর সঙ্গে প্রথমে ময়দা মিশিয়ে খুব ভালো করে পিষে নিন। পরে ছানার মধ্যে–১ টেবিল চামচ নারকেল বাটা, ১ টেবিল চামচ পোস্ত বাটা ও আন্দাজমত নুন ও চিনি মিশিয়ে ভালো করে চটকে নিন।

(২) একটা ছড়ানো পাত্রে এই ছানার মিশ্রণটা ½ ইঞ্চি পুরু করে ছড়িয়ে আধঘন্টা ফ্রিজে রেখে দিন।

(৩) ফ্রিজ থেকে বের করে এই

মিশ্রণ থেকে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে রাখুন।

(৪) কড়াই–এ তেল গরম করে ছানার টুকরোগুলো খুব হাল্কা করে ভেজে তুলে রাখুন। (ছানার টুকরো কিন্তু লাল হবে না)।

(৫) টক দই ভালো করে ফেটিয়ে নিয়ে তার মধ্যে নারকেল, পোস্তবাটা ও সরষে বাটা মিশিয়ে রাখুন।

(৬) গরম তেলে প্রথমে কারিপাতা ফোড়ন দিন। কারিপাতার গন্ধ বের হলে প্রথমে এরমধ্যে নারকেলের দুধটা ঢেলে দিন। একবার ফুটে উঠলে কাঁচালংকা বাটা ও আদা বাটা মিশিয়ে নিন। ভালো করে মিশে গেলে দই–এর মিশ্রণটা এরমধ্যে ঢেলে টুকরো করা ছানা দিয়ে আন্দাজমত নুন ও মিষ্টি মিশিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নিন। মিনিট পাঁচেক ফোটার পর যখন মিশ্রণটা একটু ঘন হয়ে যাবে তখন নামিয়ে নেবেন।

নীলাঞ্জনা সিনহা ◆ গুয়াহাটি

স্কেচ ঃ গৌতম চক্রবর্তী

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষায় লিভার

লিভারের সুরক্ষায় -লিভোসিন

সর্বাধিক রোগের কারণ পেটের গন্ডগোল ও অসুস্থ লিভার। অম্লরোগ, ক্ষুধামান্দ, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে পেটের গোলমাল সারান আর লিভারের সুরক্ষায় হন যত্নবান।

**পেটের গোলমাল সারাতে
আর
লিভারের সুরক্ষায়**

ডাঃ সরকারের
এক ফলপ্রসূ
আবিষ্কার

লিভোসিন

আয়ুর্বেদিক লিভার টনিক

ব্যবহার বিধি ঃ

দু চা চামচ **লিভোসিন** এক গ্লাস অল্প গরম জল-সহ সকালে খালি পেটে ও রাতে শোয়ার আগে সেবন করুন, যতদিন না বুক জ্বালা সারে, হজমশক্তি বাড়ে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়, পেটের গোলমাল সারে আর লিভার সুস্থ হয়।

ArnikaPlus - TRIOFER ArnikaPlus - TRIOFER ArnikaPlus - TRIOFER

LIVOSIN LIVOSIN LIVOSIN

Jupiter PHARMACEUTICALS LIMITED

Manufacturer of Allopathic & Ayurvedic Medicines

Regd. Off. 25, Eden Hospital Road, Cal. 73, Phone 26 0156, 27 0224.

Jupiter Allen Emars allen's Dr. Sarkar Group

Where Growth is a way of Life

Allen's Ad India 96/9-L

বিশেষ রান্না

বড়দিন স্পেশাল

পিংক রোজ স্যুপ

পিংক রোজ স্যুপ

উপকরণঃ মাখন ৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ ১টি (কুচোনো), আপেল ২টি (খোসা ছাড়ানো ও ছোট ছোট টুকরো করা), ময়দা ২৫ গ্রাম, চিকেন স্টক ৫ কাপ, সুইট কর্ন ১ কাপ, ঘন ক্রিম ১ কাপ, বীট ১টি (সেদ্ধ করা) নুন ও গোলমরিচ আন্দাজমত।

পদ্ধতিঃ (ক) একটি সসপ্যানে ২৫ গ্রাম মাখন গরম করে গলিয়ে নিন। এতে পেঁয়াজ দিয়ে হালকা করে ভেজে টুকরো করা আপেল মিশিয়ে আরও একটু ভেজে নিন।

(খ) একটি পাত্রে স্টক ও ময়দা ভাল করে মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণটা আঁচে বসিয়ে একটু ঘন করে নিন। গরম করার সময় সমানে নাড়বেন নতুবা ডেলা পাকিয়ে যাবে। যখন একটু ঘন হয়ে আসবে তখন বীট ও সুইট কর্নের মিশ্রণটা মিশিয়ে দেবেন। নুন ও গোলমরিচ মিশিয়ে দিন। ভাল করে ফুটে উঠলে আঁচ থেকে নামিয়ে ঠাণ্ডা করতে দিন।

(গ) ক ও খ এর পুরো মিশ্রণ একসঙ্গে মিশিয়ে মিকসারে দিয়ে ফেটিয়ে নিন। একটা সসপ্যানে বাকি মাখন গরম করে এই মিশ্রণটা মিশিয়ে ভাল করে ফুটিয়ে নামিয়ে নিন ও গরম গরম পরিবেশন করুন।

স্টক তৈরির পদ্ধতিঃ মুরগীর কয়েকটি টুকরো যেমন গলা, মাথা, ডানা মেটে, কিডনি ইত্যাদি ও তৈলাক্ত অংশ, ২টি কুচানো পেঁয়াজ (মাঝারি) রসুন ৬ কোয়া একসঙ্গে নিয়ে ৬ কাপ জলে সেদ্ধ করতে বসান। ১৫ মিনিট ফুটিয়ে নিন। জল যখন কিছুটা কমে যাবে (৬ কাপ জল কমে ৫ কাপ মত হবে) ও মিশ্রণটির মধ্যে একটা তৈলাক্তভাব আসবে তখন নামিয়ে নেবেন। ঠাণ্ডা হলে ছাঁকনির সাহায্যে ছেঁকে নিয়ে জলটা নেবেন।

এইভাবে স্টক তৈরি করে আপনি ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন এবং প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারেন।

বেকড্ পোট্যাটো

উপকরণঃ (১) আলু ১ কিলো, আদাবাটা ২ চা চামচ, রসুন বাটা ৪ কোয়া, চিনি সস্ ২ টেবিল চামচ, টোম্যাটো সস ৪ টেবিল চামচ, পাতিলেবু ১টি (মাঝারি), নুন ও চিনি আন্দাজমত।

(২) ডিম ৪টি (সেদ্ধ করা), মাখন ৫০ গ্রাম, টক দই ১০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ৪টি, (মাঝারি ও গোল করে কাটা), গোলমরিচ ১ চা চামচ, নুন ১ চা চামচ।

(৩) চীজ ১০০ গ্রাম (কুরানো), ডিম ১টি, বিস্কুটের গুঁড়ো ২ টেবিল চামচ মাখন ১ টেবিল চামচ।

পদ্ধতিঃ (১) আলু সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে ভাল করে চটকিয়ে রাখুন। সেদ্ধ আলুর সঙ্গে এক এক করে ১ নম্বরের সব উপকরণ মিশিয়ে আলাদা একটা পাত্রে রাখুন।

(২) (ক) সেদ্ধ ডিমগুলো গোল গোল করে কেটে নিন। দই এক টুকরো কাপড়ে বেঁধে কিছুক্ষণ ঝুলিয়ে

বেকড্ পোট্যাটো

রাখুন যাতে জল বের হয়ে দইটা বেশ ঘন হয়ে যায়।

(খ) একটি পাত্রে ডিম, নুন গোলমরিচ ও টকদই ভাল করে মিশিয়ে নিন। কড়াই-এ মাখন গরম করে পেঁয়াজগুলো হালকা করে ভেজে ফেলুন। ডিমের মিশ্রণটা এই ভাজা পেঁয়াজের সঙ্গে মিশিয়ে আরও একটু ভেজে নামিয়ে নিন।

(গ) একটা বেকিং পাত্রে একটু মাখন লাগান। এই পাত্রে প্রথমে আলুর মিশ্রণের অর্ধেকটা ভাল করে ছড়িয়ে দিন। মিশ্রণের ওপর ডিমের মিশ্রণের অর্ধেকটা দিয়ে দিন। কুরানো চীজ অর্ধেকটা ছড়িয়ে দিন। এই একই পদ্ধতিতে বাকি মিশ্রণগুলো একটার ওপর আরেকটা দিয়ে ঢেকে দিন।

(ঘ) ডিমটা ভাল করে ফেটিয়ে ওপরে ছড়িয়ে দিয়ে তার ওপর বিস্কুটের গুঁড়ো মিশিয়ে দিন।

আপনার আভেন মাঝারি তাপে আগে ১০ মিনিট গরম করে রাখুন। এই গরম আভেনে বেকিং পাত্রটি ঢুকিয়ে একই তাপে আরও ২০ মিনিট রাখুন। আভেন বন্ধ করে বন্ধ আভেনে বেকিং পাত্রটি মিনিট দশেক রেখে বের করে নিন। একটু ঠাণ্ডা হলে আপনার পছন্দ মত টুকরো করে কেটে নিন। যে কোন স্যালাডের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

স্টাফড ক্যাপসিকাম

উপকরণ ঃ ক্যাপসিকাম ৪টি, ডিম ৬টি, টোম্যাটো সস ৩ টেবিল চামচ, গোলমরিচ ১ চা চামচ, মাখন ৭৫ গ্রাম, পেঁয়াজ ২টি (মাঝারি) আলু ২টি (সেদ্ধ করা), গাজর ১টি (কুচোনো) কড়াইশুঁটি ৫০ গ্রাম (সেদ্ধ করা) নুন আন্দাজমত, চীজ ১০০ গ্রাম (কুরোনো), লেটুসপাতা।

পদ্ধতি ঃ (১) ক্যাপসিকামের ওপরের অংশ থেকে কিছুটা গোল করে কেটে আলাদা করে রাখুন। ক্যাপসিকামের ভেতরের বীচি চামচের সাহায্যে সাবধানে বের করে নিন।

(২) একটা সসপ্যানে জল গরম করতে দিন। জল ফুটে উঠলে এর মধ্যে লঙ্কাগুলো একবার দিয়ে নামিয়ে নিন। গরম জল থেকে উঠিয়ে ঠাণ্ডা জলে কিছুক্ষণ রেখে জল ঝরিয়ে শুকনো করে রাখুন।

(৩) একটা পাত্রে ডিমগুলো ভাল করে ফেটিয়ে নিন। এর সঙ্গে গোলমরিচ, পরিমাণ মত নুন ও টোম্যাটো সস মেশান। একটা সসপ্যানে ২ টেবিল চামচ মাখন গরম করে ডিমের মিশ্রণটা এর মধ্যে ঢেলে একটু ভাজা ভাজা করে নামিয়ে ফেলুন।

(৪) পেঁয়াজ ভাল করে কুচিয়ে নিন। সসপ্যানে আরও ২ টেবিল চামচ মাখন গরম করে, পেঁয়াজ হালকা বাদামি করে ভেজে নিন। একটু নুন দিন, ভাজা পেঁয়াজের মধ্যে ভাজা ডিমের মিশ্রণ দিয়ে পুরো মিশ্রণটা ঝুরঝুরে করে ভেজে আলাদা করে রাখুন।

স্টাফড্ ক্যাপসিকাম উইথ রাশিয়ান স্যালাড

(৫) সেদ্ধ আলু চটকে নিয়ে এর মধ্যে কোরানো গাজর, সেদ্ধ করা কড়াইশুঁটি নুন ও গোলমরিচ মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণটি এবার (৪) নম্বরের মিশ্রণের সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে রাখুন।

(৬) বাকি মাখনটা গরম করে ক্যাপসিকামের গায়ে ভাল করে মাখিয়ে নিন। প্রত্যেকটা ক্যাপসিকামের ভেতর পরিমাণ মত (৫) নম্বরের মিশ্রণটি ভরে ওপরের কাটা অংশটা একটু ময়দার সাহায্যে আটকিয়ে দিন।

(৭) একটা ছড়ানো বেকিং পাত্রে ক্যাপসিকামগুলো একটু ছড়িয়ে সাজিয়ে রাখুন। আভেন মাঝারি তাপে আগে থেকে গরম করে রাখুন। এই গরম আভেনে বেকিং পাত্রটি ঢুকিয়ে আরও ১৫ মিনিট রেখে দিন (তাপমাত্রা একই রাখবেন)।

পরিবেশনের পাত্রে লেটুসপাতা ও কোরানো চীজ ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

ওয়ালনাট অ্যাণ্ড স্প্রিং আনিয়ন টার্ট

উপকরণ ঃ (১) পেস্ট্রির উপকরণ--ময়দা ১৫০ গ্রাম, মাখন অথবা মার্জারিন ৭৫ গ্রাম, ডিম ১টি, নুন ১ চা চামচ, জল প্রয়োজনমত।

(২) পুরের উপকরণ ঃ চীজ ১০০ গ্রাম, টক দই ৫০ গ্রাম, ঘন ক্রিম ৬০ গ্রাম, ময়দা ২ টেবিল চামচ, ডিম ৩টি (শুধুমাত্র হলুদ অংশ), চিনি ১ চা চামচ, গোলমরিচ ১ চা চামচ, স্প্রিং অনিয়ন ১৫০ গ্রাম, আখরোট ১০০ গ্রাম, (কুচোনো) নুন আন্দাজমত।

পদ্ধতি ঃ (১) পেস্ট্রির পদ্ধতি--(ক) ময়দার সঙ্গে নুন ও মাখন মিশিয়ে মিশ্রণটা ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। ডিম মিশিয়ে ভাল করে ঠেসে নিয়ে প্রয়োজন মত জল দিয়ে একটু শক্ত করে মেখে ১০ মিনিট ফ্রিজে রেখে দিন।

(খ) ফ্রিজ থেকে বের করে এর থেকে ১৫-১৬টা সমান মাপের লেচি কেটে একটু মোটা করে লুচির আকারে বেলে নিন।

(গ) পেস্ট্রি তৈরির পাত্র নিয়ে তাতে ভাল করে মাখন মাখিয়ে রাখুন। লুচির আকারে গড়া অংশগুলো

প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা পাত্রে ভাল করে চেপে বসিয়ে দিন। এই অংশগুলো পাত্রের মুখ পর্যন্ত আসবে। ওপর দিকটা হাত দিয়ে একটু কুচকানো মত করে নেবেন।

(২) পুর তৈরির পদ্ধতি ঃ (ক) সস্‌প্যানে মাখন গরম করে নিন। আঁচ কমিয়ে তাঁর মধ্যে প্রথমে ময়দা দিয়ে খুব হালকা করে একটু ভেজে দুধ ঢেলে দিয়ে সমানে নাড়তে থাকুন। (খেয়াল রাখবেন যেন দলা না পাকিয়ে যায়)। মিশ্রণটা যখন ঘন হয়ে যাবে, তখন চিনি, গোলমরিচ, আর নামমাত্র নুন মিশিয়ে আঁচ থেকে নামিয়ে রাখুন।

(খ) আলাদা একটা পাত্রে দই, ক্রিম ডিম, নুন ভালো করে ফেটিয়ে নিন। সস্‌প্যানে ১ টেবিল চামচ মাখন গরম করে কুচোনো স্প্রিং অনিয়ন ও কুচোনো আখরোট হালকা করে ভেজে তুলে রাখুন। একটা বড় পাত্রে এবার পুরের সব উপাদান একসঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিন।

(গ) তৈরি পেস্ট্রির পাত্রে এই মিশ্রণ থেকে পরিমাণমত নিয়ে পাত্রের মুখ পর্যন্ত দিন। এইভাবে প্রত্যেকটা পাত্রে মিশ্রণ ঢেলে নিন।

(ঘ) আপনার আভেন আগে থাকতে মাঝারি তাপে ১০ মিনিট গরম নিন। এই গরম করা আভেনে পেস্ট্রির পাত্রগুলো ঢুকিয়ে আরও আধঘন্টা একই তাপে রেখে দিন। আভেন থেকে বের করে একটু ঠান্ডা হতে দিন। একটু ঠান্ডা হলে আপনার তৈরি টার্ট সহজেই পেস্ট্রির পাত্র থেকে বেরিয়ে আসবে।

একটি পরিবেশনের পাত্রে আপনার ইচ্ছেমত কিছু গোল করে কাটা টোম্যাটো, শসা সাজিয়ে পরিবেশন করতে পারেন।

ইচ্ছে করলে এই টার্ট আগে তৈরি করেও রাখতে পারেন। সেক্ষেত্রে পরিবেশনের সময় আরও একবার গরম করে নিতে হবে।

ওয়লনাট অ্যান্ড স্প্রিং আনিয়ান টার্ট

চিকেন রোস্ট উইথ অরেঞ্জ সস্

চিকেন রোস্ট উইথ অরেঞ্জ সস

উপকরণ ঃ (ক) মুরগি–৭৫০ গ্রাম (আস্ত), মাখন–১০০ গ্রাম, মধু–৫০ গ্রাম, ধনেপাতা–১ গোছা, পুদিনা পাতা–১ গোছা, পাতিলেবুর রস–½ কাপ, টোম্যাটো সস্–১ কাপ, নুন–আন্দাজমত, ডিম–৩টি, মুরগির গলার মাংসের টুকরো, মেটে, কিডনি ইত্যাদির টুকরো (কুচানো ও সেদ্ধ করা)।

(খ) সসের উপকরণ–কমলালেবুর রস ১ কাপ, রেড ওয়াইন–২ টেবিল চামচ, ময়দা ১ টেবিল চামচ, মাখন–১ টেবিল চামচ, নুন–½ চা চামচ, গোলমরিচ–১ চা চামচ, চিনি–২ চা চামচ।

পদ্ধতি ঃ (১) মুরগির ওপরের ছাল ছাড়িয়ে গলাটা কেটে বাদ দিয়ে দিন। গলার কাছ থেকে বুকের কিছুটা অংশ একটু চিরে নিয়ে ভেতরের সব অংশ বাদ দিয়ে মুরগিটার ভেতর ও বাইরেটা ভালো করে ধুয়ে নিয়ে একটা তোয়ালের সাহায্যে ভেতর ও বাইরেটা একেবারে শুকনো করে মুছে নিন। একটি ছুরির সাহায্যে মুরগির গাটা হাল্কা করে চিরে চিরে দিন। এবার মুরগির ভেতর ও বাইরে ভালো করে নুন ও পাতিলেবুর রস মাখিয়ে ১৫ মিনিট রেখে দিন।

(২) ধনেপাতা, পুদিনাপাতা একসঙ্গে বেটে নিন।

(৩) একটা ছড়ানো সস্‌প্যানে মাখন গরম করুন। এতে হালকা করে মুরগির দুদিকই ভেজে তুলে রাখুন। একই মাখনে সেদ্ধ করা মেটে, কুচোনো মাংস, কিড্‌নি ও ডিম (সেদ্ধ করা) হালকা করে ভেজে নিন। এই মিশ্রণের সঙ্গে ধনেপাতা ও পুদিনা পাতার মিশ্রণটা মিশিয়ে আন্দাজমত নুন মিশিয়ে নিন। ডিমটা আলাদা করে নিয়ে মাঝখান দিয়ে কেটে নিন।

(৪) মুরগির বাইরের অংশে একটা ব্রাশের সাহায্যে মধু মাখিয়ে নিন (মধু মাখানে মুরগির গাটা কুঁচকে যাবে না)। এবার মুরগির ভেতর (৩) নম্বরের সমস্ত মিশ্রণটা

ঢুকিয়ে কিছুটা টোম্যাটো সস্ দিয়ে বুকের কাছটা সেলাই করে আটকে দিন।

(৩) বাকি টোম্যাটো সস্ মুরগির গায়ে মাখিয়ে দিন। একটা ছড়ানো বেকিং পাত্রে মুরগিটি রাখুন। আপনার গ্রিলারে সর্বোচ্চ তাপে বেকিং পাত্রটা ১০ মিনিট রাখুন। এরপর তাপ কমিয়ে মাঝারি তাপে আরও ২০ মিনিট রেখে দিন। মাঝে মাঝে মুরগিটা উল্টে দেবেন যাতে দুদিকেই সমান তাপ পায়। যদি মনে হয় শুকনো হয়ে যাচ্ছে তাহলে আন্দাজমত মাখন গালিয়ে নিয়ে মুরগির গায়ে ব্রাশের সাহায্যে মাখিয়ে দেবেন।

২০ মিনিট পর একটা উলবোনার কাঁটা ঢুকিয়ে দেখবেন সহজেই ঢুকে গেলে বুঝবেন মাংস সেদ্ধ হয়ে গেছে এবং তখন গ্রিলার থেকে বেকিং পাত্র বের করে মুরগিটা আলাদা একটা পরিবেশনের পাত্রে নামিয়ে নেবেন।

কমলালেবুর সস্ তৈরির পদ্ধতি ঃ সস্প্যানে মাখন গরম করে আঁচ একেবারে কমিয়ে চিনিটা লালচে করে ভেজে নিন। কমলালেবুর রসের সঙ্গে ময়দা মিশিয়ে ভাজা চিনির মধ্যে ঢেলে দিন। ২–৩ মিনিট ফুটতে দিন। একটু ঘন হয়ে গেলে ওয়াইন, নুন ও গোলমরিচ মিশিয়ে আরও একবার ফুটিয়ে নামিয়ে নিন।

পরিবেশনের পাত্রে মুরগির ওপরে তৈরি সস্টা ঢেলে দিন। এরসঙ্গে গ্রিলে গরম করা মাশরুম, টোম্যাটো ও স্যালাড পরিবেশন করুন।

রাশিয়ান স্যালাড

উপকরণ ঃ আলু–৩টি (সেদ্ধ করে ছোট ছোট টুকরো করা), গাজর–২টি (সেদ্ধ করে ছোট টুকরো করা), শসা–২টি (টুকরো করা), বীনস্–১০০ গ্রাম (সেদ্ধ করে টুকরো করা), পেঁয়াজ–২টি (টুকরো করা), কড়াইশুঁটি–১০০ গ্রাম (একটু ভাপিয়ে নেওয়া), মুরগি–(হাড় থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া ছোট ছোট টুকরো করা) ২৫০ গ্রাম, ডিম–৪টি (সেদ্ধ করে গোল গোল করে কাটা), মেয়োনিজ–১ কাপ, গোলমরিচ–২ চা চামচ।

পদ্ধতি ঃ একটা পাত্রে সেদ্ধ করা সব তরকারি একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। সেদ্ধ করা মুরগির টুকরোগুলো এরমধ্যে মিশিয়ে গোলমরিচ ও মেয়োনিজ মিশিয়ে রাখুন।

স্যালাড পরিবেশনের পাত্রে এই পুরো মিশ্রণটা ঢেলে ফ্রিজে রেখে দিন। পরিবেশনের আগে ওপরে ডিমের টুকরোগুলো সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

ট্রাইফেল পুডিং

উপকরণ ঃ স্পঞ্জ কেক–১ পাউন্ড, স্ট্রবেরি কাস্টার্ড–২ কাপ, ভ্যানিলা–কাস্টার্ড–২ কাপ, ফল আপনার পছন্দমত–২ কাপ, ঘন ক্রিম–২ কাপ, চিনি–২ চা চামচ, স্ট্রবেরি আইসক্রিম–৪ টেবিল চামচ,

ট্রাইফেল পুডিং

ভ্যানিলা–আইসক্রিম–৪ টেবিল চামচ।

পদ্ধতি ঃ (১) কেক মাঝখান দিয়ে পাতলা করে কেটে নিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে নিন।

(২) কাস্টার্ড তৈরির পদ্ধতি–২ কাপ দুধের মধ্যে ৩ চা চামচ স্ট্রবেরি কাস্টার্ড পাউডার ও ৪ চা চামচ চিনি মিশিয়ে ভালো করে গুলে নিন। একটা সস্প্যানে এই মিশ্রণটা ঢেলে হালকা আঁচে বসান। একটু গরম হলেই সমানে নাড়তে থাকুন, একটু ঘন হয়ে আসলেই নামিয়ে নিন ও ঠান্ডা করতে দিন। একইভাবে ভ্যানিলা কাস্টার্ড তৈরি করে ঠান্ডা করে নিন।

(৩) ক্রিমটা ভালো করে ফেটিয়ে নিন। একটু শক্ত হয়ে ফুলে উঠলে এরমধ্যে ২ চা চামচ চিনি মিশিয়ে আলাদা করে রাখুন।

(৪) একটা সুদৃশ্য কাঁচের পাত্র নিন। এতে প্রথমে কেকের টুকরো (অর্ধেকটা) গুলো সাজিয়ে নিন। কেকের ওপর ভ্যানিলা কাস্টার্ডের অর্ধেকটা ছড়িয়ে কিছু পরিমাণ ফলের টুকরো দিয়ে তার ওপর স্ট্রবেরি কাস্টার্ড অর্ধেকটা ঢেলে দিন। পুরো ক্রিমটা কাস্টার্ডের ওপর ছড়িয়ে দিন। এইভাবে একটা তৈরি স্তরের ওপর একই পদ্ধতিতে আর একটা স্তর তৈরি করে নিন। শুধুমাত্র ক্রিমের বদলে ওপরে দুরকমের আইসক্রিম ছড়িয়ে দিন ও আইসক্রিমের ওপরে কিছু ফল ছড়িয়ে দিয়ে পুরো পাত্রটা ফ্রিজে ৫–৬ ঘন্টা রেখে দিন ও একেবারে ঠান্ডা পরিবেশন করুন।

শুক্লা চৌধুরী

ছবি ঃ সনত ঘোষ

ক্রিসমাস কেক

উপকরণ ঃ প্লাম কেকের জন্য ঃ ১২৫ গ্রাম, চিনি–৭৫ গ্রাম, কিশমিশ–১৯০ গ্রাম, মিকসড ফ্রুট–১৮০ গ্রাম, কাজু–২০ গ্রাম, আমণ্ড–২০ গ্রাম, ডিম–৪টি, সাদা মাখন–১৫০ গ্রাম, মার্জারিন–৯০ গ্রাম, গরম মশলার গুঁড়ো–৫ গ্রাম, রাম এসেন্স–১০ মিলি।

কোটিং–এর জন্য ঃ মার্জিপ্যান–৩০০ গ্রাম, আইসিং সুগার–২০০ গ্রাম, খাবার রঙ–প্রয়োজন মত।

পদ্ধতি ঃ প্লাম কেক তৈরির জন্য প্রথমে ডিম আর চিনি খুব ভালভাবে মিশিয়ে নিন। আলাদা একটি পাত্রে মাখন আর মার্জারিন একসঙ্গে মেশান। এর মধ্যে গরম মশলার গুঁড়ো আর রাম এসেন্স দিন। আরেকবার ভালভাবে ফেটান। এবার এই মিশ্রণে সমস্ত ফলের কুচি, কাজু আর আমণ্ড বাদাম মিশিয়ে দিন।

দুটি মিশ্রণ একই পাত্রে ঢেলে নিয়ে তার সঙ্গে হালকা হাতে ময়দা মেশাতে থাকুন। সবটুকু ময়দা মেশানো হয়ে গেলে যে ভারি ঘন মিশ্রণ তৈরি হবে, সেটিকে বেকিং আভেনে দিয়ে ৩৫০° ফারেনহাইট তাপমাত্রায় ৪৫ মিনিট বেক করুন। একটি সরু কাঁটা ভিতরে ঢুকিয়ে, দেখে নিতে পারেন, কেক পুরোপুরি বেক হয়েছে কিনা। যদি কাঁটার গায়ে চিটচিটে ময়দা লেগে থাকে, তাহলে আরও কিছুক্ষণ আভেন চালু রাখুন।

যে রিচ প্লাম কেক তৈরি হল তাকে, সাজানোর জন্য আপনার প্রথমেই চাই মার্জিপ্যান। এটি আসলে কাজুবাদাম আর চিনির মিশ্রণ। কাজুবাদাম খুব মিহি করে গুঁড়িয়ে নিয়ে তার সঙ্গে গুঁড়ো চিনি বা গ্লুকোজ মিশিয়ে অল্প জল দিয়ে আটার মত টানটান করে মাখুন। পুরো কেকটা ঢেকে দেওয়া যায় এরকম মাপে গোল করে চাকি বেলুনে বেলে নিন। এবার প্লাম কেকটি ঢেকে দিন মার্জিপ্যানের আস্তরণে। বাকি যেটুকু থাকবে, রেখে দিন কেকের উপরে নানা রঙের ফিগার তৈরির জন্য। সান্তাক্লস, ক্রিসমাস ট্রি কিংবা হরিণ যাই আপনি চান না কেন অনায়াসেই বানিয়ে নিতে পারবেন মার্জিপ্যান কেটে।

ক্রিসমাস কেকের ওপরকার সাদাটে, শক্ত আস্তরণের জন্য জল আর আইসিং সুগারের আটালো মিশ্রণ তৈরি করুন। একটি শক্ত কাগজের খিলির মধ্যে মিশ্রণটি ভরে কোণের দিকে ছোট ফুটো করুন। তারপর হাতের চাপে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আইসিং সুগার দিয়ে ইচ্ছেমত নকশা এঁকে সাজান আপনার ক্রিসমাস কেক।

ছবি ঃ সনত ঘোষ
সৌজন্য ঃ ফ্রু রিজ, সুইস কনফেকশনারি প্রাইভেট লিমিটেড
১৮, পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-৭১
দূরভাষ ঃ ২৯-৭৬৬৪

নির্মল ত্বক যেমনটি হওয়া উচিত।

নির্মল, মোলায়ম, মসৃণ ত্বকের গোপন রহস্য জেনে নিন। প্রাকৃতিক রূপটানে ধরা পড়ে সৌন্দর্যের অনাবিল রূপ। এখন রেভলনের যুগান্তকারী নতুন উৎপাদন পিওর স্কীন কেয়ার রেঞ্জে ফুটে উঠুক আপনার ত্বকের লাবণ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রেভলন আন্তর্জাতিক গবেষণা কেন্দ্রের উদ্ভাবিত এবং ত্বক বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরীক্ষিত। এইসব উৎপাদন **প্রাকৃতিক উপাদানে সমৃদ্ধ। সমৃদ্ধ ময়েশ্চারাইজিং, ভিটামিন্‌স, বি '5', ই এবং উদ্ভিজ্জ নির্যাসে।** এইসব উপাদানে আপনার ত্বকে ফুটে ওঠে নির্মলতা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত।

Pure Skin Care

রেভলন পিওর স্কীন কেয়ার প্রোডাক্ট। ব্যবহার ক'রে দেখুন, তাহ'লেই বুঝবেন তফাৎ কত।

এক্সট্রা জেন্টল ক্লীন্‌জার ঃ বিশেষ উদ্ভিজ্জ নির্যাসে সমৃদ্ধ যা ত্বকের গভীরে গিয়ে পরিষ্কার করে আর আপনার ত্বককে জোগায় পুষ্টি ও আর্দ্রতা। আপনার ত্বক হয়ে ওঠে উজ্জ্বল আভাময়।

ময়েশ্চারাইজিং কোল্ড ক্রীম ঃ খনিজ তেলে ভরপূর যা ত্বককে রাখে আর্দ্র, প্রতিকার করে ত্বকের শুষ্কতার। শুধু তাই নয় শুষ্ক ত্বকে ক্লীঞ্জার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

সানস্ক্রীনসহ ময়েশ্চারাইজিং লোশন ঃ এই 2-ইন-1 ফর্মূলায় আছে ময়েশ্চারাইজিং ভিটামিন যা দেয় প্রয়োজনীয় ময়েশ্চার ও সানস্ক্রীন। বলা বাহুল্য, আপনার ত্বককে রক্ষা করে ক্ষতিকারক ইউভি রশ্মি থেকে। আপনার ত্বককে রাখে মোলায়ম, নমনীয় এবং দীপ্তিময়।

নরিসিং নাইট ক্রীম ঃ ময়েশ্চারাইজিং ভিটামিন তেল এবং উদ্ভিদ নির্যাস সারা রাত ধরে আপনার ত্বকে জুগিয়ে যায় পুষ্টি এবং আর্দ্রতা।

হ্যান্ড এবং বডি লোশন ঃ এতে আছে সিলিকোন এবং মধু অত্যাবশ্যক ময়েশ্চারের ক্ষয় পূরণ করে। প্রাকৃতিক গাছ গাছড়া শুষ্ক ত্বকের উপশম করে।

5-মিনিট ক্লে মাস্ক ঃ এতে আছে বিশেষ প্রাকৃতিক নির্যাস যা গভীরে প্রবেশ ক'রে ত্বক পরিষ্কার করে, শুষে নেয় বাড়তি তেল্‌তেলেভাব। রেখে যায় নির্মল, তরতাজা অনুভূতি।

REVLON

Revolutionary

'রেভলন'-এর লাইসেন্স প্রাপ্ত মোদি রেভলন প্রাইভেট লিঃ দ্বারা ভারতে বিপণন।

সমান্তরাল রেখা

রেখা কি অনন্ত যৌবন পেয়েছেন? নইলে বয়স যত বাড়ছে কেন রেখা হয়ে উঠছেন অনন্য সুন্দরী? বলিউডের আকর্ষণীয় নায়িকাকে নিয়ে একটি মননশীল প্রতিবেদন লিখেছেন অর্ক গুপ্ত।

সিপ্পি প্রোডাকশানের 'শক্তি' তে অমিতাভ বচ্চনের মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন রাখী। অথচ এই রাখীকে নিয়েই 'কসমে ওয়াদে'র মত অনেক হিট ছবি করেছেন অভিতাভ বচ্চন। হঠাৎ সেই নায়কের মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করায় রাখীকে বাধ্য হয়ে বলতে হয়েছিল, দর্শক আমাকে যেভাবে দেখতে চাইবেন, আমি সেইভাবেই অভিনয় করব।

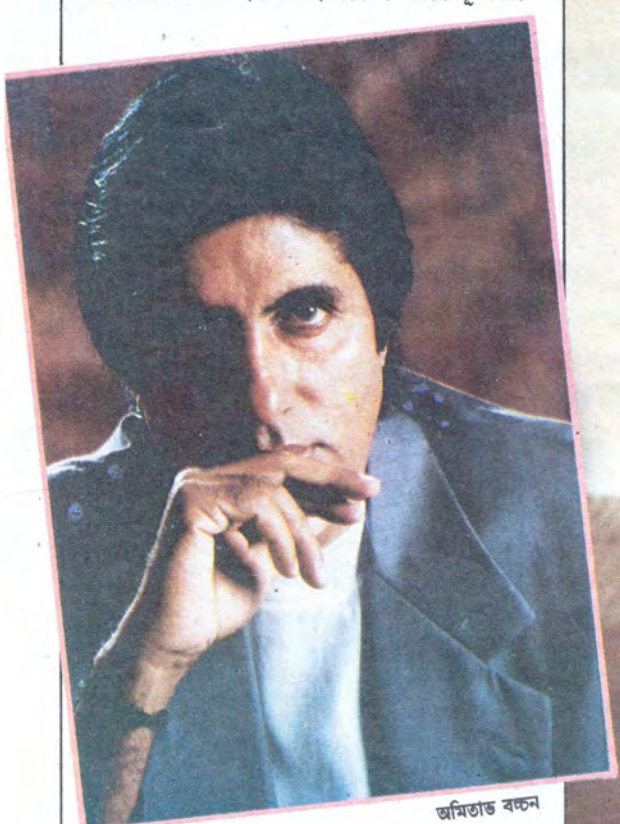

অমিতাভ বচ্চন

অথচ সুপারস্টারের অন্যতম প্রিয় নায়িকা

রেখা যৌবন আর অভিনয় দুধারাতেই সমান

(প্রেমিকা?) হিসেবে বহু ছবিতে সফল অভিনয় করার পরও রেখাকে তেমন দিন দেখতে হয়নি। অমিতাভ বচ্চনের মায়ের ভূমিকা তো দূরে থাক, এই বয়সে এসে অনন্তযৌবনা প্রমাণ করেছেন সুপার স্টারের হাঁটুর বয়সী নায়কদের বিপরীতেও মোহময়ী নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করতে পারেন তিনি। এর হালফিল উদাহরণ অক্ষয় কুমারের সঙ্গে 'খিলাড়িয়োঁ কা খিলাড়ি'। এই ছবিতে অক্ষয় কুমারের সঙ্গে যেভাবে নেচেছেন রেখা, তাতে কে বলবে রাখী-হেমা-দের তিনি সমবয়সী, না সদ্য উঠে আসা উর্মিলা মাতোন্দকরদের একজন!

এইজন্যই রেখা সমান্তরাল। যৌবন ও অভিনয়ে দুটি ধারাতেই সমানভাবে বয়সকে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেছেন।

তবে রেখা কিন্তু রেখা হয়ে ওঠার জন্য অনেকটা মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। একটি মেয়ের জীবনে যে যে ঘটনা ঘটলে সে ভীষণভাবে মুষড়ে পড়ে, তারও চেয়ে সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে নিজেকে পেয়েছেন রেখা। জীবনের শুরুতে দেখেছেন দক্ষিণের স্বনামখ্যাত অভিনেতা জেমিনি গণেশনের সঙ্গে মায়ের সঙ্কটময় দাম্পত্য। সৎ মায়ের সঙ্গে রেখার বনিবনা না-থাকলেও মেনে নিতে হয়েছিল। দিনের পর দিন দেখেছিলেন পুরুষ শাসিত সমাজে কিভাবে উপেক্ষা করা হয় মেয়েদের। মুখ বুজে মাকে দেখেছিলেন পিতার তাচ্ছিল্য সয়ে যেতে।

ভারতের মেরিলিন মনরো

হয়তো সেই কিশোরী রেখাই হৃদয়ে বারুদ ভরে আজ এই বয়সে পুরুষ তান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে ঘোষণা করছেন মস্ত জেহাদ।

আজকের রেখা ভারতের মেরিলিন মনরো। অনন্ত যৌবন যেন তার করতলগত। কুড়িতেই 'বুড়ি' হওয়া মেয়েদের স্লোগানে রেখার চেয়ে ব্যতিক্রম এই শতাব্দীতে ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসে কেউ আসেননি। সম্ভবত ভবিষ্যতেও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করা অসম্ভব। এর পেছনে একজনের অবদান নিশ্চয়ই ছিল। ছিল বলেই যশ চোপড়া চেয়েছিলেন সুদে-আসলে সেই সুযোগটুকু তুলে নিতে। পারেননি। ব্যর্থ হয়েছে 'সিলসিলা'। চলচ্চিত্রামোদীদের প্রশংসা পেলেও বক্স অফিস সফল করাতে পারেননি অমিতাভ-রেখা, সঞ্জীবকুমার-জয়া ভাদুড়ী। এই 'সিলসিলা' ছবির ঘটনাটাই রেখা-অমিতাভের গোপন প্রেমের প্রামাণ্য দলিল বলে অনেকেই মনে করেন। হ্যাঁ, রেখার জীবনে অবশ্যই ভূমিকা ছিল অমিতাভের। রেখা-অমিতাভের সম্পর্ক নিয়ে মিডিয়ায় এত হৈ চৈ-তার পেছনে রহস্যের গন্ধ পেয়েছেন অনেকেই। ওরা দুজনে মুখে কুলুপ এঁটে থাকলেও এক সময় সুপারস্টার যে রেখার প্রতি বেশ খানিকটা দুর্বল হয়েছিলেন, তার আঁচ পাওয়া যায় বৈকি।

ভালবাসায় এখন বিশ্বাস হারিয়েছেন রেখা। বিশেষ করে পুরুষের ভালবাসা। যে ভালবাসা শরীরী ব্যবহারে বাসি হয়ে যায়। রেখার এই ভালবাসার প্রতি

ভালবাসায় এখন বিশ্বাস হারিয়েছেন রেখা

ছবি : প্রদীপ

ছবি ঃ আশিসতরু মুখোপাধ্যায়

শ্রীদেবীর 'শ্রী'ও টলাতে পারেনি রেখাকে

বিশ্বাস হারানোর পেছনে কি সুপারস্টারের কাছ থেকে আঘাত পাওয়া নয় কি? হয়তো। তবে মানসিক দিক থেকে একসময় রেখার নির্ভরতা অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছিল সুপারস্টারের। প্রোডিউসার পরিচালকেরা পর্দার নেপথ্য-ঘটনার গন্ধ পেয়েই রেখা-অমিতাভ জুটিকে নিয়ে সফল ব্যবসা করেছেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, অমিতাভের ফিল্মি জীবনে অবশ্যই রেখার অবদান আছে। কারণ জিনাত আমন-পরভীন বাবি জাতীয় দীর্ঘাঙ্গী নায়িকাদের সঙ্গে অমিতাভ বচ্চন যতই হিট ছবি করুন না কেন, রেখার সঙ্গে জুটি বেঁধে তার সাফল্যের তালিকা অনেক বেশি। একটা সময় অমিতাভ-রেখা জুটি নিয়ে প্রযোজক পরিচালকের চাহিদা ছিল তুঙ্গে। সেসময় অমিতাভ খুব কাছাকাছি এসেছিলেন রেখার। জয়া ভাদুড়ির সঙ্গে বিয়েটা নিশ্চয়ই আকস্মিক নয় অমিতাভের। তবে রেখার কাছাকাছি এসে একটা ভুল পদক্ষেপ নিলেও নিতে পারতেন–তেমন ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল।

সুপারস্টারের খুব কাছে পৌঁছে গিয়ে ভালবাসার স্বীকৃতি না পাওয়ায় রেখা জীবনে প্রথমবার অনুভব করেছিলেন মানসিক অসহায়তা। যেটা কাটিয়ে উঠতে আজও পারলেন না। অনেকে অবশ্য (জ্যোতিষ মতে) রেখাকে 'মঙ্গলি' আখ্যা দেন। এবং এমন স্তরের মঙ্গলি তিনি যাতে যারই সঙ্গে বিয়ে হোক না কেন, সেই স্বামীটির মৃত্যু অনিবার্য। বিষয়টি কাকতালীয় হলেও রেখার সঙ্গে যারা বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, তারা কিন্তু বর্তমানে কেউই বেঁচে নেই। এই তালিকায় প্রথমেই আসে বিনোদ মেহেরার নাম। কলকাতাতে শ্যুটিং চলাকালীন বিনোদ মেহেরার সঙ্গে রেখার গোপন বিয়ে

মোহময়ী নায়িকার ভূমিকায়

অন্তর্মুখী রেখা ঃ রাজ বব্বারের সঙ্গে

হয়। তবে সেই বিয়ের মেয়াদ ছিল মাত্র একমাস। তিরিশ দিনের মাথায় ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় দুজনের। তারপরে রেখা ঠিকই করেছিলেন পুরুষ বন্ধু নিয়ে জীবনটাকে একটা লাগামহীন স্রোতে ভাসিয়ে দিলেও আর কোনদিন বিয়ে করবেন না। কিন্তু শেষমেশ সেই প্রতিজ্ঞা ধরে রাখতে পারেন নি। 'হটলাইন' প্রস্তুতকর্তা মুকেশ আগরওয়ালের সঙ্গে রেখার বিয়ে। এবং পরে মুকেশের আত্মহত্যার সংবাদ এখন বেশ পুরনো হয়ে গেছে। রেখা কিন্তু মুকেশের জন্য বিন্দুমাত্র সমবেদনা জানাননি। আসলে প্রচুর আঘাতের পর ভালবাসায় নোঙর করতে পারেননি রেখা। পারেননি বলে একসময় নিজেকে করে নিয়েছেন অন্তর্মুখী। আর এই অন্তর্মুখীনতা রেখাকে ঘিরে তৈরি করেছে নানান রহস্যের বেড়াজাল। রেখার সঙ্গে অনেকটা হলিউডের মেরিলিন মনরোর মিল খুঁজে পেলেও তাঁর জীবন মেলে এলিজাবেথ টেলরের সঙ্গে। লিজ টেলারের শুধুমাত্র বিয়ের রেকর্ডটাই রেখার থেকে ব্যাতিক্রমের দৃষ্টান্ত। নইলে লিজও মাঝেমধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিতেন। সমস্ত

অমিতাভ-জয়া

সংবাদ শিরোনামের বাইরে দীর্ঘ সময় অন্তরাল কাটিয়ে হঠাৎ ফিরে আসতেন জনমানসে। এখনও ৬৪ বছর বয়সে লিজের উদ্ধত যৌবন মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে চব্বিশের যুবককে। অষ্টমবারের বিয়েও (ল্যারি ফোর্টেনস্কির সঙ্গে) ভেঙে গেছে লিজের। আবার প্রেমে পড়েছেন এলিজাবেথ টেলর। অষ্টম স্বামী ল্যারি ছিলেন লিজের থেকে ২০ বছরের ছোট। রেখাও অন্তরাল কাটিয়ে মাঝেমধ্যেই উঠে এসেছেন সংবাদ শিরোনামে। দীর্ঘ সময় অন্তরালে থেকে রেখাও হঠাৎ করে যেন বেরিয়ে এসেছেন এবার 'খিলাড়িয়োঁ কা খিলাড়ি'-তে।

এর মাঝখানে দীর্ঘদিন অবকাশ পেরিয়ে রেখা যেন আবার নতুন হয়ে উঠেছেন ভারতীয় চলচ্চিত্রামোদী জনমানসে। তাই যেখানেই রেখা সেখানেই সংবাদমাধ্যম। রেখা এখনও পারেন নিজেকে একশভাগ নিঙড়ে দিয়ে সেরা অভিনয় করতে। বলিউডে জেমস বণ্ডের মত নায়কদের ঘিরে রেখাই প্রথম প্রমাণ করেছেন যে নায়িকারাও সুপারস্টারের মত অ্যাকশানে অবতীর্ণ হতে পারেন। 'খুন ভরি মাঙ্গ', কিংবা 'ফুল বনে অঙ্গারে'-এর সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ। তাই রোমান্টিক কিংবা সিরিয়াস সবেতেই অপ্রতিরোধ্য রেখা। তাইতো রেখা আজও সমান্তরাল।

একটা সময় বলা হত, যদি কয়েকটি ছেলে পেছন থেকে টিজ করে তাহলে রেখা বা রাখী কিভাবে সেটা গ্রহণ করবেন? রাখীর ফ্যানেরা বলেছিলেন, টিজ করতে যাওয়া ছেলেদের সামনে দিয়ে নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতি আস্থা রেখে মাথা নীচু করে চলে যেতে ভালবাসবেন। কিন্তু রেখা? রেখা কিন্তু মাথা নীচু করে না গিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে আসবেন। ততক্ষনে চুলের দুটি বেণীর ডানদিকের ডানহাতে নাচাতে নাচাতে বাঁ গালের বিউটি স্পটে অদ্ভুত একটা টোল ফেলে রেখা ফিরে আসবেন টিজ করা সেই ছেলেদের কাছে। তারপর সজোরে একটা চড় কষিয়ে দেবেন যে টিজ করেছেন সেই ছেলেটির গালে। এই হলেন রেখা। অনেকের চেয়ে আলাদা।

ইদানিং একটা কথা খুবই শোনা যাচ্ছে রেখা নাকি নিজের আঙনে পুরুষদের পোড়াতে চাইছেন। সুপারস্টার অমিতাভ বচ্চন থেকে নিয়ে চাঙ্কি পাণ্ডে কিংবা অক্ষয় কুমার এমন কেউ নেই যাকে জড়িয়ে রেখার নাম ওঠেনি। সত্যিই কি তাই? রেখা কি অন্যকে পোড়ানোর চেয়ে নিজেকেই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছেন না? ভালবাসার খেলায় মস্ত বাজী হেরে যাবার পর কোন মেয়েই ঘুরে দাঁড়াবার মত মানসিকতা তৈরি করতে পারেন না। তবে পেরেছেন রেখা। পেরেছেন বলেই রেখাকে নিয়ে আজ এত গুঞ্জন। হ্যাঁ, রেখা পুরুষ বন্ধু ভালবাসেন। বন্ধুত্ব কি কোন পাপ? রেখা ভারতীয় নারী হয়েও পাশ্চাত্য মানসিকতার কাছে পাঠ নিয়েছেন বৈকি? নিয়েছেন বলেই তার বেডরুমে পুরুষের সিগারেট এ্যাসট্রেতে পড়ে থাকলেও রেখা রেখাই আছেন। থাকবেনও।

কেউ কেউ বলেছেন রেখা নাকি কোনমতেই সংসারী হতে পারবেন না। পারবেন না অনেকেই বলেন, রেখার বাড়িতে কোন কিচেন নেই। আসলে এর পেছনে রেখার বিলাসী জীবন খানিকটা ইঙ্গিত দেয়। জীবনের শুরুর দিনগুলিতে রেখা দেখেছেন বাবার কাছে মা কিভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে জীবন কাটাচ্ছেন। সেদিন জেমিনি গণেশনের সমস্ত পুরুষালী তেজের কাছে হার মানতে হয়েছিল রেখার মাকে। কিশোরী রেখার মধ্যে সেটা ষোল আনা উসুল করে নেয়ার নেশা যদি চেপেই থাকে, তা কি কোন অন্যায়? রেখার জীবনে তাই পুরুষের আনাগোনাটা একটা রুটিনের মত। সংসারে বাধা পড়ার তাগিদ হয়তো সেজন্যই পাননি।

কোন রেখাকে দর্শক বেশি ভালবাসেন? 'উমরাও জানে'র রেখা না 'মুকদ্দর কি সিকন্দারে'র রেখা? রেখা কিন্তু এখনও স্বীকার করেছেন জীবনে সেরা অভিনয় করার সুযোগ তিনি পাননি। এখনও অপেক্ষা করছেন কখন একটা ভাল রোল রেখা হৃদয় দিয়ে অভিনয় করবেন। বিশ্বজিতের সঙ্গে 'ক্যাহতে হ্যায় মুঝকো রাজা' ছবিতে একটি চুম্বন দৃশ্যে একই শট বারবার রিহার্সাল দিয়ে রেখা একটা মস্ত ভুল করেছিলেন। তারপর থেকে প্রথমদিকে রেখাকে আমরা দেখেছি, দ্বিতীয় শ্রেণীর নায়িকার মত অভিনয় করে গেছেন। গুরুটা কোনদিনই রেখার ভাল হয়নি। তাই শেষ টান রেখা টানতে চান নিজের মত করে। চান বলেই প্রোডিউসারদের গাড়ির লাইন অগ্রাহ্য করে রেখা নিজেকে গুটিয়ে রাখেন। হতে

সেরা অভিনয়ের সুযোগ এখনও পাইনি

পারে অহঙ্কার। অহঙ্কার করার মত ক্ষমতা থাকলে কেউ তা সুযোগ নিতে ছাড়বেন না। তাই ক্রমশ বয়স বাড়ার সাথে সাথে রেখার যেন যৌবন খুলেছে। কে বলবে রেখা চল্লিশ পেরিয়ে গেছেন। এখনও অনায়াসে ২৫ থেকে ৩০-এর মধ্যে রেখাকে নামিয়ে রাখা যায়। আর সেজন্যই হয়ত অক্ষয় কুমার কিংবা চাঙ্কি পাণ্ডেরা রবীনা ট্যাণ্ডনের মত তরুণী যুবতী পেয়েও রেখার সঙ্গে নিজের নাম জড়াতে চান। চাঙ্কি পাণ্ডে তো একবার বলেই বসেছেন, 'আন্টির সঙ্গে একটা রাতের কথা আমি আর কোনদিন ভুলব না।' চাঙ্কির মায়ের সঙ্গে রেখার বন্ধুত্ব দীর্ঘদিনের। সেই হিসেবে সম্পর্কটা হওয়া উচিত ছিল অপত্যস্নেহের। কিন্তু চাঙ্কির দাবী ছিল একরাতের জন্য তাকে রেখা পুরুষ হয়ে ওঠার সুযোগ দিয়েছিলেন। কথাটা কতটা সত্যি ভাবতেই হয়। বোম্বাই বলিউডে রসালো গুঞ্জন আজ আর নতুন নয়। টালিগঞ্জে নায়িকারা এখনও মেকআপ রুমে বসে যতই কচি বয়সের নায়কদের সঙ্গে রিহার্সাল দিন না কেন, সংবাদ মাধ্যমের কাছে তাদের তেমন গুরুত্ব নেই। আছে তাদের নিয়ে, যারা বোম্বাই বলিউডে পেরেছেন নিজেদের জায়গা করে নিতে। রেখা এমন স্তরের এক অভিনেত্রী যার সঙ্গে এই মুহূর্তে কারোরই তুলনা চলে না। তবে এটাও ঠিক রেখা কোনদিন মধুবালা-মীনা কুমারী হতে পারবেন না। যতখানি প্রতিভা থাকলে পাকা আসন পাওয়া যায় ততটা অবশ্যই নেই রেখার। তবে এই সময়ের মধ্যে রেখা কিন্তু রেখা হয়ে উঠতে পেরেছেন। তাই কারোরই সঙ্গে নিজেকে না জড়িয়ে রেখা নিজের মতই তৈরি করেছেন নিজেকে। তাই রেখা সবসময়ই আলোচনার শীর্ষে। যে সময় হেমামালিনী বা জয়া ভাদুড়িকে প্রচার মাধ্যমে টিকে থাকার জন্য ছোট পর্দা কিংবা সৃজনমুখী সিনেমার প্রতি আকর্ষিত হতে দেখা যায়, সেসময় রেখা কিন্তু চুটিয়ে নিজের চাহিদা ধরে রাখতে পেরেছেন।

প্রেমিকের তালিকাটি রেখার খুবই ছোট? সম্ভবত নয়। অমিতাভ বচ্চন, বিনোদ মেহেরা, কিরণ কুমার, গুলশন গ্রোভার, সঞ্জয় দত্ত, অক্ষয় কুমার....এই তালিকা দীর্ঘায়িত হবে এমন সব নাম দিয়ে যারা মিডিয়ার কোন ডাকাবুকো মানুষ নয়। রেখা তাই একসময় বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'বিশ্বাস করুন তারকাদের সঙ্গে কেন, আমার খুব ভাল লাগে সামান্য একটা স্পটবয়ের সঙ্গে সময় কাটাতে। ওরা যে জীবনে প্রতিদিন সংগ্রাম করছে তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। বড়তো অনেকেই হয় কিন্তু যারা ছোট্ট জীবনে নিজের পরিধিতে নিজের মত করে বাঁচতে চায়, তাদের নিয়ে কেউ কি কোনদিন আগ্রহ দেখিয়েছে?'

এই হলেন রেখা। যে রেখা আজও ছুটে চলেছেন অজানা এক গন্তব্যের পথে। যে ঠিকানা আজও রেখা পাননি, হয়ত পাবেনও না কোনদিন। নারী জীবনের পূর্ণতা মাতৃত্বে-স্বীকার করেছেন রেখাও। সময়ের মেঘ জমে লুকিয়ে ফেলেছে বয়সের সূর্য। এই অস্তমিত মুহূর্তে নিজেকে নিয়ে কি রেখা বিন্দুমাত্র ভাবছেন না?

অবশ্যই ভাবছেন। যেভাবে ভেবেছেন রূপের রানী মেরিলিন মনরো কিংবা ভাবছেন এলিজাবেথ টেলর। কেউ কেউ বলেন রেখার অনন্ত যৌবনের পেছনে কাজ করছে নাকি 'ডাকিনী মন্ত্র'। রেখা নাকি ডাকিনী বিদ্যায় পারদর্শী। তবে এর পেছনে কতটা সত্যতা আছে ভাবার চেয়ে মেনে নিতে হয় রেখা অবশ্যই নিয়মিত এ্যরোবিক করেন। যৌবনের প্রতি রেখার একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। তাঁর কাছে বার্ধক্যের বা প্রৌঢ়ত্বের কোন অস্তিত্ব নেই। নেই বলেই তিনি চান সমানভাবে শেষদিন পর্যন্ত যৌবন ধরে রাখতে।

সত্যিই কি রেখার জীবনে অথবা যৌবনে 'শেষদিন' বলে কোন মুহূর্ত আসবে? না আসলেই তো আমরা সবাই খুশী হব। সেজন্যই তো চাই বয়স ও যৌবনকে সমানতালে ছুটিয়ে নিয়ে রেখা আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকুন 'সমান্তরাল রেখা' হিসেবেই। ■

রান্না

বিমানযাত্রীদের জন্য সুখবর

হোটেল তাজ এর সহযোগিতায় এয়ার ইন্ডিয়া গত জানুয়ারি থেকে বম্বে কিংবা দিল্লি থেকে লণ্ডনগামী বিমানযাত্রীদের জন্য ফ্রেঞ্চ খাবারের 'ট্রিট' দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তবে এই সুযোগ শুধু প্রথম শ্রেণী এবং এক্সিকিউটিভ ক্লাসের যাত্রীরাই পাবেন। বিশ্বের খ্যাতনামা ফ্রেঞ্চ খাবারের বিশেষত্ব হল মশলা ও স্বাদের সঠিক তারতম্য।

এই ট্রিট-এর মেন্যু কয়েকটি বিশেষ দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরি করা হয়েছে। মাটি থেকে ৩৫০০০ ফিট উঁচুতে ওড়া যাত্রীদের এই খাবার তৈরি হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই যাতে সার্ভ করা যায় সেই দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

হোটেল তাজ-এর ফুড ডাইরেক্টার সতীশ অরোরা জানিয়েছেন মেন্যুতে ভেজ-ননভেজ ডিশের সঙ্গে সঙ্গে সুস্বাদু ডেজার্টও সার্ভ করা হবে। তাছাড়া চিজ ফল এবং মনপসন্দ ওয়াইন এবং লিকারও এই মেন্যুতে সামিল থাকবে। এর জন্য যাত্রীদের প্রথমে বিশেষ ডিজাইনের মেন্যু কার্ড বিলি করা হবে।

মশা আর বিষাক্ত মশা তাড়ানোর গ্যাস থেকে ১০০% ভাগ মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় রাত্রে শোবার সময় মশারীর ব্যবহার। আর অন্য সময়ের জন্যে চাই নিমিট

ডাক্তার বাবুদের পরামর্শ অনুযায়ী মশার হাত থেকে বাঁচবার জন্য একমাত্র স্বাস্থ্যপ্রদ উপায় হচ্ছে মশারীর ব্যবহার। ঠিক কথা। কিন্তু অন্য সময় কি করবেন? বাচ্চাদের পড়াশুনো, পরিবারের টিভি দেখা, খাওয়া-দাওয়া। আপনি কি সেই অস্বাস্থ্যকর ম্যাট্ বা ঝাঁঝালো স্প্রে-ই ব্যবহার করবেন?

নিমিট ব্যবহার করুন। নতুন প্রজন্মের *নন টক্সিক* স্প্রে **নিমিট** তৈরি হচ্ছে নানান প্রকার স্বাস্থ্যপ্রদ ভেষজ উপাদান থেকে যা মশা, মাছি, পিঁপড়ে ও অন্যান্য পোকামাকড় তাড়ানোর ব্যাপারে অত্যন্ত ফলপ্রসু।

১০ x ১০ একটা ঘরে ৭/৮ বার **নিমিট** স্প্রে করে দিন। ঘন্টা তিনেকের বেশী সময় মশার হাত থেকে একেবারে নিশ্চিন্তি।

নিমিট স্প্রে ও ধূপ অন্যান্য মশা তাড়ানোর পদ্ধতির থেকে বেশী সাশ্রয়কর এবং সমান কার্য্যকরী।

হা বা ল

nimit

মশা তাড়াও —প্রাণ বাঁচাও

Thoughtshop CPL

নিমিট এক নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি ! নির্মাতা ঃ অর্পিতা অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস্ প্রাইভেট লিমিটেড। ১৮/৭৭ ডোভার লেন, কলিকাতা- ৭০০ ০২৯, ফোন/ফ্যাক্স ঃ ৪৭৪ ৮০৪৮/৬৪৭৫

প্রিন্টিং টেকনলজি শিখতে হলে

আধুনিক মুদ্রা প্রযুক্তি সম্পর্কে পড়াশোনার জন্য পূর্ব ভারতে একটিই প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেটি কলকাতার 'রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব প্রিন্টিং টেকনলজি'। এখান থেকে পাস করে বেরলে চাকরির সম্ভাবনা তো রয়েছেই, ব্যবসার সুযোগও যথেষ্ট।

এটা বৃত্তিমূলক শিক্ষার যুগ। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই এখন আগে ভবিষ্যতে চাকরির পরিকল্পনা করে তবেই পড়ার বিষয় নির্বাচন করেন। চিরাচরিত বি.এ, বি.কম, বি.এস.সি-র পরিবর্তে অনেকেই এমন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা চালাতে চাইছেন যাতে পাশ করার পর বেকার বসে থাকতে না হয়। প্রিন্টিং টেকনোলজি এরকমই একটি বিষয়। কিন্তু সমস্যা হল, শুধু কলকাতায়ই নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গে প্রিন্টিং টেকনোলজি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুব বেশি নেই। তবে কলকাতার যাদবপুরের 'রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব প্রিন্টিং টেকনোলজি' এই অভাব অনেকটাই পুষিয়ে দিয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্রছাত্রীরা এখানে পড়তে আসেন।

এখানকার কোর্সটি তিন বছরের। ন্যূনতম যোগ্যতা মাধ্যমিক। তবে এ রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ পাওয়া তুলনামূলকভাবে কঠিন। কারণ পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রছাত্রীরা যদি এখানে পড়তে চান, তাহলে তাঁদের জয়েন্ট এন্ট্রান্স বা পলিটেকনিক পরীক্ষায় পাস করতে হয়। তবে মোট আসনের ৫০ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গের জন্য সংরক্ষিত। আসন সংখ্যা ৬০। অর্থাৎ এই রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসন। মেয়েদের জন্য আলাদা কোনও সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। তফসিলী জাতি এবং উপজাতিদের জন্য অবশ্য কিছু আসন সংরক্ষিত। পূর্বাঞ্চলের সব রাজ্য থেকে কোটার ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীরা এখানে ভর্তি হন।

ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ এস.কে. দত্ত জানালেন, পূর্ব ভারতে এটিই একমাত্র কেন্দ্র যেখানে প্রিন্টিং টেকনোলজি পড়ানো হয়। তিন বছরের এই ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি শুরু জুলাই মাসে। অক্টোবর-নভেম্বর মাস নাগাদ পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। ভর্তির দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা দরকার, এই একই কেন্দ্রে ফটোগ্রাফিরও একটি ডিপ্লোমা কোর্স চালু আছে। এই দুটি কোর্সের ক্ষেত্রেই দক্ষতার দিক থেকে এখানকার অধ্যাপকরা প্রথম সারিতে।

ইনস্টিটিউটে ক্লাস শুরু হয় সকাল সাড়ে দশটায়। চলে বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত। এছাড়া চাকরিরত ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ সান্ধ্য ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে। আসন সংখ্যা ৩০ এবং এক্ষেত্রে কোর্সের সময়সীমা তিন বছরের পরিবর্তে চার বছর। মুদ্রণ প্রযুক্তি নিয়ে থিওরিটিক্যাল এবং প্র্যাকটিক্যাল-দু ধরনের ক্লাসই এখানে হয়। ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতাতেও অংশগ্রহণ করা হয়। আর এসব ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউটের সাফল্য যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও আরও কয়েককটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (যেমন, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর দ্য কাল্টিভেশন এবং ন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেন্টস) সঙ্গেও ইনস্টিটিউটের সম্পর্ক বেশ নিবিড়। মুদ্রণ শিল্পের সঙ্গে অন্য যে যে বিষয়ের যোগাযোগ রয়েছে, অধ্যাপকরা সেসবের সঙ্গেও ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করেন।

ইনস্টিটিউটের অধ্যাপকদের চেষ্টার ফলে বাংলা টাইপোগ্রাফির আরও উন্নতি সম্ভব হয়েছে। ইনস্টিটিউট সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে বেশ কয়েকটি বিষয়ে গবেষণাও চলছে। গবেষণায় সফল হলে মুদ্রণ শিল্পের কিছু নতুন দিক উন্মোচিত হতে পারে।

ইনস্টিটিউটে বহু প্রাচীন মুদ্রণ যন্ত্র এবং সরঞ্জামের সঙ্গে আধুনিক সরঞ্জামও যোগ হয়েছে। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব। এই প্রতিষ্ঠান চালু হবার সময় কলকাতার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত তরফে বহু যন্ত্র এখানে দান করা হয়েছিল, যা আজও ইনস্টিটিউটের সম্পদ।

ছাত্রাবাসের ব্যবস্থাও আছে। তবে সেখানে আসন খুবই সীমিত। টিফিন বাদে দুবেলা খাওয়ার জন্য আবাসিকদের দিতে হয় মাসিক ৪৫০ টাকা। থাকার ২৫ টাকা এবং বিদ্যুতের জন্য ১৫ টাকা। ইনস্টিটিউটের ট্যুইশন ফি মাসিক ২৪ টাকা। তবে অধ্যক্ষ এই প্রসঙ্গে বারবার জানিয়েছেন, যাঁদের সত্যিই হোস্টেলে না থাকলে চলবে না, শুধু তাঁদের জন্যই আবাসনের ব্যবস্থা।

বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিষয় হিসেবে প্রিন্টিং টেকনোলজি ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। মেয়েরা অবশ্য এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে খুব বেশি উৎসাহী নয়। পরিসংখ্যান অন্তত সেই কথাই বলছে। সারা ভারতে প্রিন্টিং টেকনোলজির ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মেয়ের সংখ্যা ১১ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে তো এই হার আরও কম। অথচ মজাটা হল, গত বছর ইনস্টিটিউটের পরীক্ষায় যিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন, তিনি একজন মেয়ে। নাম রচয়িতা ভট্টাচার্য।

প্রতি বছরই ‘ক্লাসে তিন চারজন ছাত্রী পাওয়া যায়। গত বছরেও চারজন ছিলেন। ছাত্রীদের মধ্যে যে আগ্রহ কম তা অধ্যক্ষের কখনও মনে হয়নি। বরং মনে হয়েছে, মেয়েদের আরও বেশি এই বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতে এগিয়ে আসা উচিত।

প্রিন্টিং টেকনোলজির ডিপ্লোমা কোর্সটি শেষ করে বেরোবার পর চাকরির প্রচুর সুযোগ রয়েছে। শতকরা ৯৫ ভাগ ছাত্রই চট্‌জলদি চাকরি পেয়ে থাকেন। অধ্যক্ষ শ্রীদত্ত বললেন, যুগের চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে প্রশিক্ষণকেও তাঁরা যতটা সম্ভব আধুনিক করে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছেন, যাতে হাতে-কলমে কাজ করার সময় ছেলেমেয়েরা অসুবিধায় না পড়ে। চলতি বছরের জুলাই মাসে ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে, আর আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই ছাত্রছাত্রীরা চাকরিতে যোগ দিচ্ছে। প্রতিবারই এরকম হয়। এখানে কোর্স শেষ করার পর বিভিন্ন সংস্থায় সংশ্লিষ্ট বিভাগে কাজ পাওয়া যায়। কেউ নিজস্ব ব্যবসা শুরু করতে চাইলে সেটাও যথেষ্ট লাভজনক হয়ে উঠতে পারে। এখান থেকে পাস করার পর মেয়েরা কেউ নিজস্ব ব্যবসা শুরু না করলেও, ছেলেরা অনেকেই তা করেছেন। গত কয়েক বছর ধরে এই রাজ্যে শিল্পায়নের জোয়ার দেখা দেওয়ায় ব্যবসার ঝোঁকটা ক্রমশ বাড়ছে বলে তাঁর ধারণা।

কোন ছাত্র বা ছাত্রী পরবর্তী জীবনে ব্যবসা করতে চাইলে ইনস্টিটিউট থেকে কোন আর্থিক অনুদান দেওয়া সম্ভপর না হলেও, ব্যবসার প্রজেক্ট প্ল্যান তৈরি করে দেওয়া হয়। এছাড়া সরকারের কাছ থেকে যাতে সহজেই ঋণ পাওয়া যায়, কর্তৃপক্ষ সেই বিষয়েও সাধ্যমত চেষ্টা করেন।

এখানকার ফটোগ্রাফির ডিপ্লোমা কোর্সে আসন সংখ্যা ২৫। চলতি বছর থেকে কোর্সটির পরিবর্ধন করে নামকরণ হয়েছে ‘ফটোগ্রাফি অ্যাণ্ড সিনেমাটোগ্রাফি’। এই পরিবর্ধনের খরচ বহন করছে বিশ্বব্যাংক।

‘রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব প্রিন্টিং টেকনোলজি’র জন্ম ১৯৫৬ সালে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে ১৯৫৪ সালে এই ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অতীতে এর নাম ছিল ‘স্কুল অব প্রিন্টিং টেকনোলজি’। প্রতি বছর যেসব ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা শেষ করে এখান থেকে বেরোচ্ছেন, বৃহত্তর কর্মজগতে তাঁদের যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য ‘প্র্যাকটিকাল ট্রেনিং’-এর ওপরেই কর্তৃপক্ষ বেশি জোর দেন। তবে সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যেহেতু পূর্ব ভারতে এই একটিই, সেজন্য প্রত্যেক বছর পাশ করা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা খুব বেশি হয় না। সংখ্যায় কম বলে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের কাজ পেতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। এই মন্দার বাজারে এটি ও কোর্সটির উপযোগিতার একটি বিশেষ দিক।

এই ডিপ্লোমা কোর্স সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের ঠিকানায়ঃ

এস.কে. দত্ত (অধ্যাপক, ‘রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব প্রিন্টিং টেকনোলজি’)
রাজা সুবোধ মল্লিক রোড, যাদবপুর,
কলিকাতা-৩২।
দূরভাষঃ ৪৭৩-১৪৩২।

সোমা মুখোপাধ্যায়

স্কেচঃ গৌতম চক্রবর্তী

সৌন্দর্যের বিশেষ আধার।
কালো ঘন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চুলের বাহার।
ব্রাহ্মোল ব্রাহ্মী আমলা কেশ তেল

একরাশ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ঝলমলে রেশমি মোলায়েম চুল আপনাকে ক'রে তোলে আরও মোহময়ী সুন্দরী। তবে তার জন্য চাই নির্ভরযোগ্য চিটচিটে হীন — ব্রাহ্মোল। দীর্ঘকাল গবেষণা ও যাচাইপরীক্ষার পর ৬টি বিরল জাতের জড়িবুটি আর ভিটামিন ই মিশিয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তৈরি এই কেশ তেল। ফলে চুল হয়ে ওঠে বেশি ঘন আর লম্বা। তা ছাড়া, চুলপাকা প্রতিরোধ করে, খুশকির আক্রমণ থেকে রাখে সুরক্ষিত, মস্তিষ্ককে রাখে সতেজ। আর এটি সকল বয়সের পক্ষেই উপযুক্ত — তরুণতরুণী থেকে বয়স্কদের জন্যেও।

ব্রাহ্মোল
ব্রাহ্মী আমলা কেশ তেল
ভিটামিন ই সমৃদ্ধ

এই উৎপাদনটির প্রস্তুতকারক
হাইজেনিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট
পি.ও. ১১৯২, মুম্বাই-৪০০ ০০১.

৬ জড়িবুটির সমাবেশ
ব্রাহ্মী
আমলা
ভাংগরা
কুথ
বহেড়া
বালুচ্ছার

SUPER Vasmol 33
প্রস্তুতকারকদের আরেক উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

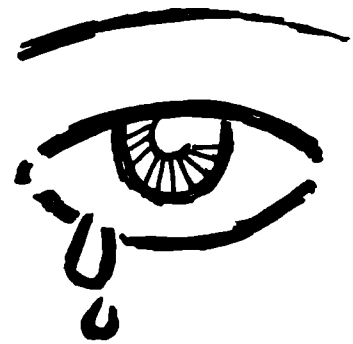

চুম্বক

অমিতাভ কাঞ্জিলাল

আজ ভোরবেলা থেকে শুধুই কাক ডাকছে। আলো নেই। ক্লান্তিতে
হাঁটু ভাঁজ করে শুয়ে আছো নিশ্চুপ বিছানায়। একদলা কান্না
ছিটকে বেরোতে চাইছে গলা থেকে। সব কিছু মনে রাখতে চেয়েছিলে তুমি।
মাথার অর্ধেক আজ পচে গ্যাছে, মনে হয়।

মৃত্যু, এক নির্জনতম চুম্বক। তোমার ভুলগুলো তোমাকে টেনে নিচ্ছে
সেইদিকে...।

আগের মতই আছে

তারাপদ রায়

আজকাল যেদিকেই যাই,
মনে হয় ধুলো উড়ছে, টগবগে বাতাস,
আঁধির মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি।
চোখ জ্বালা করে,
জুতোর মধ্যে ঢুকে যায় গরম বালি।
একটা খেজুরগাছ পর্যন্ত নেই,
যার কাঁটার ছায়ায় অন্তত দাঁড়াতে পারি।

প্রধানত এই কারণেই,
আজকাল বাসা থেকে বিশেষ বেরোই না,
জানালা বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকি

এছাড়া আরো একটা কারণ আছে,
সেই কারণটাও স্বীকার করা উচিত।
আসলে আমার বয়স বাড়ছে কি না,
গরমে একটু বেশি অস্থির হয়ে পড়ি,
ধুলোবালি চোখে না গেলেও চোখ কিরকির করে।
বাইরেটা হয়তো আগের মতই আছে।

পাথরের ছায়া

চন্দন রায়

সারাশীত অন্ধকার পাথরের বুক
সবজল সবনদী ঢেকে রাখে হাতে
শেষরাতে ঘরে ফেরা সমুদ্রের মতো
ডুব দিচ্ছে, ডুব, তিন হাত এক গর্তে

দু'দিকের শব্দময় দীর্ঘ বালিয়াড়ি
বাগানের কাছাকাছি বৃষ্টি পড়েছিল
সর্বস্নাত একাকার সম্পর্কের মাটি
ফিরে চলে সম্ভবত 'তারা' জেগেছিল

স্থির যেন বসে থাকা ফিরে আসা দিন
গায়ে গায়ে পাথরের চলাফেরা আজো
ঘরে ফিরে ডাকে, আয়, একা শীত আয়
সবকিছু খুলে দেব পাথর-ছায়ায়...

দুলুং

পার্থ মুখোপাধ্যায়

তুমি কি আজো আগের মতো আছো
অন্ধকারে যেভাবে স্রোতের দিকে
ভাসিয়ে দিলে লজ্জানত মুখের
শৈকল এবং ছায়ার টিকলিটিকে

তুমি কি আজো আগের মতো আছো
নিথর ভোরের পাশে আবছা আলোয়
ভেঙে পড়া স্মৃতির মহকুমায়
তুমি কি আজো আগের মতো বাঁচো

শস্য এবং শবের মলিনতায়

অসামান্য ঘর

সুবীর মণ্ডল

চারপায়ে হেঁটে যাচ্ছে অসামান্য ঘর
বৃষ্টি যতক্ষণ, টেনে টুনে ততটাই পরমায়ু
ছাতায় যতটা আঁটে
আপাত অবান্তর
বেকার খড়ের সাথে কমপার্ট কুটো
কিছুতেই বাঁচাতে পারে না মাথা
না বাঁচুক
রাস্তা যে মনে হলো দেবযান
ডুবুক বা ভেসে যাক
চারপায়ে হেঁটে যাচ্ছে অসামান্য ঘর

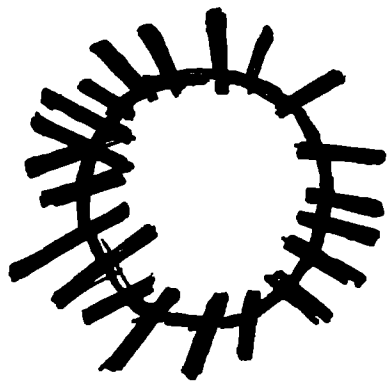

বাজার

কল্পর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ এতটাই দেরী হয়ে গেয়ে
যে তাকে আর
খোলানীতির বাজারে ফেরানো যাবে না
আমি সাবধানে লিখে রাখছি
ধনেখালির ভবিষ্যৎ
বঙ্গ রমণীর মাধূর্য আমি দেখিয়াছির মতো
কিছু সরল শোকগাথা।

গ্রামাকে ত্রাসিত রেখে
যে কালো মেয়েটি
পাবলিক বুথে গেল
কাকে ফোন করবে সে
সে হয়তো কমপিউটার
সে জানে মারুতী আর
সতীনাথ ভাদুড়ী পড়েও দ্যাখেনি।

এমনই সূর্যাস্তে আজ পশ্চিমের জানলা খুলে দেখি
আমাদের বিনিময় দুর্ঘটনায় লাল হয়ে আছে।

ছবি : গৌতম চক্রবর্তী

জার্নাল : ৩

মিহির ঘরামী

সাগরে এসেই দেখি, ব্যস্ত সব...কী জানি কী গুম্...
'সীহক্' 'সী ভিউ' স্তব্ধ, মোহান্তের পূজার কুসুম
নুলিয়ার কৃপা ভিক্ষা করে...
পলকা, অকুতোভয় নৌকোতে ওই যারা ভেসেছে সাগরে।

সী বীচে নতুন তুমি...অভিজ্ঞের চেতাবনী গ্রাহ্য করোনি
হাঁটুজলে এসে শেষে ডুবেছে তরণী।

তুচ্ছ সাগরস্নান, আরো বেশি তুচ্ছ কোনারক
তোমাকে টেনেছে শুধু সনাতন, ধর্মের ধারক...
কুয়োর দাদুরী তুমি, ট্যুরে এসে খোঁজো হাত পাখা
বালি দিয়ে স্বপ্ন গড়ো, ঢেউ দিয়ে গড়ো আঙরাখা।

আজকের ছাত্রীরাই আগামী কালের বৌ

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

এই লেখা নিয়ে যখন বসেছি, তখন আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ। আমার টেবিলের সামনে চিঠি রাখার খোপটার মধ্যে চার চারটি ফুলকাটা নিমন্ত্রণপত্র। সব কটিই বেশ বড় মাপের। অন্য সব চিঠিপত্রের মধ্যে হারিয়ে যাবে, এমন ভরসা নেই। আমি খামের ওপর তারিখ দিয়ে রাখি—সেদিন বিয়ের নেমন্তন্ন।

আগেও বলেছি। আবারও বলছি, প্রত্যেকটি বিয়ের নেমন্তন্নয় আমার মত দুঃস্থ সাহিত্যিকের খরচ পড়ে যায় পাঁচ শো টাকা-মিনিমাম। যাদের স্টেটাস মেনে চলতে হয়, তাদের বেলা নিশ্চয় খরচের অঙ্কটা আরও অনেক বেশি। আমি জানি না। আমার হিসেবটা এই রকম: গিফ্‌ট চেক একশো এক টাকা। ট্যাকসি ভাড়া দুপিঠ মিলিয়ে একশো টাকা। সাজগোজ অর্থাৎ দোকানে গিয়ে মুখ ঠিক করা, খোঁপা বাঁধানো, তারপর ধুতির কোঁচা আর শাড়ির পাড় থেকে কাদা ও কালি ছাড়ানো, আঁচল আর পাঞ্জাবি থেকে মশলার দাগ মোছা বাবদ লন্ড্রি একশো আশি টাকা। ডাক্তারের ফি একশো টাকা। বাকিটা ওষুধের খরচ।

বিয়ে বাড়িতে না খেলেই হয়। ডাক্তারবাবু পরামর্শ দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে আমার দুটো আপত্তি আছে। এক, না খেলে কেটারারের লাভ। একদম কিছু না খাইয়ে তো ওরা ছাড়বে না। বলবে, যতটুকু সহ্য হয় ততটুকু খাও। হাতে প্লেট নিলেই বা পাতে বসলেই কেটারারের লোক হাজরি খাতায় চিকে দেবে। গৃহস্থের সাশ্রয় হলে না হয় কথা ছিল, খামোকা কেটারারকে বড়লোক করতে সাহায্য করব কেন? দুদিন পরে সে প্রোমোটার হয়ে উঠলে সমাজেরই ক্ষতি। দ্বিতীয় আপত্তিটা ব্যক্তিগত। বাড়িতে প্রতিদিন যা হাইডস্ম খাই, একদিন যদি তার ব্যতিক্রম হয় তো হল। ডালমন্দ খাবার চাখতে কার না ইচ্ছে হয়। এতটাকা খরচ করে এসে খানিকটা উশুল না করে খালি পেটে বাড়ি ফিরে যাওয়া এক ধরনের বোকামি। আসলে লোভ, এইভাবে মনকে বুঝ দিই।

একটি ছেলের সঙ্গে একটি মেয়েকে সারা জীবনের মত জুড়ে দেওয়া এই হল বিয়ে। তিন জন সাক্ষী হলেই চলে। কিন্তু তাতে বরপক্ষ, কনেপক্ষ, কারুর মন ভরে না। ওই সামান্য অনুষ্ঠানকে ঘিরে একটা উৎসব বাধিয়ে দিতেই হয়। দুর্গোৎসবে যেমন ঠাকুরের দাম দু হাজার হলে, আলোকসজ্জা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নামক হল্লা আর ভোগ বাবদ বাজেট আটানব্বই হাজার হতেই হয়, বিবাহ উৎসবেও তেমনি খাজনার চেয়ে বাজনার ব্যয় বেশি।

বাংলা মাস কবে আসে, কবে যায়, আমরা জানতে পারি না। কেবল বিয়ের সময় পাঁজি দেখলে মনে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবার আপিসের কাজে বাংলা চালু করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন, যদি এবার থেকে বাংলা মাসের পয়লা তারিখে মাইনে নেওয়া শুরু হয়, তখন বাবুদের টনক নড়বে। নাস্তিকতা ঘুচবে। বাংলার

অধঃপতিত বাঙালি জাতির পুনরুত্থান—মৌ নিয়ে যা সম্ভবপর হয়নি, এবার বৌদের দিয়ে তাই সংঘটিত হতে চলেছে। উচ্চ মাধ্যমিকে গার্হস্থ্যবিজ্ঞান পাঠক্রমে পঞ্জিকাকে অবশ্য পাঠ্য করে দিলেই এক লপ্তে ঐতিহ্য বাঙালি মেয়েদের মুঠোয় চলে আসবে। আজকের ছাত্রীরাই তো আগামী কালের বৌ।

ঐতিহ্য—বার ব্রত উপবাস পার্বন, অযাত্রা, যারা মানে না, তারা তো নাস্তিকই। এদের জন্যে দেশটা উচ্ছন্নে গেছে। অধঃপতিত বাঙালি জাতির পুনরুত্থান—মৌ নিয়ে যা সম্ভবপর হয়নি, এবার বৌদের দিয়ে তাই সংঘটিত হতে চলেছে। উচ্চ মাধ্যমিকে গার্হস্থ্যবিজ্ঞান পাঠক্রমে পঞ্জিকাকে অবশ্য পাঠ্য করে দিলেই এক লপ্তে ঐতিহ্য বাঙালি মেয়েদের মুঠোয় চলে আসবে। আজকের ছাত্রীরাই তো আগামী কালের বৌ।

এই কথা শুনে নারী জাগরণের নেত্রীদের কেউ কেউ চটে উঠতে পারেন। তাঁরা বলবেন, বৌ হওয়া ছাড়া মেয়েদের কি আর কোন ভূমিকা নেই? তারা স্বনির্ভর হবে না? নিজেদের সঙ্গী তারা নিজেরা বেছে নেবে। এমন দিন আসছে, যখন বাবা-মায়ের বেছে দেওয়া পাত্রের গলায় তারা মালা দেবে না। আমি এই নেত্রীদের সঙ্গে একমত যদিও জানি তাঁরা অনেকেই উচ্চস্তরের গৃহবধূ। আদর্শ জননী। সন্তানের কেরিয়ার গঠনে স্বামীকে সমানভাবে সাহায্য করেন। মেয়ে-সন্তান উপযুক্ত হলে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেন। বাংলা নভেলে আর হিন্দি সিনেমায় যতই তরুণ তরুণীর নৃত্যবহুল প্রেমকাহিনী দেখানো হোক না কেন, আজও

শতকরা পঁচানব্বই জন মেয়ের কনে-দেখা সিস্টেমে বিয়ে হয়। আগেকার কনেরা বিয়ের আগে ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করত না। এখন অবাধে করে। সহপাঠী, পাড়ার দাড়িওলা দাদা বা দাদার বন্ধুর সাইকেলের কেরিয়ারে বসে পা ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে আজ আর তাদের লজ্জা নেই। একটু আধটু গা ছোঁয়াছুঁয়িও যে হয় না, এমন গ্যারান্টি নেই। মা-বাবা সেজে আমরা দেখি, ভাবি, একটা ছোঁড়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব হোক—যখন আমাদের বোকামির জন্যই ওর আর ভাইবোন হয়নি। স্বাভাবিক সম্পর্কে অভ্যস্ত হোক তরুণ তরুণী। আপন আপন ভবিষ্যৎও সেই সঙ্গে গড়ে নিক। এই প্রক্রিয়ায় ওদের সম্পর্ক বেশি দূর গড়িয়ে গেলে বাপ মায়ের মতে বা অমতে সই করা বিয়েটা হয়ে যায়। পরে লোক দেখানো সামাজিক অনুষ্ঠান। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়েরা জানে, বিয়ে করতে হলে এমন কাউকে নির্বাচন করতে হবে, যে দায়িত্ববান, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আত্মবিশ্বাসী হবে। বয়সে একটু বড়, ওজনে একটু ভারি, হাইটে একটু উঁচু আর যথেষ্ট উপার্জনক্ষম হবে। কেবল অতি-চালাক মেয়েরাই বলংবদ বর চায় বলে আমার ধারণা। শতকরা পঁচানব্বই জন মেয়ে অতি চালাক হয় না।

এই পঁচানব্বই জনের জন্যে আমরা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বা জানা-শোনা মহল থেকে পাত্র খুঁজে আনি। তারপর চিরাচরিত প্রথায় বাছাবাছি সারা হলে পর হবু বর-কনেকে একটু মেলামেশা করতে ছেড়ে দিই। ভাবটা, ওরা পরস্পরকে চিনুক, জানুক। একেবারে ফুলশয্যার রাত্রে প্রথম শকটা যেন না লাগে।

কিন্তু এই বিয়ে প্রথার মধ্যেই একাধিক শক লুকিয়ে থাকে। প্রধান শক্‌টা হল, মেয়েকে বাপের বাড়ি ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি যেতে বাধ্য করা। পায়ের নিচ থেকে তখনই মাটি সরে যায়। তার পরের শক্ হল, খুব তীব্রভাবে না হলেও ক্রমশ বুঝতে পারা একটা নিহিত সত্য—যে, বন্ধুত্ব, প্রেমলীলা নয়, নারী পুরুষের মধ্যে একটা স্থিতিশীল যৌনজীবন—হাতের কাছে ভাত-স্থাপন করাই বিয়ের আসল উদ্দেশ্য। যৌন জীবনের স্থিতিশীলতা থেকে জীবনে মাধুর্য আসে, ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হয়, একজনের জন্যে অপরজনের মঙ্গলচিন্তা, সহানুভূতি, আর উদ্বেগ বাড়তে থাকে ক্রমশ। তিক্ততারও সৃষ্টি হয়। সন্তান এলে সম্পর্ক হয়ত গাঢ় হয়। হওয়ার কথা। আবার এই যৌন গিঁটের দৃঢ়তা থেকে অনেক গুরুতর সমস্যারও সৃষ্টি হয়। আমি একটা আলাদা মানুষ। তুমি একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তি—আমরা দুজন বিশেষ একটি উদ্দেশ্যে, একত্র হয়েছি। সেইটেই আমাদের মধ্যেকার প্রধান আকর্ষণ। এই মনোভাব কেটে গিয়ে আমরা এই পৃথিবীতে দুজন-দুজন করে জন্মেছি, আমার সুখ তোমার সুখ। আমার কষ্ট তোমার কষ্ট। এই মনোভাব না জাগা পর্যন্ত দাম্পত্য জীবন সম্পূর্ণতা পায় না। আজকালকার স্বার্থপরায়ণ জীবন চর্চায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানুষের মধ্যে এই আত্মত্যাগী মনোভাব জাগা সহজ না। এই কারণে আমরা বিয়ে বাড়ির আচ্ছন্নতা কেটে যাওয়ার পর, পাঁচ সাত বছর পর, প্রায়শ শুনতে পাই পুরুষরা ভারি 'সেলফিশ,' মেয়েরা ভারি 'পোসেসিভ'।

সারাজীবন একসঙ্গে বসবাস করার শর্তে বিয়ে প্রথার উদ্ভব। তার ওপর আবার স্ত্রীকে স্বামীর অনুগমন করতে বলা হয়। সংসার যেহেতু একটা প্রতিষ্ঠান, সেখানে কাউকে না কাউকে নেতৃত্ব দিতে হবে। যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ার পর তাই কে নেতৃত্ব দেবে, তাই নিয়ে খিটিমিটি লাগে। কাজ ভাগাভাগি করেও এর সমাধান করা যায় না। তাই বিয়ে-বিচ্ছেদ নিয়ে আইন হয়েছে। তাই এক এক সময় মনে হয়, এই অকেজো ব্যবস্থা বরং তুলে দেওয়াই ভাল। তাতে অন্তত বিয়ে-বিচ্ছেদের বেদনা থাকবে না।

কিছুদিন আগে ফ্রাঁসোয়াজ জিলো-র লেখা পিকাসোর সঙ্গে তাঁর দশ বছর সহবাসের ইতিবৃত্ত পড়লাম। তারা বিয়ে করেন নি কিন্তু প্রকাশ্যভাবেই স্বামী-স্ত্রীর মতো থেকেছেন। দুটি বাচ্চাও জন্মেছে এই সম্পর্ক থেকে। তারপর একসময় ভালবাসা উবে যাওয়ার পর জিলো সরে গেছেন। সম্পর্ক পেতেছেন আর একজন যুবকের সঙ্গে। তখন পিকাসোর বয়েস সত্তর। এর আগে পিকাসো আরো তিনজন মহিলার সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বসবাস করেছিলেন। পড়তে গিয়ে দেখি, সেইসব আগের মহিলারা প্রায় সবাই বিচ্ছেদের পর অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যান। পিকাসোর মতো শক্তপোক্ত মানুষই পেরেছেন জীবন থেকে শিল্পকে নিষ্কাশন করতে। তিনি যে একেবারে নিষ্ঠুর হৃদয়হীন ছিলেন তা নয়, তবে তাঁর আঁকার কাজকে সবসময় প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর হৃদয়াবেগ রূপান্তরিত হয়েছে রঙে আর রেখায়। এইরকম সাময়িক যুগলজীবন পাশ্চাত্য দেশে এখন স্বীকৃত। সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত।

এইসব দেখেশুনে একটা শিক্ষা আমরা পাই যে, ইন্দ্রিয়ের টানেই হোক বা প্রেমের আকর্ষণে হোক, নারী আর পুরুষ পরস্পরকে কাছে চাইবেই। পশুদের মতো মানুষের স্বভাবে কোনও মেটিং সিজন নেই। যুগল জীবনে যত অশান্তিই থাকুক, একক জীবনের চেয়ে তা শ্রেয়।

আমার টেবিলের সামনে চিঠি রাখার খোপে চার-চারটি ফুলকাটা নিমন্ত্রণপত্র তাই শেষপর্যন্ত আমাকে বিপন্ন করে না। মনে হয়, যারা মিলিত হতে যাচ্ছে, তারা জীবনে সুখী হোক। অনেক কিছু পাওয়ার পাশাপাশি অনেক কিছু দিতে পারার নাম সুখ। এ জীবনে আমরা কেউ কারুর বোঝা হতে আসিনি। বোঝাপড়া করে বাঁচতে এসেছি। আর প্রার্থনা করি, একপেট গুরুপাক খাদ্য উপভোগ করার পর যেন মরে না-যাই। অঘ্রাণ মাস তো খুব বেশি দূরে নয়।

কার্টুন : প্রবীরকুমার চক্রবর্তী

হানিমুন

দিব্যেন্দু গুহ

ফুলমালা দিয়ে সুন্দর করে সাজানো বিছানায় ঘোমটা টেনে বসে সুমিতা সুজনের আবির্ভাবের রোমাঞ্চকর মুহূর্তের জন্য যখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল তখনই ভেতরের ঘরে এবং বারান্দায় চেঁচামেচিটা শোনা গেল।

সুজনের গলাই সবচেয়ে ওপরে। কাকে যেন সে বলল ঃ দুম করে সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমার মতামত নেওয়া তোমাদের উচিত ছিল।

তোর মায়ের একটা সাধ পূরণ করলি, এই আর কি। গলাটা বোঝা গেল শ্বশুরের।

তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু আমি এখন সামলাব কি করে? সুজন আবার চেঁচায়। বড়পিসি ধমক দিয়ে বলেন ঃ চেষ্টা করে দেখ, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ফুলশয্যার রাতে আর চেঁচামেচি না করে, যা এবার গিয়ে ঘরে ঢোক। বউটা বসে আছে।

এসব চেঁচামেচি নিশ্চয়ই ওর কানে গেছে। কিছু জিজ্ঞেস করলে ওর সঙ্গে একদম রাগারাগি করবি না। বললেন, মনে হচ্ছে শাশুড়ি।

এরপর ছোট পিসিই একরকম ঠেলেঠুলে সুজনকে শোবার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে সুমিতার উদ্দেশ্যে বললেন ঃ নাও সুমিতা, এবার ঘরের দরজায় খিল তুলে দাও।

ভীষণ এক বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে ঘরে ঢুকে সুজন নিজেই দরজায় খিল তুলে দেয়। তারপর একপলক সুমিতাকে দেখে, জানালার কাছে সরে গিয়ে সিগারেট ধরায়।

চেঁচামেচির কারণ জানবার জন্য সুমিতা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সুজন অসন্তুষ্ট কিসের জন্যে? এতো ক্ষেপে গেল কেন মানুষটা? তাহলে শাশুড়ির সাধ পূরণ করতেই সুজন সুমিতাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। সুমিতা ওর নিজের পছন্দ নয়। তবে এখন রাগারাগির কারণ কি? রঞ্জিত? রঞ্জিতের সঙ্গে সুমিতার সম্পর্কের সব কথা শুনেই কি ক্ষেপে গেল লোকটা?

এক চাপা উদ্বেগে সুমিতার গলা শুকিয়ে উঠল। দুই পিসি মিলে খুব করে সাজিয়েছেন সুমিতাকে। উগ্র প্রসাধনী আর নতুন বেনারসী শাড়িতে সুমিতার গরম লাগছিল, এবার উদ্বেগে ঘামতে শুরু করল। যত অশুভ ভবিষ্যৎই হোক, মানুষ তা জানবার জন্য ব্যাকুল হয়। বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য মনকে তৈরি করে সুমিতা সুজনকে প্রশ্ন করে ঃ

–কি হয়েছে আমি কি জানতে পারি?

কিছু না। দায়সারা উত্তর দিয়ে সুজন জ্বলন্ত সিগারেটটা দুমড়ে নিভিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দেয়। তারপর নাটকীয় ভঙ্গিতে সুমিতার কাছে এসে ফিসফিস করে বলে ঃ

শোন, আমি এদিকের দরজা দিয়ে বাইরে যাচ্ছি। তুমি ঘুমিয়ে পড়। কখন ফিরব ঠিক নেই। এই দরজা দিয়ে বাইরে থেকে কেউ আসতে পারবে না, কারণ এরপরেই একটা উঁচু পাঁচিল আছে। তাই দরজায় খিল দেবার দরকার নেই। যাচ্ছি।

–এত রাতে কোথায় এবং কেন যাচ্ছ?

–কেন যাচ্ছি এখন বলার সময় নেই। দরকার আছে, তাই যাচ্ছি। তুমি শুয়ে পড়।

ফুলশয্যার রাত এভাবে কাটবে সুমিতা ভাবতেও পারেনি। দুর্ভাবনায় একা একা অনেকক্ষণ জেগে বসেছিল। তারপর সুজনের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্তিতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল ঠিক মনে নেই। কাকভোরে হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই দেখে, সেজি পাশে পাশে শুয়ে নাক ডেকে অকাতরে ঘুমোচ্ছে সুজন। জলজ্যান্ত এক জোয়ান পুরুষ তার গা ঘেঁষে শুয়ে আছে অথচ লোকটার কোনো বিকার নেই। কখন এলো? এসে ডাকতে তো পারতো। এমন এক রাতে ঘুমিয়ে নাক ডাকতে শুরু করল। বিয়ের রাতে তো কোনো কথাই হোল না। লগ্ন ছিল রাত বারটার পর। বিয়ে এবং যজ্ঞ আদি শেষ হতে প্রায় দুটো। তারপর অরুন্ধতী, সুলেখা, বিজয়া ওরা বাসর জাগা এবং জামাইকে নিয়ে কিছু খেলার পূর্ব পরিকল্পনা সফল করল বলেই শুতে শুতে ভোর প্রায় চারটা। চারটার পরেও কিছু ঘটতে পারত। তবে সুজন ওসব মেয়েলি খেলাটেলায় এমন বিরক্ত হয়েছিল যে শুয়েই পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। পরের দিন গেল কালরাত্রি। সুমিতা গুল দুই পিসির সঙ্গে। তারপর ফুলশয্যার রাত। এ–রাতেও সুমিতার শরীর নিয়ে সুজনের কোন সাধ জাগল না কেন? সে কি সব জেনে গেল? জানার পরেই এমন এক উচ্ছিষ্ট মেয়ের সঙ্গে তার জীবন জড়িয়ে গেল বলেই কি সে বিরক্ত, বীতশ্রদ্ধ?

তাহলে কি কি করবে এখন সুমিতা? অতীতকে ভুলে গিয়ে নতুন জীবন গড়বে বলেই তো সুমিতা শেষ পর্যন্ত বিয়েতে রাজি হয়েছিল।

দীর্ঘ চারটা বছর সে রঞ্জিতের স্মৃতি নিয়ে কাটিয়েছে এক যোগিনীর মত। শুধু স্মৃতির জাবর কাটাই ছিল ওর একমাত্র সম্বল। বাবা ধমকাতেন। মা কান্নাকাটি করতেন। দাদার সহানুভূতি গোড়ার দিকে ছিল। পরে সে–ও সুমিতার জেদ দেখে অসহিষ্ণু হয়ে রাগারাগি করত। বৌদি নরম গলায় বোঝাতেন। 'শুধু স্মৃতি নিয়ে তোমার বয়সী একটা মেয়ের চলতে পারে না সুমিতা। মনটাকে পাথর চাপা দিয়ে দাবিয়ে রাখা হয়ত যায়। তবে শরীরের তো একটা চাহিদা আছে।

মাত্র সাতাশ বছরে তোমার জীবনকে এভাবে থেমে যেতে আমরা কিছুতেই দেব না। চারটা বছর শুধু রঞ্জিতের স্মৃতি নিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করে শেষের দিকে সুমিতাও হাঁপিয়ে উঠেছিল। ঠিক তখনই এক বিকেলে সুজনের একটা ফুল সাইজ ছবি সুমিতার কোলে ফেলে দিয়ে বৌদি বলেছিলেন–'নাও দেখ। বিয়ে করতে রাজি না হও, অন্ততঃ ছবিটা দেখ। ছেলেটির নাম সুজন বসু। গ্র্যাজুয়েট। ব্যাঙ্কে ভাল চাকরি করেন। বেশ আদর্শবান। কোন কারণে এই ছেলেও জেদ ধরেছিলেন বিয়েই করবেন না। তাই তোমারই মত বয়সটা একটু বাড়িয়ে ফেলেছেন। এখন বয়স আটত্রিশ। এরকম আদর্শবান, উদার ছেলেদের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েই মেয়েরা জীবনে সুখী হয়। ভাল করে দেখ ছবিটা। তোমার দাদার এক বন্ধুই সম্বন্ধ এনেছেন। বাবা-মায়ের পীড়াপীড়িতেই ছেলে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে রাজি হয়েছেন। এবং তোমার ছবি দেখে তার ভাল লেগেছে।'

ছবির মানুষটাকে দেখে সুমিতার ভালই লেগেছিল। বুদ্ধিদীপ্ত শানিত চেহারা। চৌকো মুখটায় বেশ প্রত্যয়ের ছাপ আছে। চোখ দুটো মায়ায় ভরা। দেখবে না দেখবে না করেও সুমিতা লুকিয়ে চার-পাঁচবার ছবিটা দেখে তার পরম বান্ধবী অরুন্ধতীর মতামত নিয়েছিল। অরুন্ধতী সাবধান করে বলেছিল–'আরেক জনকে যখন সর্বস্ব দেবারই সিদ্ধান্ত নিলি, তখন ঘুণাক্ষরেও কিন্তু জানতে দিস না, বিয়ের আগে রঞ্জিত নামে এক যুবা-পুরুষকে শুধু হৃদয় দিয়েছিলি–তাই নয়, তোর শরীরের আনাচে-কানাচেও তার ভালবাসার চিহ্ন এঁকে দিতে দিয়েছিলি।'

ঘাড় তুলে আরেকবার সুজনকে দেখে সুমিতা। এখনও নাক ডাকছে। কটা বাজল? ঘড়িতে ভোর পৌনে পাঁচটা। তার মানে, ঘন্টা দেড়েক বাড়ির কেউ জাগবে বলে মনে হয় না। সুমিতা কি ঠেলে সুজনকে জাগাবে? একটা দুশ্চিন্তাতো এখনও মনের অতলে গোঙাচ্ছে আদর্শবান এই পুরুষটি রঞ্জিতের সঙ্গে তার দৈহিক সম্পর্কের কথা জেনে যাবার পর কি তাকে ক্ষমা করতে পারবে? মাঝরাতে কোথায় ঘুরে এল আদর্শবান পুরুষ?

ভেতরের অস্থিরতায় সুমিতা উঠে বসে। এলোচুল খোঁপায় বাঁধে। ঝুমকো কাটাটা খসে পড়েছিল সেটা সযত্নে তুলে আবার খোঁপায় রাখে। রাতে শোবার আগে নাইটি পরার সময় সুমিতা বিবাহিতা বান্ধবী অরুন্ধতীরই পরামর্শে নিচের জামাটা খুলে শুয়েছিল। এক নারীর এমন এক শিথিল শরীর হাতের কাছে পেয়েও লোকটা ওর গা-ই স্পর্শ করল না। সুমিতা খুঁটিয়ে দেখে আদর্শবান লোকটাকে। সিগারেট খেলেও রঞ্জিতের মত ঠোঁটে কালচে ভাব পড়েনি। বড় নিটোল দুটি ঠোঁট। ভ্রূজোড়া ঘন। গোঁফ-জোড়া সুন্দর করে ছাঁটা। গোঁফ আর কানের পাশে পুরু-জুলফিতে চেহারায় এসেছে বেশ এক পুরুষালি ভাব। পুরুষের গোঁফ সুমিতার ভাল লাগে। তবে রঞ্জিতকে বলেও গোঁফ রাখা যায়নি। পাশের এই সুপুরুষ এখন সম্পূর্ণ রূপে সুমিতার। তবে সুমিতা কি সত্যিই তার হতে যাচ্ছে?

ক্লান্তিতে সুমিতা আবার শুয়ে পড়তেই দুচোখে ঘুম নেমে আসে।

ঘুম ভাঙে ছোট পিসির ডাকাডাকিতে। 'ও সুমিতা, বেলা যে অনেক হোল, এবার উঠে পড়তে হবে যে। ডাক শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সুমিতা। সুজন তখনও নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে। ঘড়িতে সকাল সাড়ে সাতটা। ছিঃ ছিঃ অনেক দেরি হয়ে গেল। কি ভাবছেন ওরা কে জানে।

পাটভাঙা তাঁতের শাড়ি পরে বাইরে বেরিয়ে আসতেই ছোট পিসি হাত ধরে সস্নেহে বলেন–

এসো। মুখ-টুখ ধুয়ে নাও, চা হয়ে গেছে।

মুখ ধুয়ে চায়ের টেবিলে এসে দেখে বাড়ির বয়স্করা সবাই উঠে পড়েছেন। সুমিতা কাছে যেতেই বড়পিসি বলেন ঃ যাও, সুজনকে চা-টা দিয়ে এসো। তারপর স্নান-টান সেরে গোছগাছ করে নাও।

–গোছগাছ কেন? সুমিতা প্রশ্ন করে।

–ওমা, কাল রাতে সুজন বলেনি কিছু? প্রশ্ন তোলেন ছোট পিসি।

–নাতো।

–তোমরা আজই হানিমুনে যাচ্ছ। হেসে শোনান বড় পিসি।

বিয়ের পরেই হানিমুন। রঞ্জিতও সব ঠিক করে রেখেছিল। বলেছিল, কোনো পাহাড়ে যাবে, যেখানে প্রকৃতি বড় স্নিগ্ধ আর আকাশ অনেক সুনীল।

তোমরা সিমলা যাচ্ছ বউমা। শাশুড়ি বললেন, তোমার শ্বশুর আর আমার অনেকদিনের সাধ সুজন বউকে নিয়ে হানিমুনে সিমলা যাবে। তোমাকে আগে বলা হয়নি, কারণ টিকিট পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছিল না। অনেক চেষ্টা করে কাল বিকেলেই টিকিট দুটো পাওয়া গেছে। যাও, এখন সুজনকে চা-টা দিয়ে এসো।

চা–নিয়ে শোবার ঘরে ফিরে এসে সুমিতা দেখে সুজন তখনও ঘুমুচ্ছে। দরজাটা ভেজিয়ে সুজনের কাছে এসে সুমিতা ডাকে ঃ শুনছ, এই শুনছ?

সাড়া দেয় না সুজন। তখন সুমিতা এই প্রথম তার স্বামীর শরীর স্পর্শ করতে বাধ্য হয়। সবল বাহুতে হাত রাখতে মনে হয় যেন লোহায় গড়া শরীর। রঞ্জিতের শরীর সেই তুলনায় ছিল বড্ড পলকা। বাহুতে ভাল করে চাপ দিয়ে সুমিতা আবার ডাকে–

এই যে উঠে পড়, চা এনেছি। শুনছ, চা এনেছি।

ঘুম জড়িত চোখ নিয়ে সুজন উঠে বসে। দরজাটা ভোজানো। সুমিতা খুবই কাছে দাঁড়িয়ে। তবু সুজন ওকে কাছে টানে না। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে চা খেতে খেতে ঘড়ি দেখে, বলে ঃ

–বাপরে। সোয়া আটটা।

ওরা বললেন, আমরা আজই হানিমুনে যাচ্ছি।

হ্যাঁ, বাবা-মার ইচ্ছে, তাই যেতেই হবে।

তোমার ইচ্ছে ছিল না নাকি?

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পেয়ালার চা শেষ করে উঠে দাঁড়ায় সুজন। ঘড়িটা হাতে বাঁধতে বাঁধতে বলে ঃ আমাকে আবার বেরোতে হবে। বারোটার আগেই ফিরতে পারব বলে আশা করছি। তিনদিন সিমলায় থাকবার জন্য প্রয়োজনীয় জামাকাপড় একটা সুটকেসে গুছিয়ে নাও। ছোটপিসিকে বলো সাহায্য করবেন।

আবার এখন কোথায় যাচ্ছ?

দরকার আছে।

একটা কথা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে–

বল?

কাল তুমি অত রেগে গিয়েছিলে কেন?

কারণ, এভাবে হানিমুনে যাবার জন্য আমি একদম প্রস্তুত ছিলাম না। কি দরকার ছিল এসবের।

অনেকেই তো যায়।

তাদের কথা আমি জানি না। আমি আমার কথা বলছি। এনিওয়ে, যেতে যে হবে সেতো বুঝতেই পারছ। তৈরি হয়ে নাও।

সকালে বেরিয়ে প্রায় বারোটায় ফিরল সুজন। এসেই স্নান-খাওয়া শেষ করে পাশের ঘরে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিল। ছোটপিসি একটা বড় সুটকেসে সুজন আর সুমিতার জামাকাপড় আর কিছু শীতের-জামা গুছিয়ে দিলেন।

শ্বশুর এসে বসলেন সুমিতার পাশে। হেসে, কিছুটা দ্বিধার সঙ্গেই বললেন ঃ

–এভাবে তোমাদের হানিমুনে পাঠাতে পারছি বলে আমার আর তোমার শাশুড়ির খুব ভাল লাগছে। গেরে উঠব কিনা বুঝতে পারিনি। আমার এক বন্ধু সুখময় রেলে কাজ করে। ওকে শেষমুহূর্তে ইচ্ছের কথাটা বলতে টু-টায়ার এসির দুটো টিকিট কাল কেটে নিয়ে এসেছে–দিল্লি অবধি। সেখান থেকে সিমলার টিকিট আলাদা কাটতে হবে ছোট গাড়ির। টু-টায়ার এসি ছাড়া আর টিকিট পাওয়া গেল না। যাক গিয়ে, সুজন রাগারাগি করলে তুমি একটু সামলে নিও।

ছোট পিসি হেসে বলেন ঃ সিমলাতেই কেন যাচ্ছ জানতো? কারণ, দাদা অডিট অফিসে কাজ করতেন তো, একবার সিমলায় ওদের কনফারেন্স হয়েছিল। প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলেন। সেই পাহাড়ী শহরের ছিমছাম রূপ দেখে এমন মোহিত হন যে ঠিক করেন বিয়ের পর বৌদিকে নিয়ে সিমলায় হানিমুনে যাবেন। ফিরে এসে বৌদিকে সেরকমই কথা দিয়েছিলেন।

বাকিটা আমিই বলছি। বড় পিসি সুমিতার চুল বাঁধা শেষ করে সেই ঝুমকো-রূপোর কাঁটাটা খোঁপায় গুঁজে বলেন ঃ নাও, তোমার ঝুমকো, রূপোর কাঁটাও গুঁজে দিলাম। বিয়ের দিন থেকেই এটা মাথায় দেখছি। তোমার খুব প্রিয় মনে হচ্ছে। থাক গিয়ে, শোন, দাদার সেই সাধপূরণ হওয়াতো দূরের কথা, বউদিকে নিয়ে কাছাকাছি ডায়মণ্ড হারবার বা অন্য কোথাও যাওয়াও হয়ে ওঠেনি। বাবা অল্প বয়সে মারা যাবার পর আমাদের দুই বোনের বিয়ে দেওয়া এবং ছোটদাকে মানুষ করার পুরো দায়িত্ব দাদার ঘাড়েই এসে পড়ল কিনা–

যাক গিয়ে, ওসব কথা থাক। এখন শোন বউমা, শ্বশুর বললেন, সিমলার প্যারাডাইস হোটেলটা বেশ ভাল আর পরিচ্ছন্ন, খরচ একটু বেশি, তবে বেশ আরামে থাকবে। সুজনকে বলো সেখানেই উঠতে।

হাওড়া স্টেশন থেকে যথাসময়ে ট্রেন ছাড়ল। টু-টায়ার এসির জানলার ধারের দুটো সীট। সামনের পর্দাটা টেনে দিলেই নিভৃত এক ছোট্ট ঘর। শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় সুমিতার মনটা ভরে উঠল। কোন বাড়ির শ্বশুর-শাশুড়ী এমন খরচ করে ছেলের বউয়ের আনন্দের জন্য তাকে সিমলার মত শৈলনিবাসে হানিমুনে পাঠান।

সুজন সুটকেশ জায়গামত রেখে সুমিতার বসার ব্যবস্থা করে কামরার বাইরে গেছে সিগারেট খেতে। মুখে চোখে এখনও তার অপ্রসন্নতার ছায়া। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সবাই ভাল। শুধু সুজনকে সুমিতা বুঝতে পারছে না এখনও। হানিমুনে যাওয়ার তার ইচ্ছে ছিল না। নেহাৎ মা-বাবার সাধ পূরণ করতেই সে যাচ্ছে। নতুন বউ সুমিতাকে নিয়ে তার কোন আগ্রহ নেই। অন্ততঃ আচরণে তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু কেন? রঞ্জিতের সঙ্গে ওর সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার কথা নিশ্চয়ই সুজন গত দু-একদিনের মধ্যে জেনে গেছে। চোয়ালটা শক্ত হয়ে ওঠে সুমিতার। কি এমন ভীষণ অন্যায় করেছে সে? রঞ্জিতের সঙ্গে ঘর বাধা নিশ্চিত ছিল বলেই তো সে অমনভাবে সেই মানুষটাকে তার সবকিছু সমর্পণ করেছে। মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল বলেইতো সব সঙ্কোচের উর্দ্ধে উঠে গিয়েছিল সুমিতা। আর সবতো ঠিকই ছিল। রঞ্জিত আর সুমিতার বিয়ে হবে বাড়ির সবাই তো জানত। জানত বন্ধুরাও। ওদের এমন মেলামেশায় তাই বাড়ির কারো আপত্তিও ছিল না। কারণ রঞ্জিত ফ্যাক্টরিতে ভালই চাকরি করত। ওর দোষের মধ্যে ছিল, বড্ড বেশি রাজনীতি করত। পার্টির ইউনিয়নই ছিল ওর সর্বস্ব। এরজন্য শ্রমিকরা ওকে নেতা হিসাবে মেনে নিয়েছিল। তবে ফ্যাকট্রিতে অশান্তি, মালিকদের চোখ রাঙানি আর ইউনিয়নের মধ্যে অন্তর্বিরোধ লেগেই ছিল আর তারই পরিণামে একদিন আচমকা ঘটে গেল সেই বিপর্যয়। ফ্যাক্টরির কিছু দূরে এক গলিতে রঞ্জিতকে খুন করল কেউ।

বাস, তারপর দীর্ঘ চার বছর সুমিতা ভাল করে নিঃশ্বাস নিতে পারেনি। হাসতে পারে নি। বুকের ভেতর এক মস্ত পাথর যেন কেউ চেপে বসিয়ে দিয়েছিল। সেই বিষণ্ণ অধ্যায় কাটিয়ে সুমিতা আবার সুখী হতে চাইল বলেই তো বিয়ে করতে রাজী হোল। রঞ্জিতের কথা সুজন যদি জেনে গিয়েও থাকে, ওকে সব কথা খুলে বললে সে কি বুঝবে না? একটা স্মৃতি নিয়ে মানুষ কতদিন বাঁচতে পারে?

সহজ হতে গিয়ে সুমিতা বেশ কয়েকবার কথা বলার চেষ্টা করল সুজনের সঙ্গে। তবে গম্ভীর মানুষটা দায়সারা গোছের জবাব দেওয়া ছাড়া কথা তেমন বলল না। খেতে খেতে ট্রেনে খাবার-দাবারের অসুবিধা কোন কোন গাড়িতে এই নিয়ে কিছু কথা হোল। এসি টু-টায়ারে সুজন এই প্রথম চড়ল জানালো। সুমিতার ঠাণ্ডাটা ঠিক লাগছে কিনা জানতে চাইল। তারপর নিচের বাঙ্কে সুমিতার শোবার ব্যবস্থা করে সুজন বাইরে চলে গেল সিগারেট খেতে। সুমিতা পর্দা দেওয়া নিভৃত অংশে সুজনের সঙ্গে মন খুলে কথা বলার জন্য দুরু দুরু বুক নিয়ে অপেক্ষা করতে শুরু করল।

সিগারেট খাওয়া শেষ করেও ফিরে আসতে সুজন সময় নিল প্রায় আধঘন্টা। এসেই পর্দাটা ভাল করে টেনে দিয়ে সুমিতা এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে করে ওপরের বাঙ্কে উঠে গেল। সুমিতার বুক ঠেলে এবার কান্না এল। এ কি ধরনের হানিমুনে যাচ্ছে সে। একটু অন্তরঙ্গ হবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও লোকটা সেই সুযোগ নিচ্ছে না কেন?

নরম গলায় সুমিতা এবার সুজনকে ডাকে ঃ শুনছ?

মাথাটা নামিয়ে সুজন বলে ঃ একি। ঘুমোওনি এখনও?

নিচে এস না, কথা বলি।

সারাদিন ভীষণ ধকল গেছে। তোমারও কম যায়নি। ঘুম পাচ্ছে ভীষণ। তুমিও ঘুমাও।

আমার কিছু কথা ছিল।

হ্যাঁ, কথা আমারও কিছু আছে। পরে বলা যাবে। রাত হয়েছে, শুয়ে পড়। বিরক্তিতে সুমিতা উঠে বসে। কাঁচের জানলার বাইরে কিছু দেখা যাচ্ছে না। নিরালা কোনটাই এবার কেমন অসহ্য মনে হয়। অবিন্যস্ত খোঁপাটা ঠিক করতে গিয়ে ঝুমকো-কাঁটাটা হাতে খচ করে বেঁধে। কাঁটাটা হাতে নিয়ে অন্ধকারেই চোখ রেখে সুমিতা স্মৃতির ডাঁটা বেয়ে পেছনে যেতে থাকে।

শোন, বিয়ের পর তোমাকে নিয়ে অনেক দূরে কোথাও যাব।

কোথায়? কোনো পাহাড়ে?

হ্যাঁ, পাহাড়ে। তবে যেখানে টুরিস্টদের ভিড় নেই। একেবারে নিরিবিলি। ধর ছোটনাগপুরের কোনো নিঃসঙ্গ পাহাড়।

ওমা, থাকব কোথায়?

তাঁবু খাটাব। ওপরে সুনীল আকাশ, তাঁবুতে শুধু তুমি আর আমি। কেমন আইডিয়াটা?

দারুণ রোমান্টিক। বলেই সুমিতা রঞ্জিতকে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় ওর ঠোঁট ভরে দিয়েছিল।

নদী, পাহাড়, অরণ্য রঞ্জিতের ভাল লাগত। পুরোপুরি রোমান্টিক ছিল ওর মনটা। সুজন একেবারেই অন্যরকম। মাঝে মাঝেই ওরা ডায়মণ্ড হারবারে ভরা গঙ্গার মোহানার কাছে চলে যেত। মারা যাবার মাস খানেক আগে ডায়মণ্ড হারবারেই রঞ্জিত হঠাৎ বলেছিল ঃ

শোন, মানুষের জীবনতো, তাই বলছি। আর আমাদের তো অনেক সময়েই প্রাণ হাতে নিয়েই ইউনিয়নের কাজ করতে হয়। তাই কখনও যদি আমার কিছু হয়, তুমি আবার বিয়ে করবে, অবশ্যই। কথাটা শুনেই সুমিতা রঞ্জিতের মুখটা হাত দিয়ে চেপে ধরেছিল।

তবে হাত সরিয়ে রঞ্জিত পকেট থেকে একটি রূপোর ঝুমকো-কাঁটা বার করে সুমিতার খোঁপায় পরিয়ে দিতে দিতে বলেছিল ঃ যদি সেরকম কিছু হয়, তখন এই রূপোর কাঁটাটাই তোমার কালো চুলে আমার স্মৃতির রোশনী হয়ে জ্বলবে। মানুষ বলেই এইটুকু লোভ ছাড়তে পারছি না। অবশ্য স্মৃতি তেমন বোঝা হয়ে উঠলে তুমি এটা ছুঁড়েও ফেলে দিতে পার।

রঞ্জিতের কথা শুনে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছিল সুমিতা। তখন ইউনিয়নে বেশ গোলমাল চলছিল। হয়ত বিপদের আশঙ্কা গভীর হয়ে উঠেছিল বলেই রঞ্জিত মৃত্যুর ছায়া দেখেছিল।

সিমলা যাবার ছোট ট্রেনটায় অন্যযাত্রীদের সঙ্গে গাদাগাদি হয়ে বসতে হোল বলে একান্তে সুজনের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাওয়া গেল না।

লক্ষ্যস্থলে পৌঁছোতেই সুমিতার মনে হোল ওরা যেন স্বর্গের অনেক কাছে পৌঁছে গেছে। আকাশ বড় নির্মল, বাতাস বড় উদার এখানে। এমন পরিবেশে মন খুলে প্রাণের কথা বলা যায়। সবাইকে ভালবাসতে ইচ্ছে হয়। রঞ্জিতের সব কথা শুনে সুজন পারবে না ঈর্ষা ও তুচ্ছতার ঊর্দ্ধে উঠে যেতে?

সিমলার সব ভাল, তবে বড় ঠাণ্ডা। কুলি জানাল চার-পাঁচ মিনিট হাঁটলেই প্যারাডাইস হোটেল পৌঁছোনো যাবে। তবে পুল ওভারের ওপর চাদর জড়ানোর সত্ত্বেও সুমিতা কাঁপছিল। সুজন হাতটা বাড়িয়ে বলল ঃ হাতটা ধর। আর জোরে পা চালাও, শরীর গরম হয়ে উঠেছে। সুমিতা দুহাত দিয়ে সুজনের সবল বাহু জড়িয়ে ধরল। ওর উষ্ণতাটুকু ভাল লাগল।

টুরিস্টদের ভিড় এখন তেমন নেই বলেই প্যারাডাইস হোটেলে ডবল-বেডের এক বেশ প্রশস্ত ঘর পাওয়া গেল। বেলা এখন দশটা। স্নান খাওয়ার তাড়া নেই। ঘরে ঢুকেই সুজন সুটকেশ যথা জায়গায় রেখে টয়লেট আর বাথরুমটা দেখে নিতে ভেতরে গেল। সেই অবসরে জুতো খুলে সুমিতা সোজা বিছানায় উঠে লেপের তলায় ঢুকে পড়ল।

সুজন ফিরে এসে বলল ঃ একি। শুয়ে পড়লে যে। গরম জল দিতে বলছি, স্নান সেরে নাও। সুমিতা কঁকিয়ে বলে ঃ এই প্রচণ্ড শীতে স্নান। অসম্ভব। আমি আর লেপের

তলা থেকে বের হচ্ছি না।

তাহলে চা বলছি। চা খেতে খেতে বল তুমি কি বলতে চেয়েছিলে? অবশ্যম্ভাবী সেই প্রসঙ্গের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে সুমিতা উঠে বসে। তারপর সুজনকে বলে।–বিয়ের পর থেকেই দেখছি তুমি তেমন প্রসন্ন নও। মনে হচ্ছে, এই বিয়েতে তুমি খুশি নও।

কেন কেন? তোমার সেরকম মনে হচ্ছে কেন?

বিয়ের রাতে একটু দেরি হয়েছিল ঠিকই। তবে শুয়েই তুমি ঘুমিয়ে পড়লে। এমন ব্যাপার তো সচরাচর ঘটে না। আর ফুলশয্যার রাতে জোয়ান পুরুষ বউকে ফেলে বাইরে পালাবে এতো ভাবা যায় না।

হে–হে–হে। এই দেখ, তুমি দেখছি সব উল্টো ভেবে বসে আছো। ও, এরজন্যেই বুঝি বললে, তোমাকে বিয়ে করে আমি খুশি নই।

বলতে বলতে সুজন জুতো মোজা খুলে, প্যান্ট ছেড়ে পাজামা পরে সোজা বিছানায় উঠে যায় এবং লেপটার এক অংশ গায়ে টেনে নিয়ে বলে ঃ দেখ আমি এমনিতে ভীষণ সেনসেটিভ। কিছুটা ইমোশনাল। এরজন্যই মনের মত কিছু না পেলে বা না হলে আমি গুম মেরে যাই। আমার এই হয়। মনটা খিঁচিয়ে ছিল বলেই সারা রাস্তা তোমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারিনি। আই অ্যাম সরি–

খুঁটিয়ে সুজনকে দেখে সতর্ক হয়ে সুমিতা বলে ঃ হানিমুনে আসতে তোমার ইচ্ছে ছিল না। কেন?

না–না ইচ্ছে থাকবে না কেন? সাধ্যের মধ্যে কাছাকাছি হলে ঠিকই ছিল। তবে এভাবে এতদূরে আসার জন্য আমি ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না। ছিলাম না বলেই তো ফুলশয্যার রাতে তোমাকে ফেলে ওভাবে বাইরে ছুটতে হোল।

কেন?

একথাটা তোমাকে বলব না বলেই ঠিক করেছিলাম। তবে এখন দেখছি, বলা দরকার। না বললে তুমি ভুল বুঝবে। আমি অত রাতে বাইরে গিয়েছিলাম টাকার জন্যে। বাবা-মা সুখময় কাকুকে দিয়ে এসি টু-টায়ারে টিকিটতো কাটালেন। তবে অতগুলো টাকা সুখময় কাকুকে ফেরত দিতে হবে তো? তাছাড়া এতদূরের জার্নি, সিমলার মত জায়গায় বড় হোটেলে তিনদিন থাকা, তোমার সুখস্বাচ্ছন্দের দিকে লক্ষ্য রাখা–এরজন্য টাকার দরকার তো। বিয়ের যাবতীয় খরচ আমিই দিয়েছি। বাবার সঞ্চয় কোথায়? প্রভিডেন্ড ফান্ড থেকে মোটা টাকা তুলতে পেরেছিলাম বলেই সব দিক ঠিকমত সামলানো গেছে। হাত যখন প্রায় শূন্য তখনই বাবা-মা দুম করে শোনালেন তাঁদের সযত্ন লালিত ইচ্ছা পূরণের জন্য আমাদের হানিমুনে যেতে হবে। টিকিট দুটো হাতে পেয়েই সেদিন বিকেলে ছুটে গিয়েছিলাম বিমলেন্দুর কাছে। সে বলেছিল রাত দশটার মধ্যে এসে প্রয়োজনীয় টাকাটা দিয়ে যাবে। অবস্থা ওর মোটামুটি ভাল। ছোট এক ব্যবসা আছে। তবে সে এলো না বলেই ভীষণ দুশ্চিন্তা নিয়ে ফুলশয্যায় তোমাকে একা রেখে বিমলেন্দুর বাড়ি ছুটতে হোল। গিয়ে দেখি সে বাড়ি নেই। কোন এক পার্টিতে গেছে।

সেকি।

আর বল কেন? ব্যবসায়ী মানুষ। হাজার ধান্দায় আমার টাকার ব্যাপারটা ভুলেই গেছে। ওর জন্য রাত একটা অবধি বাড়িতে বসে থাকতে হোল। এলো মদে প্রায় বেহস হয়ে। তারপর কথা রাখতে ভুলে গিয়েছিল বলে আমাকে জড়িয়ে ধরে সে কী কান্না। যাহোক, বাড়িতে মাত্র হাজার দুয়েক টাকা পাওয়া গেল। আমি চেয়েছিলাম অন্ততঃ পাঁচ। তাই তক্ষুণি রাত প্রায় দুটোয় আমাকে গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে গেল আরেকজনের কাছে। ওরই ব্যবসার লোক। তিনি দিলেন তিন হাজার। ব্যস এভাবে টাকা যোগাড় করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় সাড়ে তিনটে। এসে দেখি তুমি ঘুমোচ্ছো। আর না ডেকে শুয়ে পড়লাম। ক্লান্তিতে আমারও দুচোখে তখন ঘুম নেমে এসেছিল।

বাবা মা কি জানতেন না তোমার কাছে টাকা নেই? প্রশ্ন করে সুমিতা।

সুজন বলে ঃ বাবা ধরে নিয়েছিলেন বিয়ের খরচের জন্য আমি যা জমিয়েছি আর প্রভিডেন্ড ফান্ড থেকে যা তুলেছি তার থেকে হানিমুনের জন্য হাজার চারেক টাকা আমার কাছে থাকবে। কি করে থাকবে? জিনিসপত্রের কি রকম দাম দেখছ তো।

তাহলে এই হানিমুনের জন্য তোমার অনেক টাকা ধার হয়ে গেল?

তার জন্য তুমি ভেবো না। একাউন্টসের ছাত্রতো। অফিসের পর এবং ছুটির দিনে আমার বেশ কিছু উপরি আয়ের ব্যবস্থা আছে। বিমলেন্দু আর তার বন্ধুর টাকা আমি তাড়াতাড়ি শোধ করে দেব। রেগে গিয়েছিলাম বাবা-মা হঠাৎ ওরকম এক অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছিলেন বলে। যাক গিয়ে, আমার সব কথা আমি খুলে বললাম। এবার তুমি বল, তোমার কি বলার ছিল? রঞ্জিতের প্রসঙ্গে যেতে সুমিতা সতর্কতার সঙ্গে এগোয়। ঢোক গিলে চোখ নামিয়ে প্রশ্ন করে ঃ

বিয়ের আগে বা পরে তুমি কি আমার সম্পর্কে কিছু খোঁজ টোজ নিয়েছিলে?

হেসে সুজন বলে ঃ আমি কি কাঁচা ছেলে নাকি? যাকে নিয়ে চিরকালের জন্য ঘর বাঁধব তার সম্বন্ধে খোঁজ নেব না।

সুমিতা শঙ্কিত হয়ে বলে ঃ কোথায় খোঁজ নিলে?

তোমাদের পাড়ায় আমার এক বন্ধু থাকে। অনিল দেব। চেনো?

না–তো।

সে আর তার বউ তোমার সম্বন্ধে আমাকে সব কথা বলেছে।

কি বলেছেন ওরা? উত্তর শোনার জন্য উদগ্রীব হয় সুমিতা। বুকের ভেতর যেন হাতুড়ি পেটায় কেউ। সুজন এবার সুমিতার গা ঘেষে লেপের তলায় শুয়ে পড়ে এবং আনন্দের সঙ্গে বলে ঃ

–ওরা বলেছে ইউনিয়নের এক লিডার রঞ্জিত ঘোষকে তুমি ভীষণ ভালবাসতে। লোকটা অকালে মারা যান বলে তুমি প্রায় চার বছর পাথরের মত হয়ে গিয়েছিলে। তার মানে, তোমার ভালবাসায় কোন খাদ ছিল না। যাকে সত্যিকারের ভালবাসা যায় তার জন্যেই তো সর্বস্ব খোয়াতে, সবকিছু উজাড় করে দিতে ইচ্ছে হয়। সত্যি কথা বলতে কি। তোমার মুখশ্রীতো বটেই তোমার ভালবাসার এই এক নিষ্ঠাও আমাকে মুগ্ধ করেছে। অথচ সুনন্দা–

সুনন্দা?

একটি মেয়ে, যে বলেছিল আমাকে না পেলে সে মরে যাবে। দুবছর আমার সঙ্গে প্রেম ভালবাসার খেলা খেলল। তারপর ওর বাবা মাল্টিন্যাশনাল এক বড় ফার্মের এম.বি.এ.কে পাকড়াও করতে, পরমানন্দে আমাকে কলা দেখিয়ে তার গলায় মালা পরাল আর ড্যাঙ ড্যাঙ করে চলে গেল মার্কিন মুল্লুকে। তোমাকে বঞ্চিত করল মৃত্যু–যাকে কেউ আটকাতে পারে না, আমাকে বঞ্চিত করল এক জলজ্যান্ত মানুষ। তাই ভীষণ ধাক্কা খেয়েছিলাম। তারপর তোমার ছবি দেখে, তোমার সব কথা শুনে, তোমার হৃদয়কে বুঝে–মানুষের ওপর বিশ্বাস জাগল, জীবনকে আবার ভালবাসতে ইচ্ছে হোল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি আর যাই হও, সুনন্দা হতে পারবে না।

সুমিতার দুচোখে সুখের অশ্রু ছলছলিয়ে ওঠে। সুজন ওর হাতটা নিজের হাতে ভরে বলে ঃ তোমার কি দোষ বল? তুমিতো মনপ্রাণ দিয়েই ভালবেসেছিলে ভদ্রলোককে। ওর স্মৃতি তোমার কাছে নিশ্চয়ই আনন্দের। তবে শুধু স্মৃতি নিয়েই তো জীবন কাটানো যায় না। জীবনকে ভালবেসে ফের যদি আমাকে সত্যি ভালবাসতে পার তাহলে আমি জানি, তুমি আমাকে ছাড়বে না।

সুমিতা এবার আনন্দাশ্রু সামলাতে না পেরে সুজনের বুকে মুখ গুঁজে দেয়। সুজন সানন্দে ওকে দুবাহুতে বেঁধে ফেলে।

হঠাৎ সেই ঝুমকো কাঁটাটা খচ খচ করে উঠতে সুমিতা ফিসফিস করে বলে ঃ

এক মিনিট একটু ছাড়

কি হোল?

রাস্তার শাড়ীটা ছেড়ে আসি।

সুজন ছেড়ে দিতে সুমিতা উঠে এসে শাড়ি, জামা ছেড়ে নাইটিটা পরে নেয়। ঠোঁটে একটু ক্রীম মাখে। তারপর জানালার কাছে গিয়ে খোঁপা থেকে ঝুমকো কাঁটাটা নিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে–দ্রুতপদে বিছানায় সুজনের কাছে এগিয়ে যেতে থাকে।

ছবি : গৌতম চক্রবর্তী

LIVOSIN LIVOSIN

চুল নিয়ে সমস্যা ?

খুস্কি ?
চুল পড়া ?
অকাল-পক্কতা ?
অ্যালোপেসিয়া এরিয়েটা ?

এগুলি চুলের কোন রোগই নয়, আভ্যন্তরিক কোন রোগের কিংবা চর্মরোগের উপসর্গ মাত্র। সমাধানের জন্য তাই মাথায় লাগানোর ওষুধ - আর্নিকাপ্লাস হেয়ার ভাইট্যালাইজারের সঙ্গে সঠিক খাওয়ার ওষুধ -ট্রায়োফারও প্রয়োজন।

বিশ্বে সর্বপ্রথম

ডাঃ সরকারের এক ফলপ্রসু আবিষ্কার

আর্নিকাপ্লাস- চুলের গোড়ায় লাগানোর জন্য তেলবিহীন হোমিও হেয়ার ভাইট্যালাইজার

ট্রায়োফার ট্যাবলেট- খাওয়ার হোমিও ওষুধ-লিভার ও পেটের গোলমাল সারায় যা কেশ সমস্যার অন্যতম কারণ

আর্নিকাপ্লাস-এস খুস্কিনাশক হোমিও-লোশন

আর্নিকাপ্লাস-ট্রায়োফার

ট্রিপল অ্যাকশন হেয়ার ভাইট্যালাইজার
সাথে **আর্নিকাপ্লাস-এস**

- চুলের পুষ্টি যোগায় তাই চুল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হয়।
- অতিরিক্ত চুল পড়া বন্ধ করে ।
- অসময়ে চুল পাতলা হয়ে যাওয়া রোধ করে ।
- চুলের বৃদ্ধি উন্নত করে।
- মাথার খুস্কি দূর করে।

কেশ সমস্যা সমাধানে পরিক্ষিত ও প্রমানিত হোমিও ওষুধ

প্রসাধন সামগ্রী নয়

বিশদ বিবরণ
কার্টুনের ভিতর

Allen ALLEN LABORATORIES LTD.
ArnikaPlus Apt., 35, A.P.C. Road., Calcutta-700 009
Phone : 351-0044/350-9026, Fax : -91-33-3511076

Dr. Sarkar Group

ArnikaPlus-TRIOFER ArnikaPlus-TRIOFER

ArnikaPlus-TRIOFER ArnikaPlus-TRIOFER

LIVOSIN LIVOSIN LIVOSIN

Allen's Ad India

াদার জ্যাকেট

প্রচ্ছদ বিশেষ

শীত স্পেশাল উলের

শীত আসতে না-আসতেই ভিড় করে
চিঠি। সবারই দাবী মনোরমার শীত
পাঠক সাধারণের দাবী মাথায় নিয়ে
মনের মত শীতের পোশাক।দারুণ সব
প্রিয়জনদের কাছ থেকে বাহবা নেয়ার

সাইড বোতামের টপ

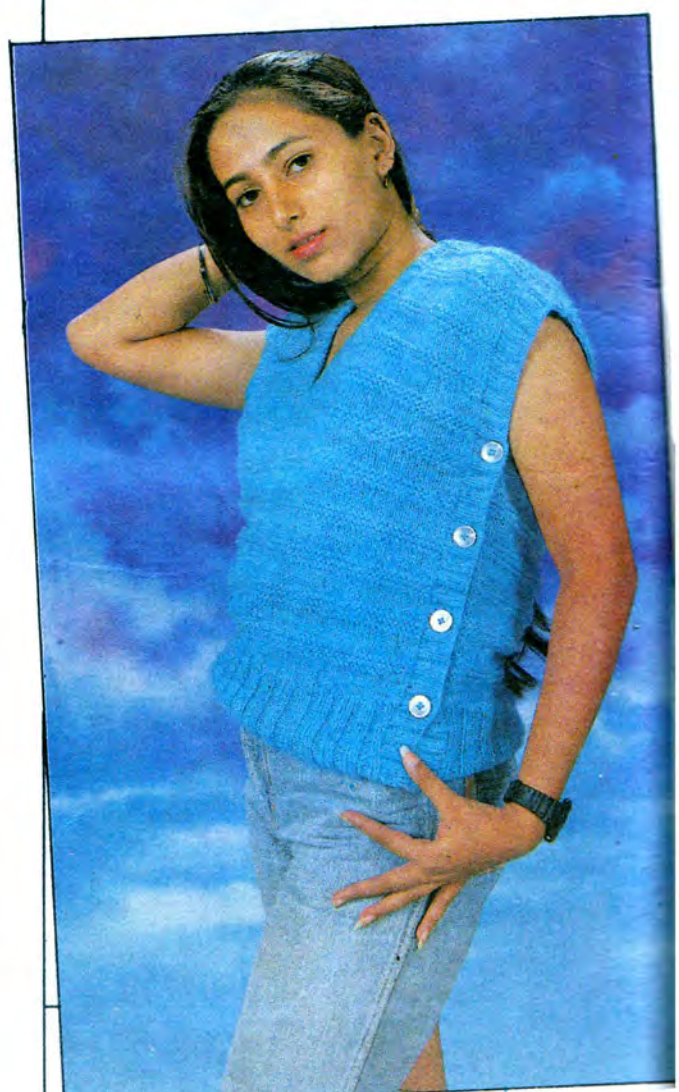

ঃ মনবাহারী ডিজাইন

আসে পাঠিকাদের স্পেশাল। তাই এবারও আমাদের ব্যতিক্রমী আয়োজন আকর্ষণীয় ডিজাইনে নিজের পরিবার ও সুযোগ ছাড়বেন কি?

ছবি ধাঁধানো চেক

কালো সাদা টপ

লাল-কালোর 'ভি'
বাহারী টপ

গোলগলার টপ

সোনাঝরা টপ

হালকা শীতের টপ

Woolmark
(উলমার্ক)
PURE NEW WOOL

সোনামণির শীতের সাজ

শীতের শুরুতে এই রকম
নানা রঙের হাল্কা গরম
পোশাকই চায় আপনার
একান্ত প্রিয় সন্তানদের জন্য।

ফ্ল্যানেলের ওপর এপ্লিকের কাজ
করা স্যুট।

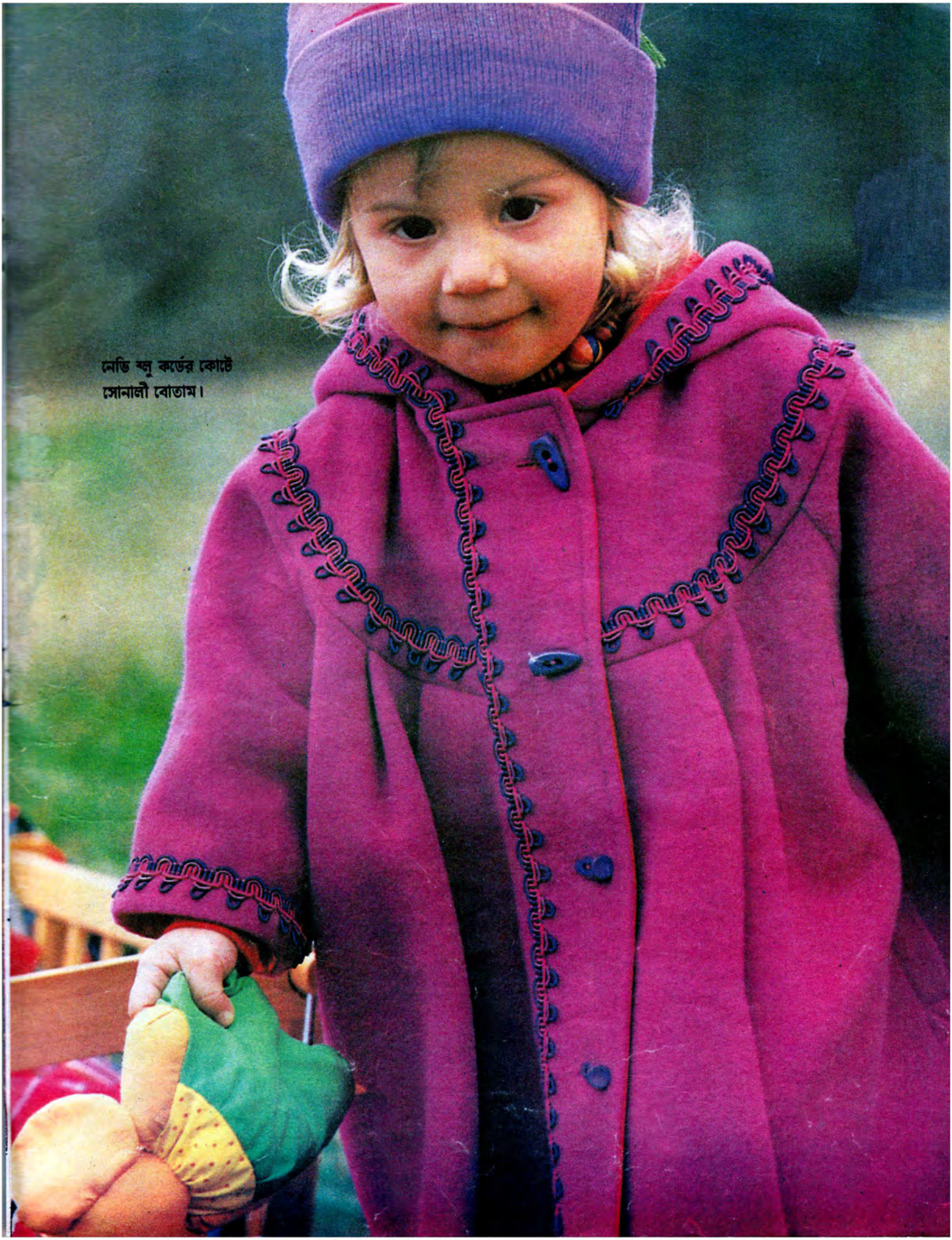

নেভি ব্লু কর্ডের কোটে
সোনালী বোতাম।

ডফফল কোট্স

ছোট্ট রাজকন্যার কোট

সহযোগিতা ঃ আই.পি.সি.

মনকাড়া জ্যাকেট

জালিদার জ্যাকেট

স্লিভলেস জ্যাকে

টুইস্টেড পুলোভার

জমকালো পার্টিকেপ

কারুকাজে কার্ডিগান

নকশাদার জ্যাকেট

উপকরণ ঃ পিওর উল উলমার্ক ৪ প্লাইয়ের ১০ গোলা গাঢ় লাল রঙের, ৩ গোলা হাল্কা লাল রঙের ১ গোলা সাদা রঙের (প্রত্যেক গোলা ২৫ গ্রামের), ১১

নং-এর ক্রুস হুক।

মাপ ঃ ৯২-৯৬ সেমি. বুকের জন্য ফিট, লম্বা ৬১ সেমি.।

টান/টেনসন ঃ ১১ নং ক্রুস হুক দিয়ে ৫ ট্রে. আর ৩ পংক্তি বোনার পর মাপ ২.৫ সেমি. হবে।

সংকেত ঃ চে. = চেন, ট্রে. = ট্রেবল, স্টি. = স্টিচ, ৩.ক. = ডবল ক্রুস, হা.ট্রে. = হাফ ট্রেবল, পু. = পুনরাবৃত্তি, এ. = একসঙ্গে, উ.পে. = উল হুকের ওপর পেচান, বা. = বাড়ানো, ক. = কম করা।

পেছনের ভাগ ঃ গাঢ় লাল রঙের উল দিয়ে ১২১ চে. এর একটি পংক্তি বুনুন।

১ম পংক্তি ঃ হুক দিয়ে ৪র্থ চে.তে ১ ট্রে., প্রত্যেক চে.তে ১ ট্রে. পংক্তির শেষ অবধি বুনুন (১১৯ স্টি) ২ চে. পাল্টে নিন।

২য় পংক্তি ঃ প্রত্যেক স্টি.তে ১ ট্রে., পংক্তির শেষ অবধি বুনুন, ২ চে. পাল্টে নিন, ৩য় থেকে ১০ম পংক্তি ঃ ২য় পংক্তির মত বুনুন। ২ চে. পাল্টে নিন।

১১তম পংক্তি ঃ এর পরের ২ ট্রে.এ. (হুকের শেষ লুপ হুকের ওপর রেখে এরপরের ২ স্টি.-এর প্রত্যেকটিতে ১ ট্রে., উ. পে., হুকের ওপর রাখা সমস্ত লুপের ভেতর দিয়ে বের করুন)। প্রত্যেক স্টি.তে ১ ট্রে. শেষ ২ স্টি. পর্যন্ত বুনুন, এরপরের ২ ট্রে.এ., ২ চে., পাল্টে নিন।

হাফ সোয়েটার

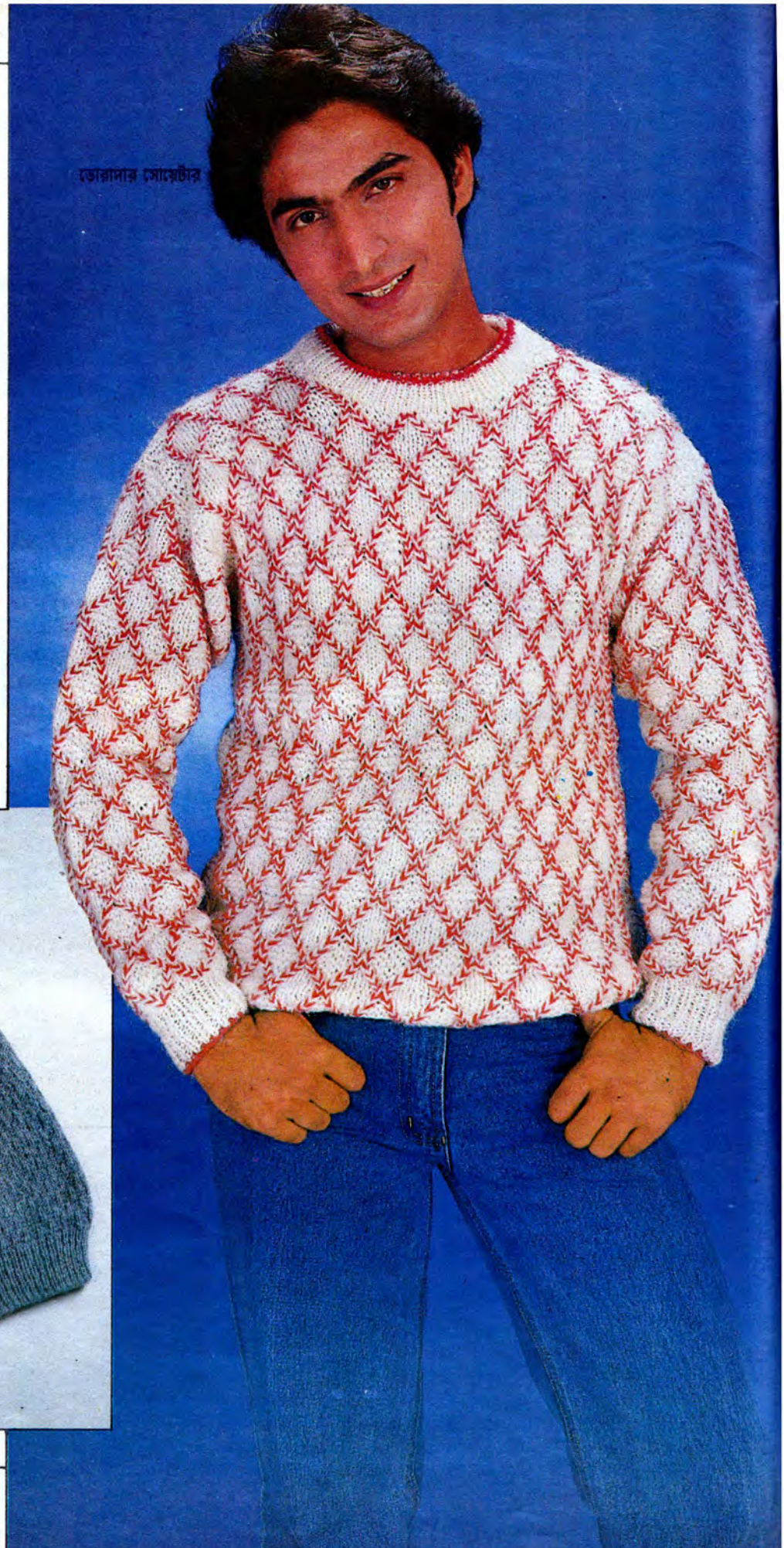

ডোরাদার সোয়েটার

রঙরঙা পুলোভার

ক্রুসে কার্ডিগান

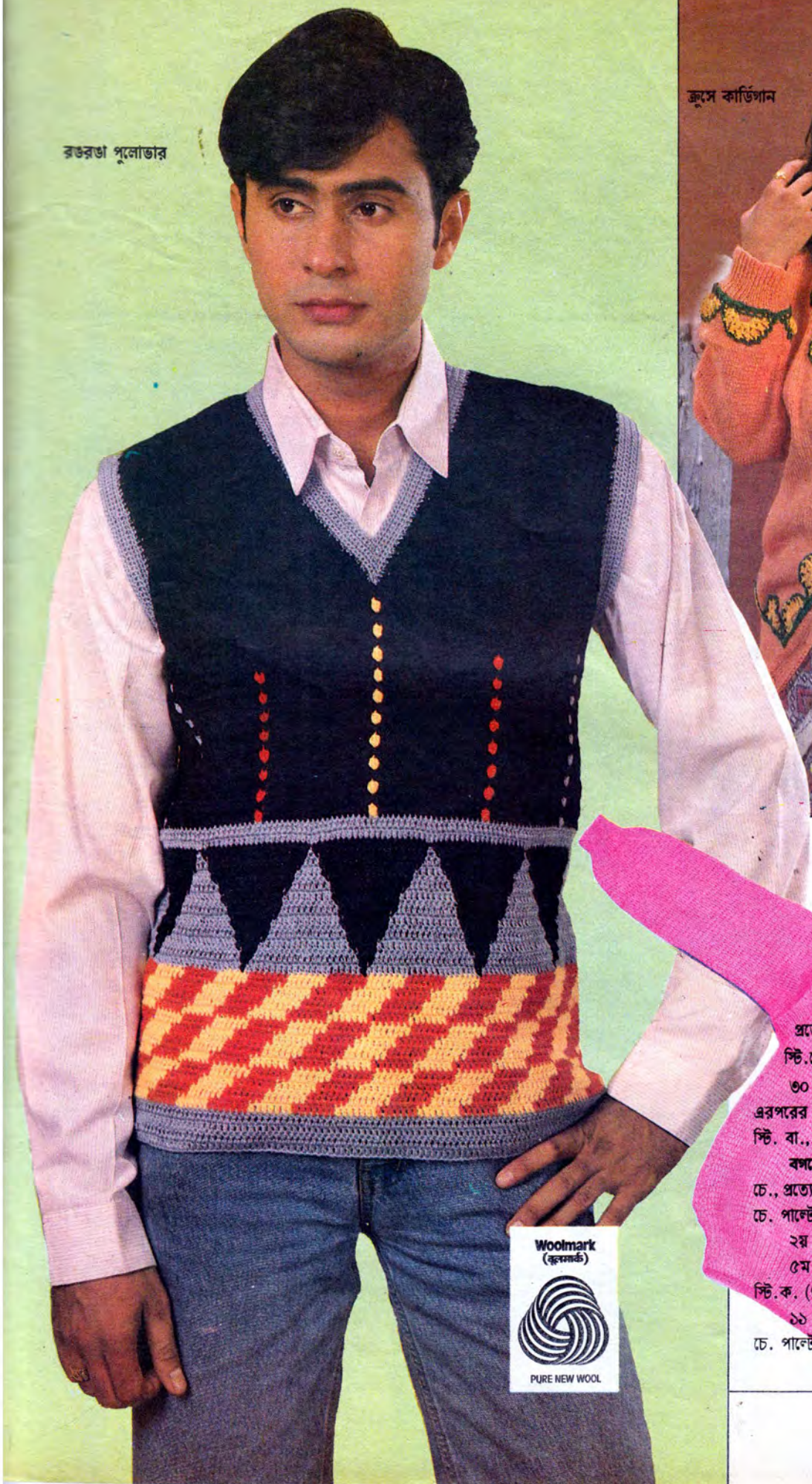

Woolmark (উলমার্ক)

PURE NEW WOOL

১২তম থেকে ২১তম পংক্তিঃ ৪ পংক্তি সো. বুনুন, এরপরের পংক্তিতে এবং এর পরের ৫ম পংক্তির মাথায় ১ স্টি. ক. (১১৩ স্টি.) ২ চে. পাল্টে নিন।

২২ থেকে ২৯তম পংক্তিঃ ট্রে.তে সোজা বুনতে থাকুন। ২ চে. পাল্টে নিন।

৩০তম পংক্তিঃ ওই স্টি.তে ১ ট্রে. প্রত্যেক স্টি.তে ১ ট্রে. শেষ স্টি. পর্যন্ত বুনুন, শেষ স্টি.তে ২ ট্রে., ২ চে. পাল্টে নিন।

৩০ থেকে ৪০তম পংক্তিঃ ৪ পংক্তি সো. বুনুন, এরপরের এবং এরপরের আরো ৫ পংক্তির দুই মাথায় স্টি. বা., ২ চে., পাল্টে নিন।

বগলের ছাঁটঃ এরপরের ৫ স্টি.তে স্লি.স্টি., ২ চে., প্রত্যেক স্টি.তে ১ ট্রে. শেষ ৫ স্টি. পর্যন্ত বুনুন। ১ চে. পাল্টে নিন।

২য় পংক্তিঃ প্রত্যেক মাথায় ২ স্টি.ক.।

৫ম থেকে ১০ম পংক্তিঃ প্রত্যেক মাথায় ১ স্টি.ক. (৭৯ স্টি.)।

১১ থেকে ২১তম পংক্তিঃ ট্রে.তে সো. বুনুন, ২ চে. পাল্টে নিন।

Woolmark (উলমার্ক)

PURE NEW WOOL

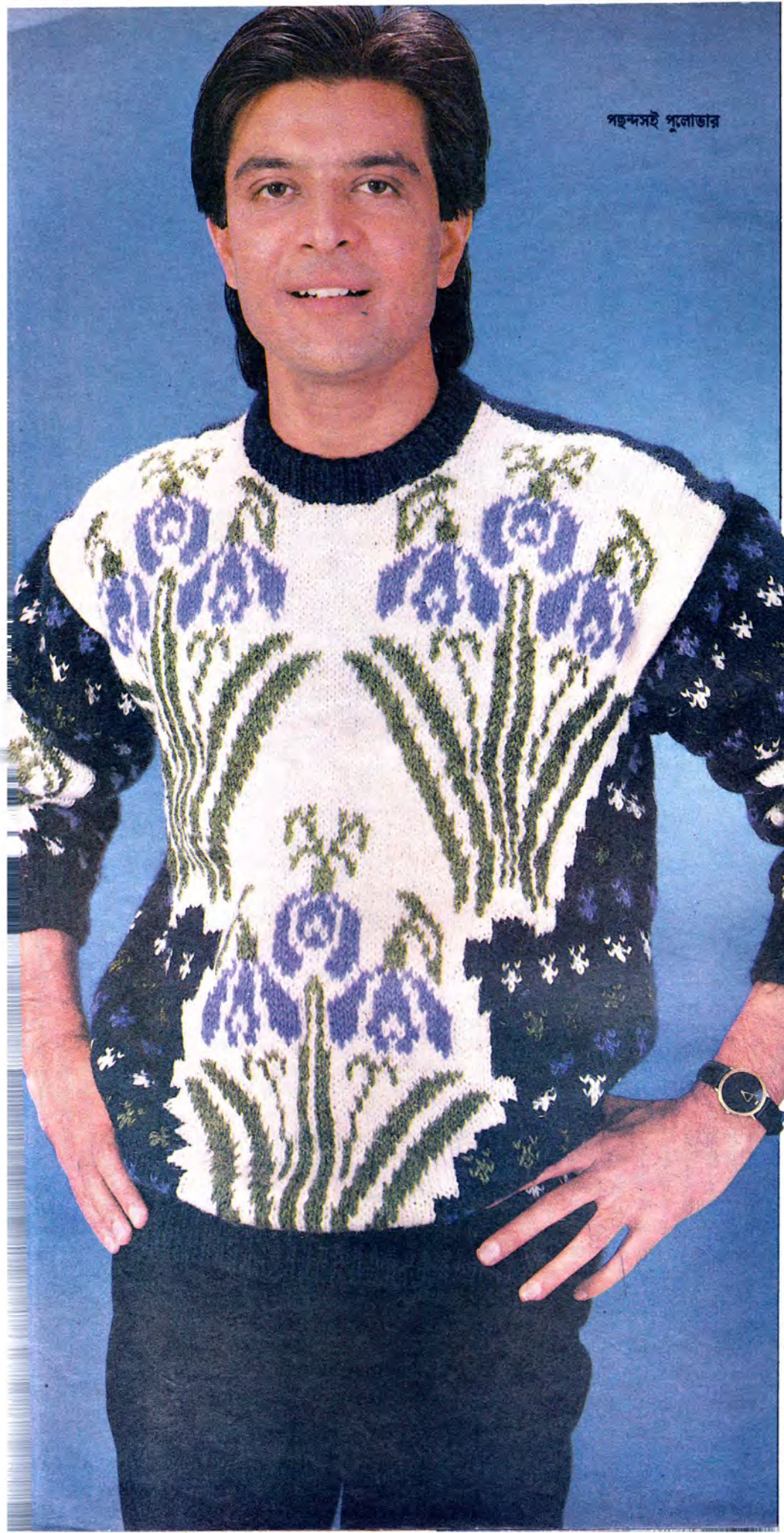

গলা ও কাঁধের ছাঁট ঃ ১ম পংক্তি ঃ এরপরের ২২ স্টি.এর প্রত্যেকটিতে ১ ট্রে., এরপরের ৩ স্টি. এর প্রত্যেকটিতে ১ হা. ট্রে., এর পরের ৩ স্টি.তে ১ স্টি.ক., এর পরের স্টি.তে স্লি, স্টি., ১ চে. পাল্টে নিন।

২য় পংক্তি ঃ এরপরের ৭ স্টি.তে স্লি.স্টি., ২ চে., এর পরের ২ ট্রে.এ., প্রত্যেক স্টি.তে ১ ট্রে. শেষ ২ স্টি. পর্যন্ত তৈরি করুন, এর পরের ২ ট্রে.এ., ২ চে. পাল্টে নিন।

৪র্থ পংক্তি ঃ এরপরের ২ ট্রে.এ., এরপরের ৮ স্টি. এর প্রত্যেকটিতে ১ ট্রে., এরপরের ২ স্টি. এর প্রত্যেকটিতে ১ হা.ট্রে., এর পরের ২ স্টি. এর প্রত্যেকটিতে ১ ড.ক., এর পরের স্টি.তে স্লি.স্টি., ১ চে. পাল্টে নিন।

৫ম পংক্তি ঃ এর পরের ৫ স্টি.তে স্লি.স্টি, এর পরের ২ স্টি. এর প্রত্যেকটিতে ১ ড.ক., এর পরের ২ স্টি. এর প্রত্যেকটিতে ১ হা.ট্রে., প্রত্যেক স্টি.তে ১ ট্রে. শেষ অবধি তৈরি করুন, সুতো ছিঁড়ে ফেলুন।

মাঝখানের ১৯ স্টি. ছেড়ে এরপরের স্টি.তে পুনরায় সুতো জুড়ে প্রথম ভাগের মত বুনুন, বিপরীত দিকে ঘ.কম করুন।

সামনের ডান ভাগ ঃ গাঢ় লাল রঙের উল দিয়ে ৩৪ চে. এর একটি পংক্তি তৈরি করুন।

১ম পংক্তি ঃ হুক দিয়ে ২য় চে.তে ১ ড.ক., এরপরের ২ চে. এর প্রত্যেকটিতে ১ ড.ক. এরপরের ৩ চে. এর প্রত্যেকটিতে ১ হা. ট্রে., প্রত্যেক চে. তে ১ ট্রে. শেষ অবধি বুনুন (৩৩ স্টি.) ২ চে., পাল্টে নিন।

২য় পংক্তি ঃ প্রত্যেক স্টি.তে ১ ট্রে., শেষ অবধি বুনুন, হুক থেকে লুপ নামিয়ে নিন, ওই স্টি.তে ওই উলেরই একটি ছোট টুকরো শেষ ট্রে. হিসেবে জুড়ে দিয়ে ৬ চে. বুনুন। বন্ধ করে দিন কিন্তু উল ছিঁড়বেন না। নামানো লুপ উঠিয়ে নিন এবং এর পরের ৩ চে. এর প্রত্যেকটিতে ১ হা.ট্রে. বুনুন, এরপরের ৩ চে. এর প্রত্যেকটিতে ১ ড.ক. (৩৯ স্টি.) ৪ চে. (প্রথম ছাড়া উলের টুকরো সঙ্গে নিয়ে বুনুন) পাল্টে নিন।

৩য় পংক্তি ঃ এর পরের ২ চে. এর প্রত্যেকটিতে ১ ড.ক., এরপরের চে.তে ১ হা. ট্রে., প্রত্যেক স্টি.তে ১ ট্রে. শেষ অবধি বুনুন (৪২ স্টি.)।

৪র্থ পংক্তি ঃ প্রত্যেক স্টি.তে ১ ট্রে. পংক্তির শেষ অবধি বুনুন, ২ চে., আগের মত বোনা চালু রাখুন, এর পরের চে.তে ১ হা. ট্রে., এর পরের চে.তে ১ ড.ক., ৩ চে. পাল্টে নিন।

কিশোরীর ফেভারিট

নানারঙের টপ

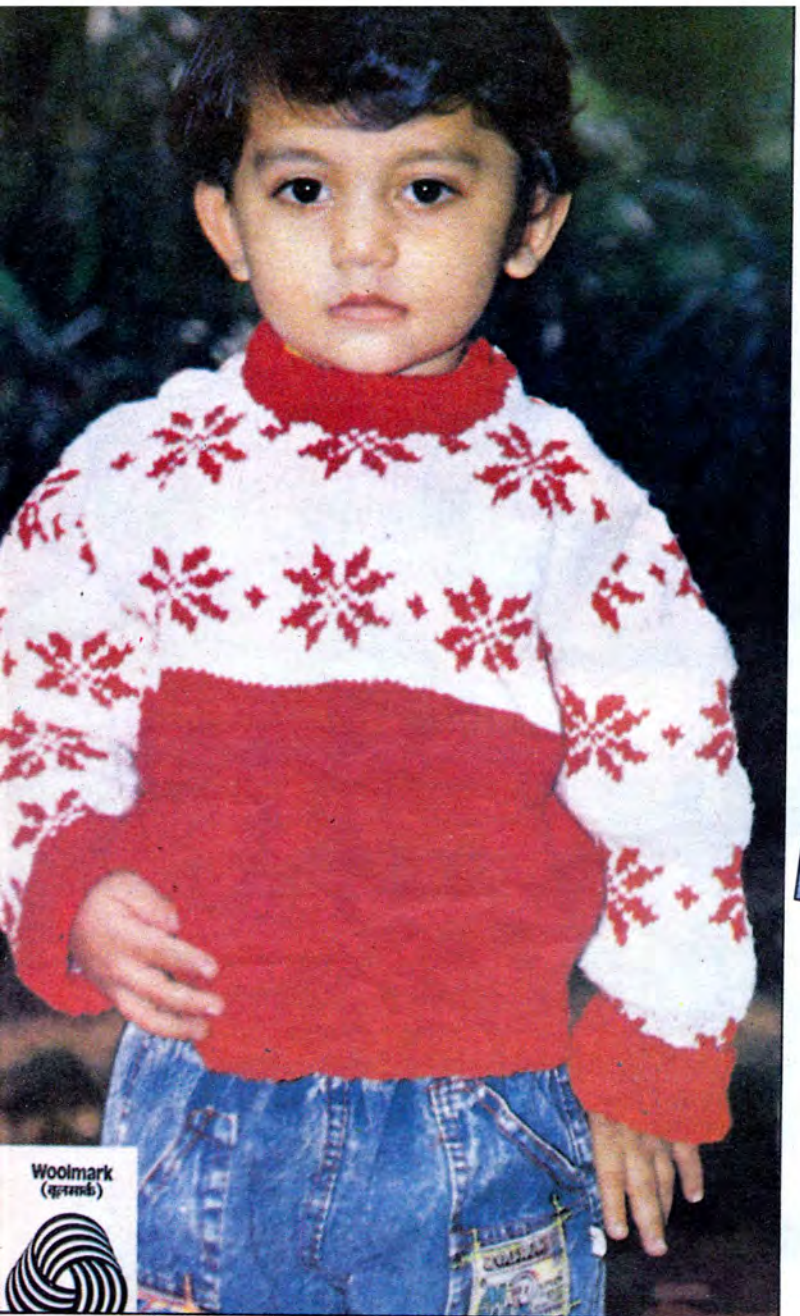

লাল-সাদায় সোয়েটার

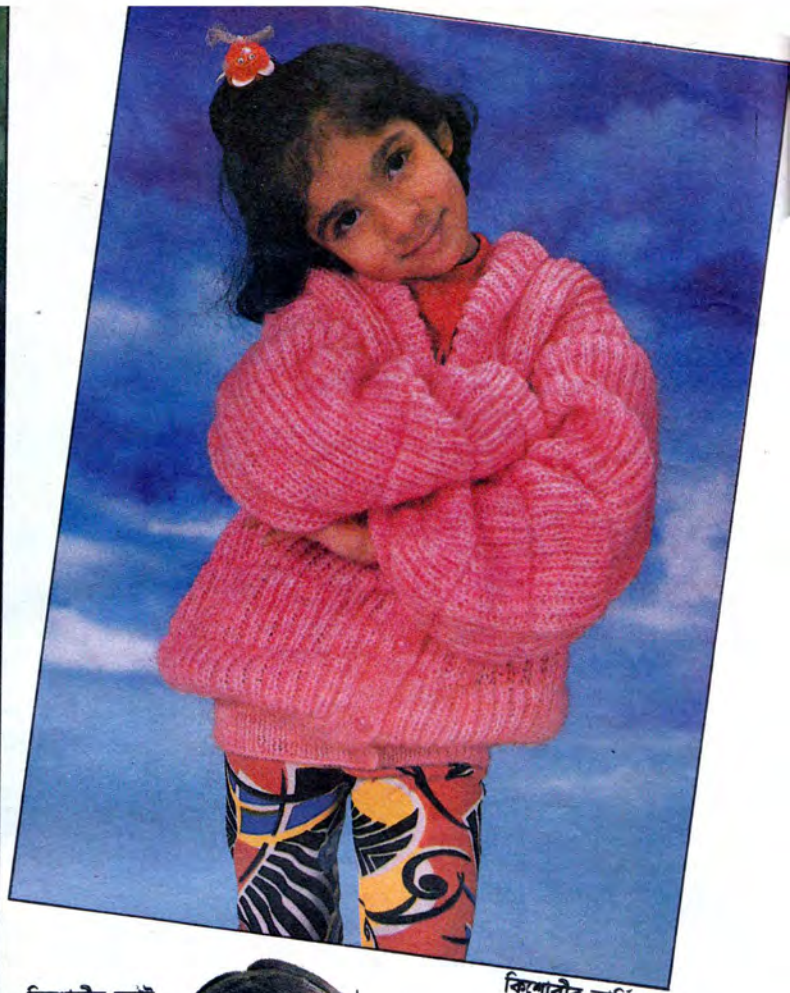

কিশোরীর কোট

কিশোরীর কার্ডিগান

জমকালো কার্ডিগান

৫ম পংক্তি ঃ এর পরের চে.তে ১ ড.ক., এর পরের চে.তে ১ হা. ট্রে., প্রত্যেক স্টি.তে ১ ট্রে. পংক্তির শেষ অবধি তৈরি করুন, ২ চে. পাল্টে নিন।

কিনারা ও বগলের ছাঁট পেছনের ভাগের মত দিন, আর এই সময় সামনের দিকের মধ্যভাগও এইভাবে ছাঁট দিন–

৬ষ্ঠ পংক্তি ঃ উল্টো দিক থেকে শেষ স্টি. পর্যন্ত ট্রে. বুনুন, এর পরের স্টি.তে ২ ট্রে., ২ চে. পাল্টে নিন।

৭ম থেকে ১৬তম পংক্তি ঃ প্রত্যেক একটি ছেড়ে একটি পংক্তিতে ১ স্টি.ক. করুন, ২ চে. পাল্টে নিন।

১৭তম থেকে ৪০তম পংক্তি ঃ সোজা ট্রে.তে বুনুন, উল ছিঁড়ে ফেলে হাল্কা লাল রঙের উল জুড়ুন।

৪১তম পংক্তি ঃ সামনের দিকের উপরি ভাগে ১ স্টি.ক. করুন, ২ চে., পাল্টে নিন।

৪২তম পংক্তি থেকে ৪৯তম পংক্তি ঃ গলার ওপরের দিকে ১ স্টি., এরপরের ৪র্থ পংক্তিতে (দুইবার) ঘ.ক. করুন, যখন সামনের ভাগ পেছনের ভাগের বগল পর্যন্ত লম্বা হয়ে যাবে, তখন পেছনের ভাগের মত বগলের ছাঁট দেওয়া শুরু করুন।

৫০তম থেকে ৫৮তম পংক্তি ঃ প্রত্যেক একটি ছেড়ে একটি পংক্তির গলার ওপরের দিকে ১ ঘ.ক., করুন, এবং পেছনের ভাগের মত কাঁধের ছাঁট দিন।

৫৯তম থেকে ৬৮তম পংক্তি ঃ প্রত্যেক এ.ছে.এ. পংক্তিতে গলার মাথায় ১ ঘ.ক. করুন। শেষ পংক্তি থেকে পেছনের কাঁধের ছাঁট দেওয়া শুরু করুন।

৬৯তম থেকে ৭০তম পংক্তি ঃ পেছনের ভাগের শেষ ২ পংক্তির মত বুনুন। উল ছিঁড়ে ফেলুন।

সামনের বাঁ ভাগ ঃ সামনের ডান ভাগের মত বিপরীত দিকে ঘ. কম করে বুনুন।

মেকআপ ঃ কিনার ও কাঁধের সেলাই রেখা জুড়ে দিন।

বর্ডার ঃ হাল্কা লাল রঙের উল দিয়ে পেছনের গলার নিচে থেকে সামনের দিকের বাঁ ভাগ মূল ভাগ এবং সামনের দিকের ডান গলাতে ড.ক. এর তিনটি ঘেরা বুনুন। এইভাবে দুটো বগলেও বর্ডার বুনুন।

সাদা উল দিয়ে একটি লম্বা দড়ির মত তৈরি করে সোয়েটারের সামনের দিকে চিত্রানুযায়ী আঁকাবাঁকা ডিজাইন তৈরি করে টেঁকে দিন।

ডিজাইন ঃ অর্নবাজ ছোপ্তি

সৌজন্য ঃ ইন্টার ন্যাশানাল উল সেক্রেটারিয়েট,

সাইড বোতামের টপ

উপকরণ ঃ ডবলনিট মোহর লন (শেড নং ৭) এর ৫০ গ্রামের ৫ গোলা, ৮ এবং ৭ নং এর দু'জোড়া কাঁটা, ৮

নং এর গোল কাঁটা, ১০টি সাদা বোতাম।

সামনের ভাগ ঃ ৮ নং কাঁটায় ৬৪ (৭২) ঘ. উঠিয়ে ২ সো., ২ উ. করে এইভাবে রিব বুনুন–

১ম পংক্তি : (সোজা দিক) ৩ সো., (২ উ., ২ সো.) শেষ ১ ঘ. থাকা পর্যন্ত বুনুন। ১ সো.।

২য় পংক্তি ঃ ১ সো., ২ উ., (২ সো, ২ উ.) শেষ ১ ঘ. থাকা পর্যন্ত বুনুন, ১ সো.।

এই দুই পংক্তি পু. করে ১১ সেমি.র বর্ডার বুনুন। উল্টো দিকে পরার শেষ পংক্তিতে সমান দূরত্বে ৪ ঘ.বা. করুন। মোট ৬৮ (৭৬) ঘ. হয়ে যাবে। এবার ৭ নং কাঁটা লাগিয়ে সো. দিক থেকে ৬ পংক্তি স্ট.স্টি.তে বুনুন।

৭ম থেকে ১২তম পংক্তি ঃ প্রত্যেক পংক্তি সোজা বুনুন (গার্টার স্টিচে), এই ১২ পংক্তি দিয়ে নমুনা পুরো হবে।

এই ১২ পংক্তি পু. করে ৩৪ সেমি. লম্বা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত বুনুন। উ. দিকে বোনা শেষ করুন। গলার ছাঁট দিন।

গলার ছাঁট ঃ নমুনা অনুযায়ী ৩২ (৩৬) ঘ. বুনুন, ৪ ঘ. ঢিলে ঢিলে করে বন্ধ করে দিন। শেষ অবধি ৩২ (৩৬) ঘ. বুনুন। এই ৩২ (৩৬) ঘ. দিয়ে বোনা চালু রেখে প্রথম ভাগ বোনা পুরো করুন। প্রত্যেক সোজা দিকের পংক্তিতে গলার দিকে ১ ঘ. ক. করুন। মোট ২৬ (২৮) ঘ. পর্যন্ত বুনুন। প্রত্যেক ৪র্থ পংক্তিতে ১ ঘ.ক. করে ২১ (২৪) ঘ. থাকা পর্যন্ত মোট ৫৭ (৫৮) সেমি. বোনার পর নমুনা অনুযায়ী ঘ.ক. না করে সো. বুনুন। সোজা দিক (বগলের দিকে) বোনা শেষ করুন। এবার কাঁধের ছাঁট দিন।

কাঁধের ছাঁট ঃ ৭ ঘ.ক. করুন, ১ পংক্তি বুনুন। ৮ ঘ.ক. করুন। ১ পংক্তি বুনে সমস্ত ঘ. বন্ধ করে দিন।

পেছনের ভাগ ঃ সামনের ভাগের মতই বুনুন। গলার ছাঁট দেবেন না। পেছনের ভাগের সমান লম্বা হওয়ার পর কাঁধের ছাঁট দিন।

কাঁধের ছাঁট ঃ এরপরের ৪ পংক্তির শুরুতে ৭ (৮) ঘ. বন্ধ করুন। এরপরের ২য় পংক্তির শুরুতে ৭ (৮) ঘ. বন্ধ করুন। বাকি ২৬ (২৮) ঘ. স্টিচ হোল্ডারে নামিয়ে রাখুন।

বোতাম ঘর ঃ ৮ নং এর গোল কাঁটা দিয়ে সোজা দিক থেকে। সমান দূরত্বে ৯২ (৯৬) ঘ. বুনে ওঠান। বর্ডারের ২য় পংক্তি থেকে শুরু করে ২ পংক্তি (২ উ., ২ সো.) রিবে বুনুন।

এরপরের পংক্তি ঃ (উল্টো দিকে) ৩ ঘ. রিবে বুনুন। ২ ঘ. বন্ধ করে দিন। ৯ ঘ. রিবে বুনুন (কাঁটায় ১০ ঘ. থাকবে। ১ ঘ. বন্ধ করতে হবে) এইভাবে আরো ৪ বার পু. করুন (মোট ৫টি বোতাম ঘ. তৈরি হবে) বাকি ঘ. রিবে বুনুন।

এরপরের পংক্তি ঃ বন্ধ করা ২ ঘ. এর ওপর ২ ঘ. বুনে বাড়িয়ে নিন। সমস্ত পংক্তি রিবে বুনুন। আরো ৩ পংক্তি বুনে রিবেই ঢিলে ঢিলে করে ঘ. বন্ধ করে দিন। মনে রাখবেন, এই ঘ. গুলি কাঁধের নিচের দিকে ডান দিক ওঠাতে হবে। বাঁ দিকেও এইভাবে বোতাম পটি তৈরি করতে হবে। যার নিচের দিক থেকে কাঁধের দিকে ঘ. ওঠাতে হবে। এতে বোতাম ঘর পরে তৈরি হবে। ঘর গুনে হিসেবমত বোতাম ঘ. তৈরি করুন। প্রথম বোতাম ঘর ৩৯ (৪৩) ঘ. বোনার পর তৈরি হবে।

বোতাম পটি ঃ বোতাম ঘরপটির মতই বুনুন। কেবল বোতাম ঘর তৈরি হবে না।

গলার পটি ঃ কাঁধ দুটো সেলাই করুন। ৮ নং এর গোল কাঁটা দিয়ে সোজা দিক থেকে গলার শেপের শুরু থেকে ঘ. বুনেছিলেন, তা ছেড়ে ঘর ওঠানো শুরু করুন। কাঁধের সেলাই পর্যন্ত মোট ৩৭ (৪২) ঘ. ওঠান, পেছনের ভাগের ঘর স্টিচ হোল্ডার থেকে বুনুন। এবং দ্বিতীয় ভাগ থেকেও ৩৭ (৪২) ঘ. উঠিয়ে নিন। ২ সো., ২ উ. করে রিবে ৬ পংক্তি বুনে রিবেই ঢিলে ঢিলে করে ঘর বন্ধ করে দিন।

সেলাই ঃ মাঝখানের ৪টি বন্ধ করা ঘ.তে পটি দুটো ওপর নিচে (ওভার ল্যাপ) রেখে সেলাই করে দিন। ৪টি ঘ. তেই পটি আসা চাই। বোতাম ঘ. অনুযায়ী বোতাম লাগিয়ে দিন। উলের মাথাগুলি ছুঁচে গেঁথে বোনার সঙ্গে মিশিয়ে দিন।

উর্মিলা ভাটনাগর

চোখ ধাঁধানো চেক

উপকরণ ঃ মোহর লন (শেড নং ২৭) ৫০ গ্রামের ৩ গোলা গোলাপি রঙের, মোহর লন (শেড নং ০১) ৫০ গ্রামের ১ গোলা সাদা রঙের, ৯ এবং ১০ নং-এর দু'জোড়া কাঁটা, সোয়েটার সেলাই করার ছুঁচ ও স্টিচ হোল্ডার।

বিশেষ পরামর্শ : প্রত্যেক চেকের জন্য আলাদা ছোট ছোট উলের গোলা তৈরি করে নিন। উল পেছনের ভাগ থেকে সামনের দিকে টেনে আনবেন না, যেখানে দুই রঙের উল মিশবে সেখানে দুটো উল পরস্পরের সঙ্গে ক্রস করে সামান্য ঢিলে দিয়ে বুনুন। তা'হলে ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

পেছনের ভাগ : ১০ নং কাঁটায় গোলাপি উল দিয়ে ৯৮ ঘ. উঠিয়ে স্ট.স্টি.তে ৫ সেমি. বুনে নিন। উল্টো কাঁটায় বোনা শেষ করুন। ৯ নং কাঁটা লাগিয়ে চেক নমুনা এইভাবে বুনুন–

১ম পংক্তি : সাদা উল লাগিয়ে শুরুর ৯ ঘ. সো. বুনুন X ৫ ঘ. সো. বিপরীত রং (সাদা) দিয়ে, মুখ্য রঙ (গোলাপি) দিয়ে (উল সামনে, ১ সো. জোড়া) ৫ বার, ৫ ঘ. সো., বিপরীত রঙ দিয়ে, (রঙ মেশার স্থানে উল অবশ্য ক্রস করুন) চিহ্ন X থেকে শেষ ৯ ঘ. পর্যন্ত পু. করুন। এই ৯ ঘ. বিপরীত রঙ দিয়ে সো. বুনুন।

২য় পংক্তি : বিপরীত রঙ দিয়ে ৯ ঘ. উ. বুনুন। X ৫ ঘ. উ., বিপরীত রঙ দিয়ে, ১০ ঘ. উ. মুখ্য রঙ দিয়ে, ৫ ঘ.উ. বিপরীত রঙ দিয়ে, চিহ্ন থেকে শেষ ৯ ঘ. থাকা পর্যন্ত পু., ৯ ঘ. উ. বিপরীত রঙ দিয়ে বুনুন।

৩য় পংক্তি : বিপরীত রঙ দিয়ে ৯ ঘ. সো. বুনুন। X ৫ ঘ. সো. বিপরীত রঙ দিয়ে, মুখ্য রঙ দিয়ে (১ ঘ. না বুনে নামিয়ে নিন, ১ সো., না বোনা ঘ. এর ওপর দিয়ে নামান, উল সামনে করুন) ৫ বার, ৫ ঘ. সো. বিপরীত রঙ দিয়ে, চিহ্ন X থেকে শেষ ৯ ঘ. থাকা পর্যন্ত পু. করুন, ৯ ঘ. সো. বিপরীত রঙ দিয়ে।

৪র্থ পংক্তি : ২য় পংক্তির মত বুনুন।

৫ম থেকে ১২তম পংক্তি : ১ম থেকে ৪র্থ পংক্তি পর্যন্ত ২ বার পু.।

১৩তম পংক্তি : মুখ্য রঙ দিয়ে ২ ঘ. সো. বুনুন, (উল সামনে, ১ সো. জোড়া) ৬ বার বিপরীত রঙ দিয়ে ১০ ঘ. সো. বুনুন। X মুখ্য রঙ দিয়ে (উল সামনে, ১ সো. জোড়া) ৫ বার, বিপরীত রঙ দিয়ে ১০ ঘ. সো., চিহ্ন X থেকে শেষ ১৪ ঘ. থাকা পর্যন্ত মুখ্য রঙ দিয়ে পু. করুন (উ. সামনে, ১ সো. জোড়া) ৬ বার, ২ সো.।

১৪তম পংক্তি : মুখ্য রঙ দিয়ে ১৪ ঘ. উ., বিপরীত রঙ দিয়ে ১০ ঘ. উ. বুনুন। চিহ্ন X থেকে শেষ ২৪ ঘ. থাকা পর্যন্ত পু. করুন, ১০ ঘ. উ. বিপরীত রঙ দিয়ে, ১৪ ঘ. উ. মুখ্য রঙ দিয়ে।

১৫তম পংক্তি : মুখ্য রঙ দিয়ে ২ ঘ. সো., (১ ঘ. না বুনে নামিয়ে নিন। ১ সো., না বোনা ঘ.-এর ওপর দিয়ে নামিয়ে নিন, উল সামনে করুন) ৬ বার, বিপরীত রঙ দিয়ে ১০ ঘ. সো. বুনুন, X মুখ্য রঙ দিয়ে (১ ঘ. না বুনে নামিয়ে নিন, ১ সো., না বোনা ঘ.-এর ওপর দিয়ে নামিয়ে নিন উল সামনে) ৫ বার, ১০ গ. বিপরীত রঙ দিয়ে সো., চিহ্ন X থেকে শেষ ১৪ ঘ. থাকা পর্যন্ত বুনুন। মুখ্য রঙ দিয়ে (১ ঘ. না বুনে নামিয়ে নিন, ১ সো., না বোনা ঘ.-এর ওপর দিয়ে নামিয়ে নিন, উল সামনে করুন) ৬ বার, ২ সো.।

১৬তম পংক্তি : ১৪তম পংক্তির মত বুনুন।

১৭তম থেকে ২৪তম পংক্তি : ১৩তম থেকে ১৬তম পংক্তি পর্যন্ত ২ বার পু. করুন। এই ২৪ পংক্তি দিয়ে চেক নমুনা পুরো হবে।

নমুনা অনুযায়ী বোনা চালু রেখে ২৫.৫ সেমি. বুনে নিয়ে হাতের শেপ দিন।

হাতের শেপ : নমুনা বোনা চালু রেখে এরপরের ২ পংক্তিতে ৬-৬ ঘ. বাড়িয়ে নিন। মোট ১১০ ঘ. নমুনা অনুযায়ী বুনে হাতের শেপের পর ২৪ সেমি. লম্বা হওয়া পর্যন্ত বুনে নিন। গলার ছাঁটের জন্য সোজা দিকে থেকে বোনা শেষ করুন।

গলার ছাঁট : নমুনা দিয়ে শুরুর ৭৫ ঘ. বুনে নিন। এই ৭৫ ঘ. স্টিচ হোল্ডারে নামিয়ে রাখুন। বাকি ঘ. দিয়ে প্রথমে বুনুন। গলার দিকে ১ ঘ. বন্ধ করে দিন। কাঁধের জন্য ১৮-১৮ ঘ. দুইবার বন্ধ করুন। বাকি ঘ. (স্টিচ. হোল্ডারে রাখা) তে উল জুড়ে শেষ ৪০ ঘ. থাকা পর্যন্ত বুনে বন্ধ করুন। দ্বিতীয় ভাগের মতই গলা ও কাঁধের শেপ দিন।

সামনের ভাগ : পেছনের ভাগের মত হাতের শেপের শুরু XX পর্যন্ত করুন। পেছনের ভাগের মতই হাতের শেপের জন্য দু'দিকে ৬-৬ ঘ. বাড়িয়ে নিন। হাতের শেপ দেওয়ার পর ১৬.৫ সেমি. পর্যন্ত বুনে গলার ছাঁট দিন। সোজা কাঁটায় বোনা শেষ করুন।

গলার ছাঁট : শুরু ৬৮ ঘ. নমুনা দিয়ে বুনুন। বোনা ঘ. থেকে শেষের ২৬ ঘ. স্টিচ হোল্ডারে নামিয়ে রাখুন। শেষ অবধি নমুনা দিয়ে বুনুন। গলার দিকে প্রত্যেক পংক্তিতে ১-১ ঘ. কম করে ৩৬ ঘ. থাকা পর্যন্ত বুনুন। ঘ. কম না করে বোনা চালু রেখে পেছনের ভাগের সমান লম্বা করে বুনে নিন। কাঁধের ছাঁটের জন্য ১৮-১৮ ঘ. করে দুইবার বন্ধ করুন। দ্বিতীয় দিকের ভাগও এইভাবে সমস্ত ছাঁট দিয়ে বুনুন। ডান কাঁধ সেলাই করে দিন।

১০ নং কাঁটা দিয়ে সোজা দিক থেকে মুখ্য রঙ দিয়ে ২০ ঘ. গলার গোলভাগ থেকে সমান দূরত্বে উঠিয়ে নিন। স্টিচ হোল্ডার থেকে ২৬ ঘ. বুনে নিন। দ্বিতীয় দিকের গোলভাগ থেকেও ২০ ঘ. উঠিয়ে নিন। পেছনের ভাগের গলার গোলভাগ থেকে ৩ ঘ. উঠিয়ে নিন। ৪০ ঘ. স্টিচ হোল্ডার থেকে বুনুন। ৩ ঘ. গলার গোলভাগ থেকে দ্বিতীয় দিকে ওঠান। মোট ১১২ ঘ.। উল্টো পংক্তি থেকে শুরু করে স্ট.স্টি.তে ৪ সেমি. বুনে নিন। উল্টো পংক্তিতে বোনা শেষ করুন। সোজা কাঁটায় ঢিলে ঢিলে করে ঘ. বন্ধ করে দিন। বাঁ কাঁধ কলার পর্যন্ত সেলাই করে দিন। কলারের ওপরে দিকের সেলাই ভেতরের দিকে করুন, যাতে কলার রোল হলে উল্টো ভাগ সামনের দিকে আসে।

হাতের রোল বর্ডার : ১০ নং কাঁটায় মুখ্য রঙ দিয়ে সমান দূরত্বে ৯৬ ঘ. বুনে উঠিয়ে নিন। উ. পংক্তি থেকে শুরু করে ৪ সেমি. স্ট.স্টি. তে বুনে সোজা দিক ঢিলে ঢিলে করে ঘ. বন্ধ করে দিন।

হাতের ও নিচের বর্ডার সোজা দিক থেকে এবং সমস্ত সেলাই উল্টো দিকে করে নিন। বর্ডার নিজে থেকেই রোল হয়ে যাবে। উলের অতিরিক্ত ছুঁচে গেঁথে বোনার সঙ্গে মিশিয়ে দিন।

কালো-সাদা টপ

উপকরণ : ডবল নিটিং উলের ৫০ গ্রামের ৭ গোলা কালো রঙের, ১ গোলা সাদা, ৬ এবং ৮ নং-এর দু'জোড়া কাঁটা, ১০ নং-এর সোয়েটার সেলাই করার ছুঁচ, ছোট ছুঁচ ও সাদা সুতো।

মাপ : লম্বা ৫৭ সেমি., চওড়া ৪৭ সেমি., হাত ৪৬ সেমি.।

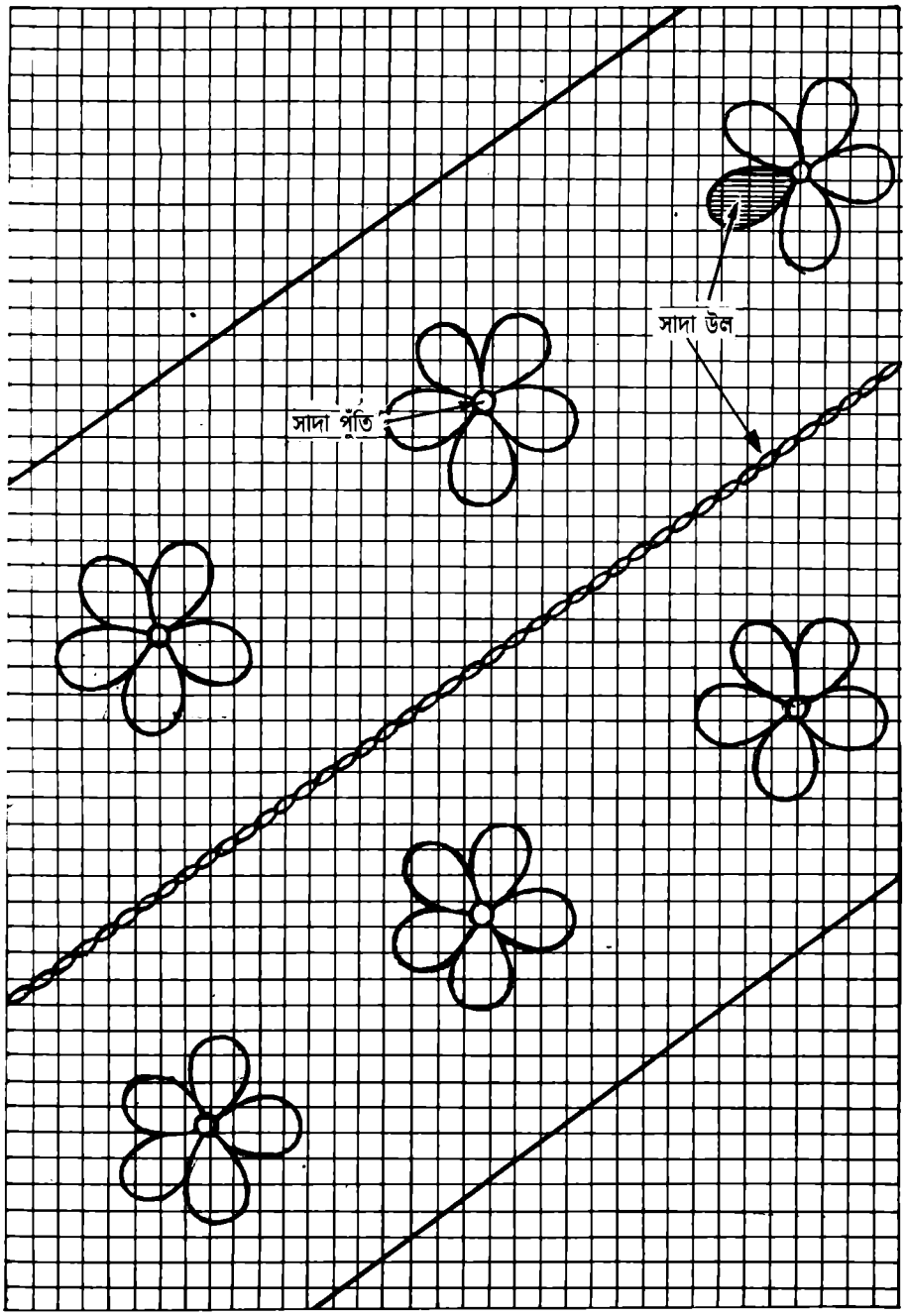

পদ্ধতি: পেছনের ভাগ: সবথেকে প্রথমে ৮ নং কাঁটায় ৮৫ ঘ. উঠিয়ে ১ উ., ১ সো. করে ৬ সেমি. বর্ডার বুনুন। এবার ৬ নং কাঁটা দিয়ে বোনা শুরু করে সমান দূরত্বে ১-১ ঘ.বা. করে এক কাঁটায় ১০ ঘ. বাড়িয়ে নিন। এই পুলোভারটি যেহেতু সোজা দিক উল্টো ঘর দিয়ে বোনা হয়েছে, তাই পুরো সোয়েটার সোজা দিকে উল্টো এবং উল্টো দিক সোজা তৈরি হবে। এইভাবে প্রত্যেকবার ৬ সেমি. লম্বা করে বোনার পর ১-১ ঘ. দুই কিনারে বাড়াতে থাকুন। মোট ৩২ সেমি. লম্বা হয়ে গেলে হাতের শেপ দিন। প্রথমে দুই কিনারে ৪-৪ ঘ. কম করুন। দ্বিতীয়বার ৩-৩ ঘ. তৃতীয়বার ২-২ এবং চতুর্থবার ১-১ ঘ. কম করুন। এবার বাকি ঘ. দিয়ে ১৭ সেমি. পর্যন্ত বুনে নিন।

সামনের ভাগ: সামনের পুরোভাগ পেছনের ভাগের মতই বুনতে হবে। কেবল সামনের গলার জন্য ঘ. কম করতে হবে। দু'দিকে হাতে ঘ. কম করার পর বাকি ঘ. দিয়ে ৭ সেমি. লম্বা বোনার পর দুই কিনার থেকে ২৯-২৯ ঘ. রেখে বাকি মাঝখানের ঘ. গুলি বন্ধ করে দিন। এবার গলার গোল শেপ দেওয়ার জন্য একটি কাঁটা ছেড়ে একটি কাঁটায় প্রত্যেকবার ১টি ঘ. কম করুন। যখন কাঁটার দু'দিকে ২৪-২৪ ঘ. বাকি থাকবে, তখন ঘ. কম করা বন্ধ করে পেছনের ভাগের সমান লম্বা করে বুনুন।

কাঁধ জোড়া লাগান: দুইভাগ একসঙ্গে রেখে কিনার থেকে ক্রমশ দু'দিকের ১-১ ঘ. মিলিয়ে ছুঁচের সাহায্যে জুড়ে দিন। এইভাবে দ্বিতীয় কাঁধটিও জুড়ে দিন। পেছনের ভাগের মাঝখানে বাঁচা ঘ. গুলি বড় সেফটিপিন কিংবা কাঁটায় নামিয়ে রাখুন। এই ঘ. গুলি গলার বর্ডার বোনার সময় পেছনের দিক থেকে বুনে নেবেন।

হাত: ৮ নং কাঁটায় ৫০ ঘ. উঠিয়ে নিয়ে ১ সো. ১ উ. করে ৬ সেমি.র বর্ডার বুনুন। তারপর ৬ নং কাঁটার সাহায্যে সমান দূরত্বে একই কাঁটায় ৫ ঘ. বাড়িয়ে নিন। এবার সো. দিকে উ. এবং উ. দিকে সো. বোনার পর যেভাবে কাঁধের ঘ. কম করেছিলেন সেইভাবেই ক্রমশ: ৪-৩-২-১ ঘ. কম করুন। বাকি ঘ. গুলি বুনে দুই দিক থেকে ১ কাঁটা ছেড়ে একটি কাঁটায় ১-২ ঘ. কম করে সোয়েটারের সামনের এবং পেছনের ভাগে কম করা হাতের সমান বুনে নিন। বাকি ঘ. বন্ধ করে দিন।

এম্ব্রয়ডারি: সাদা উল দিয়ে মোটা ছুঁচের সাহায্যে পুরো পুলোভারের ওপর চে.স্টিচ ৮-৮ সেমি. দূরত্বে চিত্রানুযায়ী তেরছা রেখা তৈরি করুন। এবার প্রত্যেক রেখার মাঝখানে গ্রাফানুযায়ী স্টাফড্ স্টিচ দিয়ে ৫-৫ পাপড়ির ফুল তৈরি করুন। প্রত্যেক ফুলের মাঝামাঝি ১-১ সাদা পুঁতি ছোট ছুঁচের সাহায্যে টেঁকে দিন।

গলা: গলা বোনার কাঁটায় কালো রঙের উল দিয়ে গলার চারদিক থেকে সমান অঙ্কের ঘর উঠিয়ে নিন। মোট ১১০ ঘ. হওয়া চাই। এবার ১ ঘ. সো., ১ ঘ. উ. করে ৬ সেমি.র বর্ডার বুনুন। তারপর বর্ডারটি ভেতরের দিকে মুড়ে ভাঁজ করে ১-১ ঘ. ছুঁচের সাহায্যে সেলাই করে দিন। এবার পুরো গলার ঘ.-এর ওপর সাদা উল দিয়ে ঘ. উঠিয়ে নিয়ে আগের মত ১ সো. ১ উ. করে ১½ সেমি. লম্বা করে বুনুন। তারপর সমস্ত ঘ. গোল করে বন্ধ করে দিন।

সেলাই: মোটা ছুঁচ এবং কালো উলের সাহায্যে সবথেকে প্রথমে হাতের গোলাকার ভাগ সেলাই করুন। তারপর হাতের দৈর্ঘ্য এবং সামনের ও পেছনের ভাগ সেলাই করুন।

লাল-কালোর 'ভি'

উপকরণ: ৪ প্লাই উলের ২৫ গ্রামের গোলা-কালো রঙের ১০ গোলা, লাল রঙের ৮ গোলা, ১০ নং-এর কাঁটা (বর্ডার বোনার জন্য) ৯ নং এর কাঁটা (সোয়েটার বোনার জন্য) ১০ নং এর ৪টি কাঁটা (গোল গলা বোনার জন্য) সোয়েটার সেলাই করার ছুঁচ।

নোট: কালো ঘরগুলি স্টকিং স্টিচে এবং লাল

ঘরগুলি দু'দিকে উল্টে বুনতে হবে।

সংকেত ঃ ঘ. = ঘর, স্ট. = স্টি. = স্টকিং স্টিচ, উ. = উল্টো, সো. = সোজা, লা.লাল কা. = কালো, বা. = বাড়ানো, ক. = কম করা, রিব = ১ সো. ১ উ. করে বোনা।

ডিজাইন ঃ ১ম পংক্তি ঃ ৬ ঘ.কা., পুরো পংক্তি বুনুন। (৬ কা.সো., লা. উ.)।

২য় পংক্তি ঃ পুরো পংক্তি উল্টো দিকে লা. এর ওপর লা. এবং কা. এর ওপর কা. বুনুন।

৩য় পংক্তি ঃ ৬ কা. সো., ৬ লা. উ., মাঝখানে আসার পর ৯ ঘ. লা., বাকি একই রকম।

৪র্থ পংক্তি ঃ পুরো উ. লা. এর ওপর লা., কা এর ওপর কা. বুনুন।

৫ম পংক্তি ঃ ৫ কা., ৬ লা., ৬ কা., মাঝখানে আসার পর ১১ ঘ. লা. বাকি একই রকম।

৬ষ্ঠ পংক্তি ঃ উ. পংক্তি লা. এর ওপর লা., কা. এর ওপর কা.।

৭ম পংক্তি ঃ ৪ কা., ৬ লা., মাঝখানে আসার পর ১৩ ঘ. লা. বাকি একই রকম।

৮ম পংক্তি ঃ উ. কাটায় লা. এর ওপর লা. কা. এর ওপর কা.।

৯ম পংক্তি ঃ ৩ কা., ৬ লা., ৬ কা. মাঝখানে আসার পর ১ কা.।

এই ক্রমে ডিজাইন তৈরি হবে। মাঝখানে ঘ. বাড়াতে হবে (১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩) দু'দিকের শুরুর ঘ. কম হতে থাকবে (৬, ৫, ৪, ৩, ২, ১)।

পদ্ধতি ঃ সামনের ভাগ ঃ ১০ নং কাঁটায় ১০৫ ঘ. উঠিয়ে রিবে ৮ সেমি.র বর্ডার বুনে ৯ নং কাঁটায় ডিজাইন সেট করে বোনা শুরু করুন। ৫০ সেমি. লম্বা হয়ে গেলে গলার ছাঁটি দিন, ১ ঘ. পিনে রেখে ৫, ৪, ৩, ২, ১ ক্রমে গলার ঘ. কম করুন। ৬০ সেমি. লম্বা হয়ে গেলে বোনা বন্ধ করুন।

পেছনের ভাগ ঃ ১০ নং কাঁটায় ১০৫ ঘ. উঠিয়ে ৮ সেমির বর্ডার বুনে, ৯ নং কাঁটায় ডিজাইন সেট করে ৫৭½ সেমি. বুনে নিন, দু'দিকে ৩৬-৩৬ ঘ. রেখে মাঝখানের ৩১ ঘ. বন্ধ করে দিন এবং দু'দিকে ২½ সেমি. বুনে নিন।

হাত ঃ ১০ নং কাঁটায় বর্ডার বুনে ৯ নং কাঁটায় ডিজাইন সেট করে দু'দিকে ১-১ ঘ. করে মোট ১০ ঘ. বা. করুন, ৫৫ সেমি. লম্বা হয়ে গেলে ঘ. বন্ধ করে দিন।

মেকআপ ঃ দু'দিকের কাঁধ সেলাই করে দিন, হাত দুটো যথাস্থানে টেকে দিন, অতিরিক্ত উল ছেটে ফেলুন, গলার চারদিক থেকে গোলভাবে ১১৭ ঘ. উঠিয়ে ২½ সেমি.র বর্ডার বুনে ঘ. বন্ধ করে দিন, উল ছিঁড়ে ফেলুন।

মাফলার

উপকরণ ঃ কালো উল শেড নং ২৩, ৬ গোলা (২৫ গ্রাম) লাল উল শেড নং ৩, ২ গোলা (২৫ গ্রাম) ১০ নং এর কাঁটা।

নোট ঃ পুরো মাফলারটি ২ কাঁটা দিয়ে উল্টো ভাবে বোনা হয়েছে।

পদ্ধতি ঃ ১০ নং কাঁটায় ১০০ ঘ. উঠিয়ে দুই লাইন পুরো উ. বুনুন, এবার দুই কাঁটায় ৫০-৫০ ঘ. ভাগ করে নিন, ১ম এবং, ৩য় পংক্তি এইভাবে বুনুন– প্রথমে ১ ঘ. উ. বুনে, ২য় ঘ. না বুনে উঠিয়ে নিন, এইভাবে পুরো মাফলার একঘর বুনে এবং একঘর না বুনে বুনতে থাকুন ২½ সেমি. দূরত্বে চার পংক্তি লাল উল দিয়ে, ২ পংক্তি কালো উল দিয়ে আর চার পংক্তি লাল দিয়ে ১০৭½ সেমি. পর্যন্ত বুনে ঘর ফেলে দিয়ে সোজা করে দুই কিনারে ৫০-৫০ ঘর উঠিয়ে জোড়াঘর বুনে জাল তৈরি করে নিন, মাফলার তৈরি।

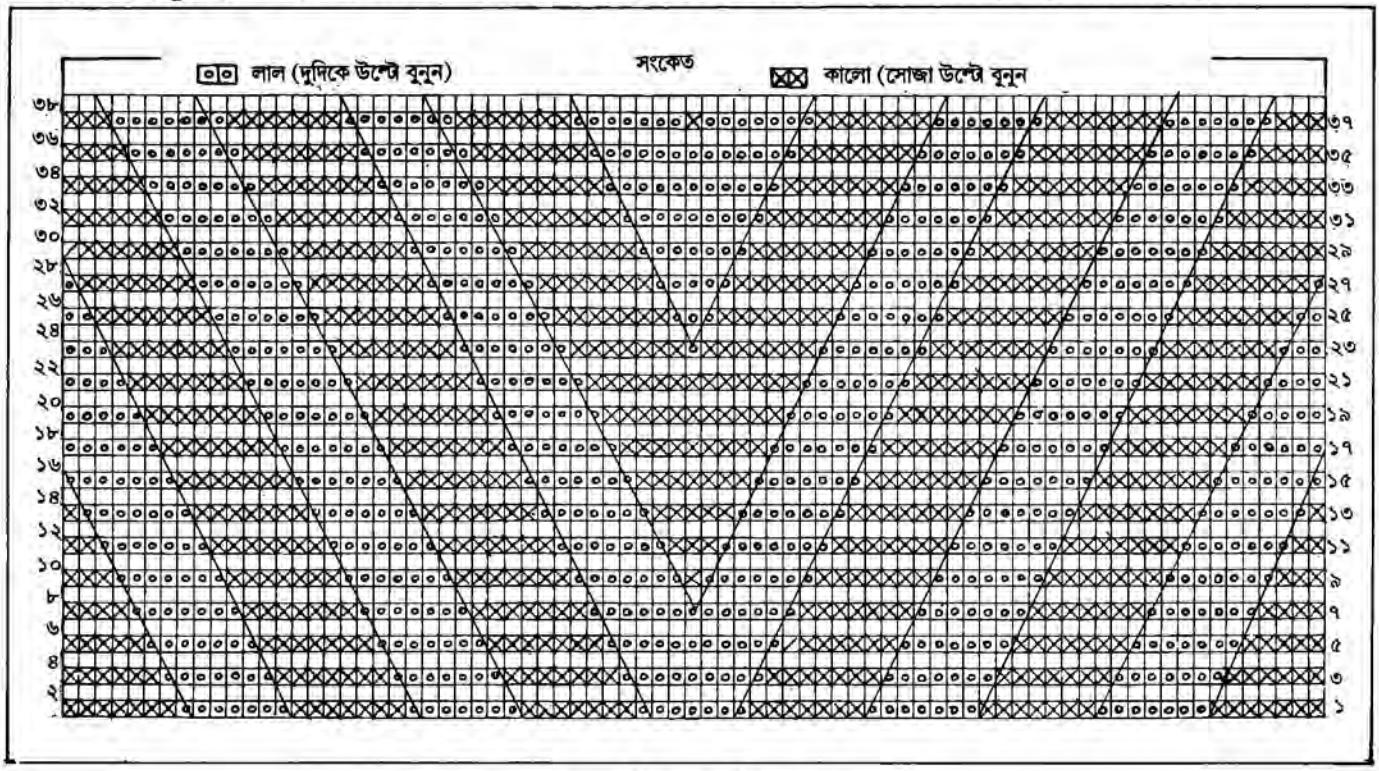

বাহারী টপ

উপকরণ ঃ ২৫ গ্রামের ১৪ গোলা চার প্লাইয়ের কমলা রঙের উল, ০ নং এর একজোড়া কাঁটা, ১০ নং এর একটি ক্রুস হুক কিংবা ১১ নং এর কাঁটা।

মাপ ঃ ৮৬ সেমি. বুকের জন্য ফিট, টপের পুরো দৈর্ঘ্য ৫৬ সেমি., বর্ডার সহ হাতের দৈর্ঘ্য ৪৫ সেমি.।

নোট ঃ উলের ৪ গোলা একসঙ্গে মিশিয়ে পুরো সোয়েটার বোনা হয়েছে। শুধু বর্ডার বোনা হয়েছে একহারা উল দিয়ে।

সামনের এবং পেছনের ভাগ ঃ জিরো নম্বরের কাঁটায় ৩০ ঘ. উঠিয়ে ১ম পংক্তি পুরো সোজা বুনুন। এরপরের পংক্তি উল্টো বুনুন এবং স্টকিং স্টিচে (সোজা পংক্তিতে সোজা, উল্টো পংক্তিতে উল্টো) কাঁধের দৈর্ঘ্য (প্রায় ৫৬ সেমি.) না হওয়া পর্যন্ত বুনুন। এর পরের সোজা পংক্তিতে প্রথমে ১০ ঘ. সোজা বুনুন। এর পরের ১০ ঘ. সামনের গলার জন্য বন্ধ করে দিন, এর পরের ১০ ঘ. বুনুন। দু'দিকের কাঁধ বোনার পর এরপরের পংক্তিতে ১০ ঘ. বুনুন, আবার পেছনের গলার জন্য মাঝখানে ১০ ঘর উঠিয়ে এর পরের ১০ ঘর বুনুন। এই ৩০ ঘ. স্টকিং স্টিচে বুনে পেছনের ভাগ সামনের ভাগের সমান লম্বা করে বুনে নিয়ে সমস্ত ঘর বন্ধ করে দিন।

হাত ঃ ২০ ঘ. উঠিয়ে জিরো নং কাঁটায় স্টকিং স্টিচে প্রায় ৪৪ সেমি. লম্বা করে বুনুন। তারপর সমস্ত ঘর বন্ধ করে দিন।

মেকআপ ঃ হাত সেলাই করে দিন, টপের সাইডের সেলাইরেখা হাতের জন্য সমানভাবে রেখে জুড়ে দিন। হাত যথাস্থানে ঢেঁকে দিন।

গোল গলা, হাতের নিচের ঘেরা এবং টপের নিচের দিকের ঘেরায় চেউখেলানো কিনারা তৈরি করুন। ইচ্ছে হলে ১১ নং কাঁটা দিয়ে বর্ডারও বুনে নিতে পারেন। যদিও সহজ-সরল হবে ক্রুসের বর্ডার বোনা। এর জন্য ১০ নং ক্রুস হুক দিয়ে ঘেরায় ডবল ক্রুসের একটি পংক্তি বুনুন। বর্ডারের জন্য একহারা উল ব্যবহার করুন, অর্থাৎ ২ গোলা দিয়েই বর্ডার বুনুন, আপনি যতটা টাইট রাখতে চান, সেই হিসেবে ডবল ক্রুস তৈরি করুন। এরপরের পংক্তিতে চেউখেলানো ভাগ তৈরি করার জন্য প্রত্যেক ২ ডবল ক্রুসের পর ২ চেন, এরপর পুনরায় ২ ডবল ক্রুস থেকে প্রত্যেকটিতে ১ ডবল ক্রুস বুনতে থাকুন।

গোল গলার টপ

উপকরণ ঃ ৪ প্লাই উল (শেড নং ৩৭) এর ৬ গোলা, ১০ এবং ১২ নং এর দু'জোড়া কাঁটা, সোয়েটার

সেলাই করার ছুঁচ।

পেছনের ভাগ ঃ ১২ নং কাঁটায় ১০২ ঘ. উঠিয়ে ১ সো., ১ উ. করে রিবে ৬-৭ সেমি.র বর্ডার বুনুন। এবার ১০ নং কাঁটা লাগিয়ে এইভাবে জালের নমুনা বুনুন-

১ম পংক্তি ঃ ১ সো., উল সামনে, ১ সো. জো., থেকে × পর্যন্ত পু. করুন। শেষে ১ ঘ. সো.।

২য় পংক্তি ঃ ১ সো., উল সামনে, ১ সো. জো. চিহ্ন × থেকে × পর্যন্ত পু. করুন। শেষে ১ ঘ. সো.।

(দুটো পংক্তি একইরকম বুনতে হবে)

(এই দুই পংক্তি পু. করে মোট ২৯-৩০ সেমি. লম্বা করে নিয়ে বগলের ছাঁট দিন)।

বগলের ছাঁট ঃ এরপরের ২য় পংক্তির শুরুতে ৫-৫ ঘ. বন্ধ করে দিন।

এরপরের ২য় পংক্তিতে ৪-৪ ঘ. বন্ধ করুন।

এরপরের ২য় পংক্তিতে ৩-৩ ঘ. বন্ধ করুন।

এরপরের ২য় পংক্তিতে ২-২ ঘ. বন্ধ করুন।

এরপরের ২য় পংক্তিতে ১-১ ঘ. বন্ধ করুন।

বাকি ৭২ ঘ. নমুনা অনুযায়ী বুনে ১০ সেমি. (বগলের ছাঁটের পর) বুনে গলার ছাঁট দিন।

গলার ছাঁট ঃ এরপরের পংক্তির শুরুতে ২৬ ঘ. বুনে মাঝখানের ২০ ঘ. বন্ধ করে দিন। ২৬ ঘ. দিয়ে শেষ অবধি নমুনা বুনুন। দু'দিকের জন্য আলাদা আলাদা গোলা লাগান। গলার দিকে ৩-২-১-১ করে ঘ. কম করুন। মোট ১৫-১৫ ঘ. থাকার পর ঘ. কম না করে মোট ৫০-৫২ সেমি. বুনে ঘ. বন্ধ করে দিন।

সামনের ভাগ ঃ পেছনের ভাগের মত বুনুন। বগলের ছাঁট দেওয়ার পর ৫ সেমি. বুনে গলার ছাঁট দিন।

গলার ছাঁট ঃ শুরুর ৩০ ঘ. নমুনা অনুযায়ী বুনে মাঝখানের ১২ ঘ. বন্ধ করে দিন। ৩০ ঘ. দিয়ে শেষ অবধি নমুনা অনুযায়ী বুনুন। দু'দিকের জন্য আলাদা আলাদা গোলা লাগিয়ে গলার দিকে ৪-৩-২-১ করে ঘ. কম করুন। মোট ১৫-১৫ ঘ. থাকার পর ঘ. কম না করে নমুনা অনুযায়ী বুনুন। পেছনের ভাগের সমান লম্বা হয়ে গেলে ঘ. বন্ধ করুন।

গলার পটি ঃ ১২ নং কাঁটা দিয়ে সামনের ভাগের গলা থেকে সমান দূরত্বে ৭০-২৭ ঘ. উঠিয়ে ৩ পংক্তি গার্টার স্টিচে বুনুন। উল্টো কাঁটায় সো. বুনে ঘ. বন্ধ করুন।

পেছনের ভাগের গলার জন্য ৬০-৬২ ঘ. ৩ পংক্তি গার্টার স্টিচে বোনার পর উ. কাঁটায় সো. বুনে ঘ. বন্ধ করুন।

কাঁধ দুটো সেলাই করুন।

বগলের পটি ঃ ১২ নং কাঁটা দিয়ে সমান দূরত্বে ৯০ ঘ. ৩ পংক্তি গার্টার স্টিচে বুনে উ. কাঁটায় সো. বুনে ঘ. বন্ধ করুন। দ্বিতীয় বগলের পটিও এইভাবে বুনুন।

সেলাই ঃ উলের মাথাগুলি ছুঁচে গেঁথে বোনার সঙ্গে মিশিয়ে দিন।

উর্মিলা ভটনাগর

হালকা শীতের টপ

উপকরণ ঃ মোহর লন ডবলনিট (শেড নং ০৬) এর ৫০ গ্রামের ৫ গোলা হলুদ রঙের, ১০ এবং ৮ নং এর ২ জোড়া কাঁটা, ১টি সোয়েটার সেলাই করার ছুঁচ।

সামনের বাঁ ভাগ ঃ ১০ নং কাঁটায় ৬৮ (৬৭) উঠিয়ে ২ সো. ২ উ. করে রিব বুনুন।

১ম পংক্তি ঃ সোজা দিক থেকে ৩ সো. (২ উ., ২ সো.) শেষ ১ ঘ. থাকা পর্যন্ত বুনুন। শেষ ঘ. সো. বুনুন।

২য় পংক্তি ঃ ১ সো. (২ উ., ২ সো.) শেষ ৩ ঘ. থাকা পর্যন্ত বুনুন। ২ উ., ১ সো. বুনুন।

এই দুই পংক্তি পু. করে মোট ১১ সেমি. লম্বা হওয়া পর্যন্ত বুনুন। উল্টো কাঁটার শেষ পংক্তিতে সমান দূরত্বে ১-১ ঘ. করে ৪ ঘ. ক. করে নিন। মোট ৬৪

(৭২) থাকবে।

এবার ৮ নং কাঁটা লাগিয়ে গাটার স্টিচে (দু'দিকে সো.) মোট ৬৭ সেমি. লম্বা করে বোনার পর বগলের ছাঁট দিন।

বগলের ছাঁট ঃ এরপরের ২ পংক্তির ৬ (৮) ঘ. বন্ধ করে দিন। এরপর প্রত্যেক সো. দিকের পংক্তির শুরুতে এবং শেষে ১–১ ঘ.ক. করুন। মোট ৪৬ (৫০) ঘ. × ৫ পংক্তি গাটার স্টিচে বুনুন। গলার ছাঁট।

গলার ছাঁট ঃ শুরুর ১৩ (১৪) ঘ. বুনুন। পাল্টে নিয়ে এই ঘ. দিয়ে প্রথম ভাগ বুনুন। এরপরের দুই পংক্তিতে গলার দিকে ১–১ ঘ.ক. করুন। এরপর একটি ছেড়ে একটি পংক্তিতে ১ ঘ. গলার দিকে কম করুন। মোট ৯ (১০) ঘ. থাকা পর্যন্ত ঘ. কম না করে সোজা (গাটার স্টিচে) বুনুন। মোট ৫৬ (৫৮) সেমি. লম্বা হয়ে যাওয়ার পর ঢিলে ঢিলে করে বন্ধ করে দিন। লম্বা আবশ্যকতানুযায়ী কম কিংবা বেশি করতে পারেন। এবার দ্বিতীয় দিকের ভাগ বুনুন। শুরুর ২০ (২০) ঘ. স্টিচ হোল্ডারে নামিয়ে প্রথম ভাগের মতই বিপরীত দিকে ছাঁট দিয়ে বুনুন।

পেছনের ভাগ ঃ পেছনের ভাগ সামনের ভাগের মত বগলের ছাঁট পর্যন্ত বুনুন। সামনের ভাগে বগলের ছাঁট দেওয়ার পর ৫ পংক্তি বোনা হয়েছিল। দেখুন চিহ্ন থেকে × পর্যন্ত। এখানে ৫ পংক্তির জায়গায় ১৯ পংক্তি বুনতে হবে। এরপর গলার ছাঁট আগের মত করেই দিতে হবে। গলার ছাঁট দেওয়ার পর পেছনের ভাগের সমান লম্বা করে বুনে ঢিলে ঢিলে করে ঘ. বন্ধ করে দিন।

গলার পটি ঃ বাঁ দিকের কাঁধ সেলাই করে দিন ১০ নং কাঁটা দিয়ে সো. দিক থেকে, সমান দূরত্বে এইভাবে ঘ. ওঠান। গলার গোলভাগ থেকে ৪৪ (৫৬) ঘ. পেছনের ভাগ থেকে ওঠান। এতে স্টিচ হোল্ডার থেকে নামানো ঘ. ও সামিল আছে। এরপর সামনের ভাগ থেকে ৬০ (৭২) ঘ. ওঠান (স্টিচ হোল্ডার এর ঘর সমেত)। বর্ডারের ২য় পংক্তি থেকে শুরু করে ৬ পংক্তি রিবে বুনুন। রিবেই ঘ. বন্ধ করে দিন।

বগলের পটি ঃ ডান দিকের কাঁধ ও গলার পটি সেলাই করুন। ১০ নং কাঁটায় সোজা দিক থেকে সমান দূরত্বে ৭৬ (৮৪) ঘ. উঠিয়ে নিন। বর্ডারের ২য় পংক্তি থেকে শুরু করে ৬ পংক্তি রিবে বুনুন। রিবেই ঘ. বন্ধ করে দিন।

সেলাই ঃ পাশগুলো সেলাই করে দিন। উলের মাথাগুলি ভুঁচে সেঁথে বোনার সঙ্গে মিশিয়ে দিন।

সোনা ঝরা টপ

উপকরণ ঃ সোনা–হলুদ রঙের উল ৫০ গ্রামর ১১ (১২, ১৩) গোলা, ৮ এবং ১০ নং এর কাঁটা, ১২টি ম্যাচিং বোতাম।

মাপ ঃ ৮১, ৮৬ (৯১-৯৭, ১০২, ১০৭) সেমি.

বুকের মাপের জন্য ফিট।

তৈরি মাপ ঃ ১০২ (১১৭, ১৩২) সেমি., কাঁধ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ৫৬ (৫৯, ৫৯) সেমি. হাতের সেলাই রেখা ৪২ (৪৩, ৪৪) সেমি. বন্ধনীতে দেওয়া নির্দেশ বড় মাপের জন্য, যেখানে শুধু একটিই নির্দেশ আছে তা সমস্ত মাপের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

টান/টেনশন ঃ ৮ নং কাঁটায় ২২ ঘ. দিয়ে ২৮ পংক্তি বোনার ঘর ১০ সেমি.র ভাগ তৈরি হবে।

সংকেত ঃ ঘ. = ঘর, সো. = সোজা, উ. = উল্টো, বা. = বাড়ানো, ক. = কম করা, উ. সো. = উঠিয়ে সোজা বোনা, পু. = পুনরাবৃত্তি, ঘ.ছে.না. = ১ ঘ. নামিয়ে দেওয়া ১ ঘ. বোনা, নামানো ঘ. ওপর দিয়ে নিয়ে এসে ছেড়ে দেওয়া, এ. একসঙ্গে উ.সা. উল সামনে, উ.গে.–উল পেঁচিয়ে নেওয়া।

পেছনের ভাগ ঃ ১০ নং কাঁটায় ৯৫ (১০৫, ১১৫) ঘ. উঠিয়ে নিন।

পটির ১ম পংক্তি ঃ উল্টো দিকে ঃ ১ সো. (১ উ. ১ সো.) শেষ অবধি।

পটির ২য় পংক্তি ঃ ১ উ. (১ সো., ১ উ.) শেষ অবধি বুনুন। আগের ২ পংক্তি ৬ সেমি. পর্যন্ত বুনুন। ১ম পংক্তিতে শেষ করুন।

এরপরের পংক্তি ঃ ২ (৪, ৩) পটিতে (এরপরের ছ.তে বা., ৫ (৪, ৩) পটিতে, এরপরের ঘ.তে বা., ৫ (৩, ৩ পটিতে ৭ (১০, ১৩) বার বুনুন। এরপরের ঘ.তে বা., ৫ (৪, ৩) পটিতে এরপরের ঘ.তে বা., ২ (৫, ৩) পটিতে মোট ১১১ (১২৭, ১৪৩) ঘ.। এবার ৮ নং কাঁটা দিয়ে নমুনা বোনা চালু রাখুন।

১ম পংক্তি ঃ (উ. দিকে) সো.।

২য় এবং প্রত্যেক এ.ছে.এ. পংক্তি উ.।

৩য় পংক্তি ঃ ৩ সো. (উ.সা., উ. ঘ., ৬ সো.) শেষ ৪ পংক্তি পর্যন্ত বুনুন, উ.সা., উ. ঘ.ছে., ২ সো.।

৫ম পংক্তি ঃ ১ সো. (২ সো.এ., উ.সা., সো. উ.সা., উ.ছে.ঘ., ৩ সো. (শেষ ৬ ঘ. পর্যন্ত বুনুন, ২ সো.এ., উ.সা., ১ সো., উ.সা., উ.ছে.ঘ. ১ সো.।)

৫ ৭ম পংক্তি ঃ ৩য় পংক্তির মত।

৯ম পংক্তি ঃ সো.।

১১তম পংক্তি ঃ ৭ সো. (উ.সা., উ.ছে. ঘ., ৬ সো.) শেষ অবধি বুনুন।

১৩তম পংক্তি ঃ ৫ সো., (২ সো.এ., উ.সা., ১ সো.উ.সা., ৩.ছে.ঘ.৩ সো.) শেষ ২ঘ. পর্যন্ত ২ সো.।

১৫তম পংক্তি ঃ ১১তম পংক্তির মত।

১৬তম পংক্তি ঃ উ.।

এই ১৬ পংক্তি দিয়ে নমুনা তৈরি হবে। শুরু থেকে ৩৫ (৩৬, ৩৬) সেমি. লম্বা না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সোজা তুলতে থাকুন। একটির উ. দিকের পংক্তিতে বোনা শেষ করুন।

বগলের ছাঁট ঃ নমুনা বোনা চালু রেখে এরপরের ২ পংক্তির শুরুতে ৭ (৯, ১১) ঘ. বন্ধ করে দিন। প্রত্যেক পংক্তির দুই মাথায় ১ ঘ.ক. করুন। যে পর্যন্ত ওখানে ৭১ (৭৯, ৮৭) ঘ. অবশিষ্ট না থাকে। ৫৬ (৬৯, ৫৯) সেমি. লম্বা না হওয়া পর্যন্ত নমুনা বুনতে থাকুন। নমুনা ১৬তম পংক্তিতে শেষ করুন।

কাঁধের ছাঁট ঃ এরপরের ২ পংক্তির শুরুতে ১৮ (২০, ২২) ঘ. বন্ধ করুন। বাকি ৩৫ (৩৯, ৪৩) ঘ. একটি খালি কাঁটায় নামিয়ে রাখুন।

সামনের বাঁ ভাগ ঃ ১০ নং কাঁটায় ৪৭ (৫১, ৫৫) ঘ. উঠিয়ে নিয়ে পেছনের ভাগের মত ৬ সেমি.র পটি বুনুন। পটি বোনা ১ম পংক্তিতে শেষ করুন।

এরপরের পংক্তি ঃ ২ (৩, ৪) পটিতে বুনুন, এর পরের ঘ–তে বা., ৫ (৩, ২) পটিতে ৭ (১১, ১৫) বার বুনুন। এরপরের ঘ.তে বা., ২ (৩, ৫) পটিতে বুনুন। ৫৫ (৬৩, ৭) ঘ.। ৮ নং কাঁটা বদলে নিয়ে নমুনা সোজা বুনতে থাকুন। যে পর্যন্ত সামনের ভাগ পেছনের দিকের বগল পর্যন্ত লম্বা না হয়ে যায়। একটি উ. দিকের পংক্তিতে বোনা শেষ করুন।

বগলের ছাঁট ঃ ৭ (৯, ১১) ঘ. এরপরের পংক্তির শুরুতে বন্ধ করুন। প্রত্যেক পংক্তিতে বগলের ওপরের দিকে ১ ঘ.ক. যে পর্যন্ত ওখানে ৩৫ (৩৯, ৪৩) ঘ. বাকি না থাকে। সোজা নমুনা বোনা চালু রাখুন। যে পর্যন্ত শুরু থেকে মাপ ৪৯ (৫১, ৫১) সেমি. হয়ে না যায়। সামনের দিকে বোনা শেষ করুন।

গলার ছাঁট ঃ এরপরের পংক্তিতে ৬ (৭, ৮) ঘ. বন্ধ করে দিন। প্রত্যেক পংক্তিতে গলার ওপরের দিকে ১ ঘ.ক., যে পর্যন্ত ওখানে ১৮ (২০, ২২) ঘ. বাকি না থাকে। নমুনা বুনতে থাকুন যে পর্যন্ত সামনের ভাগ পেছনের কাঁধ পর্যন্ত লম্বা না হয়ে যায়। বগলের ওপরিভাগে বোনা শেষ করুন। ঘ. বন্ধ করে দিন।

সামনের ডান ভাগ ঃ সামনের বাঁ ভাগের মত বুনুন। কিন্তু একটি উল্টো পংক্তিতে বগলের ছাঁট দেওয়ার আগেই বোনা শেষ করুন।

হাত ঃ ১০ নং কাঁটায় ৪৫ (৪৯, ৫৩) ঘ. উঠিয়ে ৬ সেমি.র পটি পেছনের ভাগের মত বুনুন। একটি সোজা

পংক্তিতে বোনা শেষ করুন।

এরপরের পংক্তি ঃ ০ (৩, ১) পটিতে, (এরপরের ঘ.তে বা., ১ পটিতে, এরপরের ঘ.তে বা., ২ (১, ১) পটিতে, ৯ (১১, ১৩) বার বুনুন, ০ (২, ০) পটিতে ৬৩ (২১, ৭৬) ঘ.।

৮ নং কাঁটা বদলে নমুনা বোনা চালু রাখুন, প্রত্যেক ৫ম পংক্তিতে দুই মাথায় ১ ঘ.বা., বা.ঘ. দিয়ে নমুনা বুনতে থাকুন, যে পর্যন্ত ওখানে ৯৫ (১০৩, ১১১) ঘ. হয়ে না যায়। শুরু থেকে ৪২ (৪৩, ৪৪) সেমি. লম্বা না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সোজা নমুনা বুনতে থাকুন। একটি উ. পংক্তিতে বোনা শেষ করুন।

ওপরের দিকের ঘ.-কম করা ঃ ৭ (৯, ১১) ঘ. এর পরের ২ পংক্তিতে বন্ধ করে দিন। প্রত্যেক উ. পংক্তিতে দুই মাথায় ১ ঘ.ক., যে পর্যন্ত ৩৩ (২৯, ৩৩) ঘ. অবশিষ্ট না থাকে, একটি উ. পংক্তিতে বোনা শেষ করুন। এরপরের ৪ (২, ৪) পংক্তিতে দুই মাথায় ১ ঘ.ক.। এরপরের ৪ পংক্তিতে শুরুতে ৩ ঘ. বন্ধ করুন। বাকি ১৩ ঘ. বন্ধ করে দিন।

গলার পটি ঃ কাঁধের সেলাই রেখা জুড়ে দিন। ১০ নং কাঁটা দিয়ে সামনের গলার ডানভাগ থেকে ওপরের দিকে ২৪ (২৭, ২৭) ঘ. উঠিয়ে বুনুন। পেছনের ৩৫ (৩৯, ৪৩) ঘ. বুনে পুনরায় সামনের বাঁ গলার ওপরের দিক থেকে নিচের দিকে ২৪ (২৭, ২৭) ঘ. উঠিয়ে বুনুন। মোট ৮৩ (৯৩, ৯৭) ঘ.। পটির একটি ২য় পংক্তি থেকে শুরু করে ৭ পংক্তি পটিতে পেছনের ভাগের মত বুনুন। পটিতে ঘ. ঢিলে-ঢিলে বন্ধ করে দিন।

বোতাম পটি ঃ ১০ নং কাঁটায় উল্টো দিক থেকে সামনের ভাগের ডান দিক থেকে ওপরে গলার পটি বন্ধ করা মাথায় ১১৫ (১১৯, ১১৯) ঘ. উঠিয়ে বুনুন।

পটির একটি ২য় পংক্তি থেকে শুরু করে ২ পংক্তি পটিতে বুনুন।

বোতাম ঘর পটি ঃ (উ. দিকে), ২ (৪, ৪) পটিতে বুনুন। (উ.পে., ২ উ.এ., ৮ পটিতে) ১ বার উ.পে., ২ উ.সা., ১ (৩, ৩) পটিতে ১২ পংক্তি পটিতে বুনুন। পটিতে ঘ. বন্ধ করে দিন।

বোতাম পটি ঃ বোতাম পটির মত বুনুন ঃ শুধু বোতাম ঘ. তৈরি করুন।

মেকআপ ঃ পাশগুলি সেলাই করুন। হাত সেট করুন। বোতাম টেঁকে দিন।

ডিজাইন ঃ অর্ণবাজ ছোত্তি
সৌজন্য ঃ ইন্টারন্যাশনাল উল সেক্রেটারিয়েট।

মনকাড়া জ্যাকেট

উপকরণ ঃ সোনা-হলুদ রঙের উলের ৫০ গ্রামের প্রায় ১৩ (১৪, ১৫) গোলা, ৮ এবং ১০ নং এর দু'জোড়া কাঁটা, ১০ নং এর গোলাকার কাঁটা এবং ৫টি বোতাম।

মাপ ঃ ৮৬ সেমি. (৯১ সেমি., ৬৭ সেমি.) বুকের মাপের জন্য ফিট, লম্বা ৬৭.৫ সেমি. (৬৮ সেমি., ৬৮.৫ সেমি.)।

নোট ঃ বন্ধনীতে দেওয়া অন্য মাপের জন্য, যেখানে কেবল একটি নির্দেশ আছে তা সমস্ত মাপের জন্য প্রযোজ্য।

টান/টেনশন ঃ ৮ নং কাঁটায় ৩৩ ঘ. উঠিয়ে নমুনার ৩৩ পংক্তি বোনার পর ১০ সেমি. × ১০ সেমি. মাপের ভাগ তৈরি হওয়া চাই।

সংকেত ঃ ঘ. = ঘর, সো. = সোজা, উ. = উল্টো, ক. = কম করা, বা. = বাড়ানো, রিব (১ সো. ১ উ. ক্রমানুয়ে বোনা) ঘ.ও. = ঘর ওঠানো, (দুই কাঁটার মাঝখান থেকে লুপ উঠিয়ে পেছনের দিক থেকে সো. কিংবা উ. বুনুন। এ. = একসঙ্গে, পু. = পুনরাবৃত্তি।

পেছনের ভাগ ঃ ১০ এং কাঁটায় ১৫১ (১৫৭, ১৬৩) ঘ. উঠিয়ে রিবে ৫ পংক্তি বুনুন। ঘ.বা. এর পংক্তি ঃ ১২ (১৫, ১৮) ঘ. দিয়ে রি. বুনুন। ১ ঘ.উ., শেষ ১১ (১৪, ১৭) ঘ. পর্যন্ত রিব (রি. ১৬, ১ ঘ.উ.) বুনুন। শেষ অবধি রি. বুনুন। মোট ১৬০ (১৬৬, ১৭২) ঘ. হয়ে যাবে।

৮ নং কাঁটা দিয়ে নমুনার দুই পংক্তি এইভাবে বুনুন-

১ম পংক্তি ঃ (২ সো., ১ উ.) শেষ ঘ. পর্যন্ত পু., ১ সো.।

২য় পংক্তি ঃ (১ উ. ২ সো.) শেষ ঘ. পর্যন্ত পু., ১ উ., নমুনা বোনা চালু রেখে এর পর আরো ১২৪ পংক্তি বুনুন।

বগলের ছাঁট ঃ এরপরের ২ পংক্তির শুরুতে ৩ ঘ. বন্ধ করে দিন। এরপরের ৩ পংক্তিতে প্রত্যেক মাথায় ১-১ ঘ. বন্ধ বন্ধ করুন। এরপর ৭ বার প্রত্যেক ২য় পংক্তির মাথায় ১ ঘ. বন্ধ করে দিন-মোট ১২৮ (১৩৪, ৭১) ঘ. থাকবে।

নমুনা বোনা চালু রেখে এরপরে আরো ৬৭ (৬৯, ৭১) পংক্তি বুনুন।

কাঁধের ছাঁট ঃ এরপরের দুই পংক্তির শুরুতে ২০ (২১, ২৩) ঘ. বন্ধ করে দিন। এরপরের ২ পংক্তিতে পুনরায় ২০ (২১, ২৩) ঘ. বন্ধ করে দিন। সবশেষে বাকি ৪৮ ঘ. বন্ধ করে দিন।

সামনের বাঁ-ভাগ ঃ ৮ নং কাঁটায় ৩ ঘ. উঠিয়ে নিন।

১ম পংক্তি ঃ (সোজা দিক থেকে) ২ সো., ১ উ.,

২য় পংক্তি ঃ ২ ঘ. উঠিয়ে ১ সো., ১ উ. বুনুন, পুনরায় ২ সো., ১ উ. বুনুন।

৩য় পংক্তি ঃ ৪ ঘ. উঠিয়ে নিন (১ উ., ২ সো.) শেষ অবধি বুনুন।

৪র্থ পংক্তি ঃ ২ ঘ. উঠিয়ে নিন, (১ উ., ২ সো.) শেষ ২ ঘ. পর্যন্ত বুনুন। সবশেষে ১ উ., ১ সো.।

৫ম পংক্তি ঃ ৪ ঘ. উঠিয়ে ১ সো., ১ উ., (২ সো., ১ উ.) শেষ ঘ. পর্যন্ত পু., ১ সো.।

৬ষ্ঠ পংক্তি ঃ ২ ঘ. উঠিয়ে নিন। (২ সো., ১ উ.) শেষ ২ ঘ. পর্যন্ত পু., সবশেষে ২ সো. বুনুন)।

৭ম পংক্তি ঃ ৪ ঘ. উঠিয়ে নিন। (২ সো., ১ উ.) শেষ অবধি পু.।

৮ম পংক্তি ঃ ২ ঘ. উঠিয়ে ১ সো., (১ উ., ২ সো.) শেষ ১ ঘ. পর্যন্ত পু., সবশেষে ১ ঘ. উ.।

পেছনের ভাগের মত নমুনা বোনা চালু রেখে ৩য় পংক্তি থেকে ৮ম পংক্তি পর্যন্ত আরো দুইবার পু., এরপর ৩য় থেকে ৫ম পংক্তি পর্যন্ত একবার পু.-মোট ঘ. ৬৯ হয়ে যাবে।

এরপরের পংক্তি ঃ শেষ অবধি নমুনা দিয়ে বুনুন।

এরপরের পংক্তি ঃ ১০ (১৩, ১৬) ঘ. উঠিয়ে শেষ অবধি নমুনা পু. করে বুনুন-এই পংক্তি শুরুর স্থান চিহ্নিত করুন-মোট ঘ. ৭৯ (৮২, ৮৫) হয়ে যাবে।

এরপরের ১০৯ পংক্তি নমুনা দিয়ে বুনুন।

সামনের গলার শেপ ঃ এর পরের পংক্তির শেষে ১ ঘ.ক.। এরপর ৩ বার প্রত্যেক ৪র্থ পংক্তির শেষে ১ ঘ.ক. মোট ৭৫ (৭৮, ৮১) ঘ. হয়ে যাবে।

নমুনা দিয়ে আরো ৩ পংক্তি বুনুন।

গলা বোনা চালু রেখে বগলের ছাঁট ঃ এরপরের পংক্তি ঃ ৬ ঘ. বন্ধ করে দিন, শেষ ২ ঘ. পর্যন্ত নমুনা পু., বগলের দিকে ১ ঘ.ক., এই মাথাতেই এরপরের ৩ পংক্তিতে এবং ৭ বার প্রত্যেক ২য় পংক্তিতে ১ ঘ.ক.। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ৪র্থ পংক্তিতে গলার ওপরের দিকে আগে ক. করা ঘ. এর ওপর ১৭ বার ১ ঘ.ক.-মোট ঘ. ৪০ (৪৩, ৪৬) থাকবে।

নমুনা বোনা চালু রেখে এর পরে আরো ১৩ (১৫, ১৭) পংক্তি বুনুন।

কাঁধের ছাঁট ঃ এর পংক্তির শুরুতে ২০ (২১, ২৩) ঘ. বন্ধ করে দিন ২০ (২২, ২৩) ঘ. অবশিষ্ট থাকবে। নমুনা দিয়ে আরো ১ পংক্তি বুনে ঘ. বন্ধ করে দিন।

সামনের ডান ভাগ ঃ ৮ নং কাঁটায় ৩ ঘ. উঠিয়ে

নিন।

১ম পংক্তি ঃ (সো.দিক থেকে) ১ সো., ১ উ., ১ সো.,।

২য় পংক্তি ঃ ৪ ঘ. উঠিয়ে ১ সো., (১ উ., ২ সো.) শেষ অবধি বুনুন।

৩য় পংক্তি ঃ ২ ঘ. উঠিয়ে (১ উ., ২ সো.) শেষ অবধি বুনুন।

৪র্থ পংক্তি ঃ ৪ ঘ. উঠিয়ে (সো., ১ উ.) শেষ ১ ঘ. পর্যন্ত পু., ১ সো.।

৫ম পংক্তি ঃ ২ ঘ. উঠিয়ে (২ সো., ১ উ.) শেষ অবধি পু.।

৬ষ্ঠ পংক্তি ঃ ৪ ঘ. উঠিয়ে, (১ উ., ২ সো.) শেষ ১ ঘ. পর্যন্ত পু., ১ উ.।

৭ম পংক্তি ঃ ২ য. উঠিয়ে ১ সো. (১ উ., ২ সো.) শেষ ২ ঘ. পর্যন্ত পু., সবশেষে ১ উ., ১ সো.।

৮ম পংক্তি ঃ ৪ ঘ. উঠিয়ে ১ সো., (১ উ., ২ সো.) শেষ অবধি পু.।

পেছনের ভাগের মত নমুনা বোনা চালু রেখে ৩য় পংক্তি থেকে ৮ম পংক্তি পর্যন্ত আরো দুইবার নমুনা পু. করে বুনুন। এরপর ৩য় পংক্তি থেকে ৫ম পংক্তি পর্যন্ত নমুনা আরো একবার পু. করুন–মোট ঘ. ৬৯ হয়ে যাবে।

এরপরের পংক্তি ঃ ১০ (১৩, ১৬) ঘ. উঠিয়ে শেষ অবধি নমুনা বুনুন–এই পংক্তিতে শুরুর স্থান চিহ্নিত করে নিন–মোট ঘ. ৭৯ (৮২, ৮৫) হয়ে যাবে।

এরপরে আরো ১১০ পংক্তি নমুনা দিয়ে বুনুন।

গলার ছাটি ঃ এরপরের পংক্তির শুরুতে ১ ঘ.ক., আবার ৪ বার প্রত্যেক ৪র্থ পংক্তির শুরুতে ১ ঘ.ক.–মোট ঘ. ৭৪ (৭৭, ৮০) থাকবে।

গলা এবং বগলের ছাটি ঃ এরপরের পংক্তির শুরুতে ৬ ঘ. বন্ধ করে দিন। এরপর গলার ওপরের দিকে ৩ পংক্তিতে এবং ৭ বার প্রত্যেক ২য় পংক্তিতে ১ ঘ.ক., সঙ্গে বগলের ওপরের দিকে আগের ঘ.ক. এরপর প্রত্যেক ৪র্থ পংক্তিতে ১৭ বার ১ ঘ.ক. করে বোনা চালু রাখুন। মোট ৪০ (৪৩, ৪৬) ঘ. অবশিষ্ট থাকবে। নমুনা বোনা চালু রেখে এরপরের আরো ১১৪ (১৬, ১৮) পংক্তি বুনুন।

কাঁধের ছাটি ঃ এরপরের পংক্তির শুরুতে ২০ (২১, ২৩) ঘ. বন্ধ করে দিন–২০ (২২, ২৩) ঘ. অবশিষ্ট থাকবে। নমুনা দিয়ে একটি পংক্তি বুনুন। তারপর ঘ. বন্ধ করে দিন।

বোতাম ঘর ঃ কাঁধের সেলাই জুড়ে দিন, ১০ নং এর গোল কাঁটা দিয়ে ডানভাগের নিচের দিক থেকে ঘ. উঠিয়ে পটি বোনা শুরু করুন। সামনের ভাগের পাশের দিকে চিহ্নিত স্থান থেকে সো. বুনে শেপ দেওয়া কিনার থেকে পয়েন্ট পর্যন্ত ৫৪ (৫৮, ৬২) ঘ. উঠিয়ে নিন। পয়েন্টের স্থান থেকে ১ ঘ.উ. এবং এই স্থান চিহ্নিত করে নিন। পয়েন্টের দ্বিতীয় দিক থেকে শেপ দিয়ে কিনার থেকে ২১ ঘ. উঠিয়ে নিন। ১ ঘ. মধ্যভাগ থেকে উঠিয়ে নিন, এই ঘ. গুলিও চিহ্নিত করে নিন। এরপর সামনের ভাগের পটির জন্য সো. বুনে ৭০ ঘ. গলা ছাটার স্থান পর্যন্ত দূরত্বে উঠিয়ে নিন। গলার কিনার থেকে কাঁধ পর্যন্ত ভাগ থেকে ৭৫ (৭৭, ৭৯) ঘ. উঠিয়ে নিন। সবশেষে পেছনের গলার ভাগ থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত ২৪ ঘ. বুনে নিন–এইভাবে মোট ঘ. ২৪৬ (২৫২, ২৫৮) হয়ে যাবে। গোল কাঁটা দিয়ে রিব বোনা চালু রেখে প্রত্যেক পংক্তিতে চিহ্নিত ঘ. এর দুইদিকে ১–১ ঘ.বা. করে ২ পংক্তি বুনুন–মোট ঘ. ২৫৪ (২৬০, ২৬৬) হয়ে যাবে।

১ম বোতাম ঘর পংক্তি ঃ ১০১ (১০৩, ১০৫) ঘ. দিয়ে রিব বুনুন। (২ ঘ. বন্ধ করে দিন। এর পরের ১২ ঘ. দিয়ে রিব বুনুন) ৪ বার পু., ২ ঘ. বন্ধ করে দিন। সামনের দিকে ঘ.বা. করে শেষ অবধি রিব বুনুন।

২য় বোতাম ঘর পংক্তি ঃ আগের মত ঘ.বা. করে এবং পেছনের পংক্তিতে বন্ধ করা ২ ঘ. এর জায়গায় পুনরায় ২ ঘ. উঠিয়ে পুরো পংক্তি রিবে বুনুন।

আগের মত প্রত্যেক পংক্তিতে চিহ্নিত ঘ. নিন। দুইদিকে ১ ঘ. বা. করে রিবে দুই পংক্তি বুনুন–মোট ঘ. ২৭০ (২৭৬, ২৮২) হয়ে যাবে, রিব বোনা চালু রেখে ঘ. বন্ধ করে দিন।

বোতাম পটি ঃ ১০ নং কাঁটায় সো. দিক থেকে গোল কাঁটা দিয়ে সো. বুনে পেছনের গলার মধ্যভাগ থেকে কাঁধ পর্যন্ত ২৪ ঘ. বুনে নিন। কাঁধ থেকে সামনের গলা ছাটার স্থান পর্যন্ত ভাগ থেকে ৭৫ (৭৭, ৭৯) ঘ. এবং এরপর সামনের ভাগের সোজা শিরা থেকে ৭০ ঘ. উঠিয়ে নিন। ১ ঘ. কোনা থেকে ওঠান। এই ঘ. গুলি চিহ্নিত করে নিন–২১ ঘ. শেপ দিয়ে কিনার থেকে উঠিয়ে পয়েন্ট থেকে ১ ঘ. উঠিয়ে নিন। ঘ. গুলি চিহ্নিত করে নিন। পয়েন্টের ঘ. দ্বিতীয় দিকের শেপ দেওয়া ভাগ থেকে সাইড পর্যন্ত ভাগ থেকে ৫৪ (৫৮, ৬২) ঘ. উঠিয়ে নিন–এইভাবে মোট ঘ. ২৪৬ (২৫২, ২৫৮) হয়ে যাবে।

প্রত্যেক পংক্তিতে চিহ্নিত ঘরের দুইদিকে ১–১ ঘ.বা. করে ৬ পংক্তি রিবে বুনে নিন। রিব বোনা চালু রেখে ঘ. বন্ধ করে দিন।

বগলের পটি ঃ ১০ নং কাঁটায় সো.দিক থেকে বগলের কিনার থেকে সমান দূরত্বে সো. বুনে ১৩৪ (১৩৮, ১৪২) ঘ. উঠিয়ে নিন। রিবে ৬ পংক্তি বুনুন। রিব বোনা চালু রেখে ঘ. বন্ধ করে দিন।

মেকআপ ঃ বগলের পটির মাথাগুলি পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে বগলের সেলাই রেখার সঙ্গে জুড়ে দিন। বোতাম ঘ. এবং বোতাম পটির মাথাগুলি পেছনের গলার মাঝখানে জুড়ে দিন এবং বোতাম পটির ওপর বোতাম ঘ. অনুযায়ী বোতাম লাগিয়ে নিন।

সহযোগিতা ঃ আই.পি.সি

টুইস্টেড পুলোভার

উপকরণ ঃ ডবলনিট ক্যাশমিলন আকাশি রঙের (শেড নং ৩৪) ৫০ গ্রামের ৫ গোলা, ডবলনিট মোহর লনের হাল্কা আকাশি রঙের ১ গোলা, ৮ এবং ৯ নং এর দু'জোড়া কাঁটা, ৯ নং এর ক্রুস।

শুরু করার আগে কয়েকটি ঘ. উঠিয়ে নমুনা বুনে দেখুন।

মুখ্য নমুনা ঃ প্রথম পংক্তি ঃ * ৫ (৬) ঘ. উ., ৮ সো., চিহ্ন * থেকে পু.।

২য় পংক্তি ঃ সো. ঘ. সো., উ. ঘ. উ. বুনুন।

টুইস্টেড কেবল ঃ মুখ্য নমুনার ১ম এবং ২য় পংক্তি পু. করে ৪ (১২) পংক্তি বুনে নিন। ৯ম (১৩তম) পংক্তিতে, ১ম, ৩য় এবং ৫ম পটি (৮ সো. ঘ. এর পটি) তে, ৮ ঘ. উ. বুনুন, একটি উল্টো ডোরা পরে যাবে। এরপরের ৯ নং পংক্তি মুখ্য নমুনা দিয়ে বুনুন।

প্রথম 'বো' তৈরি করুন, ৮ নং কাঁটা দিয়ে মোহর লন উলের সাহায্যে ৮ ঘ. উ. বোনায় যে ডোরা তৈরি হয়েছিল, তার ওপর থেকে ৮ ঘ. বুনে উঠিয়ে নিন (চিত্র দেখুন) এই ৮ ঘ. দিয়ে স্ট.স্টি.তে ১১ পংক্তি বুনুন। পাল্টে নিন, যাতে উ. পংক্তি সামনে এবং সো. পংক্তি পেছনের দিকে হয়ে যায়।

পটির ৮ সো. ঘ. এর সঙ্গে ১–১ ঘ. মিলিয়ে সো. বুনুন। টুইস্টেড কেবল 'বো' তৈরি। এইভাবে ৩য় এবং ৫ম পটিতেও তৈরি করুন। ৯ (১১) পংক্তি মুখ্য নমুনা দিয়ে বুনে ২য় এবং ৪র্থ পটিতে টুইস্টেড কেবল 'বো' তৈরি করুন।

পেছনের ভাগ ঃ ৯ নং কাঁটায় ৬৬ (৭২) ঘ. উঠিয়ে ১ সো., ১ উ. করে রিবে ৬ সেমি.র বর্ডার বুনুন। উল্টো দিকে পরার শেষ পংক্তিতে সমান দূরত্বে ৬ ঘ. বাড়িয়ে নিন। মোট ৭২ (৭৮) ঘ. হয়ে যাবে। এবার ৮ নং কাঁটা লাগান।

ছোট মাপ (৭২ ঘ.) এর ওপর ৫ উ., ৮ সো. এবং বড় মাপ (৭৮) ঘ. দিয়ে ৬ উ. ৮ সো. করে ৫ পটি বুনুন। একবার ১ম ৩য় এবং ৫ম পটিতে টুইস্টেড কেবল 'বো' তৈরি করুন এবং একবার ২য় এবং ৪র্থ পটিতে কেবল 'বো' তৈরি করুন। এরপর কেবল 'বো' বোনা চালু রেখে মুখ্য নমুনায় মোট ৩৮.৬ (৪২.৫) সেমি. বুনে নিয়ে গলার ছাঁট দিন।

গলার ছাঁট ঃ শুরুর ২৪ (২৬) ঘ. নমুনা দিয়ে বুনুন। একটি অন্য গোলা লাগিয়ে মাঝের ২৪ (২৬) ঘ. বন্ধ করে দিন। শেষ অবধি নমুনা অনুযায়ী বুনুন। গলার দিকে ২-১ করে ঘ. কম করুন। দুটো ভাগ সঙ্গে সঙ্গে বুনুন। মোট ৪০ (৪৪) সেমি. বুনে ঘ. বন্ধ করে দিন।

সামনের ভাগ ঃ পেছনের ভাগের সমান মোট ৩৬ (৪০) সেমি. হওয়া পর্যন্ত বুনে নিন। তারপর গলার ছাঁট দিন।

গলার ছাঁট ঃ শুরুর ২৪ (২৬) ঘ. নমুনা অনুযায়ী বুনুন। একটি অন্য গোলা লাগিয়ে মাঝের ২৪ (২৬) ঘ. বন্ধ করে দিন। শেষ অবদি নমুনা অনুযায়ী বুনুন। গলার দিকে ২-১ করে ঘ. কম করুন। দুটো ভাগ সঙ্গে সঙ্গে বুনুন। মোট ৪০ (৪৪) সেমি. বুনে ২১ (২৩) ঘ. বন্ধ করে দিন।

সামনের ভাগ ঃ পেছনের ভাগের সমান মোট ৩৬ (৪০) সেমি. হওয়া পর্যন্ত বুনে। গলার ছাঁট দিন।

গলার ছাঁট ঃ শুরুর ৩০ (৩২) ঘ. নমুনা অনুযায়ী বুনুন। একটি অন্য গোলা লাগিয়ে মাঝখানের ১২ (১৪) ঘ. বন্ধ করে দিন। শেষ অবধি নমুনা অনুযায়ী বুনুন। দুইভাগ একসঙ্গে বোনা চালু রেখে গলার দিকে ৩-২-১ করে ঘ. কম করুন। মোট ২১ (২৩) ঘ. থাকা পর্যন্ত এবং পেছনের ভাগের সমান লম্বা হয়ে গেলে ঘ. বন্ধ করে দিন।

হাত ঃ ৯ নং কাঁটায় মুখ্য রঙ দিয়ে ৩৪ (৩৬) ঘ. উঠিয়ে ১ সো., ১ উ. করে রিবে ৬ সেমি. বর্ডার বুনুন। উল্টো দিকে পরার শেষ পংক্তিতে সমান দূরত্বে ১০ পংক্তি বাড়িয়ে মোট ৪৪ (৪৬) ঘ. করে নিন। ৮ নং কাঁটা লাগিয়ে মুখ্য রঙ দিয়ে নমুনা বুনুন। লক্ষ্য রাখবেন যাতে ৮ সো. ঘ. এর পটি মধ্যভাগে আসে। প্রত্যেক ৬ষ্ঠ পংক্তিতে দুইদিকে ১-১ ঘ. বাড়াতে থাকুন। বাড়ানো ঘ. মুখ্য নমুনা অনুযায়ী বুনুন। হাতের ওপর কেবল সোজা পটি বুনতে হবে। এর ওপর টুইস্টেড কেবল 'বো' তৈরি হবে না।

মোট ৭৬ ঘ. এবং ৩১ (৩৫) সেমি. লম্বা হয়ে গেলে ঘ. নমুনা অনুযায়ী বন্ধ করে দিন।

সেলাই ঃ কাঁধ দুটো সেলাই করে দিন। কাঁধের সেলাই থেকে নিচের দু'দিকের ১৮ (১৯) সেমি. দূরত্বে বগলের জন্য চিহ্ন লাগিয়ে দিন। হাত লম্বাভাবে দুই ভাঁজ করে দুইদিকের চিহ্নিত জায়গার মাঝখানে সেলাই করে দিন। হাতের মুখ্য ভাগ কাঁধের সেলাইয়ের সঙ্গে মেলা চাই।

৯ নং ক্রুসের সাহায্যে মোহর লন উল দিয়ে গলার খোলভাগে ১ পংক্তি ড.ক.তে বুনুন। এরপরের পংক্তি মুখ্য রঙ দিয়ে রিভার্স ড.ক. দিয়ে বুনুন।

রিভার্স ডবল ক্রুস ঃ ডান থেকে বাঁ দিকে যাওয়ার জায়গায় এই পংক্তিতে বাঁ থেকে ডান দিকে ডবল ক্রুস বুনতে হবে। এতে একটি সুন্দর গিটের মত পংক্তি তৈরি হবে।

উর্মিলা ভটনাগর

জালিদার জ্যাকেট

উপকরণ ঃ চার প্লাইয়ের পিওর উল 'উলমার্ক'-২০০ গ্রাম গাঢ় নীল রঙের, ১০০ গ্রাম হাল্কা নীল রঙের এবং ৭৫ গ্রাম সাদা রঙের উল, ৪ নং এর ক্রুস হুক, ১টি টেপেস্ট্রি উল নিডিল।

মাপ ঃ ৯৬.৫ সেমি. বুকের মাপের জন্য ফিট, লম্বা ৬৪ সেমি.।

সংকেত ঃ চে. = চেন, ট্রে. = ট্রেবল, স্টি. = স্টিচ, এ. = একসঙ্গে, হু.উ.পে. = হুকের ওপর উল পেঁচিয়ে পিন, স্লি.স্টি. = স্লিপ স্টিচ, হা.ট্রে. = হাফ ট্রেবল, ড.ক. = ডবল ক্রুস, স্পে. = স্পেস, ক. = কম করা।

পেছনের ভাগ ঃ গাঢ় নীল রঙের উল দিয়ে ১২০টি চে. বুনুন।

১ম পংক্তি ঃ হুক দিয়ে ৪র্থ চে.তে ১ ট্রে., প্রত্যেক

চে.তে ১ ট্রে., শেষ অবধি বুনুন (১১৮ স্টি.) ২ চে., পাল্টে নিন।

২য় পংক্তি ঃ শুরুতে ২ চে. এর দ্বিতীয়টিতে ১ ট্রে., প্রত্যেক চে.তে ১-১ ট্রে., ২ চে., পাল্টে নিন।

৩য় থেকে ৮ম পংক্তি ঃ ২য় পংক্তির মত, ২ চে.।

৯ম পংক্তি ঃ ২ ট্রে.এ. (দুটো ট্রে. এর শেষ লুপ হুকে রেখে ২ ট্রে. তৈরি করুন, হু.লু.পে., এবং হুকের ওপরের সমস্ত লুপের ভেতর দিয়ে বের করে নিন) প্রত্যেক ট্রে.তে ১ ট্রে. শেষ ২ ট্রে. পর্যন্ত তৈরি করুন, ২ ট্রে.এ., ২ চে., পাল্টে নিন।.

১০ম থেকে ১৫তম পংক্তি ঃ ২য় পংক্তির মত বুনে পাল্টে নিন।

১৬তম পংক্তি ঃ ৯ম পংক্তির মত (১১৪ স্টি.)।

১৭তম থেকে ২৫তম পংক্তি ঃ ২য় পংক্তির মত, গাঢ় নীল রঙের উল ছিঁড়ে, হাল্কা নীল রঙের উল জুড়ুন। ২ চে., পাল্টে নিন।

২৬তম থেকে ৩৩তম পংক্তি ঃ ২য় পংক্তির মত, ২ চে. পাল্টে নিন।

৩৪তম পংক্তি ঃ ১ ট্রে. ওই স্টি.তে, প্রত্যেক স্টি.তে ১ ট্রে. শেষ ২ স্টি. পর্যন্ত তৈরি করুন, শেষ ট্রে.তে ২ ট্রে. (১১৬ স্টি.) ২ চে., পাল্টে নিন।

বগলের ছাঁট ঃ ১ম পংক্তি ঃ শুরুর ৬ স্টি.তে স্লি.স্টি., ২ চে., প্রত্যেক স্টি.তে ১ ট্রে. শেষ ৬ স্টি. পর্যন্ত তৈরি করুন।

২য় এবং ৩য় পংক্তি ঃ শুরুর ৪ স্টি.তে স্লি.স্টি., প্রত্যেক স্টি.তে ১ ট্রে. শেষ ৪ স্টি. পর্যন্ত তৈরি করুন, ১ চে. পাল্টে নিন।

৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ পংক্তি ঃ প্রত্যেক স্টি.তে ১ ট্রে., শুধু শুরুর এবং শেষের ২ স্টি.ক. (৭৬ স্টি.) হাল্কা নীল রঙের উল ছিঁড়ে ফেলে গাঢ় নীল রঙের উল জুড়ুন।

৭ম এবং ৮ম পংক্তি ঃ প্রত্যেক মাথায় ১ স্টি.ক. (৭২ স্টি.)।

৯ম থেকে ১৭তম পংক্তিঃ সোজা বুনুন, ২ চে. পাল্টে নিন।

গলা এবং কাঁধের ছাঁট : ১ম পংক্তি : এর পরের ১৭ স্টি. এর প্রত্যেকটিতে ১ টে., ২ স্টি.এ. ২ চে., পাল্টে নিন।

২য় পংক্তি : এর পরের ২ স্টি.এ., প্রত্যেক স্টি.তে ১ ট্রে. শেষ ৬ স্টি. পর্যন্ত তৈরি করুন। এর পরের ২ স্টি.তে ১ হা. ট্রে., এর পরের ৩ স্টি. এর প্রত্যেকটিতে ১ ড.ক. ১ চে., পাল্টে নিন।

৩য় পংক্তি : শুরুর ৬ স্টি.তে স্লি.স্টি., এর পরের ৩ স্টি. এর প্রত্যেকটিতে ১ ড.ক., এর পরের ২ স্টি. এর প্রত্যেকটিতে ১ হা. ট্রে., এর পরের ২ স্টি. এর প্রত্যেকটিতে ১ ট্রে., এর পরের ২ ট্রে.এ., উল ছিঁড়ে ফেলুন। মাঝখানের ৩৪ স্টি. ছেড়ে গাঢ় নীল রঙের উল জুড়ুন এবং দ্বিতীয় কাঁধ আগের মত করেই কিন্তু বিপরীত দিকে কম করে বুনুন।

সামনের বাঁ ভাগ : গাঢ় নীল রঙের উল দিয়ে ৫৭ চে. বুনুন।

১ম থেকে ২৫তম পংক্তি : সামনের দিকে সোজা শিরা রেখে কিনার থেকে শিরার পেছনের ভাগের মত আকার দিয়ে বুনুন। গাঢ় নীল রঙের উল ছিঁড়ে ফেলে হাল্কা নীল রঙের উল জুড়ুন। ৪ চে., পাল্টে নিন।

জালের নমুনা শুরু করুন : ১ম পংক্তি : × এর পরের ট্রে. ছেড়ে দিন, এর পরের ট্রে.তে ১ ট্রে. ১ চে., চিহ্ন × থেকে পু., সবশেষে ২ চে. এর ২য় চে.তে ১ ট্রে., ৩ চে., পাল্টে নিন (২৬ স্পে.)।

২য় পংক্তি : × এর পরের টে.তে ১ টে., ১ চে., চিহ্ন × থেকে পু., সবশেষে ৩ চে. এর ২য় চে.তে ১ ট্রে. তৈরি করুন।

৩য় থেকে ৯ম পংক্তি : ২য় পংক্তির মত, ৩ চে. পাল্টে নিন।

১০ম পংক্তি : ১ ট্রে., ওই স্টি.তে, × ১ চে., এর পরের ট্রে.তে ১ ট্রে., চিহ্ন × থেকে শেষ অবধি পু. (২৭ স্পে.)।

১১তম থেকে ১৯তম পংক্তি : সোজা বুনুন।

বগলের ছাঁট : ১ম পংক্তি : সামনের শিরা সোজা রেখে বগলের ওপরের দিকে স্পে. ক.।

২য় থেকে ৩য় পংক্তি : বগলের ওপরের দিকে ২ স্পে.ক.।

৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ পংক্তি : বগলের ওপরের দিকে ১ স্পে.ক., ২ চে., পাল্টে নিন (১৭ স্পে.)।

৭ম পংক্তি : এর পরের ট্রে.তে ১ ট্রে., × ১ চে., এর পরের ট্রে.তে ১ ট্রে., চিহ্ন × থেকে শেষ অবধি পু.।

হাল্কা নীল রঙের উল ছিঁড়ে ফেলে হাল্কা নীল রঙের উল জুড়ুন, ১ চে., পাল্টে নিন (১৬ স্পে.)।

১ম পংক্তি : ৩ সো.স্টি.তে ১ ড.ক., × ১ চে., এর পরের ট্রে. ছেড়ে, এর পরের ট্রে.তে ১ ড.ক., চিহ্ন × থেকে শেষ ২ স্টি. পর্যন্ত পু., ২ ড.ক. এ. ২ চে., পাল্টে নিন।

২য় পংক্তি : × ট্রে. এর পরের স্পে.তে, এর পরের ড.ক.তে ১ ট্রে., চিহ্ন × থেকে শেষ অবধি পু., ২ চে., পাল্টে নিন (৩২ স্টি.)।

৩য় থেকে ৮ম পংক্তি : সোজা ট্রে.তে বুনুন, ২ চে., পাল্টে নিন।

গলার ছাঁট : প্রথম পংক্তি : প্রত্যেক স্টি.তে ১ ট্রে. শেষ ৯ স্টি. পর্যন্ত তৈরি করুন। ২ ট্রে.এ. পাল্টে নিন।

২য় পংক্তি : গলার ওপরের দিকে ১ স্টি.ক., শেষ অবধি ট্রে. বুনুন।

৩য় পংক্তি : গলরি ওপরের দিকে ২ স্টি.ক., শেষ অবধি ট্রে. বুনুন।

৪র্থ এবং ৫ম পংক্তি : ২য় এবং ৩য় পংক্তির মত।

৬ষ্ঠ এবং ৭ম পংক্তি : গলার ওপরে ১ স্টি.ক. (১৬ স্টি.)।

৮ম এবং ৯ম পংক্তি : সোজা বুনুন।

কাঁধের ছাঁট : গলার শিরা সোজা রেখে, পেছনের ভাগের মত কাঁধের ছাঁট নিন। উল ছিঁড়ে ফেলুন।

সামনের ডান ভাগ : সামনের বাঁ ভাগের মত বিপরীত দিকে আকার দিয়ে বুনুন।

মেকআপ : কিনারের এবং কাঁধের সেলাই রেখা জুড়ে দিন।

পটি : বাঁ কাঁধ গাঢ় নীল রঙের উল জুড়ে এক পংক্তি হা.ট্রে. এর সামনের গলার নিচের দিকে তৈরি করুন, প্রত্যেক কোনার স্টি.তে ৩ ট্রে. বুনুন। সামনের ভাগের ওপরের দিকে এবং ডান ভাগের ওপরের দিকে আর পেছনের গলা তৈরি করুন। প্রথমে হা.ট্রে.তে স্লি.স্টি., ১ চে., পাল্টে নিয়ে ১ হা.টে. এর আরো দুটো ঘেরা তৈরি করুন। প্রত্যেক ঘেরা তৈরি করার পর পাল্টাতে থাকুন। এবং গলার শিরা সোজা রাখতে হলেই ১ স্টি.ক., ওপরের সমস্ত শিরার ওপর ২ ঘেরা ড.ক. তৈরি করুন। উল ছিঁড়ে ফেলুন।

হা.টে. এর ২ ঘেরা এবং ড.ক. এর ১ ঘেরা প্রত্যেক বগলের ওপর তৈরি করে উল ছিঁড়ে ফেলুন।

এম্ব্রয়ডারি : সাদা উলের দু'টুকরো টেপেস্টি নিডিলে গেঁথে সামনের দুই ভাগে হাল্কা নীল রঙের উল দিয়ে তৈরি জালিতে চিত্রানুযায়ী এম্ব্রয়ডারি করে নিন। গাঢ় রঙ দিয়ে বোনা ভাগের ওপর সাদা রঙের উল দিয়ে চিত্রানুযায়ী তির্যক রেখা চেন স্টিচ দিয়ে এম্ব্রয়ডারি করুন। রেখাগুলির মাঝখানে ৩ সেমি. জায়গা ছেড়ে দিন।

ডিজাইন : অর্পবাজ চৌতি
সৌজন্য : ইন্টার ন্যাশনাল উল সেক্রেটারিয়েট।

স্লিভলেস জ্যাকেট

উপকরণ : যে কোন মনপছন্দ রঙের উল ৫০ গ্রামের ১০(১১, ১২) গোলা, ৭ এবং ৯ নং-এর দু'জোড়া কাঁটা, ১টি কেবিল নিডিল, ৫টি বোতাম।

মাপ : ৮৬ সেমি. (৯১ সেমি., ৯৭ সেমি.) বুকের মাপের জন্য ফিট, লম্বা ৫৯.৫ সেমি. (সেমি., ৬১ সেমি.)।

নোট : বন্ধনীতে দেওয়া নির্দেশ অন্য মাপের জন্য, যেখানে শুধু একটিই নির্দেশ আছে তা সমস্ত মাপের জন্য প্রযোজ্য।

টান/টেনশন : ৭নং কাঁটায় ২২ ঘ. উঠিয়ে স্ট.স্টি.তে ৩০ পংক্তি বোনার পর ১০ সেমি. × ১০ সেমি. মাপের ভাগ তৈরি হবে।

সংকেত : ঘ. = ঘর, সো. = সোজা, উ. = উল্টো, কে. = কেবিল, বি.বু. = না বোনা ঘ. নামানো, বা. = বাড়ানো, ক. = কম করা, পু. = পুনরাবৃত্তি, কে.নি. = কেবিল নিডিল, স্ট.স্টি. = স্টকিং স্টিচ (সো. দিকে সো., উ. দিকে উ. পংক্তি বোনা) ক্র. ৫ ঘ. ডানদিকে ক্রস করে ৫ ঘ. বোনা, (কে.নি.তে এর পরের ২ ঘ. বি.বু. নামিয়ে পেছনের দিকে রাখুন, এর পরের ৩ ঘ. সো. বুনুন, পুনরায় কে.নি. থেকে ২ ঘ. উ. বুনুন) ক্র. ৫ম বাঁ দিকে ক্রস করে ৫ ঘ. বুনুন (কে.নি.তে ৩ ঘ. বি.বু. নামিয়ে সামনের দিকে রাখুন, ২ উ., কে.নি. দিয়ে ৩ সো. বুনুন) কে. ৬ ডানদিকে মুড়ে ৬ ঘ. কে.নি. দিয়ে বুনুন (কে.নি. তে ৩ ঘ. বি.বু. নামিয়ে পেছনের দিকে ফেলুন, ৩ সো., কে.নি. দিয়ে ৩ ঘ. সো. বুনুন) কে. ৬ বাঁদিকে মুড়ে ৬ ঘ. কে.নি. দিয়ে বুনুন (কে.নি.তে ৩ ঘ. নামিয়ে সামনের দিকে রাখুন। ৩ সো., কে.নি. দিয়ে সো. বুনুন), ক্র. ৮ ডানদিকে ক্রস করে ৮ ঘ. বুনুন (কে.নি.তে ৩ বি.বু. ঘ. নামিয়ে পেছনের দিকে ফেলুন, ৩ সো., কে.নি. দিয়ে ৩ সো., ২ উ. বুনুন) ক্র. ৮ বাঁদিকে ক্রস করে ৮ ঘ. বুনুন (কে.নি.তে ৩ বি.বু. ঘ. নামিয়ে সামনের দিকে রাখুন, ৩ সো., কে.নি. দিয়ে সো. বুনুন), রি. রিব (১ সো., ১ উ. ক্রমানুয়ে বুনুন)।

পেছনের ভাগ : ৯নং কাঁটা নিয়ে ১১১(১১৭, ১২৩)

ঘ. উঠিয়ে রিঙ বোনা চালু রেখে ২২ পংক্তি বুনুন। ৭নং কাঁটা দিয়ে সো. পংক্তিতে বোনা শুরু করে স্ট.স্টি. তে ৯০ পংক্তি বুনুন।

বগলের ছাঁট: এর পরের ২ পংক্তির শুরুতে ৭(৮, ৯) ঘ. বন্ধ করে দিন। এরপরের পংক্তিতে প্রত্যেক মাথায় ১ ঘ.ক. মোট ৮১(৮৫, ৮৯) ঘ. থাকবে। স্ট.স্টি. তে বোনা হারি রেখে আরো ৪৯ (৫১, ৫৩) পংক্তি বুনুন।

কাঁধের ছাঁট: এরপরের ৪ পংক্তির শুরুতে ৪ ঘ. বন্ধ করে দিন। এরপর এরপরের ২ পংক্তিতে ৮(৯, ১০) ঘ. বন্ধ করে দিন। বাকি ৩৩(৩৫, ৩৭) ঘ. আলাদা কাঁটায় নামিয়ে রাখুন।

পকেট লাইনিং (দুটো তৈরি করুন) ৭নং কাঁটায় ২৬ ঘ. উঠিয়ে স্ট.স্টি.তে ২৯ পংক্তি বুনুন।

ঘ.বা. পংক্তি: × ১ উ., ঘ.বা., চিহ্ন × থেকে শেষ ২ ঘ., পর্যন্ত পু., ২ উ. মোট ঘ. ৩৮ হয়ে যাবে। এই ঘ. গুলি আলাদা পিনে নামিয়ে রাখুন।

সামনের বাঁ ভাগ: ৯নং কাঁটায় ৬১(৬৩, ৬৭) ঘ. উঠিয়ে রি. বোনা চালু রেখে ২১ পংক্তি বুনুন।

ঘ.বা. পংক্তি: ৯ ঘ. দিয়ে রি. বুনে বোতাম পটির জন্য ঘ. পিনে নামিয়ে রাখুন। ১২(১৪, ১৬) ঘ. দিয়ে রি. বুনুন, × ঘ.বা., ১ রি., চিহ্ন × থেকে ১২(১৩, ১২) বার পু. বার পু. করে বুনুন। শেষ অবধি রি. বুনুন–মোট ঘ. ৬৫(৬৮, ৭১) হয়ে যাবে। ৭নং কাঁটা দিয়ে বোনা শুরু করুন।

১ম মূল পংক্তি: ১৫(১৬, ১৭) সো., প্যানেলের জন্য ২ উ., × ৩ সো., ২ উ., ৬ সো., ২ উ., ৩ সো., ২ উ., চিহ্ন × থেকে আরো একবার পু. ১২(১৪, ১৬) সো.)।

২য় মূল পংক্তি: ১২(১৪, ১৬) উ. প্যানেলের জন্য ২ সো., × ৩ উ., ২ সো. ৬ উ., ২ সো., ৩ উ., ২ সো., চিহ্ন × থেকে আরো একবার পু., ১৫(১৬, ১৭) উ.।

নমুনা এইভাবে বোনা শুরু করুন: ১ম পংক্তি: ১৫(১৬, ১৭) সো., প্যানেলের জন্য ২ উ., × উ., × ৩ সো., ২ উ., কে. ৬, ২ উ., চিহ্ন × থেকে আরো একবার পু., শেষ অবধি সো. বুনুন।

২য় এবং প্রত্যেক সমপংক্তি: ঘ. অনুযায়ী সো. এবং উ. বুনুন।

৩য় পংক্তি: প্যানেল পর্যন্ত সো. বুনুন, ২ উ., × ৩ সো., ৬ সো., ২ উ., ৩ সো., ২ উ., চিহ্ন × থেকে আরো একবার পু., শেষ অবধি সো. বুনুন।

৪র্থ পংক্তি: ২য় পংক্তির মত বুনুন।

৫ম থেকে ৮ম পংক্তি: ১ম থেকে ৪র্থ পংক্তি পর্যন্ত পু. করুন।

৯ম পংক্তি: প্যানেল পর্যন্ত সো. বুনুন। ২ উ., × ক্র. ৮, ডা., ক্র. ৮ বাঁ, ২ উ., চিহ্ন × থেকে আরো একবার পু., শেষ অবধি সো. বুনুন।

১১তম পংক্তি: প্যানেল পর্যন্ত সো., ২ উ., × ৬ সো., ৪ উ., ৬ সো., ২ উ., চিহ্ন × থেকে আরো একবার পু., শেষ অবধি সো. বুনুন।

১৩তম পংক্তি: প্যানেল পর্যন্ত সো. বুনুন, ২ উ., × ৩ সো., ক্র. ৫ বাঁ, ক্র. ডা. ৩ সো., ২ উ., চিহ্ন × থেকে আরো একবার পু., শেষ অবধি সো. বুনুন।

১৪তম পংক্তি: ২য় পংক্তির মত বুনুন।

১৫তম পংক্তি: প্যানেল পর্যন্ত সো. বুনুন। ২ উ., × ৩ সো., ২ উ., কে. ৬ বাঁ., ২ উ., ৩ সো., ২ উ., চিহ্ন × থেকে আরো একবার পু., শেষ অবধি সো. বুনুন।

১৬তম পংক্তি: ২য় পংক্তির মত বুনুন।

১৭তম থেকে ২২তম পংক্তি: ৯ম থেকে ১৪তম পংক্তি পর্যন্ত পু. করে বুনুন। ২২ পংক্তিতেই নমুনা পুরো হয়ে যাবে। আরো ৬ পংক্তি বুনুন।

পকেটের পংক্তি: নমুনা দিয়ে ১৫(১৬, ১৭) ঘ. বুনুন। এর পরের ২৮ ঘ. বি.বু. পিন থেকে নামিয়ে নিয়ে পেছনের দিকে রাখুন। এই জায়গায় একটি পকেট লাইনিং এর জন্য ৩৮ ঘ. পিন থেকে নামিয়ে বুনে নিন। নমুনা দিয়ে পুরো পংক্তি বুনুন। নমুনা দিয়ে ৪৭ পংক্তি বুনুন।

সামনের গলার শেপ: প্যানেল বোনা চালু রেখে এর পরের পংক্তি শেষ ১ ঘ.ক. এর প্রত্যেক ৬ষ্ঠ পংক্তিতে এই মাথাতেই ১ ঘ.ক., মোট ৬৩(৬৬, ৬৯) ঘ. থাকবে। নমুনা দিয়ে আরো ৫ পংক্তি বুনুন।

বগলের ছাঁট: ১ম পংক্তি: ৭(৮, ৯) ঘ. বন্ধ করে দিন, শেষ ২ ঘ. পর্যন্ত নমুনা বুনুন।

এরপরের পংক্তিতে এবং এরপর ৭ বার প্রত্যেক ২য় পংক্তিতে বগলের ওপরের দিকে ১ ঘ.ক. সঙ্গে সঙ্গে গলার দিকে ৫ম এবং ৬ষ্ঠ পংক্তিতে ১ ঘ.ক. মোট ৪৫(৪৭, ৪৯) ঘ. থাকবে, ১ পংক্তি বুনুন। এরপর গলার ওপরের দিকে এরপরের এবং ৬(৭, ৮) বার প্রত্যেক ৬ষ্ঠ পংক্তিতে ১ ঘ.ক. মোট ৩৮(৩৯, ৪০) ঘ. থাকবে। নমুনা দিয়ে ১১(৭, ৩) পংক্তি বুনুন–গলার ডান ভাগের জন্য এখানে ১২(৮, ৪) পংক্তি বুনুন।

কাঁধের ছাঁট: এর পরের পংক্তির শুরুতে ১২ ঘ. এবং এর পরের ২য় পংক্তিতে ১২ ঘ. বন্ধ করে দিন। এক পংক্তি বুনে বাকি ১৪ (১৫, ১৬) ঘ. বন্ধ করে দিন।

সামনের ডান ভাগ: ৯নং কাঁটায় ৬১(৭৩, ৬৭) ঘ. উঠিয়ে রি. বোনা চালু রেখে ৪ পংক্তি বুনুন।

প্রথম বোতাম ঘর পংক্তি: ৩ ঘ. দিয়ে রি. বুনুন। ৩ ঘ. বন্ধ করে দিন শেষ অবধি রিব বুনুন।

দ্বিতীয় বোতাম ঘর পংক্তি: আগের পংক্তিতে বন্ধ করা ৩ ঘ. এর পুনরায় ৩ ঘ. উঠিয়ে শেষ অবধি রিব বুনুন।

রি. দিয়ে ১৫ পংক্তি বুনুন।

ঘ.বা. এর পংক্তি: ১৫ (১৬, ১৭) ঘ. দিয়ে রি. বুনুন × ঘ.বা., ১ রি., চিহ্ন থেকে ১২ (১৩, ১২) বার পু., শেষ ৯ ঘ. পর্যন্ত রি. বুনে, পাল্টে নিন (এই ৯ ঘ. পিনে নামিয়ে রাখুন) মোট ঘ. ৬৫(৬৮, ৭১) হয়ে যাবে।

৭নং কাঁটা দিয়ে নমুনা বোনা শুরু করুন:

১ম মূল পংক্তি: ১২(১৪, ১৬) সো. প্যানেলের জন্য ২ উ., × ৩ সো., ২ উ. চিহ্ন × থেকে একবার আরো পু., ১৫(১৬, ১৭) সো. বুনুন।

২য় মূল পংক্তি: ১৫(১৬, ১৭) উ., ২ সো. × ৩ উ., ২ সো., ৬ উ., ২ সো., ৩ উ., ২ সো., চিহ্ন × থেকে আরো একবার পু., শেষ অবধি উ. বুনুন।

নমুনা বোনা শুরু করুন:

১ম পংক্তি: ১২(১৪, ১৬) সো., প্যানেলের জন্য ২ উ., × ত সো., ২ উ., কে. ৬ ডা. ২ উ., ৩ সো., ২ উ., চিহ্ন × থেকে একবার পু., শেষ অবধি সো. বুনুন।

২য় এবং প্রত্যেক সমপংক্তি: ঘ. অনুযায়ী সো.উ. করে বুনুন।

৩য় থেকে ২২তম পংক্তি: সামনের বাঁ ভাগের মত বুনুন। নমুনার ২২ পংক্তি বোনার পর আরো ৬ পংক্তি বুনুন।

পকেটের পংক্তি: ১২(১৪, ১৬) ঘ. দিয়ে নমুনা বুনুন, এরপরের ৩৮ ঘ. বি.বু. পিন থেকে নামিয়ে সামনের দিকে রাখুন। একটি পকেট লাইনিং-এর জন্য ৩৮ ঘ. পিন থেকে নামিয়ে বুনে নিন। শেষ অবধি নমুনা বুনুন।

নমুনা দিয়ে ৪৭ পংক্তি বুনুন।

গলার শেপ: এর পরের পংক্তির শুরুতে এবং আরো দুইবার ৬ষ্ঠ পংক্তির শুরুতে ১ ঘ.ক. মোট ৬২(৬৫, ৬৮) ঘ. থাকবে।

বগলের ছাঁট: এরপরের পংক্তির শুরুতে ৭(৮, ৯) ঘ. বন্ধ করে দিন চিহ্ন × × থেকে পু. করে সামনের বাঁ ভাগের মত শেষ অবধি বুনুন।

পকেট টপ: সোজা দিক থেকে পিনে নামানো ৩৮ ঘ. তে পুনরায় উল জুড়ে ৯নং কাঁটা দিয়ে বুনুন–৩ সো., × ১ ঘ.ক., ৩ সো., চিহ্ন × থেকে আরো ৬ বার পু. মোট ৩১ ঘ. থাকবে।

রি. এর ৭ পংক্তি বুনুন। রি. বোনা চালু রেখে ঘ. বন্ধ করে দিন।

বোতাম ঘর পটি: কাঁধের সেলাই রেখা জুড়ে দিন। উ. দিক থেকে পিনে নামানো .তে আবার উল জুড়ুন। ৯নং কাঁটা দিয়ে রি. এর ৫ পংক্তি বুনুন। ২টি বোতাম ঘর পংক্তি বুনুন। পুনরায় রি বোনা চালু রেখে ২০ পংক্তি বুনুন। শেষ ২২ পংক্তি আরো ২ বার পু. করুন। পুনরায় দুটো বোতাম ঘর পংক্তি বুনুন। এরপর রি. বোনা চালু রেখে পটি বুনুন। পেছনের গলার মধ্যভাগ পর্যন্ত লম্বাকরে পটি বুনে ঘ. বন্ধ করে দিন।

বোতাম পটি: পিনে নামানো ঘ. তে পুনরায় উল জুড়ে সোজা দিক থেকে ৯ নং কাঁটায় রিব বুনে পেছনের ভাগ পর্যন্ত লম্বা করে পটি বুনে নিন। ঘ. বন্ধ করে দিন।

বগলের পটি: সো. দিক থেকে ৯নং কাঁটায় সো. বুনে বগলের কোনা থেকে ১৩৭(১৪৩, ১৪৯) ঘ. উঠিয়ে নিয়ে রি. এর ৭ পংক্তি বুনুন রি. বোনা চালু রেখে ঘ. বন্ধ করে দিন।

মেকআপ পটি: পটিমাথা দুটো পরস্পরের সঙ্গে

জুড়ে বগলের সেলাই রেখা জুড়ে দিন। পেছনের গলার ওপরের দিকে দুটো পটির মাথা জুড়ে পটির সামনের ভাস মুড়ে দিন। পকেট টপের মাথা দুটোও জুড়ে দিন। বোতাম পটিতে বোতাম টেঁকে দিন।

সহযোগিতা : আই.পি.সি.

জমকালো পার্টি কেপ

উপকরণ : ডবল নিট উল–হলুদ রঙ ৩৫০ গ্রাম, বেগুনি রঙ ৩৫০, ৫ এবং ৯ নং-এর ক্রুস হুক, রিবন ৩ মিটার হাল্কা হলুদ রঙের, ১ মিটার বেগুনি রঙের, হাল্কা হলুদ রঙের বোতাম।

মাপ : ৮৫ সেমি. থেকে ৯০ সেমি. বুকের জন্য

ফিট, লম্বা ৭২½ সেমি.।

সংকেত : চে. = চেন, ষ্ট্রে. = ষ্ট্রেবল, ড.ক. = ডবল ক্রুস, স্টি. = স্টিচ, স্লি.স্টি. = স্লিপ স্টিচ।

নোট : এতে ৪-৪ পংক্তির দুই রঙের পটি তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেক পংক্তি পাল্টানোর জন্য ৩টি করে চে. বুনতে হবে।

পদ্ধতি : প্রথমে ৫নং ক্রুসের সাহায্যে হলুদ রঙের উল দিয়ে ২১৯ চে. বুনুন।

১ম পংক্তি : ৩ চে. ছেড়ে ৪র্থ এবং ৫ম চে.তে ১-১ ষ্ট্রে. তৈরি করুন। পুনরায় ৩ চে. ছেড়ে ৪র্থ চে.তে ২ ষ্ট্রে., ২ চে., ১ ড.ক. তৈরি করুন। এই ডিজাইন শেষ ৪ চে. ছেড়ে তৈরি করুন। সবশেষে ২ চে. ছেড়ে শেষ ২ চে.তে ১-১ ষ্ট্রে. তৈরি করুন। এইভাবে প্রত্যেক পংক্তি শুরুতে ২ ষ্ট্রে. এবং সবশেষে ২ ষ্ট্রে. হবে, মাঝখানের পুরো পংক্তি ডিজাইন দিয়ে হবে।

২য় পংক্তি : ২ ষ্ট্রে.-এর ওপর ষ্ট্রে., ২ চে.তে ২ ষ্ট্রে., ২ চে. ১ ড.ক.।

৩য় এবং ৪র্থ পংক্তি : এইভাবে আরো ২ পংক্তি হলুদ রঙের উল দিয়ে বুনে গিঁঠ লাগিয়ে উল কেটে ফেলুন। এইভাবে বেগুনি উল দিয়ে ৪ লাইন বুনুন। হলুদ এবং বেগুনি রঙের উল দিয়ে একটি পর একটি ৪-৪ লাইনের পটি বুনতে হবে। মোট ১০টি পটি বুনতে হবে। ৫টি পটি হলুদ রঙের এবং ৫টি পটি বেগুনি রঙের।

ইয়োক : ১ম পংক্তি : ইয়োক তৈরি করার জন্য বেগুনি রঙের প্রথম চে.এর পংক্তির (বেস লাইন) দ্বিতীয় দিকে পুরো পংক্তি ড.ক. দিয়ে তৈরি করতে হবে।

২য় পংক্তি : ১ম ষ্ট্রে. এর ওপর ১ ষ্ট্রে., ২ ষ্ট্রে. একসঙ্গে, এইভাবে ১ ষ্ট্রে. ২ ষ্ট্রে. করে একসঙ্গে পুরো পংক্তি বুনুন। সবশেষে ১ ষ্ট্রে. বুনুন।

৩য় পংক্তি : পুরো পংক্তিতে ষ্ট্রে.-এর ওপর ১-১ ড.ক. বুনুন।

৪র্থ পংক্তি : ১ম ষ্ট্রে.-এর ওপর ১ ষ্ট্রে., ১ চে., ১ ড.ক. ছেড়ে ২য় ড.ক. তে ১ ষ্ট্রে. বুনুন। পুরো পংক্তি এইভাবে বুনুন। সবশেষে ষ্ট্রে.-এর ওপর ষ্ট্রে. বুনুন। ১ চে. বুনে পাল্টে নিন।

৫ম পংক্তি : ষ্ট্রে.-এর ওপর ১ ড.ক. এবং চে.তে ১ ড.ক., এইভাবে পুরো পংক্তি বুনুন। সবশেষে ১ ড.ক. বুনুন।

৬ষ্ঠ পংক্তি থেকে ৯ম পংক্তি : হলুদ রঙের উল দিয়ে ২য় এবং ৫ম পংক্তির মত বুনুন।

১০ম থেকে ১৩তম পংক্তি : বেগুনি রঙের উল দিয়ে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম পংক্তি পর্যন্ত বুনুন।

১৪তম পংক্তি : হলুদ রঙের উল দিয়ে ১ম ষ্ট্রে.-এর ওপর ষ্ট্রে. (২ ষ্ট্রে. একসঙ্গে, ২ ষ্ট্রে.) এইভাবে পুরো পংক্তি ষ্ট্রে. দিয়ে বুনুন।

১৫তম পংক্তি : প্রত্যেক ষ্ট্রে.-এর ওপর ১-১ ড.ক.। সবশেষে উল বেঁধে দিন।

বর্ডার : হলুদ রঙের উল দিয়ে সোজা কাঁটায় সামনের ভাগের নিচের দিকের কোনায় উল জুড়ুন। এবার সমান দূরত্বে ১-১ ড.ক. বুনে ওপরের দিকে, তারপর ক্রমানুয়ে গলায়, বাঁ দিকের সামনের ভাগে এবং নিচে পর্যন্ত ১-১ ড.ক. বুনতে থাকুন। নিচের দিকের কোনায় উল না ছিঁড়ে সোজা দিক থেকেই ড.ক.-এর পংক্তির ওপর টুইস্টেড ড.ক. বুনতে থাকুন। বাঁ দিকের গলার ওপর এবং ডানদিকের নিচে পর্যন্ত বোনার পর বর্ডারে প্রত্যেক চে.তে ১-১ টুইস্টেড ড.ক. বুনুন। সবশেষে উল ছিঁড়ে ফেলুন।

ফুল তৈরি করা : ৯নং ক্রুস হুক দিয়ে ৫ চে. বুনুন। প্রথম চে.তে স্লি.স্টি. জুড়ে দিন। এবার এক-একটি পাপড়ি তৈরি করুন। ৪ চে., শেষ লুপ ক্রুসের ওপর রেখে ২ ড.ষ্ট্রে. বুনুন। এবার ৩টি লুপের ভেতর দিয়ে ক্রুসের ওপর উল নিয়ে একসঙ্গে বের করুন। ৪ চে. নিয়ে ওই চে.তে স্লি.স্টি. বুনুন। এবার কাছের ২য় চে.তে স্লি.স্টি. বুনুন। বাকি ৪টি পাপড়িও এইভাবে বুনুন। মোট হলুদ ফুল ৪০টি এবং বেগুনি ফুল ৩৫টি হবে।

এবার দুই রঙের ফুলের মাঝখানে এক-একটি হলুদ রঙের বোতাম টেঁকে দিন। ফুলগুলি হলুদ ও বেগুনি পটির ওপর সমান দূরত্বে সুন্দর করে টেঁকে দিন।

ইয়োকে বেগুনি পটির ওপর হলুদ রঙের রিবন এবং হলুদ পটির ওপর বেগুনি রঙের রিবন লাগিয়ে নিন। গলায় বাধার জন্য রিবন ওপরের দিকে লম্বা রাখবেন।

বোতাম লুপ : সামনের ডানদিকে পেছন থেকে উল জুড়ে ১৫ চে. বুনে নিন ১ম চে.তে স্লি.স্টি. বুনুন। যাতে লুপ তৈরি হয় তারপর ১৫ চে.তে ১-১ স্লি.স্টি. বুনে উল বেঁধে দিন। এইভাবে সমান অন্তরে ৩টি লুপ তৈরি করুন।

বোতামের জন্য ৫ চে. বুনে ১ম চে.তে স্লি.স্টি. বুনে রিঙ তৈরি করুন, এই রিঙ-এ ১০ হা.ষ্ট্রে. বুনে ১ম হা.টে.তে স্লি.স্টি. বুনে উল কেটে পেছনের দিকে চেপে দিন। এবার এর ওপর ১টি বোতাম টেঁকে লুপের সামনের দিকে, বাঁ ভাগে টেঁকে দিন।

এবার উলের কাটার মাথাগুলি ক্রুসের সাহায্যে ভেতরের দিকে ঢুকিয়ে দিন। এই কেপ দু'দিকেই পরা যায়। লুপের কোনাতেও বোতাম টেঁকে দিন সামনের ভাগের মত পেছনের দিকেও ক্রুস দিয়ে বোতাম বানিয়ে টেঁকে দিন।

কারুকাজে কার্ডিগান

উপকরণ : ক্রিম রঙের ৪ প্লাই উলের ২৫ গ্রামের ১৪ গোলা, ১২ এবং ৯ নং-এর দু'জোড়া কাঁটা, এম্ব্রয়ডারির জন্য মোটা ছুঁচ, সামান্য-সামান্য করে লাল, সবুজ ও কালো উল।

মাপ : বুক ১০০ সেমি., কাঁধ পর্যন্ত ৬১ সেমি.

লম্বা, বগল থেকে হাতের দৈর্ঘ্য ৪৭ সেমি.।

মুখ্য নমুনা : মুখ্য নমুনার জন্য এতগুলি ঘ. হওয়া চাই যা ১২ দিয়ে ভাগ করলে ১ ঘ. অবশিষ্ট থাকে। এবার নিচে লেখা ৩ পংক্তি অনুযায়ী নমুনা বুনুন।

১ম পংক্তি : ৪ ঘ. সো., ২ ঘ. দিয়ে ১ সো. ঘ., সামনে উল নিয়ে ১ ঘ. সো., সামনে উল নিয়ে ২ ঘ. দিয়ে ১ সো. ঘ., ৩ ঘ. সো., এইভাবে পু. করুন। শেষ ঘ. সো. বুনুন।

২য় পংক্তি : ১ ঘ. উ., ৪ ঘ. সো., ৩ ঘ.উ., ৪ ঘ. সো., এইভাবে পু. করে শেষ ঘ. সো. বুনুন।

৩য় পংক্তি : উ. ঘ. সো., ২ ঘ. দিয়ে ১ সো. ঘ., উল সামনের দিকে এলে ৩ ঘ. সো., উল সামনের দিকে এনে ২ ঘ.-এর ১ সো. ঘ., ২ ঘ. সো., এইভাবে পু. করে শেষ ঘ. সো. বুনুন।

৪র্থ পংক্তি : ১ ঘ. উ., ৩ ঘ. সো. (১ ঘ. উ., ১ ঘ. সো.) ২ বার, ১ ঘ. উ., ৩ ঘ. সো., এইভাবে পু. করে শেষ ঘ. উ. বুনুন।

৫ম পংক্তি : ২ ঘ. সো., ২ ঘ.-এর ১ সো. ঘ., উল সামনে এনে ৫ ঘ. সো., উল সামনে এনে ২ ঘ.-এর ১ সো. ঘ., এইভাবে পু. করে শেষ ঘ. সো. বুনুন।

৬ষ্ঠ পংক্তি : ১ ঘ. উ., ২ ঘ. সো. (১ ঘ. উ., ২ ঘ. সো.) ২ বার ১ ঘ. উ., ২ ঘ. সো., এইভাবে পু. করে শেষ ঘ. উ. বুনুন।

৭ম পংক্তি : ১ ঘ. সো., ২ ঘ. এর ১ সো. ঘ., উল সামনে এনে ৭ ঘ. সো., উল সামনে এনে ২ ঘ. এর ১ সো. ঘ., এইভাবে পু. করে শেষ ঘ. সো. বুনুন।

৮ম পংক্তি : ১ ঘ. উ., ১ ঘ. সো., (১ ঘ. উ., ২ ঘ. সো.) ২ বার, ১ ঘ. উ., ১ ঘ. সো. এইভাবে পু. করে শেষ ঘ. উ. বুনুন।

৯ম পংক্তি : ৩ ঘ. এর ১ সো. ঘ., উল সামনে এনে ৯ ঘ. সো., উল সামনে এনে ৩ ঘ. এর ১ সো. ঘ., এইভাবে পু. করে শেষ ঘ. সো. বুনুন।

১০ম পংক্তি : ২ ঘ. উ., ৪ ঘ. সো., ১ ঘ. উ.৪ সো., ১ ঘ. উ., এইভাবে পু. করে শেষ ঘ. উ. বুনুন।

১১তম পংক্তি : ১ ঘ. সো., কাঁটায় উল পেঁচিয়ে ১টি নতুন ঘ. তৈরি করুন। ২ ঘ. সো., ৭ ঘ. সো., ২ ঘ. এর ১ সো. ঘ., এইভাবে পু. করে শেষ ঘ. সো. বুনুন।

১২তম পংক্তি : ২ ঘ. উ., ৪ ঘ. সো., ১ ঘ. উ., ৪ ঘ. সো., ১ ঘ. উ., এইভাবে পু. করে শেষ ঘ. উ.।

১৩তম পংক্তি : ২ ঘ. সো., ১টি নতুন ঘর তৈরি করুন। ২ ঘ. এর ১ সো. ঘ., ২ ঘ. সো., ২ ঘ. এর ১ সো. ঘ., ১টি নতুন ঘ. তৈরি করুন। এইভাবে পু. করে শেষ ঘ. সো. বুনুন।

১৪তম পংক্তি : ১ ঘ. উ., ১ ঘ. সো., ১ ঘ. উ., ২ ঘ. সো.সো., ১ ঘ. সো.। ১ ঘ. উ., ৩ ঘ. সো., ২ ঘ. উ., এইভাবে পু. করে শেষ ঘ. উ. বুনুন।

১৫তম পংক্তি : ৩ ঘ. সো., ১টি নতুন ঘ. তৈরি করুন। ২ ঘ. এর ১ সো. ঘ., ৩ ঘ. সো., ২ ঘ. এর ১ সো. ঘ., ১টি নতুন ঘ., ২ ঘ. সো., এইভাবে পু. করে শেষ ঘ. সোজা বুনুন।

১৬তম পংক্তি : ১ ঘ. উ., ২ ঘ. সো. ক্রমানুয়ে বুনে শেষ ঘ. উ. বুনুন।

১৭তম পংক্তি : ৪ ঘ. সো., ১টি নতুন ঘ. তৈরি করুন। ২ ঘ. এর ১ সো. ঘ., ১ ঘ. সো., ১ ঘ. সো., ২ ঘ. এর ১ সো. ঘ., ১টি নতুন ঘ. তৈরি করুন। ৩ ঘ. সো., এইভাবে পু. করে শেষ ঘ. সো. বুনুন।

১৮তম পংক্তি : ১ ঘ. উ., ২ ঘ. সো. (১ ঘ. উ., ১ সো.) ২ বার ১ ঘ. উ., ৩ ঘ. সো., এইভাবে পু. করে শেষ ঘ. উ. বুনুন।

১৯তম পংক্তি : ৫ ঘ. সো., ১টি নতুন ঘ. তৈরি করুন, ৩ ঘ. এর ১ সো. ঘ., ১টি নতুন ঘ. তৈরি করুন। ৪ ঘ. সো., এইভাবে পু. করে শেষ ঘ. সো. বুনুন।

২০তম পংক্তি : ১ ঘ. উ., ৪ ঘ. সো., ৩ ঘ. উ., ৪ ঘ. সো. বুনুন। এইভাবে পু. করে শেষ ঘ. উ. বুনুন।

পেছনের ভাগ : ১২ নং কাঁটায় ১১৩ ঘ. উঠিয়ে রিবে ৭ সেমি.র বর্ডার বুনুন, শেষ পংক্তি উ. হওয়া চাই। ৯ নং কাঁটা লাগিয়ে নমুনার ২০ পংক্তি বুনে স্ট.স্টি.তে বোনা শুরু করুন। মোট ৪৪ সেমি. বুনে বগলের ছাঁট দেওয়ার জন্য দু'দিকে ৫-৫ পংক্তির শুরুতে ক্রমশঃ ৭,৫,৩,২,১ ঘ. কম করুন। বাকি ৭৫ ঘ. আগে বোনা ৬১ সেমি. পর্যন্ত বুনে ঘ. বন্ধ করে দিন।

সামনের ডান ভাগ : ১২ নং কাঁটায় ৬৯ ঘ. উঠিয়ে রিবে ৭ সেমি.র বর্ডার বুনে নিন। বাঁ দিকে ১১ ঘ. পিনে নামিয়ে রাখুন। বাকি ৫৮ ঘ. ৯ নং কাঁটা দিয়ে বুনুন। এরপরের ২০ পংক্তিতে নমুনা অনুযায়ী বুনুন। এরপর ডানদিকের ৪৫ ঘ. দিয়ে স্ট.স্টি.তে বাঁ দিকের ১৩ ঘ. দিয়ে মুখ্য নমুনা অনুযায়ী বুনুন। মোট ৪৪ সেমি. হয়ে গেলে ডানদিকে বগলের ছাঁট দেওয়া শুরু করুন। সঙ্গে বাঁ দিকের নমুনার পটির পর ৪ বার প্রত্যেক পংক্তিতে এবং পরে প্রত্যেক ২য় পংক্তিতে ২ ঘ. বুনতে থাকুন। আবশ্যকতানুযায়ী লম্বা হয়ে গেলে ঘ. বন্ধ করে দিন।

সামনের বাঁ ভাগ : দুটো হাত একই রকম হবে। ১২ নং কাঁটায় ৪৯ ঘ. উঠিয়ে রিবে ৭ সেমি.র বর্ডার বুনুন। এবার ১০ নং কাঁটা লাগিয়ে ২০ পংক্তির নমুনা বুনুন। এরপরে প্রত্যেক ৬ষ্ঠ পংক্তিতে দু'দিকে ১-১ ঘ. বাড়িয়ে স্ট.স্টি.তে বুনুন। মোট ৪৭ সেমি. লম্বা হয়ে গেলে এরপরের ২ পংক্তির শুরুতে ৮-৮ ঘ. বন্ধ করে এরপরের প্রত্যেক পংক্তিতে দুইদিকে ১-১ ঘ. কম করুন। হাতের ছাঁট বগলের ছাঁটের সমান হলে শেষ ঘ. বন্ধ করে দিন।

পটি : ডান এবং বাঁভাগে পিনে নামানো ১৩-১৩ ঘ. দিয়ে ১২ নং কাঁটায় রিব বুনুন। দুটো পটির এতটা লম্বাকারে বুনুন যাতে গলার পেছন পর্যন্ত চলে যায়।

সামনের এবং পেছনের ভাগ কাঁধ ও কিনার থেকে সেলাই করে দিন। হাতদুটো সেলাই করে বগলের সঙ্গে জুড়ে দিন। পটিদুটো যথাস্থানে সেট করে টেঁকে দিন। চিত্রানুযায়ী এম্ব্রয়ডারি করুন।

হাফ সোয়েটার

উপকরণ : ৩১০ গ্রাম স্লেট রঙের উল, ১০ এবং ১১ নং এর দুইজোড়া কাঁটা, ছুঁচ।

মাপ : ১০২ থেকে ১১২ সেমি. বুকের মাপের জন্য ফিট।

লম্বা : ৬৮ সেমি.।

টান/টেনসন : ১৮ সেমি. বোনার পর ৫ সেমি.র ভাগ তৈরি হবে।

সংকেত : ঘ. = ঘর, সো. = সোজা, উ. = উল্টো, ক. = কম করা, বা. = বাড়ানো।

পেছনের ভাগ : ১১ নং কাঁটায় ৯০ ঘ. উঠিয়ে

প্রথম ঘ. বুনুন। দ্বিতীয় ঘ. নামিয়ে নিন, তৃতীয় ঘ. বুনুন, ৪র্থ ঘ. নামিয়ে নিন। এইভাবে ক্রমানুয়ে বুনতে থাকুন, লক্ষ্য রাখবেন যে ঘ. প্রথম পংক্তিতে নামিয়ে নিয়েছিলেন, সেই ঘ. দ্বিতীয় পংক্তিতে বুনতে হবে। এইভাবে চার পংক্তি বুনে নিন। পঞ্চম পংক্তিতে যে ঘ. সামনে আছে (উ. বোনা ঘ.) তা উল্টোই বুনে নিন, যে ঘ. পেছনে আছে (না বোনা) তার নিচে দিয়ে ঘুরিয়ে সো. বুনুন। এইভাবে এক উ. এক সো করে পুরো পংক্তি বুনুন। ষষ্ঠ পংক্তিও উ. ঘ. সো. বুনুন। এইভাবে ২৪ পংক্তি বুনে ৭ সেমি. রিব তৈরি করে নিন। তার পর ১০ নং কাঁটা দিয়ে প্রথম কাঁটা উ. বুনে প্রথম ঘ. থেকে নিয়ে প্রত্যেক পঞ্চম ঘ.তে ১ ঘ. বা. করতে থাকুন। পুরো পংক্তিতে মোট ২০ ঘ. বেড়ে যাবে। এবার সোজা কাঁটায় ২ ঘ. উ. বুনুন। ১ সো. ৩ উ. এইভাবে পুরো পংক্তি বুনুন।

তৃতীয় পংক্তি পুরো উ. বুনুন। চতুর্থ পংক্তিতে ২ উ., ১ সো., ৩ উ., ১ সো., এইভাবে পুরো পংক্তি বুনুন।

৫ম পংক্তিতে পুরো উ. ষষ্ঠ পংক্তিতে উ. ঘ. তে উ. সো. তে সো. ঘ. বুনুন। সপ্তম পংক্তিতে আবার পুরো উল্টো বুনুন। অষ্টম পংক্তিতে ১ ঘ. সো., ৩ উ., ১ সো., ৩ উ., এইভাবে বুনুন। নবম পংক্তি পুরো উল্টো বুনুন, দশম পংক্তিতে আবার ১ ঘ. সো., ৩ উ., এই ক্রমে বুনুন। এই ভাবে চেক বুনতে থাকুন। ৪০ সেমি. লম্বা হয়ে গেলে বগলের জন্য দুইদিক থেকে ১-১ ঘ. কম করুন। আরো ২১ সেমি. বোনার পর ঘ. কাঁটাতেই রেখে দিন।

সামনের ভাগ ঃ ১১ নং কাঁটায় ৯০ ঘ. উঠিয়ে পেছনের মত ৭ সেমি.র রিব বুনে নিন, তার পর ১০ ন.) কাঁটায় ঘ. বা. করে ডিজাইন বুনে বগল পর্যন্ত বুনুন এবার দুইদিক থেকে ১-১ ঘ. ক.। আরো ১০ সেমি. বুনুন। এবার অর্ধেক ঘ. (৫৪ ঘ.) বুনে উল্টো পংক্তিতে ৪ ঘ. বন্ধ করে পুরো পংক্তি বুনুন। সো. পংক্তিতে শেষের দিকে একসঙ্গে বুনে উল্টো পংক্তি শুরু করার সময় আবার ৩ ঘ. ক. করুন, সোজা পংক্তির শেষের দিকে আবার ২ ঘ. একসঙ্গে বুনে নিন, উল্টো পংক্তির শুরুতে এবার ২ ঘ. ক. করুন। সোজা পংক্তির শেষের দিকে আবার ঘ. একসঙ্গে বা., উল্টো পংক্তির শুরুতে যখন ১ ঘ. ক., তখন ৩৭ ঘ. অবশিল্ট থাকবে, আরো ১০ সেমি. বুনে নেওয়ার পর পেছনের ভাগের সঙ্গে জুড়ে দিন। এইভাবে দ্বিতীয় দিকের গলা বুনে, দ্বিতীয় কাঁধও পেছনের ভাগের সঙ্গে জুড়ে দিন।

নোট ঃ মনে রাখবেন, সামনের ভাগের দৈর্ঘ্য ৭০ সেমি. আর পেছনের ভাগের দৈর্ঘ্য ৬৮ সেমি. হবে।

গলার রিব ঃ ১১ নং কাঁটায় ১০৫ ঘ. উঠিয়ে ইলাস্টিক রিব (সামনের এবং পেছনের ভাগের রিবের মত) বুনে নিন। ৩.৫ সেমি. লম্বা হয়ে গেলে ঘ. ঢিলে হাতে বন্ধ করে গলায় লাগিয়ে দিন।

কাঁধের রিব ঃ ১১ নং কাঁটায় ৯০ ঘ. উঠিয়ে ৩ সেমি.র দুটো রিব বুনে দুটো কাঁধে জুড়ে দিন।

সামনের ও পেছনের ভাগ একসঙ্গে জুড়ে দিন সোয়েটার তৈরি।

ডোরাদার সোয়েটার

উপকরণ ঃ ডবল নিটিং ইয়ার্ন ১২ গোলা ক্রিম কিংবা সাদা রঙের ১ গোলা লাল রঙের, ৫ এবং ৮ নং এর দু'জোড়া কাঁটা, সোয়েটার সেলাই করার ছুঁচ।

মাপ ঃ লম্বা ৬৮ সেমি., চওড়া ৫৩ সেমি., হাত ৫৮ সেমি.।

সংকেত ঃ সো. = সোজা, উ. = উল্টো, এ.ছে.এ. = একটি ছেড়ে একটি। ঘ. = ঘর, কে. ২ সা. = কাঁটার ওপরের দ্বিতীয় ঘ. এর সামনের দিক

থেকে সো. বুনে পুনরায় ১ ঘ. বুনুন এবং ২য় ঘ. এক সঙ্গে ওই সময় নামিয়ে দিন, ক. = কম করা, পু. = পুনরাবৃত্তি, না. = নামানো, কে. ২ পে. কাঁটার ওপরের ২য় ঘ. পেছনের দিক থেকে সো. বুনে পুনরায় ১ম ঘ. বুনুন এবং দুটো ঘর একসঙ্গে ওই সময় নামিয়ে দিন। প. = পঙ্তি, পু. = পুনরাবৃত্তি, সা. = সামনে।

নমুনা ঃ কাঁটায় ১৮ ঘ. উঠিয়ে প্রথমে নমুনা বুনে নিন।

১ম পংক্তি ঃ (সো. দিক থেকে) সো.।

২য় পংক্তি ঃ ৪ ঘ.উ., উল সামনে রেখে ২ ঘ.উ. দিকে থেকে নামিয়ে নিন। ৬ ঘ. উ., ২ ঘ.উ. দিক থেকে নামিয়ে নিন। ৪ ঘ.উ.।

৩য় পংক্তি ঃ ৩ সো., কে. ২ সা., কে. ২ পে., ৪ সো., কে. ২ সা., কে. ২ পে., ৩ সো.।

৪র্থ পংক্তি ঃ ৩ উ., উল সামনে রেখে উ. দিক থেকে ১ ঘ. নামিয়ে উল পেছনে করুন। ২ সো. উল সামনে। ১ ঘ. উ. দিক থেকে নামিয়ে ৪ উ., ২ ঘ. উ. দিক থেকে নামিয়ে, ২ সো., উল সামনে, ১ ঘ. উ. দিক থেকে নামিয়ে ৩ উ.।

৫ম পংক্তি ঃ ২ সো., কে. ২ সা., ২ সো., কে. ২ পে., ২ সো., শেষ অবধি পু.।

৬ষ্ঠ পংক্তি ঃ ২ উ., উ.সা., ১ ঘ. উ. দিক থেকে নামিয়ে উ. পে., ৪ সো., উ.সা., ১ ঘ.উ. দিক থেকে নামিয়ে ২ উ., শেষ পর্যন্ত পু.।

৭ম পংক্তি ঃ ১ সো., কে. ২ সা., ৪ সো., কে. ২ পে., শেষ পর্যন্ত পু., ১ সো.।

৮ম পংক্তি ঃ ১ উ., উ. সা., ১ ঘ.উ. দিক থেকে নামিয়ে, উ.পে. ৬ সো., ২ ঘ. উ. দিক থেকে নামিয়ে উ.পে. ৬ সো., উ.সা., ২ ঘ.পে. থেকে নামিয়ে ১ উ.।

৯ম পংক্তি ঃ ১ সো.।

১০ম পংক্তি ঃ ৮ম পংক্তির মত।

১১তম পংক্তি ঃ ১ সো., কে. ২ পে., ৪ সো., কে. ২ সা., শেষ অবধি পু., ১ সো.।

১২তম পংক্তি ঃ ৬ষ্ঠ পংক্তির মত।

১৩তম পংক্তি ঃ ২ সো., কে. ২ সা., ২ সো., কে. ২ পে., ২ সো., শেষ অবধি পু.।

১৪তম পংক্তি ঃ ৪র্থ পংক্তির মত।

১৫তম পংক্তি ঃ ৩ সো., কে. ২ পে., কে. ২ সা., ৪ সো., শেষে ৭ ঘ. পর্যন্ত পু., কে. ২ পে., কে. ২ সা., ৩ সো.।

১৬তম পংক্তি ঃ ২য় পংক্তির মত।

এই ১৬ পংক্তি পুরো সোয়েটারে পু. করুন।

পেছনের ভাগ ঃ ৮ নং কাঁটায় লাল রঙের উল দিয়ে ৭৫ ঘ. উঠিয়ে নিন। এবার ক্রিম রঙের উল লাগিয়ে ১ সো., ১ উ. করে ১৬ পংক্তির বর্ডার বুনুন (লাল রঙের উল দিয়ে শুধু ঘ. গুঠাতে হবে, বুনতে হবে না)। এবার ৫ নং কাঁটা লাগিয়ে সমান দূরত্বে ঘ. বাড়িয়ে মোট ১০০ ঘ. করে নিন। এবার নমুনা দিয়ে বগল পর্যন্ত ৪২ সেমি. লম্বা করে বুনে নিন। ৭-৭ ঘ. দু'দিক থেকে বন্ধ করুন। কাঁধ পর্যন্ত ২৪ সেমি. বুনুন। কাঁধের ছাঁট দিয়ে দু'দিক থেকে ৩০-৩০ ঘ. কাঁটায় রেখে মাঝখানের বাকি ঘ. বন্ধ করে দিন।

সামনের ভাগ ঃ পেছনের ভাগের মত বুনতে হবে বগলের ৭-৭.ঘ. বন্ধ ১৭ সেমি. লম্বা করে বোনার পর গলার জন্য ঠিক মাঝখানে ২২ ঘ. বন্ধ করে দিন। এবার ৩-২-১ ক্রমে ঘ. বন্ধ করে গোল গলার শেপ দিন। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা হয়ে গেলে ৩০-৩০ ঘ., পেছনের ৩০-৩০ ঘ. এর সঙ্গে জুড়ে দিন।

হাত ঃ ৮ নং কাঁটায় লাল রঙের উল দিয়ে ৪০ ঘ. উঠিয়ে নিন। এবার ক্রিম রঙের উল দিয়ে ১ সো., ১ উ. করে ১৬ পংক্তি বুনুন। এবার ৫ নং কাঁটা লাগিয়ে সামান দূরত্বে ঘ. বাড়িয়ে মোট ৫০ ঘ. করে নিন। সামনের এবং পেছনের ভাগের মত নমুনা বুনে হাতের দৈর্ঘ্য পুরো করুন। প্রত্যেক ৭ম পংক্তির দু'দিক থেকে ১-১ ঘ. বাড়াতে থাকুন। ওপরে ১০০ ঘ. হওয়া চাই। ৫৮ সেমি. লম্বা হয়ে গেলে ঘ. ঢিলে ঢিলে করে বন্ধ করে দিন। দ্বিতীয় হাতটিও এইভাবে বুনুন।

গলা ঃ সামনের এবং পেছনের ভাগের ১১৫ ঘ. ৮ নং কাঁটায় উঠিয়ে নিয়ে ক্রি. রঙের উল দিয়ে বোনা শুরু করুন। গলা গোল করে বোনা চালু রেখে ৭ পংক্তি বুনুন। এবার লাল রঙ জুড়ে ২ পংক্তি বুনুন। পুনরায় ক্রিম রঙ লাগিয়ে ৯ পংক্তি বুনুন। ঢিলে ঢিলে করে ঘ. বন্ধ করে দিন। এবার ৬ সেমি.র বর্ডার মুড়ে ছুঁচ দিয়ে সেলাই করে দিন। বর্ডার চওড়াও রাখতে পারেন।

মেকআপ ঃ পুরো সোয়েটার ছুঁচ দিয়ে ঢিলে ঢিলে করে সেলাই করে দিন।

আপনার সোয়েটার চেন স্টিচের বরফি আকারে তৈরি হবে। এবার এই চেন স্টিচের ওপর উল দিয়ে এম্ব্রয়ডারি করতে হবে, ছুঁচে লাল সুতো পরিয়ে বাঁ হাত দিয়ে সোয়েটার চেপে ধরে ডান হাত দিয়ে ছুঁচ নিচে থেকে ওপরের দিকে উল পেঁচিয়ে চেন তৈরি করুন। ক্রিম ও লাল রঙের ডবল চেন দেখা যাবে। এইভাবে পুরো সোয়েটার এম্ব্রয়ডারি করুন।

বহুরঙা পুলোভার

উপকরণ ঃ ৪ প্লাইয়ের 'উলমার্ক' পিওর উল–কালো ২০০ গ্রাম, স্লেটি ১০০ গ্রাম, হলুদ ও রাস্ট কালার ২৫–২৫ গ্রাম। ১১ এবং ৮ নং এর ক্রুস হুক।

মাপ ঃ ৯৬.৫ সেমি. বুকের জন্য ফিট, লম্বা ৬৪ সেমি.।

সংকেত ঃ চে. = চেন, ড.ক. = ডবল ক্রুস, হা.ষ্ট্রে. = হাফ ষ্ট্রেবল, ষ্ট্রে. = ষ্ট্রেবল, রা. = রাস্ট কালার, হ. = হলুদ, স্লে. = স্লেটি, কা. = কালো, পু. = পুনরাবৃত্তি, বা. = বাড়ানো, ক. = কম করা, উ.পে. = উল ক্রুসে পেঁচানো, এ. = একসঙ্গে,

ক্র. = ক্রস্টার, স্টি. = স্টিচ, এ.হে.এ. = একটি ছেড়ে একটি। স্লি.স্টি. = স্লিপ স্টিচ।

পেছনের ভাগ ঃ ১১ নং ক্রুস দিয়ে স্লে. রঙের উলের ১১৪ চে.এর পংক্তি বুনুন।

১ম পংক্তি ঃ হুক দিয়ে ৪র্থ চে.তে ১ ষ্ট্রে., শেষ অবধি বুনুন। ৩ চে. পাল্টে নিন (১১২ স্টি.)।

২য় থেকে ৪র্থ পংক্তি ঃ প্রত্যেক টে.তে ১ ষ্ট্রে. শেষ অবধি, স্লে. রঙের উল ছিঁড়ে ফেলে হ. এবং রা. রঙের উল জুড়ুন। ৮ নং এর ক্রুস হুক বদলে নিন।

৫ম পংক্তি ঃ এরপরের ২ ষ্ট্রে. এর প্রত্যেকটিতে ১ হ.টে. বুনুন। × ১ রা.টে., এরপরের ৭ ষ্ট্রে. এর প্রত্যেকটিতে তৈরি করুন। অব্যবহৃত উল সঙ্গে সঙ্গে পেছনের দিকে নিয়ে যান। এরপরের ৭ ষ্ট্রে. এর প্রত্যেকটিতে ১ হ.টে., চিহ্ন × থেকে শেষ অবধি পু. করুন। সবশেষে ৭ রা. ষ্ট্রে., ৪ হ.ষ্ট্রে., ৩ চে. পাল্টে নিন।

৬ষ্ঠ পংক্তি ঃ ৫ হ.ষ্ট্রে., × ৭ রা.ষ্ট্রে., ৭ হ.ষ্ট্রে., চিহ্ন থেকে শেষ অবধি পু., সবশেষে ৭ রা.ষ্ট্রে., ১ হ.ষ্ট্রে. (রা এবং হ. নমুনা ২ স্টি., বাদ দিয়ে তৈরি করুন)। রা. উল উঠিয়ে ৩ চে. পাল্টে নিন।

৭ম পংক্তি ঃ এরপরের ৫ ষ্ট্রে. এর প্রত্যেকটিতে ১ রা.ষ্ট্রে., ৭ হ.ষ্ট্রে., ৭ রা.ষ্ট্রে., চিহ্ন × থেকে পু., সবশেষে ৭ হ.ষ্ট্রে., ১ রা.ষ্ট্রে., ৩ চে., পাল্টে নিন।

৮ম পংক্তি ঃ ২ রা.ষ্ট্রে., × ৭ হ.ষ্ট্রে., ৭ রা.ষ্ট্রে., চিহ্ন × থেকে শেষ অবধি পু. ৭ হ. ষ্ট্রে., ৪ রা. ষ্ট্রে., হ. উল উঠিয়ে ৩ চে., পাল্টে নিন।

৯ম পংক্তি ঃ এরপরের রা.ষ্ট্রে. এর প্রত্যেকটিতে ১ হ.ষ্ট্রে., × এরপরের ৭ ষ্ট্রে. এর প্রত্যেকটিতে ১ রা.ষ্ট্রে., এরপরের ৭ এর প্রত্যেকটিতে ১ হ.ষ্ট্রে., চিহ্ন × থেকে পু., সবশেষে ৭ রা.ষ্ট্রে., ৩ হ.ষ্ট্রে., ৩ চে., পাল্টে নিন।

১০ম পংক্তি থেকে ১২তম পংক্তি ঃ আগের মত নমুনা তৈরি করুন। তির্যক ভাগের জন্য ২ হ.ষ্ট্রে. এবং ২ রা.ষ্ট্রে. সামান্য করে সরাতে থাকুন, হ. উল উঠিয়ে ৩ চে. পাল্টে নিন।

১৩তম পংক্তি ঃ প্রত্যেক রা.ষ্ট্রে.তে হ.ষ্ট্রে. তৈরি করুন। এবং প্রত্যেক হ.ষ্ট্রে.তে রা.ষ্ট্রে. বুনুন।

১৪তম থেকে ১৬তম পংক্তি ঃ ১০ম থেকে ১২তম পংক্তির মত বুনুন (আবশ্যকতানুযায়ী রঙ ব্যবস্থাপিত করুন) হলুদ ও রাস্ট রঙ ছিঁড়ে ফেলুন, স্লেটি উল জুড়ুন।

১৭তম পংক্তি ঃ ১ ষ্ট্রে. ৩ সো.ষ্ট্রে.তে, এরপরের ১০ ষ্ট্রে. এর প্রত্যেকটিতে ১ ষ্ট্রে., কা. উল জুড়ুন, × ১ কা.ষ্ট্রে., ২১ স্লে.ষ্ট্রে., চিহ্ন × থেকে পু., সবশেষে ১২ স্লে.ষ্ট্রে. (১১৩ স্টি.) ৩ চে., পাল্টে নিন।

১৮তম পংক্তি ঃ ১১ সো.ষ্ট্রে., × ৩ এর ১ ষ্ট্রে., ১১ স্লে.ষ্ট্রে., চিহ্ন × থেকে পু., সবশেষে ১১ স্লে.টে., ৩ চে., পাল্টে নিন।

১৯তম থেকে ২৭তম পংক্তি ঃ প্রত্যেক কিনারার কালো ত্রিকোণে ১ স্লে.ষ্ট্রে. কম বুনুন এবং প্রত্যেক স্লে. ত্রিকোণে ২ স্লে.টে. কম বুনুন। এইভাবে প্রত্যেক কালো ত্রিকোণে ২ স্টি.রা. কা. উল ছেড়ে দিন, স্লে. উল ছিঁড়ে ফেলুন এবং ২৭তম পংক্তির শুরুতে স্পে. উল জুড়ুন, ৩ চে., পাল্টে নিন।

২৮ থেকে ২৯তম পংক্তি ঃ ১১ নং ক্রুস হুক বদলে স্লে. উল দিয়ে ষ্ট্রে. এর ২ পংক্তি তৈরি করুন। স্লে. উল ছিঁড়ে ফেলুন, কা.উ. উঠিয়ে ৩ চে. পাল্টে নিন।

৩০ থেকে ৪৯তম পংক্তি ঃ কা. উল দিয়ে সো. বুনতে থাকুন, প্রত্যেক পংক্তির শেষে ১ চে. বুনে পাল্টে নিন।

বগলের ছাঁট ঃ ১ম পংক্তি ঃ এরপরের ৪ স্টি.তে স্লি.স্টি, ৩ চে., প্রত্যেক ষ্ট্রে.তে ১ ষ্ট্রে. শেষ ৪ স্টি. পর্যন্ত বুনুন। ১ চে. পাল্টে নিন। ষ্ট্রে.তে পংক্তি বুনুন।

২য় পংক্তি ঃ প্রত্যেক মাথায় ৩ স্টি.ক., ১ চে., পাল্টে নিন।

৩য় পংক্তি ঃ প্রত্যেক মাথায় ৩ স্টি.ক., ৩ চে. পাল্টে নিন।

৪র্থ এবং ৫ম পংক্তি ঃ ২ ষ্ট্রে.এ. (প্রত্যেকটির শেষ লুপ হুকে রেখে, এরপরের ২ টি ২ স্টি.এর প্রত্যেকটিতে ১ ষ্ট্রে. বুনুন, উ.পে. করে হুকের ওপরে রাখা সমস্ত লুপের ভেতর দিয়ে বের করুন, আগের ২ স্টি.এর প্রত্যেকতে ১ ষ্ট্রে., এরপরের ২ ষ্ট্রে. এর., ৩ চে. পাল্টে নিন।

৬ষ্ঠ থেকে ২৬ পংক্তি ঃ ষ্ট্রে. দিয়ে সো. বুনুন, শেষ পংক্তিতে ১ চে., পাল্টে নিন।

কাঁধের ছাঁট ঃ প্রথম ৪ স্টি. এর প্রত্যেকটিতে ১ ড.ক., এরপরের ৪ স্টি. এর প্রত্যেকটিতে ১ হা.ষ্ট্রে., প্রত্যেক ষ্ট্রে.তে ১ ষ্ট্রে. শেষ ৮ ষ্ট্রে. পর্যন্ত বুনুন। এরপরের ৪ স্টি. এর প্রত্যেকটিতে ১ হা.ষ্ট্রে., এরপরের ৪ স্টি. এর প্রত্যেকটিতে ১ হা.ষ্ট্রে., এরপরের ৪ স্টি. এর প্রত্যেকটিতে ১ ড.ক., ১ চে. পাল্টে নিন।

২য় পংক্তি ঃ এরপরের ষ্ট্রে.তে স্লি.স্টি., প্রত্যেক ষ্ট্রে.তে ১ ষ্ট্রে. শেষ ৮ ষ্ট্রে. পর্যন্ত বুনুন। ১ চে. পাল্টে নিন।

৩য় পংক্তি ঃ এরপরের ষ্ট্রে.তে স্লি.স্টি., এরপরের ৪ স্টি. এর প্রত্যেকটিতে ১ ড.ক., এরপরের ৪ স্টি. এর প্রত্যেকটিতে ১ হা.ষ্ট্রে., এরপরের ৪ স্টি. এর প্রত্যেকটিতে ১ ষ্ট্রে. সুতো ছিঁড়ে ফেলুন। মাঝখানে ৩৫ স্টি. ছেড়ে এরপরের স্টি.তে উল জুড়ুন। আগের কাঁধের মত কাঁধ বুনুন কিন্তু ঘ. বিপরীত দিকে কম করতে হবে।

সামনের ভাগ ঃ ১ম থেকে ২৯তম পংক্তি ঃ পেছনের ভাগের মত বুনুন, স্লে. উল ছিঁড়ে ফেলুন কা. উল উঠিয়ে ৩ চে. বুনে পাল্টে নিন।

৩০তম পংক্তি ঃ এরপরের ১১ স্টি.তে এর প্রত্যেকটিতে ১ ষ্ট্রে., সামান্য স্লে. উল জুড়ুন, ১ স্লে.ক্র. (প্রত্যেক শেষ লুপ হুকে রেখে এরপরের স্টি.তে ৩ ষ্ট্রে. বুনুন। উ.পে. হুকে রাখা সমস্ত লুপের ভেতর দিয়ে বের করুন। ২১ কা.ষ্ট্রে., ১ লা.ক্র., ২১ কা.ষ্ট্রে., ১ হ.ক্র., ২১ কা.ষ্ট্রে, ১ লা.ক্র., ২১ কা.ষ্ট্রে., ১ স্লে. ক্র., ১২ কা. ষ্ট্রে., ৩ চে., পাল্টে নিন।

৩১তম পংক্তি ঃ ১–১ এর ষ্ট্রে., প্রত্যেক স্টি.তে শেষ অবধি বুনুন। ৩ চে. পাল্টে নিন।

৩২ থেকে ৪৫তম পংক্তি ঃ ৩০ এবং ৩১তম পংক্তি একটির পর একটি পু. করুন। লা. উল ছিঁড়ে ফেলুন। ৩ চে., পাল্টে নিন।

৪৬তম পংক্তি ঃ ১২ কা.ষ্ট্রে., ১ স্লে.ক্র., ৪৩ কা.ষ্ট্রে., ১ হ.ক্র., ৪৩ কা.ক্র., ১ স্লে. ক্র., ১২ কা.ষ্ট্রে., স্লে. উল ছিঁড়ে ফেলুন, ৩ চে., পাল্টে নিন।

৪৭তম পংক্তি ঃ ৩১তম পংক্তির মত, ৩ চে. পাল্টে নিন।

৪৮তম পংক্তি ঃ প্রত্যেক ষ্ট্রে.তে ১ কা. ষ্ট্রে., মাঝখানের ষ্ট্রে. পর্যন্ত বুনুন। ১ হ.ক্র., প্রত্যেক ষ্ট্রে.তে ১ কা.ষ্ট্রে. শেষ অবধি বুনুন। ৩ চে., পাল্টে নিয়ে হ. উল ছিঁড়ে ফেলুন।

৪৯তম পংক্তি ঃ ৩১তম পংক্তির মত বুনুন।

গলা এবং বগলের ছাঁট ঃ বগলের শিরা পেছনের

ভাগের সঙ্গে ম্যাচ করে বুনুন। এবং মাঝখানের ট্রে. থেকে প্রথম ২ ট্রে. এ. বুনুন। ৩ চে. পাল্টে নিন। এবার কেবল এইভাবেই বোনা চালু রাখুন।

এরপরের পংক্তি ঃ গলার শিরা সোজা রাখুন।

এরপরের পংক্তি ঃ গলার শিরায় ১ স্টি.ক. করুন।

৪র্থ থেকে ৮ম পংক্তি ঃ ১ম এবং ২য় পংক্তি এ.ছে.এ. পু. করুন।

৯ম পংক্তি ঃ গলার শিরায় ২ স্টি.ক.।

১০ম থেকে ২৫তম পংক্তি ঃ ২য় থেকে ৯ম পংক্তি দুইবার পু.।

২৬তম পংক্তি ঃ ২য় পংক্তির মত বুনুন।

২৭তম পংক্তি ঃ গলার শিরায় ১ স্টি.ক.।

২৮ থেকে ২৯তম পংক্তি ঃ গলার শিরা সোজা রেখে পেছনের কাঁধের মত কাঁধ বুনুন। সুতো ছিঁড়ে ফেলুন। মাঝখানের ট্রে. ছেড়ে কা. উল পুনরায় এরপরের স্টি.তে জুড়ুন এবং এরপরের দিকের ভাগ আগের মত বিপরীত দিকে ঘ.ক. করে শেপ দিন।

মেকআপ ঃ কাঁধের কিনার সেলাই করে দিন।

বগলের পটি ঃ ১১ নং ক্রুস হুকের সাহায্যে গ্রে. উল দিয়ে প্রত্যেক বগলে ড.ক. এর ৭টি ঘেরা বুনুন। প্রত্যেক ঘেরার শেষে স্লি.স্টি. দিয়ে প্রথম ড.ক.তে জুড়তে থাকুন। শেষ ৩ পংক্তিতে ১ স্লি.স্টি., সবশেষে ঘ.ক. করুন।

গলার পটি ঃ বাঁ কাঁধের সেলাই রেখার ওপর সে. উল জুড়ে ১১ নং ক্রুস হুক দিয়ে সামনের এবং পেছনের গলার ওপর ড.ক. এর ১ পংক্তি বুনুন।

এরপরের পংক্তি ঃ প্রত্যেক স্টি.তে ১ ড.ক., সামনের গলার ওপর মাঝখানের স্টি.তে ১ ড.ক. বুনুন, ৩ ড.ক. ছেড়ে গলার সামনের ভাগ বোনা শুরু করুন, ১ চে. পাল্টে নিন।

৩য় থেকে ৭ম ঘেরা ঃ ঘেরায় ড.ক. বুনে সামনের গলার মাঝখানের ভাগের দু'দিকে ১–১ ড.ক. ছেড়ে দিন, সুতো ছিঁড়ে ফেলুন।

ডিজাইন ঃ অর্ণবাজ জ্যোতি
সৌজন্য ঃ ইন্টারন্যাশনাল উল সেক্রেটারিয়েট।

ক্রুসে কার্ডিগান

উপকরণ ঃ ৪ প্লাই এর পিওর উল 'উল মার্ক' এর ২৫ গ্রামের গোলা–১৫ গোলা হাল্কা গেরুয়া রঙের, নিটিং কটনের ৫০ গ্রামের ২ গোলা হলুদ এবং ১ গোলা সবুজ, ১৩ নং এর ক্রুস হুক, ১০ এবং ১২ নং এর দু'জোড়া কাঁটা, ৬টি ম্যাচিং বোতাম।

মাপ ঃ ৯৬.৫ সেমি. বুকের জন্য ফিট, লম্বা ৬৬ সেমি., হাত ৪৪ সেমি.।

টান/টেনশন ঃ ১০ নং কাঁটায় ৭ ঘ. উঠিয়ে ৯ পংক্তি স্ট.স্টি.তে বোনার পর মাপ ২.৫ সেমি. হবে।

সংকেত ঃ সো. = সোজা, উ. = উল্টো, ঘ. = ঘর, পু. = পুনরাবৃত্তি, লু.পে. = লুপের পেছনের থেকে, এ. = একসঙ্গে, ঘ.বা. = ঘর বাড়ানো, এ.ছে.এ. = একটি ছেড়ে একটি, চে. = চেন, ট্রে. = ট্রেবল, স্লি.স্টি. = স্লিপ স্টিচ, ড.ক. = ডবল ক্রুস, স্পে. = স্পেস।

পেছনের ভাগ ঃ ১২ নং কাঁটায় হাল্কা গেরুয়া রঙের উল দিয়ে ১৩০ ঘ. উঠিয়ে ১ সো. ১ উ., করে ৬ সেমি.র বর্ডার বুনুন।

এরপরের পংক্তি ঃ ১১ পটিতে ১ ঘ. বুনে (১২ পটিতে, ১ ঘ. বুনুন) ৯ বার, ১১ পটিতে (১৪০ ঘ.)।

এবার ১০ নং কাঁটা দিয়ে স্ট.স্টি.তে পেছনের ভাগের সমান অর্থাৎ ৩৮ সেমি. না হওয়া পর্যন্ত বুনতে থাকুন।'

এরপরের পংক্তির জন্য সোজা দিক থেকে শেষ করুন।

র‍্যাগলন কমানোর জন্য এরপরের ২য় পংক্তির শুরুতে ২ ঘ. বন্ধ করুন।

এরপরের পংক্তি ঃ ২ সো., ২ সো.এ., লু.পে., শেষ ৪ ঘ. পর্যন্ত সো., ২ সো. এ., ২ সো.।

এরপরের পংক্তি ঃ উ., শেষ ২ পংক্তি পু., যে পর্যন্ত ৪৬ ঘ. অবশিষ্ট না থেকে, ১ উ., পংক্তি শেষ করে ঘ. বন্ধ করুন।

সামনের বাঁ-ভাগ ঃ ১২ নং কাঁটায় হাল্কা গেরুয়া রঙের উল দিয়ে ৬৬ ঘ. উঠিয়ে ১ সো., ১ উ. করে ৬ সেমি.র পটি বুনুন।

এরপরের পংক্তি ঃ ৪ পটিতে, ১ ঘ. তৈরি করে × ১৬ পটিতে ১ ঘ. তৈরি করুন। চিহ্ন × থেকে শেষ ৯ ঘ. পর্যন্ত পু., শেষ অবধি পটিতে বুনুন (৭০ ঘ.) এবার ১০ কাঁটা দিয়ে স্ট.স্টিতে সামনের ভাগের পেছনের কিনার পর্যন্ত লম্বা না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত বুনতে থাকুন। এর পরের পংক্তির জন্য সোজা কাঁটায় বোনা শেষ করুন।

র‍্যাগলস এবং সামনের কাটিং এইভাবে বুনুন–এরপরের পংক্তি ঃ ২ ঘ. বন্ধ করুন, শেষ অবধি সো. বুনুন।

এরপরের পংক্তি ঃ উ. বুনুন।

এরপরের পংক্তি ঃ ২ সো., ২ সো.এ.লু.পে., শেষ ২ ঘ. পর্যন্ত সো., ২ সো.এ. প্রত্যেক এ.ছে.এ. পংক্তিতে বগলের ওপরের দিকে ১ ঘ. আগের মত ক., এই সময় সামনের ভাগের ওপরের দিকে প্রত্যেক ৪র্থ পংক্তিতে ১ ঘ.ক. যে পর্যন্ত ৯ ঘ. অবশিষ্ট না থাকে।

গলার শিরা সোজা রেখে আগের মত আরো ২ বার র‍্যাগলন ক., এরপরের পংক্তির জন্য সো. কাঁটায় বোনা শেষ করুন।

এরপরের পংক্তি ঃ ১ সো., ২ সো. এ.লু. সো.।

এরপরের পরের পংক্তি ঃ উ., ২ সো.এ. বুনে বন্ধ করে দিন।

সামনের ডান ভাগ ঃ সামনের বাঁ ভাগের মত বিপরীত দিকে ঘ. কম করুন। র‍্যাগলন এইভাবে কম করুন ২ সো.এ., ২ সো.।

হাত ঃ ১২ নং কাঁটায় হাল্কা গেরুয়া রঙের উল দিয়ে ৬৪ ঘ. উঠিয়ে ১ সো., ১ উ. করে ৬ সেমি.র বর্ডার বুনুন।

এরপরের পংক্তি ঃ ৪ পটিতে, ১ ঘ. বুনে নিন × ৮ পটিতে ১ ঘ. বুনে নিন, চিহ্ন × থেকে শেষ ৪ ঘ. পর্যন্ত পু., শেষ পর্যন্ত পটিতে বুনুন (৭২ ঘ.)।

এবার ১০ নং কাঁটা বদলে স্ট.স্টি.তে বুনুন। প্রত্যেক প্রথম এবং সামনের প্রত্যেক ৯ম পংক্তিতে দুটো মাথায় ১ ঘ.বা. যে পর্যন্ত ওখানে ১০০ ঘ. অবশিষ্ট না থাকে। হাতের সেলাই রেখা ৪৪ সেমি. না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সো. বুনতে থাকুন। এর পরের পংক্তির জন্য সোজা কাঁটায় ঘ. বন্ধ করুন। ওপরের দিকের ঘ. কম করার জন্য এরপরের ২ পংক্তির শুরুতে ২ ঘ. বন্ধ করে দিন। ২ পংক্তি সো. বুনুন।

এরপরের পংক্তি ঃ ২ সো., ২ সো.এ.লু.পে., শেষ ৪ ঘ. পর্যন্ত সো., ২ সো. এ., ২ সো.।

এরপরের পংক্তি ঃ উ., আগের ২ পংক্তি পু., যে পর্যন্ত ৮ ঘ. অবশিষ্ট না থাকে। একটি উ. পংক্তিতে বোনা শেষ করুন, ঘ. বন্ধ করুন, র‍্যাগলনের সেলাই জুড়ুন। সামনের ভাগের বাঁ-দিকের বর্ডার ঃ ১২ নং কাঁটায় ১৩ ঘ. উঠিয়ে রিবে এইভাবে বুনুন।

১ম পংক্তি ঃ (সোজা দিক) ২ সো., × ১ উ., ১ সো., চিহ্ন × থেকে শেষ ঘ. পর্যন্ত পু., ১ সো., চিহ্ন × থেকে শেষ ঘ. পর্যন্ত পু., ১ সো.।

২য় পংক্তি ঃ ১ সো., × ১ উ., ১ সো., চিহ্ন × থেকে শেষ অবধি পু.। এই দুই পংক্তি যে পর্যন্ত পটি সামান্য টানলে সামনের বাঁ ভাগ, গলার ঘেরা এবং নিচের সামনের এরপরের গলার ঘ. কমানো পর্যন্ত লম্বা না হয়ে যায় পু. করুন। পটি যথাস্থানে টাঁকতে থাকুন। প্রথম ভাগের মত পুরো বুনুন। কিন্তু এতে ৬টি বোতাম

বরও তৈরি করুন। প্রথম বোতাম ঘর গলার কাটিং থেকে ১ সেমি. নিচে এবং শেষ ঘ. নিচের দিক থেকে ২ সেমি. ওপরের তৈরি করুন। বাকি সমান দূরত্বে তৈরি করুন। বোতাম ঘর তৈরি করার জন্য ৫ ঘ. পটিতে বুনুন। ৩ ঘ. বন্ধ করুন। শেষ পর্যন্ত পটিতে বুনে এরপরের পংক্তিতে বন্ধ করা ঘ. এ. ওপর দিয়ে ৩ ঘ. উঠিয়ে নিন। কিনারা এবং হাতের সেলাই রেখা জুড়ুন, বোতাম ঘরের সামনে বোতাম টেঁকে দিন।

ক্রুসের লেস ঃ (সামনের মূল পটির ওপরের কিনারা) সবুজ রঙের উল দিয়ে ক্রুসের সাহায্যে ৭১ চে. এর একটি পংক্তি বুনুন।

১ম পংক্তি ঃ হুক দিয়ে ৮ম চে.তে ১ ট্রে. তৈরি করুন। × ২ চে. এর পরের ২ চে. ছেড়ে এরপরের চে.তে ১ ট্রে., চিহ্ন × থেকে পংক্তির শেষ অবধি পু.। ঘ. বন্ধ করে সবুজ উল ছিঁড়ে ফেলুন।

২য় পংক্তি ঃ কিনার থেকে ৪র্থ চে.তে হলুদ উল জুড়ুন। ১ ড.ক. ওই ট্রে.তে, × ৯ চে. এরপরের ২ স্পে. ছেড়ে, এরপরের সবুজ ট্রে.তে ১ ড.ক., ৩ চে., এরপরের সবুজ ট্রে.তে ১ ট্রে., ৩ চে., পাল্টে নিন।

৩য় পংক্তি ঃ ৩ ট্রে.এ. (প্রত্যেকটির শেষ লুপ হুকে রেখে, হুকের ওপর সুতো নিয়ে হুকের ওপরের সমস্ত লুপের ভেতর দিয়ে বের করুন) ৯ চে. লুপে (৩ চে., ৩ ট্রে.এ. ৩ সো. লুপে তৈরি করুন) ৬ বার, ৩ চে., এরপরের সবুজ ট্রে.তে ১ ড.ক., ৩ চে., এরপরের সবুজ ট্রে.তে ১ ড.ক., ১ চে., পাল্টে নিন।

৪র্থ পংক্তি ঃ এরপরের ২ চে.তে স্লি.স্টি. (এরপরের ৩ চে.স্পে.তে ৩ ট্রে.এ. তৈরি করুন। ৪ চে.) ৮ বার, ৩ চে., এরপরের সবুজ ট্রে.তে ১ ড.ক., হলুদ সুতো ছিঁড়ে ফেলুন।

সোজা দিক থেকে ৩ স্পে. ছেড়ে দিন এবং এরপরের ট্রে.তে হলুদ উল জুড়ে ২য় পংক্তি চিহ্ন × থেকে পু. করে বোনা চালু রাখুন, যে পর্যন্ত শেষ না হয়ে যায়। (মোট ৩টি অর্ধচন্দ্রাকার ভাগ তৈরি হবে)। হলুদ উল ছিঁড়ে ফেলুন, সবুজ সুতো উঠিয়ে ১ ড.ক. প্রথম সবুজ স্পে.তে, ২ চে., × এরপরের হলুদ স্পে.তে ১ ড.ক. (৪ চে., এরপরের হলুদ স্পে.তে ১ ড.ক.) ৮ বার, ২ চে., এরপরের স্পে.তে ১ ড.ক., হলুদ গোলাকার ভাগের স্পে.তে ১ ড.ক., চিহ্ন × থেকে ২ বার পু., পুনরায় ১ পংক্তি ড.ক. এর সবুজ চে. দিয়ে বোনা মূল পংক্তিতে একমাথা থেকে ২য় মাথা পর্যন্ত তৈরি করুন। এর সমান লম্বা করে আরো একটি টুকরো তৈরি করুন।

সামনের এবং গলার ঘেরার লেস ঃ সবুজ রঙের সুতো দিয়ে ৪২৭ চে. এর একটি পংক্তি তৈরি করে ওপরের নমুনা বুনুন, মোট ২০টি অর্ধচন্দ্রাকার ভাগ তৈরি হবে। সামনের পটির ভেতরের দিক থেকে লেস যথাস্থানে টেঁকে দিন।

মূল ছোট লেস বড় লেসের সঙ্গে জুড়ুন। ছোট লেসের ৪র্থ পংক্তিতে বোনা প্রথম ৩ সবুজ স্পে. বড় লেসের সমীপবর্তী স্পে. এর সঙ্গে জুড়ে দিন।

হাতের লেস ঃ (২টি) সবুজ রঙের উল দিয়ে ৯১ চে. এর একটি পংক্তি বুনে এইভাবেই একটি লেস বুনুন। প্রত্যেক লেসের জন্য ৪টি অর্ধচন্দ্রাকার ভাগ তৈরি হবে। হাতের পটির ওপর যথাস্থানে লেস টেঁকে দিন।

ডিজাইন ঃ অর্ণবাজ চোপ্তি
সৌজন্য ঃ ইন্টারন্যাশনাল উল সেক্রেটারিয়েট।

পছন্দসই পুলোভার

উপকরণ ঃ ৪ প্লাই উলের ৭ গোলা (৫০ গ্রামের) গাঢ় নীল, ২ গোলা সবুজ, ৩ গোলা ক্রিম, ১ গোলা বেগুনি রঙের, ৮ এবং ১০ নং দু'জোড়া কাঁটা।

মাপ ঃ লম্বা ৭০ সেমি., হাত ৬২ সেমি.।

টান/টেনশন ঃ ৯ ঘ. দিয়ে ১০ কাঁটা স্ট.স্টি.তে বোনার পর প্রায় ৪ × ৪ সেমি.র ভাগ তৈরি হবে।

সংকেত ঃ সো. = সোজা, উ. = উল্টো, স্ট.স্টি. = স্টাকিং স্টিচ, বা. = বাড়ানো, ক. = কম করা, ঘ. = ঘর, নী. = নীল, স. = সবুজ, বে. = বেগুনি, ক্রি. = ক্রিম।

প্রয়োজনীয় নির্দেশ ঃ পুরো সোয়েটার গ্রাফের সাহায্যে স্ট.স্টি.তে বুনুন। সামনের ভাগ (গ্রাফ নং-১) এবং হাত (গ্রাফ নং-২) অনুযায়ী বুনতে হবে। গ্রাফে নমুনার এক অংশ দেখানো হয়েছে। মাঝখানের ঘ.এর সংকেত তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে। নমুনা সব রঙের উল এক-এক করে ব্যবহার করা হয়েছে। রঙ থেকে রঙের দূরত্ব বেশি হওয়ার ফলে উলের আলাদা আলাদা টুকরো আবশ্যকতানুযায়ী লাগিয়ে নমুনা বুনতে হবে। রঙ বদলানোর সময় উল ক্রস করার দিকে লক্ষ্য রাখবেন। উল খুব বেশি টেনে বুনবেন না। তাহলে সোয়েটারের টেনশন ঠিক থাকবে না।

পদ্ধতি ঃ বর্ডার ঃ ৮ নং কাঁটায় নী. দিয়ে ৪৫ ঘ. উঠিয়ে নিন। ডবল বর্ডার তোলার জন্য ৬ কাঁটা স্ট.স্টি.তে বুনুন। সবথেকে নিচে ঘ. ওঠানোর পংক্তি থেকে সমস্ত ঘ. ১০ নং কাঁটায় নামিয়ে নিন। (সুবিধের জন্য ১-১ নিচে থেকে নামিয়ে বুনতে থাকুন। ১ ঘ.উ. নিচের কাঁটা দিয়ে বুনুন, এবং সো. ওপরের কাঁটা দিয়ে

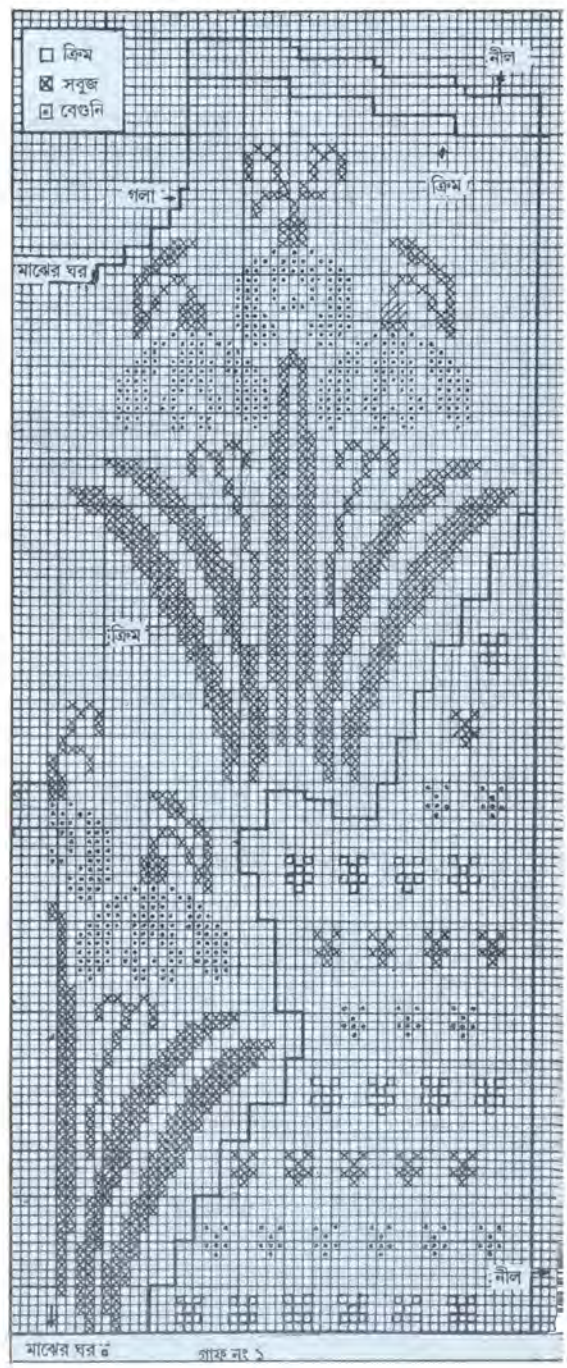

বুনুন। এইভাবে ১ উ. ১ সো. করে পুরো পংক্তি বুনুন (৯০ ঘ. বর্ডারে হবে) এবার বর্ডারের ১৭ পংক্তি ১০ নং কাঁটা দিয়ে বুনুন। ১৮তম উ. পংক্তিতে সমান দূরত্বে ১৫ ঘ. বা. করুন (১০৫ ঘ. হবে)।

সামনের ভাগ ঃ সোজা দিকে গ্রাফ নং–১ অনুযায়ী নমুনা বোনা শুরু করুন। সিড়ির মত লাইন থেকে ডানদিকে যে সমস্ত খালি খোপ আছে, তা গাঢ় নীল রঙের উল দিয়ে বোনা হয়েছে। তার সঙ্গে সমস্ত রঙের উল দিয়ে এক–এক করে ছোট বুটির মোটিফ বোনা হয়েছে। ছোট বুটিগুলি ৪ পংক্তিতে বোনা হয়েছে। বাঁদিকের খালি খোপে (বড় মোটিফের সঙ্গে) ক্রিম রঙের উল দিয়ে বোনা হয়েছে। সুতরাং সমস্ত রঙের উল দুটো করে আলাদা আলাদা লাগাতে হবে। সামনের দিকের আবশ্যকতানুযায়ী দৈর্ঘ্য ১৪০ পংক্তিতে তৈরি হবে। মাঝখানের ঘ. ৫৩তম ঘ. হবে। ২১৪তম পংক্তি পর্যন্ত নমুনা বোনার পর ১১৫তম পংক্তি থেকে গলার জন্য ২৯ ঘ. কম করুন। প্রথমে মাঝখানের ৯. একসঙ্গে কম করুন। তারপর দু'দিকে আলাদা আলাদা করে বুনে ৩, ৩, ২, ১, ১ ক্রমে ঘ. কম করুন। দু'দিকের কাঁধে ৩৮–৩৮ ঘ. থাকবে। ১৩৪তম পংক্তি পর্যন্ত গ্রাফানুযায়ী বুনুন। ১৩৫তম পংক্তিতে কাঁধের তেরছা শেপ দেওয়ার জন্য ৩০ ঘ. বুনুন ৮ ঘ. ছেড়ে দিন, ১৩৬তম পংক্তিতে ১ ঘ. ছেড়ে ২৯ ঘ. বুনুন। ১৩৭তম পংক্তিতে ২১ ঘ. বুনুন ৮ ঘ. ছেড়ে দিন। ১৩৮ পংক্তিতে ১ ঘ. ছেড়ে ২০ ঘ. বুনুন। ১৩৯তম পংক্তিতে ১২ ঘ. বুনুন ৮ ঘ. ছেড়ে দিন। ১৪০তম পংক্তিতে ১ ঘ. ছেড়ে ১১ ঘ. বুনুন। এইভাবে দ্বিতীয় দিকের কাঁধও বুনুন। দু'দিকের ঘ. আলাদা–আলাদা পিনে নামিয়ে রাখুন।

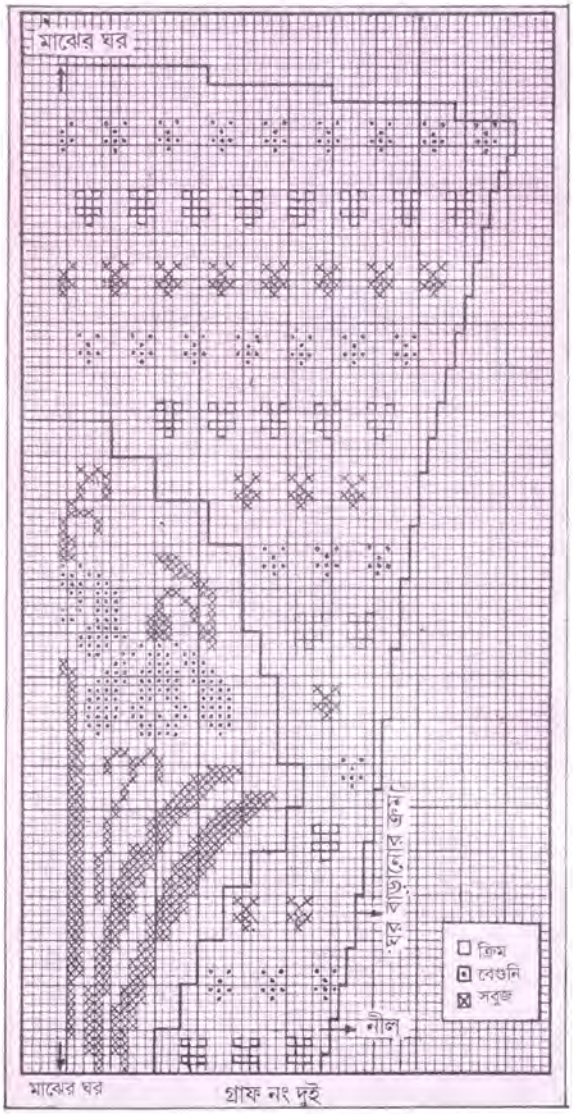

পেছনের ভাগ ঃ আগে বোনা বর্ডারের মত ডবল বর্ডার বুনুন। উ. কাঁটায় ১৫ ঘ. বাড়িয়ে নিন। মোট ১০৫ ঘ. হবে। সামনের দিকের নী.ভাগে যেভাবে ছোট বুটির নমুনা বোনা হয়েছে, ঠিক সেইভাবেই পেছনের পুরো ভাগে (ক্রি., বে. এবং স. দিয়ে ক্রমানুয়ে) এই বুটিগুলি ক্রস করে (২ এর মাঝখানে ১) বুনতে হবে। বুটির ৪ পংক্তি বোনার পর প্রত্যেক বার ৪ পংক্তি নী. দিয়ে (মুখ্য রঙ) স্ট.স্টি.তে বুনুন। পেছনের ভাগের দৈর্ঘ্য মোট ১৪৭ ঘ.তে পুরো হবে। ১৪২ থেকে ১৪৭ ঘ. পর্যন্ত সামনের ভাগের মত কাঁধে তেরছা শেপ দিয়ে পুরো করুন।

হাত ঃ ৮ নং কাঁটায় নী. দিয়ে ২৩ ঘ. উঠিয়ে বর্ডার বুনুন (৪৬ ঘ. হবে)। এবার ১০ নং কাঁটা দিয়ে বর্ডারের ১৭ পংক্তি বুনে উ. কাঁটায় ২৩ ঘ. বাড়িয়ে নিন (৫৬ ঘ. হবে) সো. পংক্তি থেকে গ্রাফ নং–২ অনুযায়ী হাত বোনা শুরু করুন। হাতে মোট ১১৪ ঘ. বুনতে হবে। ঘ. বাড়ানোর পর শেষ পর্যন্ত ১০৩ ঘ. হবে ঘ. বাড়ানোর ক্রমও গ্রাফানুযায়ী করুন। হাত দুটো শেষের দিকে সামান্য তেরছা তৈরি করার জন্য ১০৯তম পংক্তির দু'দিকের ৭, ১৪, ১৪ ক্রসে ঘ. কম করুন। এবং ৩৩ ঘ. একসঙ্গে বন্ধ করে হাত বোনা শেষ করুন।

গলার পটি ও মেকআপ ঃ সামনের ও পেছনের ভাগের বাঁ দিকের কাঁধের ঘর মিলিয়ে বন্ধ করুন। সামনের ভাগের ডানদিক থেকে ১০ নং কাঁটা দিয়ে সো. বুনে ঘ. ওঠানো শুরু করুন। যত কাঁটা বোনা হয়েছে তার সমস্ত ঘ. ওঠাতে হবে। কেবল গলার জন্য ঘ. করার সময় মাঝখানের পংক্তি ছাড়তে হবে, যাতে ছেদ না হয়ে যায়। মাঝখানের ৯ ঘ. উঠিয়ে পেছনের গলা পর্যন্ত ৮৯ ঘ. ওঠানো হয়েছে। এবার ১ সো. ১ উ. করে ২০ পংক্তি বুনুন। এরপরের পংক্তিতে ঢিলে-ঢিলে করে বুনে ঘ. বন্ধ করে দিন পটি পেছনের দিকে সেলাই করে দিন। সেলাই করার সময় উল ঢিলে রাখবেন। এবার ডানদিকের কাঁধের ঘ. মিলিয়ে বন্ধ করুন। হাতের উপরের মধ্যভাগ কাঁধের জোড়ের সঙ্গে মিলিয়ে দু'দিকে সমানভাবে সেলাই করে দিন। সোয়েটারের অন্যান্য সেলাই পুরো করুন। উল্টোদিকে উলের মাথাগুলি একে-অন্যের সঙ্গে জুড়ে গিঁঠ বেঁধে বোনার সঙ্গে গেঁথে দিন।

নানারঙের টপ

উপকরণ ঃ চার প্লাই বর্ধমান সফট টাচ উলের ৭ গোলা সাদা রঙের (৫০ গ্রামের) ১-১ গোলা করে মেরুন, মেহেন্দি, সবুজ, কালো, জাম, সোদা হলুদ, মাস্টার্ড এবং হাল্কা গাজর রঙের। ৭ নং কাঁটা, সোয়েটার সেলাই করার ছুঁচ, সরু ছুঁচ, সাদা সুতো এবং ৩টি সাদা বোতাম।

মাপ ঃ সোয়েটার ৬০ সেমি. এবং হাত ৪৪ সেমি. লম্বা হবে।

টান/টেনশন ঃ ৭ নং কাঁটায় ২৩ ঘ. উঠিয়ে

স্ট.স্টি.তে ২৮ পংক্তি বোনার পর ১০ সেমি.র ভাগ তৈরি হবে।

পেছনের ভাগ ঃ ৭ নং কাঁটায় ৯০ ঘ. উঠিয়ে ১ পংক্তি সো., ১ পংক্তি উ. করে ১২৪ পংক্তি বুনুন।

কাঁধ ছাঁটার জন্য ২ পাশে ৬-৬ ঘ. কম করুন। বাকি ঘ. দিয়ে আরো ৪২ পংক্তি বুনুন। পেছনের ভাগ তৈরি।

সামনের ভাগ ঃ সামনের ভাগের জন্য ৭ নং কাঁটায় ৯০ ঘ. উঠিয়ে কাঁধ পর্যন্ত ১ সো., ১ উ., করে ১১৬ পংক্তি বুনুন। গলার পটির জন্য মাঝখানে ৮ ঘ. কম করে কাঁধ পর্যন্ত ১২৪ পংক্তি পুরো করুন। কাঁধের ছাঁট দেওয়ার জন্য দুইপাশ থেকে ৬-৬ ঘ. কম করুন। ১৮ পংক্তি বোনার পর গলার দুইপাশে ৪,৩,২,১,১,১ ক্রসে ঘ. কম করতে থাকুন। কাঁধের ওপরে ২৪ ঘ. রাখুন।

হাত ঃ ৭ নং কাঁটায় ৫০ ঘ. উঠিয়ে ১ ঘ. সো., ১ ঘ. উ. করে বুনুন। ৫ম সো. পংক্তিতে দুইপাশে ১-১ ঘ.

কিশোরীর ফেভারিট

নিয়ে নিন। তারপর আবার ৩য় পংক্তিতে বাড়ান। এই ক্রম ১০ ঘ. হওয়া পর্যন্ত বাড়াতে থাকুন। হাতের দৈর্ঘ্য ১০ হওয়া পর্যন্ত ১০৪ পংক্তি বুনুন।

সোয়েটারের বর্ডার ঃ ১২ নং ক্রস দিয়ে বোনা করুন।

সাইডের চাক ঃ এর জন্য ২০ পংক্তি বুনতে হবে। চাকের ঘ. থেকে ১ চে. বুনুন। এর পরের ঘ.তে ক্রস করে সুতো ওঠান এবং ক্রসের ঘ. থেকে বের করুন। এইভাবে দ্বিতীয় চক নিন। পুরো চেন এইভাবে বুনুন।

এইভাবে ক্রস দিয়ে ৬ পংক্তি বুনতে হবে।

সামনের দিকে বর্ডার ঃ চাকের কিনার থেকে ক্রস করে দিয়ে চেন তৈরি করুন। পুনরায় এর পরের ঘ.তে ১ বুনুন এবং ২ ঘ. জোড়া বুনুন। এইভাবে ৬ পংক্তি বুনুন।

পেছনের ভাগের বর্ডার ঃ পেছনের ভাগের চাক-ও সামনের ভাগের মত বুনুন। হাতের বর্ডারও সামনের হাতের মত বুনতে হবে। হাতের বর্ডারও ক্রস দিয়ে সামনের ভাগের মত ৬ পংক্তি দিয়ে বুনুন।

কাঁধ জোড়া ঃ পেছনের ভাগের সমস্ত ঘ. কাঁটায় উঠিয়ে নিয়ে, এইভাবে সামনের ভাগের ঘ. কাঁটায় উঠিয়ে নিন। ১ ঘ. সামনের কাঁটার এবং ১ ঘ. পেছনের কাঁটার নিয়ে এক-এক করে সব ঘ. বন্ধ করে দিন।

গলার পটি ঃ যেইভাবে ক্রস দিয়ে সামনের ও পেছনের ভাগের বর্ডার বুনে ছিলেন, সেইভাবেই পটি বুনুন পটিতে ১২ পংক্তি বুনতে হবে। বাঁ পটিতে ৬ পংক্তিতে সমান দূরত্বে ৩টি বোতাম ঘর তৈরি করতে হবে

বোতাম ঘর ঃ ৬ষ্ঠ পংক্তিতে ৩ ঘ. কম করে ৭ম পংক্তিতে ৩ ঘ. বাড়িয়ে নিন।

গলার পটির কিনার থেকে গলার ছাঁট দেওয়া শুরু করুন। সামনের এবং পেছনের ভাগের বর্ডারের মত ক্রস দিয়ে গলা বুনুন। ৬ পংক্তি বুনতে হবে। গলার পেছনের ভাগের মাঝখানের ঘরও সঙ্গে মেলাতে হবে।

সেলাই ঃ একহাত ও এক কাঁধের ঘ. উঠিয়ে সেলাই করুন।

পাশের সেলাই ঃ উল্টো দিক থেকে দুই কিনারের পিঠ থেকে ছুঁচ বের করে সেলাই করুন। এইভাবে হাতের পাশটাও সেলাই করুন।

এম্ব্রয়ডারি ঃ এম্ব্রয়ডারির জন্য এক ঘরের মাঝখান থেকে ছুঁচ বের করে ওই ঘরের ওপরের দিকের যে ঘর আছে তার ভেতর থেকে দ্বিতীয় দিকে ছুঁচ বের করুন। এইভাবে এর পরের ঘ. নিন। গ্রাফানুযায়ী এম্ব্রয়ডারি করুন।

বোতাম ঃ সরু ছুঁচে সাদা সুতো পরিয়ে ডান বাঁ দিকের পটিতে বোতাম লাগিয়ে নিন।

কমল কান্তা রাঠোর

উপকরণ ঃ বর্ধমান নিটিং উল, ডবলনিট উলের ৫০ গ্রামের ৮ গোলা সাদা (শেড নং ০১), ৫০ গ্রামের ১ গোলা সবুজ (শেড নং ১৯), ৫০ গ্রামের ১ গোলা লাল (শেড নং ২৪), ৫০ গ্রামের গোলা হলুদ (শেড নং ০৪), ৫০ গ্রামের ১ গোলা নীল (শেড নং ৩৪), ১১ এবং ৫ নং-এর দু'জোড়া কাঁটা, ১১ নং-এর ৪টি গলা বোনার কাঁটা, সোয়েটার সেলাই করার ছুঁচ।

মাপ ঃ চওড়া ৫৩ সেমি. (না টেনে) বর্ডার সহ লম্বা ৬৬ সেমি., হাতের বর্ডার পর্যন্ত লম্বা ৪৮ সেমি. এবং বর্ডার হাড়া ৪৮ সেমি.।

টান/টেনশন ঃ ৫ নং কাঁটায় ৯ ঘ. উঠিয়ে স্ট.স্টি.তে ১৩ পংক্তি বোনার পর ৫ সেমি. × ৫ সেমি.র ভাগ তৈরি হবে।

সংকেত ঃ ঘ. = ঘর, সো. = সোজা, উ. = উল্টো, স্ট.স্টি. = স্টকিং স্টিচ, (সোজা দিকে সোজা, উল্টো দিকে উল্টো পংক্তি) ক. = কম করা, বা. = বাড়ানো, সা. = সাদা (মুখ্য রঙ) লা. = লাল, স. = সবুজ, নী. = নীল, হ. = হলুদ।

পেছনের ভাগ ঃ ১১ নং কাঁটায় সা. দিয়ে ৮১ ঘ. উঠিয়ে ১ সো., ১ উ. করে ১০ পংক্তি বুনুন। এবার নী. দিয়ে ২ পংক্তি বুনুন, পুনরায় সা. দিয়ে পংক্তি বোনার পর ১ সো., ১ উ., করে পুরো করুন।

ঘর বাড়ানোর পংক্তি ঃ ঘ. উ. কাঁটায় বাড়াতে হবে। সমান দূরত্বে মোট ৯ ঘ. বা. করুন। ৯০ ঘ. হয়ে যাবে।

৫ নং কাঁটায় সা. দিয়ে স্ট.স্টি.তে বোনা শুরু করে বর্ডার সহ ৪৫ সেমি. (বর্ডারের অতিরিক্ত ৮৬ পংক্তি) হয়ে গেলে বগলের ছাঁট দেওয়ার জন্য ৮৭তম পংক্তি থেকে প্রত্যেক কাঁটাতে দুইদিকে ক্রমান্বয়ে ৩,২,২, ঘ. করে কম করতে থাকুন। গ্রাফে যেভাবে সামনের ভাগের বগলের ছাঁট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া আছে, সেইভাবেই পেছনের ভাগেও ছাঁট দিন।

বগলের ছাঁট দেওয়ার পর স্ট.স্টি.তে ২০ সেমি. (১২৪ পংক্তি বর্ডারের অতিরিক্ত ভাগ পর্যন্ত) বুনুন। ১২৫তম পংক্তি গলার জন্য মধ্যভাগ থেকে ১৪ ঘ. কম করুন। পুনরায় উল্টো কাঁটায় বোনা চালু রেখে বন্ধ করা ঘ.এর কাছ থেকে মুড়ে সোজা কাঁটায় ১৪ ঘ. কম করে দিন। এবার উল্টো কাঁটায় বোনা চালু রাখুন। তাহলে কাঁধের ১৭তম ঘ. থাকবে। এই ঘ. গুলি ছেড়ে এবার দ্বিতীয় দিকে উল জুড়ুন, উ. কাঁটায় বোনা চালু রেখে ১৪ ঘ. বন্ধ করুন। এবার সো. কাঁটায় বুনুন। তাহলে কাঁধের ১৭ ঘ. থাকবে। এইভাবে পেছনের ভাগ তৈরি হয়ে যাবে।

সামনের ভাগ ঃ পেছনের ভাগের মত ১১ নং কাঁটা দিয়ে ৮১ ঘ. উঠিয়ে বর্ডার বুনুন।

বা.বা. করার পংক্তি ঃ পেছনের ভাগের মত সমান দূরত্বে ৯ ঘ.বা. করে নিন।

৫ নং কাঁটা দিয়ে স্ট.স্টি. তে বোনা শুরু করুন। প্রত্যেক রঙের আলাদা আলাদা গোলা আবশ্যকতানুযায়ী নিয়ে নমুনা অনুযায়ী বুনুন। বিসম সংখ্যার পংক্তি (১,৩,৫) ডান দিক থেকে বাঁ দিকে বাড়িয়ে সোজা বুনুন। সমসংখ্যার পংক্তি (২,৪,৬) বাঁ দিক থেকে ডান দিকে বাড়িয়ে উ. বুনুন।

১ম পংক্তি : ৪৫ ঘ.সা. দিয়ে, ২৪ ঘ.হ. দিয়ে এবং ২১ ঘ.লা. দিয়ে বুনুন। এইভাবে বোনা শুরু করে নমুনানুযায়ী ৯০ ঘ. ৮৬ পংক্তি হয়ে যাওয়ার পর আলাদা-আলাদা রঙ দিয়ে বুনুন। রঙ বদলানোর সময় উল পরস্পরের সঙ্গে ক্রস করে নেবেন।

৮৭তম পংক্তি থেকে ক্রমান্বয়ে ৩,২,২ ঘ. প্রত্যেক কাঁটায় কম করে বগলের ছাঁদ দিন। ১২২তম পংক্তি বুনুন। ১২৩ পংক্তিতে গলার ছাঁট দিন।

গলার ছাঁট : মোট ৭৬ ঘ. আছে, দুটো কাঁধের জন্য ১৭ ঘ. রেখে বাকি ৪২ ঘ. থাকবে। ১২৩তম পংক্তিতে মাঝখানের ৪২ ঘ. থেকে ১০ ঘ. বন্ধ করে দিন। দু'দিকে আলাদা-আলাদা গোলা লাগিয়ে বুনে ৪-৪ ঘ. কম করুন। কাঁধের দু'দিকে ১৭-১৭ ঘ. থাকা পর্যন্ত বুনুন। এইভাবে ১৩২ পংক্তিতে সামনের ভাগ পুরো হবে।

গলার পটি : কাঁধ জোড়ার পর গলা বোনার তিনটি কাঁটা দিয়ে সামনের ভাগ থেকে ৫০ ঘ. এবং পেছনের ভাগ থেকে ৪৪ ঘ. উঠিয়ে নিন। ৪র্থ কাঁটা থেকে ১ উ. ঘ., ১ সো. ঘ. এর পর বোনা শুরু করুন। ৮ পংক্তি বোনার পর ৯ম পংক্তিতে ১ উ., ১ সো. বুনে ছিলে হাতে ঘ. বন্ধ করে দিন।

হাত : ১১ নং কাঁটায় সা. দিয়ে ৪১ ঘ. ওঠান। ১ সো., ১ উ., করে ৮ পংক্তি বুনুন। এইভাবে ২ পংক্তি নী. দিয়ে বুনুন। আবার ৫ পংক্তি সা. দিয়ে বুনুন। এরপর উ. কাঁটাতে সমান দূরত্বে ৫ ঘ.বা. করে নিন। এবার ৫ নং কাঁটা লাগিয়ে সা. দিয়ে স্ট.স্টি. তে বোনা চালু রেখে ৫ম এবং ৭ম পংক্তিতে দুই মাথায় ১-১ ঘ.বা. করুন। বর্ডার সহ মোট ২১ সেমি. লম্বা হয়ে গেলে ক্রমান্বয়ে নী.লা.সা.হ. লাগান। ৪৮ সেমি. লম্বা হওয়ার পর আগের ক্রসে ঘ.বা করে বুনুন। বগলের মত ঘ. ক্রমান্বয়ে কম করুন। এরপর সো.উ. দুটো পংক্তিতে ২-২ করে ঘ.ক. করতে থাকুন। ৩৪ ঘ. অবশিষ্ট থাকলে সমস্ত ঘ. ছিলে হাতে বন্ধ করে দিন। এইভাবে দ্বিতীয় হাতটিও বুনুন। এবার সোয়েটার সেলাই করার ছুঁচ দিয়ে হাতের পেছনের এবং সামনের ভাগ সেলাই করে দিন।

পুষ্পা বর্মা

লাল–সাদায় সোয়েটার

উপকরণ ঃ পিওর 'উল উলমার্ক' ৪ প্লাইয়ের উল–৭৫ গ্রাম লাল, ৭৫ গ্রাম সাদা, ম্যাচ করা ৬টি বোতাম, ৮ এবং ১০ নম্বরের দু'জোড়া কাঁটা, ১৪ নং এর একটি ক্রুস হুক।

মাপ ঃ ৬১ সেমি. বুকের জন্য ফিট, লম্বা ৩৪ সেমি., হাত ২৫ সেমি.।

টান/টেনশন ঃ ৯ নং কাঁটায় ৬ ঘ. উঠিয়ে স্ট.স্টি.তে বোনার পর মাপ ২.৫ সেমি. হবে।

সংকেত ঃ সো. = সোজা, উ. = উল্টো, ঘ. = ঘর, এ. = একসঙ্গে লা. = লাল, সা. = সাদা,

বা. = বাড়ানো, ড.ক. = ডবল ক্রুস, ক. = কম করা।

পেছনের ভাগ ঃ ১০ নং কাঁটায় লাল রঙের উল দিয়ে ৮৬ ঘ. উঠিয়ে ১ সো. ১ উ. করে ৫ সেমি.র বর্ডার বুনুন।

এবার ৯ নং কাঁটা দিয়ে স্ট.স্টি.তে ১৭ সেমি. বুনুন। সাদা উল জুড়ে ২ পংক্তি স্ট.স্টি.তে বুনুন, শেষ পংক্তিতে ২ উ. এ. বুনুন (৮৫ ঘ.)।

ফুলের নমুনা ঃ নমুনার ১ম পংক্তি ঃ সা. দিয়ে সো. বুনুন।

২য় পংক্তি ঃ সা. দিয়ে উ. বুনুন।

৩য় পংক্তি ঃ ৩ সো. সা. (১ লা., ৫ সা., ১ লা., ১১ সা.) ৪ বার শেষ ১০ ঘ. পর্যন্ত বুনুন, ১ লা., ৫ সা., ১ লা., ৩ সা.।

৪র্থ পংক্তি ঃ উ. (৩ সা. ২ লা.) দুইবার (১১ সা. ২ লা., ৩ সা. ২ লা.) শেষ ৩ ঘ. পর্যন্ত বুনুন, ৩ সা.।

৫ম পংক্তি ঃ ৩ সো. সা., ৩ লা., ১ সা., ৩ লা. (১১ সা., ৩ লা., ১ সা., ৩ লা.) শেষ ৩ ঘ. পর্যন্ত বুনুন, ৩ সা.।

৬ষ্ঠ পংক্তি ঃ উ. ৩ লা., ১ সা. (২ লা., ১ সা.) ২ বার, ৩ লা., (৫ সা., ৩ লা., ১ সা., ২ লা., ১ সা., ২ লা., ১ সা., ৩ লা.) শেষ অবধি বুনুন।

৭ম পংক্তি ঃ সো. ১ সা., ৩ লা. (১ সা., ১ লা.) ২ বার, ১ সা., ৩ লা. (৭ সা., ৩ লা., ১ সা., ১ লা., ১ সা., ১ লা., ১ সা., ১ লা., ১ সা., ৩ লা.) শেষ ঘ. পর্যন্ত বুনুন, ১ সা.।

৮ম পংক্তি ঃ উ. ২ সো., ৩ লা., ১ সা., ১ লা., ১ সা., ৩ লা., (৪ সা., ১ লা., ৪ সা., ৩ লা., ১ সা., ১ লা., ১ সা., ৩ লা.) শেষ ২ ঘ. পর্যন্ত ২ সা.।

৯ম পংক্তি ঃ সো. ৫ সা., ১ লা., ১ সা. (১ লা, ৬ সা., ৩ লা., ৬ সা. ১ লা. ১ সা.) শেষ ৬ ঘ. পর্যন্ত ১ লা., ৫ সা.।

১০ম পংক্তি ঃ ৮ম পংক্তির মত।

১১তম পংক্তি ঃ ৭ম পংক্তির মত।

১২তম পংক্তি ঃ ৬ষ্ঠ পংক্তির মত।

১৩তম পংক্তির ঃ ৫ম পংক্তির মত।

১৪তম পংক্তি ঃ ৪র্থ পংক্তির মত।

১৫তম পংক্তি ঃ ৩য় পংক্তির মত।

১৬তম পংক্তি ঃ সা. দিয়ে উ.।

১৭তম পংক্তি ঃ সা. দিয়ে সো.।

১৬ এবং ১৭তম পংক্তি ঃ আরো দুইবার পু.।

২২তম পংক্তি ঃ সা. দিয়ে উ.।

এই ২২ পংক্তি দিয়ে নমুনা বুনতে থাকুন। নমুনার ১ম থেকে ৮ম পংক্তি বোনার পর এইভাবে বগলের ছাঁট দিন–

মনে রাখবেন বাকি পংক্তির জন্য বন্ধ করা ঘ. এর সমূহের পর ডান হাতের কাঁটার ওপর রাখা ঘ. এ. জন্য কোন নির্দেশ নেই।

বগলের ছাঁট ঃ প্রথম পংক্তি ঃ ৫ ঘ. সা. দিয়ে বন্ধ করুন, ১ সো. সা. দিয়ে, ১ সো. সা., ১ লা., ৬ সা., ৩ লা., (৬ সা., ১ লা., ১ সা., ১ লা., ৬ সা., ৩ লা.) শেষ ১৪ ঘ. পর্যন্ত বুনুন। ৬ সা., ১ লা., ১ সা., ১ লা., ৫ সা.।

২য় পংক্তি ঃ ৫ ঘ. সা. দিয়ে বন্ধ করুন। ১ উ. লা., ১ সা., ৩ লা., ৪ সা., ১ লা., (৪ সা., ৩ লা., ১ সা., ১ লা., ১ সা., ৩ লা., ৪ সা., ১ লা.) শেষ ১০ ঘ. পর্যন্ত বুনুন। ৪ সা., ৩ লা., ১ সা., ১ লা., ১ সা.।

৩য় পংক্তি ঃ ২ সো.এ., সা. দিয়ে ১ সো. লা., ১ সা., ৩ লা., ৭ সা. (৩ লা., ১ সা., ১ লা., ১ সা., ১ লা., ১ সা., ৩ লা., ৭ সা.) শেষ ৭ ঘ. পর্যন্ত পু., ৩ লা., ১ সা., ১ লা., ২ সো., এ.সা. দিয়ে।

৪র্থ পংক্তি ঃ ২ উ.এ.লা. দিয়ে ১ উ. লা., ১ সা., ৩ লা., ৫ সা., (৩ লা., ১ সা., ২ লা., ১ সা., ২ লা., ১ সা., ৩ লা., ৫ সা.) শেষ ৭ ঘ. পর্যন্ত, ৩ লা , ১ সা., ১ লা., ২ উ.এ.লা. দিয়ে।

৫ম পংক্তি ঃ ২ সো.এ.লা. দিয়ে, ১ সো. লা., ১১ সা., (৩ লা., ১ সা., ৩ লা., ১১ সা.) শেষ ৩ ঘ. পর্যন্ত, ১ লা., ২ সো.এ.লা. দিয়ে।

৬ষ্ঠ পংক্তি ঃ ২ উ.এ.,লা. দিয়ে, ১১ উ. সা. (২ লা., ৩ সা., ২ লা., ১১ সা.) শেষ ২ ঘ. পর্যন্ত, ২ উ.এ.,লা. দিয়ে।

৭ম পংক্তি ঃ ২ সো.এ.সা. দিয়ে, ১০ সো.সা. দিয়ে (১ লা., ৫ সা., ১ লা., ১১ সা.) শেষ ১৯ ঘ. পর্যন্ত ১ লা., ৫ সা., ১ লা. ১০ সা., ২ সো.এ.সা. দিয়ে।

৮ম পংক্তি ঃ সা. দিয়ে ২ উ.এ., শেষ ২ ঘ. পর্যন্ত উ. বুনুন। ২ উ.এ.।

৪ পংক্তি সা. দিয়ে স্ট.স্টি.তে বুনুন।

১৭তম পংক্তি ঃ সো. ১০ সা., (১ লা., ৫ সা., ১ লা. ১১ সা.) শেষ ১৭ ঘ. পর্যন্ত, ১ লা. ৫ সা., ১ লা., ১০ সা.।

১৮তম পংক্তি ঃ উ. ১০ সা., (২ লা., ৩ সা., ২ লা., ১১ সা.) শেষ ১৭ পর্যন্ত, ২ লা. ৩ সা., ২ লা., ১০ সা.।

১৯তম পংক্তি ঃ সো. ১০ সা. (৩ লা., ১ সা., ৩ লা., ১১ সা.) শেষ ১০ ঘ. পর্যন্ত, ৩ লা., ১ সা., ৩ লা., ১০ সা.।

২০তম পংক্তি ঃ উ. ৭ সা., (৩ লা., ১ সা., ২ লা., ১ সা., ২ লা., ১ সা. ৩ লা., ৫ সা.) শেষ ২ ঘ. পর্যন্ত, ২ সা.।

২১তম পংক্তি ঃ সো. ৮ সা., (৩ লা., ১ সা., ১ লা., ১ সা., ১ লা., ১ সা., ৩ লা., ৭ সা.) শেষ ঘ. পর্যন্ত, ১ সা.।

২২তম পংক্তি ঃ উ. ৪ সা., ১ লা., ৪ সা., (৩ লা., ১ সা., ১ লা., ১ সা., ৩ লা., ৪ সা., ১ লা., ৪ সা.) শেষ অবধি বুনুন।

২৩তম পংক্তি ঃ সো. ৩ সা., ৩ লা. (৬ সা., ১ লা., ১ সা., ১ লা., ৬ সা., ৩ লা.) শেষ ৩ ঘ. পর্যন্ত, ৩ সা.।

২৪তম পংক্তি ঃ ২২তম পংক্তির মত।

২৫তম পংক্তি ঃ ২১তম পংক্তির মত।

২৬তম পংক্তি ঃ ২০তম পংক্তির মত।

২৭তম পংক্তি ঃ ১৯তম পংক্তির মত।

২৮তম পংক্তি ঃ ১৮তম পংক্তির মত।

২৯তম পংক্তির : ১৭তম পংক্তির মত।

লাল উল ছিঁড়ে ফেলে শুধু সাদা উল দিয়ে ৭ পংক্তি স্ট.স্টি.তে বুনুন।

কাঁধের ছাঁট ঃ এরপরের ৪ পংক্তির শুরুতে ৯ ঘ. বন্ধ করে দিন। সাদা উল ছিঁড়ে ফেলে লাল উল জুড়ুন।

১০ নং কাঁটা বদলে লাল উল দিয়ে ৯ পংক্তির বর্ডার বুনুন। তারপর ঢিলে ঢিলে করে ঘ. বন্ধ করে দিন।

সামনের ভাগ ঃ পেছনের ভাগের মত চিহ্ন * থেকে * পর্যন্ত বুনুন।

২৫তম বগলের পংক্তি ঃ সো. ৮ সা., ৩ লা., (১ সা., ১ লা.) দুইবার ১ সা., ৩ লা., ৫ সা., পাল্টে নিন।

অবশিষ্ট ঘ. খালি কাঁটায় নামিয়ে রাখুন এবং ডান অংশের সমূহের ঘ. বোনা চালু রাখুন।

২২তম পংক্তি : ২ উ.এ.সা. দিয়ে, ২ উ. সা., ৩ লা., (১ সা., ২ লা.) ২ বার, ১ সা., ৩ লা., ৭ সা.।

২৩তম পংক্তি : ১০ সো.সা. দিয়ে, ৩ লা., ১ সা., ৩ লা., ৫ সা., ২ সো.এ.সা. দিয়ে।

২৪তম পংক্তি : ২ উ.এ.সা. দিয়ে, ৩ উ. সা., ২ লা., ৩ সা., ২ লা., ১০ সা.।

২৫তম পংক্তি : ১০ সো.সা. দিয়ে, ১ লা., ৫ সা., ১ লা., ২ সা., ২ সো.এ.সা. দিয়ে।

লাল উল ছিঁড়ে ফেলে এবার শুধু সাদা উল দিয়ে ৭ পংক্তি স্ট.স্টি.তে বুনুন। কিন্তু ২য় এবং ৪র্থ পংক্তিতে গলার ওপরের দিকে ১ ঘ.ক. করুন।

কাঁধের ছাঁট : এরপরের পংক্তির শুরুতে ৯ ঘ. বন্ধ করে দিন, ১ পংক্তি বুনুন। বাকি ঘ. বন্ধ করে দিন।

খালি কাঁটায় নামানো ঘ. গুলি এবার বুনে নিন। সা. দিক থেকে এরপরের ১৫ ঘ. সেফটি পিনে নামিয়ে রাখুন। লা. এবং সা. উল জুড়ুন। তারপর ৫ সো. সা. দিয়ে বুনুন, ৩ লা., (১ সা., ১ লা.) ২ বার, ১ সা., ৩ লা., ৫ সা., এইভাবে দ্বিতীয় দিকের ২৫তম পংক্তি তৈরি হবে।

২৬তম পংক্তি : ৩ সা. দিয়ে উ., ৩ লা. (১ সা., ২ লা.) দুইবার, ১ সা., ৩ লা., ২ সা., ২ উ.এ.সা. দিয়ে বুনুন।

২৭তম পংক্তি : ২ সো.এ.সা. দিয়ে, ৪ সো.সা., ২ লা., ১ সা., ৩ লা. ১০ সা.,।

২৮তম পংক্তি : ১০ উ.সা. দিয়ে ২ লা., ৩ সা., ২ লা., ৩ সা., ২ উ. এ., সা. দিয়ে বুনুন।

২৯তম পংক্তি : ২ সো.এ.সা. দিয়ে, ২ সো. সা., ১ লা., ৫ সা., ১ লা., ১০ সা.।

লাল উল ছিঁড়ে ফেলুন। সাদা উল দিয়ে ৪ পংক্তি স্ট.স্টি.তে বুনুন, কিন্তু গলার ওপরের দিকে এবং ৪র্থ পংক্তিতে ১ ঘ.ক., প্রথম ভাগের মত কাঁধের ছাঁট দিন। সোজা দিক থেকে লাল উল বাঁ কাঁধের গলার ওপরের দিকে জুড়ে নিয়ে ১০ নং কাঁটা দিয়ে বাঁ গলার ওপরের দিক থেকে ১৬ ঘ. উঠিয়ে বুনুন। সেফটিপিনের ১৫ ঘ. বুনুন, পুনরায় ডান গলা থেকে ১৬ ঘ. উঠিয়ে বুনুন। পেছনের ভাগের শুরুতে বোনা বর্ডারের মত ৮ পংক্তি বুনুন। তারপর ঢিলে ঢিলে করে ঘ. বন্ধ করে দিন।

হাত : (দুটো একরকমের) : ১০ নং কাঁটায় লা. উল দিয়ে ৪৯ ঘ. উঠিয়ে ১৬ পংক্তির পেছনের ভাগের শুরুর মত বর্ডারে বুনুন। এবার ৯ নং কাঁটায় সা. উল জুড়ে, প্রথম ১৭তম নমুনার পংক্তি পেছনের ভাগের মত করে বুনুন। এরপরের ৭ পংক্তি স্ট.স্টি.তে সা. দিয়ে বুনুন কিন্তু ২য় পংক্তির দুই মাথায় ১ ঘ.বা.।

২৫তম পংক্তি : ১ম ঘ.তে বা.সা. দিয়ে, ৩ সো. সা. (১ লা., ৫ সা., ১ লা. ১১ সা.) দুইবার, ১ লা., ৫ সা., ১ লা., ৩ সা. শেষ ঘ.তে সা. দিয়ে বা.।

২৬তম পংক্তি : ৫ উ.সা. দিয়ে (২ লা., ৩ সা., ২ লা., ১১ সা.) ২ বার, ২ লা., ৩ সা., ২ লা., ৫ সা.।

২৭তম পংক্তি : ৫ সো. সা. দিয়ে (৩ লা., ১ সা., ৩ লা., ১১ সা.) ২ বার, ৩ লা., ১ সা., ৩ লা., ৫ সা.।

২৮তম পংক্তি : ২ উ.সা., ৩ লা. (১ সা., ২ লা.) দুইবার, ১ সা., ৩ লা., (৫ সা., ৩ লা., ১ সা., ২ লা., ১ সা., ২ লা., ১ সা., ৩ লা.) ২ বার, ২ সা.,।

২৯তম পংক্তি : ২ সো.সা. (৩ লা., ১ সা., ১ লা., ১ সা., ১ লা., ১ সা., ৩ লা., ৭ সা.) দুইবার, ৩ লা., (১ সা., ১ লা.) দুইবার, ১ সা., ৩ লা., ৩ সা.।

৩০তম পংক্তি : ৪ উ.সা. (৩ লা., ১ সা., ১ লা. ১ সা., ৩ লা. ৪ সা., ১ লা., ৪ সা.) দুইবার, ৩ লা., ১ সা., ১ লা., ১ সা., ৩ লা., ৪ সা.।

৩১তম পংক্তি : প্রথম ঘ.তে বা.সা. থেকে ৬ সো., সা. (১ লা., ১ সা., ১ লা., ৬ সা., ৩ লা., ৬ সা. দুইবার, ১ লা. ১ সা., ১ লা., ৬ সা., শেষ ঘ.তে সা. দিয়ে বা.।

৩২তম পংক্তি : ৫ উ. সা. দিয়ে, ৩ লা. (১ সা., ১ লা., ১ সা., ৩ লা., ৪ সা., ১ লা., ৪ সা., ৩ লা.) দুইবার, ১ সা., ১ লা., ১ সা., ৩ লা., ৫ সা.।

৩৩তম পংক্তি : ৪ সো.সা. দিয়ে ৩ লা., ১ সা., ১ লা. (১ সা., ১ লা., ১ সা., ৩ লা., ৭ সা., ৩ লা., ১ সা., ১ লা.) দুইবার, ১ সা., ১ লা., ১ সা., ৩ লা., ৪ সা.।

৩৪তম পংক্তি : ৩ উ.সা. দিয়ে, ৩ লা., ১ সা., ২ লা. (১ সা., ২ লা., ১ সা., ৩ লা., ৫ সা., ৩ লা., ১ সা., ২ লা.) দুইবার ১ সা., ২ লা., ১ সা., ৩ লা., ৩ সা.।

৩৫তম পংক্তি : ৬ সো.সা. দিয়ে, (৩ লা., ১ সা., ৩ লা., ১১ সা.) দুইবার, ৩ লা., ১ সা., ৩ লা., ৬ সা.।

৩৬তম পংক্তি : ৬ উ.সা. দিয়ে (২ লা., ৩ সা., ২ লা., ১১ সা.) দুইবার, ২ লা., ৩ সা., ২ লা., ৬ সা.।

৩৭তম পংক্তি : প্রথম ঘ.তে সা. দিয়ে বা., ৫ সো.সা. দিয়ে, (১ লা., ৫ সো., ১ লা., ১১ সা.) দুইবার। ১ লা., ৫ সা., শেষ ঘ.তে বা.ঘ. সা. দিয়ে বুনুন।

৯ পংক্তি স্ট.স্টি.তে সা. দিয়ে বুনুন। কিন্তু ৬ষ্ঠ পংক্তির প্রত্যেক মাথায় ১ ঘ.বা.।

৪৭তম পংক্তি : ৮ সো.সা. দিয়ে (১ লা., ৫ সা., ১ লা., ১১ সা.) দুইবার, ১ লা., ৫ সা., ৮ সা.।

৪৮তম পংক্তি : ৮ উ.সা. দিয়ে, (২ লা., ৩ সা., ২ লা., ১১ সা.) দুইবার, ১ লা., ৫ সা., শেষ ঘ.তে বা. ঘ.সা. দিয়ে বুনুন।

৯ নং পংক্তি সা. দিয়ে স্ট.স্টি.তে বুনুন। কিন্তু ৬ষ্ঠ পংক্তির মাথায় ১ ঘ.বা.।

৪৭তম পংক্তি : ৮ সো. সা. দিয়ে, (১ লা., ৫ সা., ১ লা., ১১ সা.) দুইবার, ১ লা., ৫ সা. ৮ সা.।

৪৮তম পংক্তি : ৮ উ.সা. দিয়ে (২ লা., ৩ সা., ২ লা., ১১ সা.) দুইবার, ২ লা., ৩ সা., ২ লা., ৮ সা.।

৪৯তম পংক্তি : ৮ সো.সা. দিয়ে, (৩ লা., ১ সা., ৩ লা., ১১ সা.) দুইবার ৩ লা., ১ সা., ৩ লা., ৮ সা.।

৫০তম পংক্তি : ৪ উ.সা. (৩ লা., ১ সা., ২ লা., ১ সা., ২ লা., ১ সা., ৩ লা., ৫ সা.) তিনবার।

৫১তম পংক্তি : ৬ সো.সা., (৩ লা., ১ সা., ১ লা., ১ সা., ১ লা., ১ সা., ৩ লা., ৭ সা.) শেষ অবধি বুনুন। কিন্তু ৬ষ্ঠ পংক্তি সা. দিয়ে শেষ করুন।

৫২তম পংক্তি : ২ উ.সা. দিয়ে (১ লা., ৪ সা., ৩ লা., ১ সা., ১ লা., ১ সা., ৩ লা., ৪ সা.) তিনবার ১ লা., ২ সা.।

৫৩তম পংক্তি : ১ সো.সা. দিয়ে (৩ লা., ৬ সা., ১ লা., ১ সা., ১ লা., ৬ সা.) তিনবার, ৩ লা., ১ সা.।

৫৪তম পংক্তি : ৫২তম পংক্তির মত।

৫৫তম পংক্তি : ৫১তম পংক্তির মত।

৫৬তম পংক্তি : ৫০তম পংক্তির মত।

৫৭তম পংক্তি : ৪৯তম পংক্তির মত।

৫৮তম পংক্তি : ৪৮তম পংক্তির মত।

৫৯তম পংক্তি : ৪৭তম পংক্তির মত।

৬০তম পংক্তি : সা. দিয়ে উ. এবার ওপরের দিকে ঘর কম করুন : এরপরের ২ পংক্তির শুরুতে সা. উল দিয়ে ৪ ঘ. বন্ধ করে দিন। এরপরের ৫ পংক্তির দুই মাথায় ১ ঘ.ক. করুন। ১ পংক্তি সো. বুনুন।

এরপরের পংক্তি : ২ সো., ১ সা. দিয়ে, ৩ সো. সা. দিয়ে, ১ লা., ১১ সা., ১ লা., ৫ সা., ১ লা., ১১ সা., ১ লা., ৩ সা., ২ সো., ১ সো.সা. দিয়ে।

এরপরের পংক্তি : ২ উ.সা. দিয়ে ২ লা., ১১ সা., ২ লা., ৩ সা., ২ লা., ১১ সা., ২ লা., ৩ সা.।

এরপরের পংক্তি : ২ সো.এ.সা. দিয়ে, ৩ সো.লা., ১১ সা., ৩ লা., ১ সা., ৩ লা., ১১ সা., ৩ লা., ২ সো.এ.সা. দিয়ে।

এরপরের পংক্তি : ১ উ.সা. দিয়ে, ২ লা., ১ সা., ৩ লা., ৫ সা. ৩ লা. (১ সা., ২ লা.) দুইবার, ১ সা., ৩ লা., ৫ সা., ৩ লা., ১ সা., ২ লা., ১ সা.।

এরপরের পংক্তি : ২ সো.এ.লা দিয়ে, ১ সো.সা. দিয়ে, ৩ লা., ৭ সা., ৩ লা. (১ সা., ১ লা.) দুইবার ১ সা., ৩ লা., ৭ সা., ৩ লা., ১ সা., ২ সো., এ.লা. দিয়ে বুনুন।

এরপরের পংক্তি : ১ উ.সা., ৩ লা., ৪ সা., ১ লা., ৪ সা., ৩ লা., ১ সা., ১ লা., ১ সা., ৩ লা., ৪ সা., ১ লা., ৪ সা., ৩ লা., ১ সা.,।

এরপরের পংক্তি : ২ সো.এ.সা. দিয়ে, ৫ সো.সা., ৩ লা., ৬ সা., ১ লা., ১ সা., ১ লা., ৬ সা., ৩ লা., ৫ সা., ২ সো.এ. সা. দিয়ে।

এরপরের পংক্তি : ২ উ.এ.লা. দিয়ে, ৩ লা., ১ সা., ১ লা., ১ সা., ৩ লা. (৪ সা., ১ লা.) দুইবার, ২ উ.এ.লা. দিয়ে।

এরপরের পংক্তি : ২ সো.এ.লা. দিয়ে, ১ সো.লা., ৭ সা., ৩ লা. (১ সা., ১ লা.) দুইবার ১ সা.,

৩ লা., ৭ সা., ১ লা., ২ সো.এ.লা. দিয়ে।

এরপরের পংক্তি ঃ ২ উ.এ.লা. দিয়ে, ১ উ.লা., ৫ সা., ৩ লা., (১ সা., ২ লা.) দুইবার, ১ সা. ৩ লা. ৫ সা., ১ লা., ২ উ.এ.লা. দিয়ে।

এরপরের পংক্তি ঃ ২ সো.এ.সা. দিয়ে, ৮ সো.সা., ৩ লা., ১ সা., ৩ লা., ৮ সা., ২ সো.এ.সা. দিয়ে।

এরপরের পংক্তি ঃ ২ উ.এ.সা. দিয়ে, ৭ উ:সা., ২ লা., ৩ সা., ২ লা., ৭ সা., ২ উ.এ.সা. দিয়ে।

এরপরের পংক্তি ঃ ৩ ঘ.সা. দিয়ে বন্ধ করুন। ৪ সো.সা. ১ লা., ৫ সা., ১ লা., ৮ সা.।

লাল উল ছিঁড়ে ফেলুন। শুধু সা. উল দিয়ে এরপরের ৩ পংক্তির শুরুতে ৩ ঘ. বন্ধ করে দিন। বাকি সব ঘরও বন্ধ করে দিন।

মেকআপ ঃ কাঁধের সেলাই রেখা বগলের ওপরের দিকে ১ সেমি. পর্যন্ত জুড়ুন। হাত দুটোও জুড়ে দিন। তারপর পাশের সেলাই জুড়ুন। ম্যাচিং উল দিয়ে কাঁধের খোলা ভাগের ওপর ড.ক. এর একটি পংক্তি বুনুন। লুপ বানিয়ে বোতাম টেঁকে দিন।

ডিজাইন ঃ অর্ণবাজ ছোত্তি।
সৌজন্য ঃ ইন্টার ন্যাশনাল উল সেক্রেটারিয়েট।

কিশোরীর কার্ডিগান

উপকরণ ঃ ডবলনিট মোহর লন (শেড নং ২৭ মিল্স পিচ কালার) এর মিক্স কালার তরমুজ রঙের ৫০ গ্রামের ৭–৮ গোলা, ৭ এবং ৯ নং এর দু'জোড়া কাঁটা, সোয়েটার সেলাই করার মোটা ছুঁচ, স্টিচ হোল্ডার, ১০ নং এর ক্রুস, কাঠ কিংবা প্লাস্টিকের লম্বা

বোতাম।

পদ্ধতি ঃ এই নমুনা ১০ ঘ. এবং ২০ পংক্তি দিয়ে তৈরি হবে।

১ম, ৩য়, ৫ম, ৭ম এবং ৯ম পংক্তি ঃ (উল্টো দিকে) * ৫ উ., ৫ সো. চিহ্ন * থেকে পু., ৫ সো. ঘ. দু'দিক থেকে সো. বুনতে হবে। যাতে গার্টার স্টিচের ডোরা তৈরি হবে। ৫ উ. ঘ. স্ট.স্টি.তে বুনতে হবে তাহলে 'বো' কেবল তৈরি হবে। ১০ পংক্তির পর ৫ সো. ঘ. দিয়ে ৫ উ. এবং ৫ উ. ঘ. দিয়ে ৫ সো. বুনুন।

২য়, ৪র্থ, ৮ম, ১০ম পংক্তি ঃ (সোজা দিক) সমস্ত পংক্তি সোজা বুনুন।

৬ষ্ঠ পংক্তি ঃ (সোজা দিকে) * ৫ ঘ. যা স্ট.স্টি.তে বোনা হয়েছিল, স্টিচ হোল্ডারে নামিয়ে রাখুন। উল সামনে এনে এই ৫ ঘ. এর সামনে পেছনে তিনবার পেঁচিয়ে (সামান্য টেনে) নিন। এই ঘ. স্টিচ হোল্ডার থেকে কাঁটায় নিয়ে সো. বুনুন। এরপরের ৫ ঘ. ও সো. বুনতে হবে। চিহ্ন * থেকে পু. করুন।

১১তম পংক্তি ঃ এই পংক্তিতে সো. ৫ ঘ. উ. করে বুনে নিন এবং উ. ৫ ঘ. সো. বুনে নিন। যাতে এইবার 'বো' কেবল দ্বিতীয় ৫ ঘ. এর ওপর তৈরি হয়। এইভাবে শুরু করে ৯ পংক্তি ওপরে লেখা পদ্ধতি অনুযায়ী বুনে নিন। ২০ পংক্তিতে পুরো নমুনা তৈরি হয়ে যাবে।

পেছনের ভাগ ঃ ৯ নং কাঁটা দিয়ে ৫২ (৪৭) ঘ. উঠিয়ে গার্টার স্টিচে (দু'দিকে সোজা পংক্তি) ৫ সেমি. বর্ডার বুনে নিন। সোজা দিকে পরার শেষ পংক্তিতে সমান দূরত্বে ১০ ঘ. বাড়িয়ে নিন। মোট ৬৭ (৫৭) ঘ. তে ৭ নং এর কাঁটা লাগিয়ে উল্টো দিক থেকে নমুনা বোনা শুরু করুন। দু'দিকে ১–১ ঘ. কিনারার জন্য রেখে মাঝখানের ঘ. দিয়ে নমুনা বুনুন। মোট ৩৯ (৩৫) সেমি. হয়ে গেলে এবং নমুনার ১০ পংক্তি হয়ে গেলে ৯ নং কাঁটা লাগিয়ে গার্টার স্টিচে বুনুন। ৪১ (৩৭) সেমি. হওয়ার পর গলার ছাঁট দিন।

গলার ছাঁট ঃ শুরুর ২৪ (২৩) ঘ. সো. বুনুন। উলের দ্বিতীয় গোলা লাগিয়ে মাঝখানের ৩ (১১) ঘ. বন্ধ করে দিন। শেষ অবধি সো. বুনুন। দুইদিক একসঙ্গে বোনা চালু রেখে গলার দিকে ২–১ ক্রুসে ঘ. কম করুন। মোট ৪২ (৩৮) সেমি. হয়ে গেলে ২১ (২০) ঘ. বন্ধ করে দিন।

সামনের ডান ভাগ ঃ ৯ নং কাঁটায় ৩১ (২৯) ঘ. উঠিয়ে গার্টার স্টিচে পেছনের ভাগের মতই গুণে পংক্তি বুনে নিন। সোজা দিকে পরার শেষ পংক্তিতে সমান দূরত্বে ৫ ঘ. বাড়িয়ে নিন। মনে রাখবেন এই ঘ. শুরুর ২৩ (২১) ঘ. বেড়ে যাবে। শেষের ৮ ঘ. পটির জন্য থাকবে। সুতরাং এর ওপর ঘ. বাড়াবেন না। ৭ নং কাঁটা লাগিয়ে নমুনা বুনুন। পটির ৮ ঘ. সঙ্গে সঙ্গেই ৯ নং কাঁটা দিয়ে বুনতে থাকুন। একবার ৯ নং একবার ৭ নং কাঁটা দিয়ে বুনলে পটি ঠিক থাকবে। সেলাই করলে মোটা উলের দরুন দেখতে সুদৃশ্য হবে না। মোট ৩৭ (৩৩) সেমি. হওয়ার পর গলার ছাঁট দিন।

গলার ছাঁট ঃ পটির ৮ ঘ. বন্ধ করে দিন। তারপর নমুনা অনুযায়ী বুনুন। সোজা দিকে ৩–২–১ ক্রুসে ঘ. কম করুন। সঙ্গে পেছনের ভাগের সমান লম্বা হওয়ার পর ৯ নং কাঁটা লাগিয়ে গার্টার স্টিচে বুনুন। পেছনের ভাগের সমান অর্থাৎ ২১ (২০) ঘ. থাকার পর ঘ. বন্ধ করে দিন।

সামনের বাঁ ভাগ ঃ ডান ভাগের মত সমস্ত ছাঁট দিয়ে বোতাম পটি বিপরীত দিকে রেখে বুনে নিন। মনে রাখবেন যে ৫ ঘ. সো., কিংবা গার্টার স্টিচের দ্বিতীয় ভাগের বোতাম পটির সঙ্গে এসেছে ওই ৫ ঘ. এখানেও বোতাম পটির সঙ্গে আসা চাই।

হাত ঃ ৯ নং কাঁটা দিয়ে ৩৩ (৩১) ঘ. উঠিয়ে গার্টার স্টিচে ৫ সেমি.র বর্ডার বুনে নিন। সোজা দিকে পরার শেষ পংক্তিতে সমান দূরত্বে ১২ ঘ. বাড়িয়ে নিন। মোট ৪৩ (৪৫) ঘ.। ৭ নং কাঁটা লাগিয়ে নমুনা বুনুন। মনে রাখবেন 'বো' কেবিলের নমুনা মাঝখানের ঘ.তে তৈরি করতে হবে। প্রত্যেক ৬ষ্ঠ পংক্তির দু'দিকে ১–১ ঘ. বাড়াতে থাকুন। লম্বা আবশ্যকতানুযায়ী কম বেশি করে নিন।

কলার ঃ ৯ নং কাঁটায় ১২ ঘ. উঠিয়ে গার্টার স্টিচে বুনুন। মোট ১১ (১০) সেমি. হওয়ার পর কলার চওড়া করার জন্য এইভাবে বুনুন ঃ

শুরুর ৮ ঘ. সো. বুনুন। পাল্টে নিন, এরপরের ঘ. না বুনে নামিয়ে নিন। শেষ অবধি সো. বুনুন। এরপরের পংক্তিতে ১২ ঘ. সো. বুনুন। এইভাবে প্রত্যেক ৮ম কাঁটায় বুনলে কলার চওড়া হয়ে যাবে। এইভাবে আরো ৫ বার বুনুন। এরপর আরো ১১ (১০) সেমি. গার্টার স্টিচে বুনে ঘ. বন্ধ করে দিন।

সেলাই ঃ কাঁধ দুটো সেলাই করে দিন। কাঁধের সেলাই থেকে নিচে দু'দিকে ১৮ (১৭) সেমি.তে চিহ্ন লাগিয়ে দিন। এই চিহ্ন পর্যন্ত হাত সেলাই করে দিন। কাঁধের সেলাই হাতের মধ্যভাগে হওয়া চাই। কলারের ছোটভাগ পেছনের গলার মধ্যভাগের মাঝখানের সঙ্গে মিলিয়ে ভেতরের দিক থেকে বাইরের দিকে সেলাই করুন। বোতাম পটির এক ইঞ্চি ভাগ ছেড়ে কলারের কিনারা সেলাই করে দিন। ক্রুস দিয়ে ১২ সেমি. লম্বা ৫টি চেন বুনে নিন। চেনের দুইমাথা মিশিয়ে জুড়ে নিন। এই ভাগ, ডানভাগে বোতাম পটির এবং বোনা মেলার জায়গায় সেলাই করে দিন। এই লুপের সামান্য ভাগ পটি থেকে বাইরের দিকে থাকবে, যাতে বোতাম বের করা যায়। একটি বোতাম চেনের ওপর লাগিয়ে দিন। দ্বিতীয় বোতাম দ্বিতীয় ভাগের পটিতে লাগিয়ে দিন। চিত্র দেখুন।

উর্মিলা ভটনাগর

কিশোরীর কোট

উপকরণ ঃ পিওর উল, উলমার্ক ২৫০ গ্রাম বাদামি রঙের, ২৫ গ্রাম ক্রিম রঙের আর সামান্য কমলা রঙের উল। ১৪ নং এর ক্রুস হুক, ৫টি বাদামি বোতাম, ১টি টেপেস্ট্রি ছুঁচ।

মাপ ঃ ৭১ সেমি. বুকের জন্য ফিট, লম্বা ৪২ সেমি., হাত বর্ডার সহ ৩০ সেমি.।

সংকেত ঃ চে. = চেন, ড.ক. = ডবল ক্রুস, স্টি. = স্টিচ, ট্রে. = ট্রেবল পু. = পুনরাবৃত্তি, স্লি.স্টি. = স্লিপ স্টিচ, ক. = কম করা

বা. = বাড়ানো।

পদ্ধতি ঃ পেছনের ভাগ ঃ বর্ডার ক্রিম রঙের উল দিয়ে ১০৫ চে. এর একটি পংক্তি বুনুন।

১ম পংক্তি ঃ হুক দিয়ে ২য় চে.তে ১ ড.ক., প্রত্যেক চে.তে ১ ড.ক. শেষ অবধি বুনুন। বন্ধ করে ক্রিম রঙের উল ছেড়ে দিন (১০৪ স্টি.) বাদামি উল জুড়ুন।

২য় পংক্তি ঃ এর পরের ড.ক. ছেড়ে দিন এরপরের ড.ক.তে ২ ট্রে., চিহ্ন × থেকে শেষ ২ ড.ক. পর্যন্ত পু., এরপরের ড.ক. ছেড়ে দিন, এর পরের ড.ক.তে ১ ট্রে., ৩ চে. পাল্টে নিন।

৩য় পংক্তি ঃ এর পরের ট্রে. ছেড়ে দিন। এর পরের ট্রে.তে ২ ট্রে., চিহ্ন × থেকে শেষ পর্যন্ত পু., শেষ ট্রে. ছেড়ে দিন, ৩ চে. এর ৩য় চে.তে ১ ট্রে., বাদামি উল ছিঁড়ে ফেলুন, ক্রিম উল উঠিয়ে ১ চে. পাল্টে নিন।

৪র্থ এবং ৫ম পংক্তি ঃ প্রত্যেক স্টি.তে শেষ পর্যন্ত ১ ড.ক. তৈরি করুন। ক্রিম উল ছেড়ে দিয়ে বাদামি উল দিয়ে ৩ চে. বুনে পাল্টে নিন।

৬ষ্ঠ পংক্তি ঃ (উল্টো দিক থেকে) ঃ ২য় পংক্তির মত, ৩ চে., পাল্টে নিন।

৭ম পংক্তি ঃ ৩য় পংক্তির মত, ৩ চে., পাল্টে নিন।

৮ম পংক্তি ঃ ৩য় পংক্তির মত কিন্তু প্রত্যেক মাথায় ১ স্টি.ক., ৩ চে., পাল্টে নিন।

৯ম পংক্তি ঃ সোজা নমুনা বুনতে থাকুন।

১৫তম পংক্তি ঃ ৮ম পংক্তির মত, ৩ চে., পাল্টে নিন।

১৬তম থেকে ২৪তম পংক্তি ঃ সোজা নমুনা বোনা চালু রাখুন।

২৫তম থেকে ৩৭তম পংক্তি ঃ নমুনা বোনা চালু রেখে এর পরের প্রত্যেক ৪র্থ পংক্তির দুই মাথায় ১ স্টি. বা.।

৩৮তম এবং ৩৯তম পংক্তি ঃ সোজা নমুনা বোনা চালু রাখুন।

বগলের ছাঁট ঃ এর পরের ৩ স্টি.তে স্লি.স্টি. ২ চে., শেষ ৪ স্টি. পর্যন্ত নমুনা বুনুন। এর পরের ১ স্টি.তে ১ ট্রে., ১ চে. পাল্টে নিন।

২য় পংক্তি ঃ ১ম পংক্তি মত, ১ চে. পাল্টে নিন।

৩য় পংক্তি ঃ প্রত্যেক মাথায় ২ ঘ.ক., শেষ পংক্তিতে ৩ চে. বুনে পাল্টে নিন।

৬ষ্ঠ থেকে ২১তম পংক্তি ঃ নমুনা দিয়ে ১৬ পংক্তি বুনুন। গলা ও কাঁধের ছাঁট দিন।

১ম পংক্তি ঃ এর পরের ৮ স্টি.তে স্লি.স্টি., ২ চে., ২ ট্রে. এর ৭ সমূহ তৈরি করুন। এর পরের ২ ট্রে.তে ১ ট্রে., ১ চে., পাল্টে নিন।

২য় পংক্তি ঃ এরপরের স্টি.তে স্লি.স্টি., ২ চে., ২ ট্রে. এর ৪ সমূহ তৈরি করুন। এর পরের ট্রে. ছেড়ে দিন, এর পরের ট্রে.তে ১ টে., উল ছিঁড়ে ফেলুন।

মাঝখানে ২৮ ঘ. ছেড়ে দিন, এর পরের ঘ.তে আবার উল জুড়ুন। বাঁ দিকের ভাগ ডান দিকের ভাগের মত বুনে বিপরীত দিকে ঘ. কম করে বুনুন।

সামনের ডান ভাগ ঃ ক্রিম রঙের উল দিয়ে ৫১ চে. এর একটি পংক্তি বুনুন, প্রথম ৫ পংক্তি ক্রিম ও বাদামি রঙের বর্ডারের নমুনার পেছনের ভাগের মত বুনুন। ক্রিম উল ছেড়ে দিয়ে বাদামি রঙের উল দিয়ে বোনা চালু রাখুন, সামনের শিরা সোজা রেখে কিনারে এবং বগলের পেছনের ভাগের মত যে পর্যন্ত কাধের ছাঁট শুরু থেকে ১২ পংক্তি না হয়ে যায় ঘ.ক. করতে থাকুন।

গলার ছাঁট ঃ ১ম পংক্তি ঃ নমুনা শেষ ৭ ঘ. পর্যন্ত বুনুন, এর পরের প্রত্যেক ঘ.তে ১ ট্রে., ১ চে. পাল্টে নিন।

২য় পংক্তি ঃ এর পরের স্টি.তে ২ চে., পংক্তির শেষ অবধি নমুনা বুনুন। ৩ চে. পাল্টে নিন।

৩য় পংক্তি ঃ শেষ ৩ ঘ. পর্যন্ত নমুনা বুনুন, এর পরের ২ স্টি. এর প্রত্যেকটিতে ১ ট্রে., ১ চে. পাল্টে নিন।

৪র্থ এবং ৫ম পংক্তি ঃ ২য় এবং ৩য় পংক্তি আরো একবার পু. করুন।

৬ষ্ঠ থেকে ৯ম পংক্তি ঃ সো. বুনুন।

১০ম এবং ১১তম পংক্তি ঃ গলার শিরা সোজা রেখে কাঁধের পেছনের ভাগের মত বুনুন, ঘ. বন্ধ করে উল ছিঁড়ে ফেলুন।

সামনের বাঁ ভাগ ঃ সামনের বাঁ ভাগ ডান ভাগের মত বিপরীত দিকে ঘ. কম করে বুনুন।

হাত (দুটো) ঃ বাদামি রঙের উল দিয়ে ৫৫ চে. এর একটি পংক্তি তৈরি করে পাল্টে নিন। পেছনের ভাগের বাদামি রঙের মুখ্যভাগের মত বুনুন। এরপর ৯ পংক্তি সোজা বুনুন।

১৫ থেকে ৪৫তম পংক্তি ঃ এরপরের এবং এর পরের প্রত্যেক ৩য় পংক্তির দুইমাথায় ১ ঘ.বা.।

৪৬তম পংক্তি ঃ প্রত্যেক মাথায় ১ ঘ.বা.।

৪৭তম এবং ৪৮ পংক্তি ঃ সোজা বুনুন। ওপরের দিকের ঘর কম করুন।

১ম এবং ২য় পংক্তি ঃ প্রত্যেক মাথায় ৩ ঘ.ক.।

৩য় থেকে ১ম পংক্তি ঃ প্রত্যেক মাথায় ২ ঘ.ক.।

১১তম থেকে ১৩তম পংক্তি ঃ প্রত্যেক মাথায় ৩ ঘ.ক., ঘ. বন্ধ করে উল ছিঁড়ে ফেলুন।

মেকআপ ঃ কাঁধ জুড়ুন, কিনারা এবং হাতের সেলাইরেখা জুড়ুন, বগলের সঙ্গে হাত জুড়ে দিন।

সামনের পটি ঃ ক্রিম রঙের উল দিয়ে ৯৯ চে. এর একটি পংক্তি বুনুন। ক্রিম ও বাদামি রঙের উল দিয়ে ৫ পংক্তির বর্ডার বালা নমুনা পেছনের ভাগের মত বুনুন বর্ডার দুটো সামনের দুইমাথায় টেঁকে দিন।

গলার পটি ঃ ক্রিম রঙের উল দিয়ে ১০৫ চে. এর একটি পংক্তি তৈরি করুন। ক্রিম ও বাদামি রঙের বর্ডারের নমুনার ৩ পংক্তি বুনুন।

৪র্থ পংক্তি ঃ ক্রিম রঙ দিয়ে ড.ক. বুনে ৮ স্টি. সমান দূরত্বে বা.।

৫ পংক্তি ঃ ক্রিম রঙ দিয়ে সোজা নমুনা বোনা চালু রাখুন। ক্রিম উল ছিঁড়ে ফেলুন।

৬ষ্ঠ পংক্তি ঃ বাদামি রঙের বর্ডারের নমুনার ২য় পংক্তির মত বুনুন। বাদামি রঙের বর্ডার গলার ওপরের দিকে টেঁকে দিন।

সামনের দিকের পটিতে বোতাম টাকুন। প্রথম বোতাম গলার পটির ওপর টাকুন। শেষ বোতামটি মূল টির ওপর টাকুন, বাকি সমান দূরত্বে টেঁকে দিন।

এম্ব্রয়ডারি ঃ সামনের দিকে দুইভাগের ওপর ক্রস স্টিচ দিয়ে ৩ পংক্তি বুনুন। মাঝখানের পংক্তি ক্রিম রঙ দিয়ে এবং বাকি দুটো পংক্তি কমলা রঙের উল দিয়ে বুনুন। সামনের পটি থেকে ৪ সেমি. জায়গা ছেড়ে প্রত্যেক ক্রুস নমুনার এক ব্লকের ওপর তৈরি করুন। প্রত্যেক ক্রুস এর একটি ছেড়ে দ্বিতীয় ব্লকের ওপর তৈরি করুন (চিত্রানুযায়ী)। **ডিজাইন ঃ অর্নবাজ চোপ্তি**

সহযোগিতা ঃ ইন্টারন্যাশনাল উল সেক্রেটারিয়েট।

আরামের কার্ডিগান

উপকরণ ঃ ডবল নিট উলের ৫০ গ্রামের ২২ (২২, ২৩, ২৪, ২৫) গোলা ৭ এবং ৯ নং এর দু'জোড়া কাঁটা এবং ৯ নং এর গোল কাঁটা।

মাপ ঃ ৮১ সেমি.–৮৬ সেমি. (৯১ সেমি., ৯৭ সেমি., ১০২ সেমি., ১০৭ সেমি., ১১২ সেমি.) বুকের মাপের জন্য ফিট। লম্বা ৬৪.৫ সেমি. (৬৪.৫ সেমি., ৬৫.৫ সেমি., ৬৫.৫ সেমি. ৬৬.৫ সেমি.), হাত ৪৫.৫ সেমি. লম্বা।

টান/টেনশন ঃ ৭ নং কাঁটায় ২৫ ঘ. উঠিয়ে নমুনার ৩৮ পংক্তি বোনার পর ১০ সেমি. × ১০

সেমি.র ভাগ তৈরি হবে।

নোট ঃ বন্ধনীতে দেওয়া নির্দেশ অন্যমাপের জন্য। যেখানে কেবল একটিই নির্দেশ আছে তা সমস্ত মাপের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

সংকেত ঃ ঘ. = ঘর, সো. = সোজা, উ. = উল্টো, পু. = পুনরাবৃত্তি, ক. = কম করা, বা. = বাড়ানো, না.বু = না বোনা ঘর নামানো, এ.ঘ.তি. = একঘর দিয়ে ৩ ঘ. তৈরি করা, (এরপরের ঘ.তে ১ উ., ১ সো., ১ উ. বুনুন)।

পেছনের ভাগ ঃ ৯ নং কাঁটায় ১২৭ (১৩৫, ১৪৩, ১৫১, ১৫৯) ঘ. উঠিয়ে নিন।

রিবের ১ম পংক্তি ঃ (সোজা দিক থেকে) ১ সো., × ১ উ., ১ সো., চিহ্ন × থেকে শেষ অবধি বুনুন।

রিবের ২য় পংক্তি ঃ ১ উ., × ১ সো., ১ উ., চিহ্ন × থেকে শেষ অবধি বুনুন।

শেষ ২য় পংক্তি আরো ৬ বার পু. করুন।

৭ নং কাঁটায় ২ পংক্তির নমুনা এইভাবে শুরু করুন ঃ

১ম পংক্তি ঃ ৩ সো., × ১ উ., ৩ সো., চিহ্ন × থেকে শেষ অবধি বুনুন।

২য় পংক্তি ঃ ১ সো., ১ উ., × ৩ সো., ১ উ., চিহ্ন × থেকে শেষ অবধি পু. সবশেষে ১ সো.।

নমুনার এই দুই পংক্তি পু. করে ১৩৮ পংক্তি বুনুন। শেষ পংক্তিতে প্রত্যেক মাথা বগলের সেলাই রেখার স্থানের জন্য চিহ্নিত করে নিন, নমুনা দিয়ে ৮৩ (৮৩, ৮৭, ৯১) পংক্তি বুনুন।

পেছনের গলার ছাঁট ঃ নমুনা দিয়ে ৪৬ (৪৯, ৫৩, ৫৬, ৬০) ঘ. বুনে গলার বাঁ ভাগের জন্য পিনে নামিয়ে রাখুন, এরপরের ৩৫ (৩৭, ৩৭, ৩৯, ৩৯) ঘ. বুনে গলার মধ্যভাগের জন্য আলাদা পিনে নামিয়ে রাখুন।

গলার ডান ভাগ ঃ নমুনার এক পংক্তি বুনে পিন (গলার বাঁভাগ বোনার সময় এই পংক্তি বুনবেন না)। এরপরের পংক্তির শুরুতে ৩ ঘ. দুইবার এরপরের প্রত্যেক ২য় পংক্তির শুরুতে ২ ঘ. বন্ধ করে দিন–মোট ৩৯ (৪২, ৪৬, ৪৯, ৫৩) থাকবে। নমুনা দিয়ে ২য় পংক্তি বুনুন (গলার বাঁ ভাগ বোনার সময় এখানে নমুনার ৪ পংক্তি বুনুন)।

কাঁধের ছাঁট ঃ এরপরের পংক্তির শুরুতে ১৯ (২১, ২৩, ২৪, ২৬) ঘ. বন্ধ করে দিন। মোট ২০ (২১, ২৩, ২৫, ২৭) ঘ. থাকবে। এক পংক্তি বুনে ঘ. বন্ধ করে দিন।

গলার বাঁ ভাগ ঃ পিনে নামানো ঘ.তে সো. দিক থেকে পুনরায় উল জুড়ে নির্দেশানুযায়ী গলার ডান ভাগের মত বুনে নি।

পকেটের পেছনের ভাগ ঃ (দুটো তৈরি করুন) ৭ নং কাঁটায় ৩৫ ঘ. উঠিয়ে নমুনার ১২ পংক্তি বুনে ঘ. আলাদা কাঁটায় নামিয়ে রাখুন।

সামনের বাঁ ভাগ ঃ ৯ নং কাঁটায় ৩৫ (৩৯, ৪৩, ৪৭, ৫১) ঘ. উঠিয়ে পেছনের ভাগের মত রিবে ১৪ পংক্তি বুনুন।

৭ নং কাঁটায় নমুনার ১ পংক্তি বুনুন (সামনের ডান ভাগ বোনার সময় এখানে ২য় পংক্তি বুনুন)।

কিনারের গোল শেপ দেওয়ার জন্য ঃ এরপরের পংক্তির শুরুতে ৪ ঘ. বন্ধ করুন। এরপর নমুনা বোনা চালু রেখে প্রত্যেক ২য় পংক্তিতে ৩ বার ৩ ঘ. বন্ধ করে বুনুন।

এরপরের ৫ পংক্তিতে সামনের খোলাভাগের কিনারে ১ ঘ.বা. করে বুনুন (ডান ভাগ বোনার সময় এখানে ৪ পংক্তি বুনুন) নমুনা দিয়ে ১ পংক্তি বুনুন। এরপরের পংক্তিতে এবং তিনবার প্রত্যেক ২য় পংক্তিতে সামনের ভাগের কিনারে ১ ঘ. বা.। নমুনা দিয়ে তিন পংক্তি বুনুন। এরপরের পংক্তিতে এবং ৪র্থ পংক্তিতে সামনের কিনারের দিকে ১ ঘ.বা.–মোট ৫৯ (৬৩, ৬৭, ৭১, ৭৫) হয়ে যাবে। নমুনা দিয়ে ১ পংক্তি বুনুন × ×।

পকেটের পংক্তি ঃ নমুনা দিয়ে ১৬ (১৬, ১৬, ২০, ২০) ঘ. বুনুন। একটি পকেটের আলাদা কাঁটায় নামানো ঘ. থেকে ৩৫ ঘ. বুনে নিন–মোট ৫১ (৫১, ৫১, ৫৫, ৫৫) ঘ. হয়ে যাবে। নমুনা দিয়ে ৪৯ পংক্তি বুনুন।

এরপরের পংক্তি ঃ ১৬ (১৬, ১৬, ২০, ২০) ঘ. নমুনা দিয়ে বুনে নিয়ে, আলাদা কাঁটায় নামিয়ে দিন, বাকি ৩৫ ঘ. বন্ধ করে দিন। সোজা দিক থেকে আলাদা কাঁটায় নামানো ৪৩ (৪৭, ৫১, ৫১, ৫৫) ঘ. এর ভেতরের মাথাগুলিতে পুনরায় উল জুড়ে নমুনার ৫১ পংক্তিতে বুনে নিন।

জোড়ার পংক্তি ঃ ৪৩ (৪৭, ৫১, ৫১, ৫৫) ঘ. নমুনা দিয়ে বুনে আলাদা কাঁটায় নামানো ১৬ (১৬, ১৬, ২০, ২০) ঘ. নমুনা দিয়ে বুনুন–মোট ৫৯ (৬৩, ৬৭, ৭১, ৭৫) ঘ. হয়ে যাবে × × × নমুনা বোনা চালু রেখে এরপরের ৫৮ পংক্তি বুনুন। শেষ পংক্তির শেষ মাথা বগলের সেলাই রেখার স্থানের জন্য চিহ্নিত করুন (ডানভাগ বোনার সময় পর পংক্তির শুরুতে বগলের সেলাই রেখার স্থান চিহ্নিত করুন)।

গলার ছাঁট ঃ এরপরের পংক্তিতে গলার ওপরের দিকে ১ ঘ.ক., এরপর ১৯ (২০, ২০, ২১, ২১) বার প্রত্যেক ৪র্থ পংক্তির ১–১ ঘ.ক.–মোট ৩৯ (৪২, ৪৬, ৪৯, ৫৩) ঘ. থাকবে। নমুনা দিয়ে ১৫ (১১, ১৫, ১১, ১৫) পংক্তি বুনুন (ডান ভাগ বোনার সময় এখানে ১৬ (১৬, ১৬, ১২, ১৬) পংক্তি বুনুন।

কাঁধের ছাঁট ঃ এরপরের পংক্তির শুরুতে ১৯ (২১, ২৩, ২৪, ২৫) ঘ. বন্ধ করে দিন। বাকি ২০ (২১, ২৩, ২৫, ২৭) ঘ. দিয়ে এক পংক্তি বুনে ঘ. বন্ধ করে দিন।

সামনের ডান ভাগ ঃ চিহ্ন × × পর্যন্ত নির্দেশানুযায়ী সামনের বাঁ ভাগের মত বুনুন। পকেটের পংক্তি ঃ ৪৩ (৪৭, ৫১, ৫১, ৫৫) ঘ. দিয়ে নমুনা দিয়ে বুনুন। পাল্টে নিয়ে বাকি ১৬ (১৬, ১৬, ২০, ২০) ঘ. আলাদা কাঁটায় নামিয়ে রাখুন।

নমুনা দিয়ে ২০ পংক্তি বুনুন। উল ছিঁড়ে ফেলে ঘ. আলাদা কাঁটায় নামিয়ে রাখুন। সোজা দিক থেকে আলাদা কাঁটায় নামানো পকেটের ৩৫ ঘ. দিয়ে নমুনা বুনে পুনরায় আলাদা কাঁটায় নামিয়ে ১৬ (১৬, ১৬, ২০, ২০) ঘ. নমুনা দিয়ে বুনে নিন–মোট ৫১ (৫১, ৫১, ৫৫, ৫৫) ঘ. হয়ে যাবে। নমুনা দিয়ে আরো ৪৯ পংক্তি বুনে নিন।

এরপরের পংক্তি ঃ ৩৫ ঘ. বন্ধ করে দিন, শেষ অবধি নমুনা দিয়ে বুনুন।

জোড়ার পংক্তি ঃ ১৬ (১৬, ১৬, ২০, ২০) ঘ. নমুনা দিয়ে বুনে আলাদা কাঁটায় নামিয়ে রাখুন, ৪৩ (৪৭, ৫১, ৫১, ৫৫) ঘ. নিয়ে নমুনা বুনুন–মোট ৫৯ (৬৩, ৬৭, ৭১, ৭৫) ঘ. দিয়ে চিহ্ন × × × থেকে শেষ অবধি পু. করে নির্দেশানুযায়ী সামনের বাঁভাগের মত বুনুন।

হাত ঃ (দুটো) ঃ ৯ নং কাঁটায় ৫১ (৫১, ৫৩, ৫৩, ৫৫) ঘ. উঠিয়ে রিবে ৩১ পংক্তি বুনুন।

এরপরের (ঘ.বা. এর) পংক্তি ঃ এ.এর তি., × ১

সো., এ.এর তি., চিহ্ন × থেকে পু. করে শেষ অবধি বুনুন–মোট ১০৩ (১০৩, ১০৭, ১০৭, ১১১) ঘ. হয়ে যাবে।

৭ নং কাঁটায় পেছনের ভাগের মত নমুনা দিয়ে ১০ পংক্তি বুনুন। এরপরের পংক্তিতে এবং ৮ (৮, ৮, ৮, ৮) বার প্রত্যেক ১২তম পংক্তিতে প্রত্যেক মাথায় ১–১ ঘ. বা., মোট ১২১ (১২১, ১২৫, ১২৫, ১৩১) ঘ. হয়ে যাবে। নমুনা দিয়ে ৩৫ (৩৫, ৩৫, ৩৫, ২৩) পংক্তি বুনে পুনরায় ঘ. বন্ধ করুন।

সামনের ভাগের পটি ঃ কাঁধের সেলাই জুড়ে দিন। সোজা দিক থেকে ৯ নং এর গোল কাঁটা দিয়ে সো. বোনা চালু রেখে নিচের দিকের গোলা ভাগ শেপের ডাগ থেকে ৩৬ ঘ. উঠিয়ে নিন। এরপর সামনের গলার ছাঁটার স্থান পর্যন্ত দূরত্বে ৭৫ ঘ. উঠিয়ে নিন। গলা থেকে কাঁধ পর্যন্ত ৬২ (৬২, ৬৬, ৬৬, ৭০) ঘ. পেছনের গলার ডান ভাগ থেকে ২২ ঘ. উঠিয়ে নিন। পেছনের গলার মধ্যভাগ থেকে ৩৫ (৩৭, ৩৭, ৩৯, ৩৯) ঘ. সো. বুনে নিন। গলার বাঁ ভাগ থেকে ১২ ঘ.। গলার ওপরের দিক থেকে ৬২ (৬২, ৬৬, ৬৬, ৭০) ঘ.। গোলাকার ভাগ থেকে ৭৫ ঘ. এবং সবশেষে গোলাকার শেপ থেকে ৩৬ ঘ. সো. বুনে উঠিয়ে নিন এইভাবে মোট ৪০৫ (৪০৭, ৪১৫, ৪১৭, ৪২৫) ঘ. হয়ে যাবে। রিবে ১৪ পংক্তি বুনে ঘ. বন্ধ করে দিন।

পকেটের কিনার ঃ ৯ নং কাঁটায় সোজা দিক থেকে পকেটের খোলা মাথা থেকে সো. বুনে সমান দূরত্ব রেখে ৩৫ ঘ. উঠিয়ে নিন। রিবে ৭ পংক্তি বুনে ঘ. বন্ধ করে দিন।

মেকআপ ঃ সামনের ও পেছনের ভাগে চিহ্নিত স্থানের মাঝখানের হাত জুড়ে বগল ও হাতের সেলাই রেখা জুড়ে দিন। সামনের ভাগের ওপরের দিকে পটির মাথা জুড়ে দিন। পকেটের বর্ডারের মাথাগুলি সেলাই করে দিন।

ফ্যাশনেবল টপ

সংকেত ঃ ঘ. = ঘর, সো. = সোজা, উ. = উল্টো, এ. = একসঙ্গে, ক. = কম করা, বা. = বাড়ানো, না.বু. = না বোনা ঘর নামানো, না.বু.বু.উ. = না বোনা ঘর বুনে ঘরের ওপর দিয়ে নামানো (না.বু. ১ সো., না বোনা ঘ. সো. ঘ. এর ওপর দিয়ে নামান) ঘ.উ. দুই কাঁটার মাঝখান থেকে লুপ উঠিয়ে সো. কিংবা উ. বুনে ঘ. উঠিয়ে নিন। ০ শূন্য (এই মাপের জন্য কোন নির্দেশ নেই) রি. = রিব, (১ সো., ১ উ. ক্রমানুয়ে বোনা), পু. = পুনরাবৃত্তি, স্ট.স্টি. = স্টকিং স্টিচ (সো. দিক সো., উ. দিকের উ. বুনে উ. দিক থেকে উ. পংক্তি বোনা)।

পেছনের ভাগ ঃ ৯ নং কাঁটায় ১১৬ (১২২, ১২৮) ঘ. উঠিয়ে রিবে ২২ পংক্তি বুনুন। এবার ১০ নং কাঁটা লাগিয়ে এর পরে আরো ২১ পংক্তি রিবে বুনুন।

৮ নং কাঁটা দিয়ে উ. পংক্তি থেকে বোনা শুরু করে স্ট.স্টি.তে ৩৯ পংক্তি বুনুন।

বগলের ছাঁটঃ স্ট.স্টি.তে বোনা চালু রেখে এরপরের ২ পংক্তির শুরুতে ৪ ঘ. বন্ধ করে দিন। এরপরের ৬ (৭, ৮) পংক্তিতে প্রত্যেক মাথায় ১ ঘ.ক. মোট ৯৬ (১০০, ১০৪) ঘ. থাকবে।

এরপরের ৪৫ (৪৪, ৪৩) পংক্তি স্ট.স্টি.তে বুনুন।

পেছনের গলা এবং কাঁধের জন্য ঘ. এর বিভাজন ঃ ৩০ (৩২, ৩৪) ঘ.উ. বুনুন, এই ঘ. গুলি পেছনের গলার বাঁ ভাগ এবং কাঁধের জন্য আলাদা পিনে নামিয়ে রাখুন। মাঝখানের ৩৬ ঘ. বন্ধ করে দিন। শেষ অবধি উ. বুনে গলার ডানভাগ এবং কাঁধের জন্য বাকি ৩০ (৩২, ৩৪) ঘ. বুনুন।

পেছনের গলার ডান ভাগ ও কাঁধ ঃ ১ম পংক্তি ঃ শেষ ২ পংক্তি পর্যন্ত সো. বুনে ১ ঘ.ক. করুন।

২য় পংক্তি ঃ ১ ঘ.ক., শেষ অবধি উ. বুনুন–মোট ঘ. ২৮ (৩০, ৩২) থাকবে।

কাঁধের ছাঁটঃ এরপরের পংক্তির শুরুতে এবং এরপরের ২য় পংক্তির শুরুতে ৯ (১০, ১১) ঘ. বন্ধ করে দিন। ১০ ঘ. বাকি থাকবে। ১ পংক্তি বুনে ঘ. বন্ধ করে দিন।

পেছনের গলার বাঁ ভাগ এবং কাঁধ ঃ সো. দিক থেকে পিনে নামানো ঘ.তে পুনরায় উল জুড়ুন।

১ম পংক্তি ঃ ১ ঘ.ক., শেষ অবধি সো. বুনুন।

২য় পংক্তি ঃ শেষ ২ পংক্তি পর্যন্ত উ. বুনুন। ১ ঘ.ক. মোট ২৮ (৩০, ৩২) ঘ. থাকবে।

৩য় পংক্তি ঃ পুরো পংক্তি সো. বুনুন।

কাঁধের ছাঁট ঃ এরপরের পংক্তির শুরুতে ৯ (১০, ১১) ঘ. বন্ধ করে দিন। এরপরের ২য় পংক্তিতেও ৯ (১০, ১১) ঘ. বন্ধ করে দিন–১০ ঘ. থাকবে। ১ পংক্তি বুনে ঘ. বন্ধ করে দিন।

সামনের ভাগ ঃ ৯ নং কাঁটায় ১১৬ (১১২, ১২৮) ঘ. উঠিয়ে রিবে ২২ পংক্তি বুনুন। এবার ১০ নং কাঁটা দিয়ে রিবে আরো ২১ পংক্তি বুনুন। ৮ নং কাঁটা দিয়ে এই ভাবে নমুনা বোনা শুরু করুন।

ঘর বিভাজন ঃ সামনের ডান ভাগের জন্য ৭৮ (৮২, ৮৬) ঘ.উ. বুনে বাকি ৩৮ (৪০, ৪২) ঘ. আলাদা কাঁটায় নামিয়ে রাখুন।

সামনের ডান ভাগ ঃ ১ম পংক্তি ঃ ২ সো. না বু.বু. উ., শেষ অবধি সো. বুনুন।

২য় পংক্তি ঃ উ. বুনুন।

শেষ ২ পংক্তি আরো ১৮ বার পুনরাবৃত্তি করে প্রথম পংক্তি আরো একবার বুনুন–৫৮ (৭২, ৬৬) ঘ. হয়ে যাবে।

বগল এবং গলার ছাঁট ঃ(একসঙ্গে) ১ম পংক্তি ঃ ৪ ঘ. বন্ধ করে নিয়ে পুরো পংক্তি উ., বুনুন।

২য় পংক্তি ঃ ২ সো., না.বু.বু.উ., শেষ ২ ঘ. পর্যন্ত সো. বুনুন। সবশেষে ১ ঘ.ক.।

৩য় পংক্তি ঃ ১ ঘ.ক. শেষ অবধি উ. বুনুন।

শেষ ২ পংক্তি আরো ২ (২, ৩) বার পু., তারপর এই দুই পংক্তি থেকে ০ (প্রথম, ০) পংক্তি পুনরায় বুনুন।

বগলের শিরা সোজা রেখে ০ (১, ০) পংক্তি বুনুন। এরপর আগের মত এরপরের পংক্তিতে গলার শিরায় ১ ঘ.ক. এবং ১৬ (১৬, ১৭) বার প্রত্যেক ২য় পংক্তিতে ঘ.ক. করে বুনুন মোট ২৮ (৩০, ৩২) ঘ. থাকবে। এরপরের ১৬ (১৪, ১২) ঘ. স্ট.স্টি.তে বুনুন।

কাঁধের ছাঁট ঃ এরপরের পংক্তির শুরুতে এবং এরপরের ২য় পংক্তির শুরুতে ৯ (১০, ১১) ঘ. বন্ধ করে দিন মোট ১০ ঘ. থাকবে। আরো ১ পংক্তি বুনে ঘর বন্ধ করে দিন।

সামনের বাঁ ভাগ ঃ ৮ নং কাঁটায় ৪০ (৪২, ৪৪) ঘ. উঠিয়ে আলাদা কাঁটায় নামানো ৩৮ (৪০, ৪২) ঘ.উ. বুনে নিন–মোট ৭৮ (৮২, ৮৬) ঘ. হয়ে যাবে।

১ম পংক্তি ঃ শেষ ৪ ঘ. পর্যন্ত সো. বুনে এ., ২ সো.।

২য় পংক্তি ঃ পুরো পংক্তি উ. বুনুন।

শেষ ২ পংক্তি আরো ১৮ বার পু. মোট ৫৯ (৭৩, ৬৭) ঘ. থাকবে।

গলা ও বগলের ছাঁট ঃ ১ম পংক্তি ঃ ৪ ঘ. বন্ধ করে দিন। শেষ ৪ পংক্তি পর্যন্ত সো. বুনুন, ২ সো.এ., ২

উপকরণ ঃ সাদা ডবল নিট উলের ৫০ গ্রামের, ৯ (৯, ১০) গোলা, ৮, ৯ এবং ১০ নং এর কাঁটা, ১০ নং এর গোল কাঁটা।

মাপ ঃ ৮১ সেমি., ৮৬ সেমি. (৯১ সেমি., ৯৭ সেমি.) বুকের মাপের জন্য ফিট। লম্বা ৪৭.৫ সেমি., হাত ৪৫.৫ সেমি.।

নোট ঃ বন্ধনীতে দেওয়া নির্দেশ অন্যান্য মাপের জন্য, যেখানে শুধু একটি নির্দেশ আছে তা সমস্ত মাপের জন্য প্রযোজ্য।

সো.।

২য় পংক্তি ঃ পুরো পংক্তি উ. বুনুন।

৩য় পংক্তি ঃ ১ ঘ.ক., শেষ ৪ ঘ. পর্যন্ত সো., ২ সো.এ., ২ সো.।

৪র্থ পংক্তি ঃ শেষ ২ ঘ. পর্যন্ত উ. বুনুন। ২ ঘ.ক.।

শেষ ২ পংক্তিতে আরো ২ (২, ৩) বার পু., এই দুই পংক্তি থেকে ০ (প্রথম, ০) পংক্তি পুনরায় পু. করে বুনুন।

বগলের শিরা সোজা রেখে ০ (১, ০) পংক্তি বুনে গলার শিরার দিকে আগের মত ঘ.ক. করে নিন। এরপরের এবং ১৬ (১৬, ১৭) বার প্রত্যেক ২য় পংক্তিতে ১ ঘ.ক. করে বুনুন। মোট ২৮ (৩০, ৩২) ঘ. থাকবে।

এরপরের ১৫ (১৩, ১১) পংক্তি স্ট.স্টি.তে বুনুন।

কাঁধের ছাঁট ঃ এরপরের পংক্তির শুরুতে এবং এরপরের ২য় পংক্তির শুরুতে ৯ (১০, ১১) ঘ. বন্ধ করে দিন, মোট ১০ ঘ. থাকবে। আরো এক পংক্তি বুনে ঘ. বন্ধ করে দিন।

হাত ঃ (দুটো) ঃ ৯ নং কাঁটায় ৫৪ ঘ. উঠিয়ে রিবে ৪৩ পংক্তি বুনে নিন। ঘ.বা. এর পংক্তি ঃ ১ রি., ১ ঘ.উ., × ৩ রি., ১ ঘ.উ., চিহ্ন × থেকে শেষ ২ ঘ. পর্যন্ত পু. করে বুনুন। সবশেষে ২ রি.–মোট ৭২ ঘ. হয়ে যাবে।

৮ নং কাঁটা দিয়ে সো. পংক্তি বোনা শুরু করে স্ট.স্টি.তে ৬ পংক্তি বুনুন। পুনরায় এরপরের পংক্তিতে এবং ৯ বার প্রত্যেক ৮ম পংক্তিতে প্রত্যেক মাথায় ১ ঘ.বা.–মোট ৯২ ঘ. হয়ে যাবে। এরপরের ৯ পংক্তি স্ট.স্টি.তে বুনুন।

হাতের উপরি ভাগ ঃ এরপরের ২ পংক্তির শুরুতে ৪ ঘ. বন্ধ করে দিন। আবার এরপরের ৭ পংক্তির প্রত্যেক মাথায় ১ ঘ.ক.–৭০ ঘ. থাকবে। এক পংক্তি বুনুন। এরপরের পংক্তিতে এবং এরপরে ৫ বার প্রত্যেক ২য় পংক্তিতে প্রত্যেক মাথায় ১ ঘ.ক. করে বুনুন–মোট ৫৮ ঘ. থাকবে।

আরো ১ পংক্তি বুনে এরপরের ৬ পংক্তির প্রত্যেক মাথায় ১ ঘ.ক. ক মোট–৪৬ ঘ. থাকবে।

এরপরের ৪ পংক্তির শুরুতে ৪ ঘ.ব. করে দিয়ে বাকি ২২ ঘ. ও বন্ধ করে দিন।

সামনের ভাগের গলার কিনারা ঃ কাঁধের সেলাই রেখা জুড়ে দিন, ১০ নং এর গোল কাঁটায় সোজা দিক থেকে বোনা শুরু করে ডান ভাগের ১ম পংক্তিতে পুনরায় উল জুড়ুন। সো. বোনা চালু রেখে কাঁধ পর্যন্ত ৬৭ ঘ. উঠিয়ে নিন, পেছনের গলার ডান দিক থেকে ৫ ঘ., গলার মধ্যভাগ থেকে ৩৩ ঘ., গলার বাঁ দিক থেকে ৫ ঘ. উঠিয়ে নিন। এরপর সামনের বাঁভাগ থেকে ৬৭ ঘ. উঠিয়ে নিন–এইভাবে মোট ১৭৭ ঘ. হবে।

চেউ খেলানো পংক্তি ঃ ১ সো., × বাঁ হাতের কাঁটায় ২ ঘ. উঠিয়ে পুনরায় ৪ ঘ. বন্ধ করে দিন। চিহ্ন × থেকে শেষ অবধি বুনুন। ঘ. বন্ধ করে দিন।

মেকআপ ঃ বগলের সঙ্গে হাত দুটো জুড়ে দিন। হাতেরও বগলের সেলাইরেখা জুড়ে দিন। সামনের ডান ভাগ ওপরের দিকে রেখে (চিত্রানুযায়ী) পটি সেট করুন এবং পুঁতি দিয়ে নমুনা অনুযায়ী লতা তৈরি করে নিন।

জমকালো কার্ডিগান

উপকরণ ঃ ২৫ গ্রামের ১৫ গোলা তুঁতে রঙের, ১ গোলা ক্রিম রঙের উল, ১১ এবং ৯ নং এর দু'জোড়া কাঁটা, সোয়েটার সেলাই করার ছুঁচ, ৫টি বড় বর্ড বোতাম, ২৫ সেমি. নেট পকেটে লাগানোর জন্য।

বিশেষ নির্দেশ ঃ হাতের বর্ডারে ছেড়ে বাকি সোয়েটার স্ট.স্টি.তে বোনা হয়েছে।

সংকেত ঃ স্ট.স্টি. = স্টকিং স্টিচ, তুঁ. = তুঁতে রঙ, ক্রি. = ক্রিমরঙ, ঘ. = ঘর, সো. = সোজা, উ. = উল্টো, ন. = নমুনা।

মাপ ঃ ৯০ সেমি. বুকের মাপের জন্য ফিট।

টান/টেনশন ঃ ৬ ঘ. দিয়ে ৮ পংক্তি স্ট.স্টি.তে বোনার পর ২.৫ সেমি. × ২.৫ সেমি. হবে।

পদ্ধতি ঃ পেছনের ভাগ ঃ ১১ নং কাঁটায় তুঁ. রঙের উল দিয়ে ১২১ ঘ. উঠিয়ে ১০ সেমি. বুনুন। নিচের মূল পংক্তিতে উলের যে মাথা বেঁচে যাবে, তা ধীরে ধীরে খুলে ১–১ ঘ. খুলে ১১ নং কাঁটায় পুরো ১২১ ঘ. তুলে নিন। বর্ডার জুড়ে দুই ভাঁজ করে নিন যাতে ১১ নং এর দুটো কাঁটা সামনে পেছনে হয়ে যায় এবং সোজা দিক বাইরের দিকে থাকে। এবার ৯ নং কাঁটা দিয়ে ১১ নং এর দুটো কাঁটা থেকে ১–১ ঘ. নিয়ে সো. জোড়া বুনুন। পুরো পংক্তি এইভাবেই বুনতে হবে। তাহলে ১২১ ঘ. এর স্ট.স্টি.তে বোনা ডবল বর্ডার তৈরি হবে। ৯ নং কাঁটা দিয়েই এরপর আরো ৪৪ সেমি. লম্বা ভাগ বুনুন। উ. পংক্তি বোনা শেষ করুন।

বগলের ছাঁট ঃ বগলের ছাঁট দেওয়ার জন্য দু'দিকের পংক্তির শুরুতে ক্রমানুয়ে ৪, ৩, ২, ১ ঘ. করে ৪ পংক্তি কম করার পর আরো ১৭.৫ সেমি. বুনুন। এইভাবে পেছনের ভাগের মোট ৪৬ সেমি. ভাগ তৈরি হবে।

সামনের বাঁ ভাগ ঃ ১১ নং কাঁটায় তুঁ. রঙের উল দিয়ে ৬৫ ঘ. উঠিয়ে পেছনের ভাগের মত ডবল বর্ডার বুনে নিন। এবার ৯ নং কাঁটা দিয়ে ১ পংক্তি উ. বুনুন। সো. পংক্তিতে ক্রি. রঙের উল জুড়ে গ্রাফের সাহায্যে দু'রঙের নমুনার ১২ সেমি. হওয়া পর্যন্ত বুনুন। উ. পংক্তিতে বোনা শেষ করুন। নমুনা বোনা চালু রেখে

প্রত্যেক সো. পংক্তির শুরুতে ৭ ঘ. কম করুন। এইভাবে ৮ পংক্তি বুনুন। এবার প্রত্যেক সো. পংক্তিতে ৬ ঘ. কম করুন। এইভাবে ৪ পংক্তি বুনুন। ১২ পংক্তিতে ৪০ ঘ. কম হয়ে যাবে এবং নমুনার ২৫ ঘ. কাঁটায় থাকবে। এই ২৫ ঘ. দিয়ে নমুনা বুনে পেছনের ভাগের সমান করে বুনুন।

বর্ডার বোনার পর যে উ. পংক্তি বুনে ছিলেন। উ. দিক থেকে ৯ নং কাঁটায় সেই পংক্তির পুরো ৬৫ ঘ. উঠিয়ে নিন। ২৩ সেমি. পর্যন্ত বুনে উ. পংক্তিতে বোনা শেষ করুন।

গলা এবং বগল ঃ ৩৮ ঘ. সো. বুনুন। ২ ঘ. ছাড়া বুনুন। ২৫ ঘ. সো. বুনুন, বাঁ হাতের কাঁটায় ২৫ ঘ. রেখে প্রত্যেক ৮ম পংক্তিতে ১ ঘ. কম করুন। এইভাবে মোট ১৫ ঘ. কম করতে হবে। এইভাগ বোনার সময় যখন বর্ডারের উপরি ভাগের দৈর্ঘ ৪৪ সেমি. হয়ে যাবে তখন ১০ পংক্তি পর্যন্ত প্রত্যেক সোজা পংক্তির শুরুতে ৪, ৩, ২, ২, ১ ঘ. ক্রমানুয়ে কম করুন। এইভাবে বগলের জন্য ১২ ঘ. কম হয়ে যাবে। এইভাবে পেছনের ভাগের সমান করে বুনে নিন।

সামনের ডান ভাগ ঃ এই ভাগটিও হুবহু বাঁ ভাগের মত বুনতে হবে। পকেট, নমুনার ২৫ ঘ. এর বর্ডার, গলার এবং বগলের ছাঁট দেওয়ার সময় ডান এবং বাঁ দিকের নিচে লক্ষ্য রাখতে হবে।

হাত ঃ ১১ নং কাঁটায় ৪৬ ঘ. উঠিয়ে ১ ঘ. সো., ১ ঘ.উ. করে ৬ সেমি.র বর্ডার বুনুন। এবার ৯ নং কাঁটা দিয়ে সমান দূরত্বে ৮ ঘ. বাড়িয়ে নিন। এইভাবে বর্ডারের ওপর ৫৪ ঘ. হয়ে যাবে। এবার প্রত্যেক ৬ষ্ঠ পংক্তিতে ১-১ ঘ. দু'দিকে বাড়িয়ে মোট ৫২ সেমি. বুনে নিন ওপরের দিকে ৯৪ ঘ. হয়ে যাওয়া চাই। বোনা চালু রেখে দু'দিক থেকে ৪-৪ ঘ. ২ বার এবং ৩-৩ ঘ. ৮ বার বন্ধ করুন। এবার বাকি সমস্ত ঘ. শেষ পংক্তিতে বন্ধ করে দিন। দুটো হাত এইভাবেই বুনতে হবে।

গলার পটি ঃ সামনের দুইভাগ পেছনের ভাগের কাঁধের ওপর ছুঁচের সাহায্যে ঘ.-এর সঙ্গে ঘ. মিলিয়ে সেলাই করে দিন। সেলাই করার সময় সামনের ভাগে নমুনার পটির ২৫ ঘ. এবং প্লেন ৮ ঘ. তুঁ ভাগ ওই দিকের ২৫ ঘ. দুইভাঁজ করে নিয়ে সেলাই করুন। চিত্র-২ দেখুন। অ ব স এবং ক খ গ ভাগের সামনের দিকে ১১ নং এর লম্বা কাঁটায় ১৫৮, ১৫৮ ঘ. উঠিয়ে নিন। পেছনের ভাগ স ক তে ২৫ ঘ. আছে। এইভাবে মোট ৩৪১ ঘ. হবে। সামনের ভাগ থেকে ঘ. ওঠানোর সময় বোনা এবং প্লেন ভাগ জুড়ে ঘ. ওঠাতে হবে। এবার পটি বোনা শুরু করুন। ৭ কাঁটা বোনার পর ৮ম কাঁটায় ৪ ঘ. বুনে ৩ ঘ. বোতাম ঘরের জন্য বন্ধ করুন। ১৭ ঘ. বুনে ৩ ঘ. বন্ধ করুন। এইভাবে × থেকে × পর্যন্ত আরো তিনবার পু. করুন। মোট ৫টি বোতাম ঘ. ৮৭ ঘ.তে তৈরি হবে। বাকি কাঁটা পুরো করুন। উ. কাঁটা বোনার সময় যেখানে ৩ ঘ. কম করেছিলেন ওখানে ৩ ঘ. উঠিয়ে নিন, এবার আরো ১৩ কাঁটা বুনে নিন। পটিতে মোট ২২ কাঁটা হয়ে যাবে। ২৩তম এবং ২৪তম কাঁটায় আগের মত বাতাম ঘ. তৈরি করুন। যাতে পটি ডবল হওয়ার পর বোতাম ঘরও ডবল হয়ে একে অন্যের ওপর থাকে। আরো ৬ কাঁটা বুনুন। ৩১তম কাঁটায় ৮ নং কাঁটা দিয়ে ঘ. বন্ধ করে দিন।

পকেটের বর্ডার ঃ সামনের দিকের দুইভাগে যেখানে নমুনার ওপর ৪০-৪০ ঘ. কম করা হয়েছিল সেইখানে ৪১-৪১ ঘ. উঠিয়ে ৪ সেমি. স্ট.স্টি.তে বুনে ঘ. বন্ধ করে দিন।

মেকআপ ঃ সবথেকে প্রথমে পকেটের ভেতরের দিকে নেট টেঁকে দিন। এবার পকেটের বর্ডার দোহারা করে ভেতরের দিকে বখেয়া করে দিন। সামনের ভাগের নমুনার পটি সতর্কভাবে খুলে সেলাই করে দিন, যাতে ওপরের এবং নিচের ভাগ ঝুলে না পরে। বাকি ভাগ অন্যান্য সাধারণ কার্ডিগানের মত সেলাই করে নিতে হবে। বোতাম পটি দোহারা করে সেলাই করে বোতাম টেঁকে দিন।

কোন **মিক্সার- গ্রাইণ্ডার**
কেনার আগে
দেখে নিতে ভুলবেন না...

Jaipan

- টাফ বডি
- হেভি ডিউটি মোটর
- ৩টি স্টেনলেস স্টিল জার
- ১বছরের গ্যারাণ্টি

জুসার-মিক্সার গ্রাইণ্ডার

২৪৭৫ টাকা

ব্লেন্ডার

৭৭৫ টাকা

প্রস্তুতকারক: **জয়পান ডোমেস্টিক অ্যাপ্লায়েন্সেস লিঃ**
গোরেগাঁও (পূর্ব), মুম্বাই- ৬৩. ফোন: ৮৭৩১৭১৬, ৮৭৩৩৪৫৬

এখন কলকাতায়ও ডিস্ট্রিবিউশন ও সার্ভিস সেন্টার খোলা হয়েছে ঃ **মেসার্স ইলেকট্রিক্যাল ডিভিশন** ৩, মতি সিল স্ট্রিট, প্রথমতল, কলকাতা- ৭০০ ০১৩, দূরভাষ ঃ ২২৮১৪৮৬/২২৮২৪৭৩/২২৮৫৩৬১

পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল? নতুনত্ব বল করার ধরনে। সেকালের ইংরেজ মহিলারা খুব বড় ঘেরওয়ালা স্কার্ট পরতেন। সে কারণে ক্রিস্টিনা যতবারই রীতি অনুযায়ী 'আন্ডার-আর্ম' বল করতে চেষ্টা করছিলেন, ততবারই তাঁর হাত তার স্কার্টে আটকে যাচ্ছিল। অতএব ক্রিস্টিনার পক্ষে হাত কাঁধের ওপরে না তুলে বল করা সম্ভব হচ্ছিল না। হাত ওপরে তুলে 'ওভার-আর্ম' বল করার ফলে, সেকালের হকি স্টিকের মত ব্যাট নিয়ে জনের পক্ষে ক্রিস্টিনার বলের মোকাবিলা করা অসম্ভব হয়ে উঠছিল।

সেই থেকে শুরু হল 'ওভার আর্ম' বোলিং। এই ধরনের বোলিং মানেই গতি; গতি মানেই বিপদ; বিপদ মানেই ঝুঁকি। অর্থাৎ ক্রিকেট হয়ে উঠল চিত্তাকর্ষক, জনপ্রিয়। এই প্রসঙ্গে মহিলাদের অবদান মেনে নিয়ে, তাদের প্রতি অবজ্ঞা না দেখিয়ে বরং শ্রদ্ধা জানানোই শ্রেয় বলে আমি মনে করি।

মহিলারা আজ ক্রিকেট খেলছেন দেখে আমরা যেন একথা মনে না করি যে তাঁরা সবে খেলতে শুরু করেছেন। মহিলা ক্রিকেট এ বছর ২৫০ বছর পার হল। ১৭৪৫ সালের ২৬ জুলাই হ্যামবেলডনে মহিলাদের বিপক্ষে ব্যামলির মহিলারা একটি ক্রিকেট ম্যাচ খেলেন। এই ম্যাচটির স্কোরকার্ড এখনও সংরক্ষিত রয়েছে। ঐতিহাসিকরা মেনে নিয়েছেন যে, ইংল্যান্ডেই প্রথম মহিলা ক্রিকেটের সূচনা।

মহিলারা যে শুধু ক্রিকেটকে 'ওভার-আর্ম' বোলিংই দিয়েছেন, তা কিন্তু নয়। সিরিয়াস ক্রিকেট কোচিং বলতে যা বোঝায় তাও কিন্তু এক মহিলার অবদান। ক্রিকেটের প্রবাদপুরুষ হলেন ডাঃ ডাবলু জি গ্রেস। ডাঃ গ্রেসের কোচ ছিলেন তাঁর মা, মার্থা গ্রেস।

মার্থা গ্রেস যে ভাবে কোচিং করাতেন, তেমন পদ্ধতিতে কোচিং তার আগে কখনও হয়নি। তিনি জোর দিতেন ক্রিকেটের 'অ-আ-ক-খ'-র ওপর। বলতেন, নিয়মিত অনুশীলন ছাড়া কোনও গতি নেই। গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে যখন পুরুষদের ক্রিকেটই ভালভাবে শুরু হয়নি, তখনও এক মহিলা এ বিষয়ে যে অসাধারণ বোধ, জ্ঞান ও অনুভূতির পরিচয় দিয়েছিলেন, তা ভোলা সম্ভব নয়।

মার্থা গ্রেস চার পুত্রকেই কোচ করতেন এবং প্রত্যেককেই খেলোয়াড় হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সাহায্য করেছিলেন। একটি ম্যাচে ডাঃ গ্রেস একবার খারাপ খেলায় ভীষণ রেগে গিয়ে মার্থা তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন, 'কতবার বলেছি ওই ধরনের বল ওরকমভাবে খেলবে না!'

মাঠে আচরণেও কিন্তু মহিলারা পুরুষদের টেক্কা দিতেন! চেঁচামেচি তো বটেই, বাজি রেখে জুয়া খেলা এবং বিয়ার খেয়ে মাঠে আসাতে তাঁরাও কম যেতেন না! অতএব পুরুষদের থেকে কোনোও ব্যাপারেই তাঁরা পিছিয়ে ছিলেন না।

১৯২৬-এ বিশ্ব মহিলা ক্রিকেট সংস্থা গঠিত হয়। এ ব্যাপারে প্রথম এগিয়ে আসে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, হল্যান্ড, ইংল্যান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৯৭২-এ ভারত এই সংস্থায় যোগ দেয়।

এখানে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন, প্রথম বিশ্বকাপ কিন্তু পুরুষরা আয়োজন করেনি। মহিলাদের বিশ্বকাপই প্রথম ক্রিকেট বিশ্বকাপ। অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৩ সালে, ইংল্যান্ডে। পুরুষরা তা দেখে নিজেদের বিশ্বকাপ শুরু করে ঠিক তার দুই বছর বাদে!

প্রথম তিনবারই পুরুষরা বিশ্বকাপের আয়োজন করেন ইংল্যান্ডের মাঠে। ১৯৭৫, ১৯৭৯ এবং ১৯৮৩ সালে। কিন্তু মহিলারা ছিলেন অনেক বেশি গণতান্ত্রিক। ১৯৭৩ সালে প্রথম মহিলা বিশ্বকাপ ইংল্যান্ডে হবার পর ১৯৭৭ সালের বিশ্বকাপ হয়েছিল ভারতে। মহিলাদের দেখেই কিন্তু পুরুষরা বিশ্বকাপ বিভিন্ন দেশে করতে বাধ্য হয়।

আজকাল প্রায় সব ব্যাটস্‌ম্যানই হেলমেট পরেন। কিন্তু হেলমেট কে আবিষ্কার করেছিলেন, জানেন? তিনের দশকে ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যান প্যাটসি হেনড্রেনের স্ত্রীই প্রথম হেলমেট তৈরি করেন। নিজের স্বামীর জন্য।

ক্রিকেট নিয়ে প্রথম সাহিত্য রচনার কৃতিত্বও এক মহিলার। তাঁর নাম মেরি রাসেল মিটফোর্ড।

সব মিলিয়ে, ক্রিকেটে মহিলাদের দান অপরিসীম। সুতরাং তাঁদের বাদ দিয়ে ক্রিকেটের কথা ভাবা অসম্ভব।

ছবি : মনোজিৎ চন্দ

মনোরমা-বুটি মিক্সি রন্ধন প্রতিযোগিতা-১০

বিষয় : নলেন (পাটালি) গুড়ের খাবার

প্রথম পুরস্কার
বুটি থ্রি জে মিক্সি

দ্বিতীয় পুরস্কার
(২৩০ এম.এম.)
ফ্রেশ এয়ার ফ্যান

তৃতীয় পুরস্কার
সিন্নি টেবিল ফ্যান
(২০০ এম.এম.)

এ ছাড়াও ৫টি সান্ত্বনা পুরস্কার (প্রতিটি ২০০ টাকা)

প্রতিযোগিতার আবশ্যিক নিয়মাবলী :

১. আপনার তৈরি রেসিপির নাম নিচের কুপনে লিখে কুপনটি রেসিপির সঙ্গে যুক্ত করে পাঠাবেন। অন্যথায় রেসিপিটি গ্রাহ্য হবে না।

২. অমনোনীত রেসিপি কখনোই ফেরত পাঠানো হয় না। পুরস্কার না পাওয়া রেসিপিগুলিকে পারিশ্রমিক সহ পত্রিকায় ছাপানোর স্বত্ব থাকবে মনোরমার।

৩. পুরস্কৃত রেসিপিগুলির ওপর মনোরমার পূর্ণ স্বত্বাধিকার থাকবে। বুটি মিক্সিও এগুলি ব্যবহার করতে পারবেন।

৪. নির্বাচকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। এ নিয়ে কোন পত্রালাপ গ্রাহ্য হবে না।

৫. 'মনোরমা' তথা বুটি মিক্সির কর্মচারীবৃন্দ বা তাঁদের আত্মীয়স্বজন কেউই এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন না।

৬. আপনার রেসিপি সাধারণ ডাকেই নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাবেন, রেজিস্টার্ড ডাকে নয়। লেখার শেষে নিজের ঠিকানাটি অবশ্যই লিখবেন, খামের ওপর : 'মনোরমা বুটি মিক্সি রন্ধন প্রতিযোগিতা ১০ অবশ্যই লিখবেন, রেসিপি পাঠানোর ঠিকানা (ইংরেজিতে লিখবেন) : মনোরমা (বাংলা), মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২৮১, মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ-২১১০০৩

প্রবেশ পত্র পৌঁছনোর শেষ তারিখ : ৩০ ডিসেম্বর ১৯৯৬
ফলাফল জানুয়ারি ১৯৯৬ সংখ্যার 'মনোরমা'-য় প্রকাশিত হবে।

মনোরমা-বুটি মিক্সি প্রতিযোগিতা-১০

প্রেরিকার নাম _____
ঠিকানা _____
বিষয়ের নাম _____
পাঠিকার অঙ্গীকার : প্রেরিত রন্ধন বিধি আমার নিজের এবং অন্য কোথাও এটি প্রকাশিত হয় নি।

স্বাক্ষর _____

ঈশ্বর চিন্তা শুধু বার্ধক্যের ভাবনাই নয়

যুগ পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনটাকেও পাল্টাতে হবে–এর কি কোন মানে আছে? আমার মনে হয় ব্যাপারটা আমাদের নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করা দরকার। আমাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার পাঠক্রমে ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়গুলি অনিবার্যভাবে রাখা দরকার। লিখেছেন সুচরিতা মিত্র।

ডাকার মত ডাকতে পারলে মা যে আসবেনই সে–কথা নতুন নয়। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত থেকে নিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত মায়ের দর্শন পেয়েছেন। আসলে 'উপাসনা' শব্দটার মধ্যে একটা পরিবেশগত বিষয় লুকিয়ে থাকে। এই পরিবেশটি আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভেঙে সরল করে বলেছেন, ঈশ্বর সাধনার আসল জায়গা হল মনে, বনে আর কোণে। অর্থাৎ নিভৃত জায়গাই ধ্যান বা উপাসনার আদর্শ স্থান। মন যেমন একাগ্র হলে এই চরাচর সম্পর্কে বাহ্যিক অনুভূতি সরে যায়, মনে আসে নিবিড় অভিনিবেশ, তেমনি একান্তে আর সংগোপনে ঈশ্বর আরাধনার সবচেয়ে প্রশস্থ পথ।

কিন্তু মজার ব্যাপার হল, যুগ পাল্টেছে। শ্রী শ্রী চৈতন্যদেব কিংবা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সময়কাল এখন আর নেই। এযুগটা যন্ত্রের যুগ। মানুষের মন তাই এখন ছুটছে মেশিনের মত। তাকে মাপার জন্য দরকার হচ্ছে কমপিউটার। অর্থাৎ মনের শান্ত ভাবটা একেবারে বদলে গিয়ে এই আধুনিক যুগে হয়ে বসেছে টেনশানগ্রস্থ। মানুষকে নিজের নিজের তাগিদে ছুটতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। বেঁচে থাকার জন্য রোজকার লড়াই লড়তে গিয়ে এযুগের মানুষ হারিয়ে ফেলেছে মনের কোমল সংবেদনশীলতা। তাই মনকে একাগ্র করতেই হিমসিম খেতে হচ্ছে। অগত্যা ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা যে জীবনেরই অঙ্গ—সেকথাটাই আমরা ভুলতে বসেছি। কেউ যদি অল্প বয়সে গীতা পাঠ করে অথবা আধ্যাত্মিক আলাপ–আলোচনা করে, তাকে এযুগে বলা হবে 'অকালপক্ক'। অর্থাৎ বয়সের আগে প্রাজ্ঞতা নিয়ে একটা লোক–দেখানো বাড়াবাড়ি।

অথচ ধর্ম মানেতো আমরা জানি, 'ধারণ করা'। অথচ এযুগের ধারণ মানে একেবারে ফ্যাশন থেকে নিয়ে আধুনিকতা পর্যন্ত পশ্চিম দুনিয়ার কালচার বা সংস্কৃতিকে মাথায় তুলে নাচা। তাই আশ্চর্য হলেও সত্যি এযুগে আধুনিকতার নামে ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার বিষয়টি তোলা থাকছে বার্ধক্যের জন্য। বয়স পঞ্চাশ বা ষাটের কোঠায় না গেলে ধর্মের ব্যাপারে মাতামাতি করাটা নাকি এযুগের জন্য মানানসই নয়। ব্যাপারটা বিগত বেশ কয়েকটা দশক ধরে রীতিমত প্রভাব ফেলছে ভারতীয় জনমানসে। অথচ সারা বিশ্বের কাছে সনাতন ধর্মের দেশ এই ভারতবর্ষ। আমাদের সভ্যতার চেয়ে প্রাচীন বা প্রাচীনতম সভ্যতা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। তাই ধর্মের ব্যাপারে এযুগে নবীন প্রজন্মের মধ্যে অনীহা ভাবটি আশ্চর্য লাগে বৈকি।

যুগ পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনটাকেও পাল্টাতে হবে–এর কি কোন মানে আছে? আমার মনে হয় ব্যাপারটা আমাদের নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করা দরকার। আমাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার পাঠক্রমে ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়গুলি অনিবার্যভাবে রাখা দরকার। খৃষ্টধর্ম কিংবা পৃথিবীর অন্যান্য অনেক ধর্মে এই বিষয়টির ওপর জোর দেয়া হয়েছে একেবারে গোড়া থেকেই। শৈশব বা ছেলেবেলা থেকেই যদি ধ্যান বা উপাসনা সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের ঠিকমত

বোঝানো না হয়, তাহলে আখেরে পস্তাতে হবে মা-বাবাকেই। যেমন ধরুন, একসময় এদেশে ছিল একান্নবর্তী পরিবার। এক বা একটা বাড়িতে একছাদের নিচে সকলে মিলেমিশে বাবা-কাকা-জ্যাঠা তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে সংসার করেছেন। আবার একালে ঠিক তার উল্টো। এখন 'মানিয়ে নেয়া'র অজুহাত দেখিয়ে জন্ম নিয়েছে নিউক্লিয়ার বা ইউনিট ফ্যামেলি। একটি বা দুটি সন্তান নিয়ে স্বামী স্ত্রী আলাদাভাবে নিজেদের সংসার পাতছেন। এবার বলুন তো একান্নবর্তী পরিবারগুলো ভেঙে এমন 'ইউনিট ফ্যামিলি'র জন্ম হল কেন? উত্তরটা খুবই সোজা। আগের তুলনায় মানুষের সহিষ্ণুতা একেবারেই কমে গেছে। কমে গেছে বলেই সংসারে নানান অশান্তি জন্ম নিচ্ছে। ভেঙে যাচ্ছে একান্নবর্তী পরিবার। অল্পতে মানুষ এখন হাঁপিয়ে উঠছে। মিলেমিশে থাকার ইচ্ছেটাই তাই একেবারেই শেষ। যে বাবা-কাকা-জ্যাঠারা এক ছাদের নিচে সাজানো বাগান তৈরি করেছিলেন, সেটাই একালে এসে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেছে নিজের নিজের স্বার্থীনতায়। এর কারণ হল ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে অল্প বয়স থেকে সচেতনতার অভাব। উপাসনা বা ধ্যান বা মাকে ডাকার মধ্যে যে শুধু আধ্যাত্মিক ব্যাপারই নয় লুকিয়ে আছে বলগাহীন মনকে লাগাম দেয়ার রহস্য। মন চঞ্চল হলে তাকে স্থির করা যায় না। আর স্থির করতে না পারলে সামান্যতেই বেড়ে যায় অশান্তি। এই মনের চঞ্চলতার জন্যই আধুনিক যুগ হয়ে গেছে টেনশানের যুগ। সমস্ত সামাজিক চেহারাটাই একেবারে গেছে বদলে। সেকাল-একালের তফাতটাই তাই বড্ড বেশি চোখে পড়ছে।

হয়ত ভাবছেন মায়ের উপাসনার কথা বলতে গিয়ে এতসব অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করছি কেন। এরও কিন্তু কারণ আছে। ধর্ম নিয়ে বলতে গেলে এযুগে বড্ড বেশি কচকচে ভাব দেখানো হয়ে যায়। সেকারণে সরল করে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করলে মনের দ্বন্দ্ব কেটে যায়। মা তো কেবল সাধুসন্তদের নন। আমাদের সকলেরই। আমাদের সকলেরই তাই সমান অধিকার, মাকে ডাকার। সেই ডাকতে গেলে কিভাবে নিজেকে তৈরি করতে হবে সেকথাটা জানা দরকার বৈকি।

জীবনটা একটা গোলকধাঁধা। অনেকটা পেঁয়াজের মত। যতই ছাল ছাড়ান না কেন আসলের দেখা আর পাওয়া যাবে না। এই জীবনে একটার পর একটা সমস্যার জট খুলতে খুলতেই বয়সের বেলা পড়ে আসে। সেই অনেকটা, 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে...।' বয়সের সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতেই শেষ হয়ে আসে জীবনের জীবনীশক্তি। শারীরিক নিয়মেই আমরা অবসন্ন হয়ে যাই। আর এই অবসন্নতা থেকেই জন্ম নেয় একটা ভয়। সে ভয়টা মৃত্যুভয়। ৮০ কিংবা ৯০ বছরের মানুষও মনে মনে কামনা করেন আরও কটা দিন এই সুন্দর পৃথিবীটা ভোগ করতে। আরও কিছুটা পরমায়ু বাড়িয়ে নেয়ার লোভ থাকে মরতে বসা মানুষের মনেও। রবীন্দ্রনাথ তাই হয়ত বলেছেন, 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।' তাই আমি বলি কি জীবনটাকে সুন্দরভাবে উপভোগ করতে গেলে উপলব্ধি করতে হবে অপার্থিব জীবনের সত্য। মানুষ সৃষ্টির আগেও পৃথিবী ছিল। কিংবা এ পৃথিবীর থেকে মানুষ যদি চিরতরে কোনদিন ধ্বংস হয়ে যায় তখনও থাকবে। এই পার্থিব জগত। তাই এই সত্যটা উপলব্ধি করতে হবে একেবারে শৈশব থেকে। কারণ ভুলে গেলে চলবে না এই পৃথিবীতে শিশু যখন মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয় তার প্রথম শব্দটি থাকে কান্না। অর্থাৎ মায়ের গর্ভে শিশু ছিল নিরাপদ। বিজ্ঞানসম্মতভাবে তার জন্মকাল জটিল কিংবা জটিলতর হোক না কেন মায়ের জরায়ুতেই ছিল শিশুটির স্বর্গ। সেখান থেকে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়ে শিশু তাই প্রতিবাদ করতে চায়। জানিয়ে দিতে চায় এই পৃথিবী তার মনের মত নয়। পৃথিবীটা কতটা সবুজ কতটা আনন্দ উপভোগের এই বিষয়গুলি সদ্যোজাত শিশুর মস্তিষ্ক অনুভব করতে পারে না। তার মানসিক বিকাশ হয় ধীরে ধীরে। অত্যন্ত সংবেদনশীল ভাবে শিশুর প্রতি যত্ন নিতে হয়। আমার মনে হয়, মায়ের উপাসনা নিয়ে বড়বড় নিবন্ধ লেখার চেয়ে ঢের বেশি দরকার সেই শিশুটির মানসিক বিকাশের যত্ন নেয়া। তাকে শৈশব থেকেই বুঝিয়ে দিতে হবে এই পৃথিবীতেই মানুষের আসা-যাওয়া বড় ক্ষণিকের। জন্ম হলেই মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। তাই সামান্য সময়ের এই জীবনটাকে গড়তে হবে মন ও মননের চূড়ান্ত বিকাশে। জানতে হবে জীবনের মূল সত্য। আর এই সত্য শুধু জানা যেতে পারে, ধর্ম উপাসনা বা আধ্যাত্মিকতায়।

ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা বড্ড জটিল–এই জাতীয় ভাবনাচিন্তা এক-কালে ছিল বৈকি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তার কথামৃতে এই জটিল ব্যাপারটাই করে দিয়েছেন জলের মতন সহজ। তারপর থেকে ধর্ম নিয়ে ধ্যান ধারণা একেবারেই বদলে গেছে। শুধু তাই নয় মাকে আন্তরিকভাবে ডাকাটাই হল আসল কথা। খৃস্টানরা তাদের মত ডাকছেন, বৌদ্ধরা বা জৈন পার্সি–পৃথিবীর সকল ধর্মের মানুষেরা যেভাবেই ডাকুন না কেন ঈশ্বরকে, আসল কথা হল মন দিয়ে তাকে ডাকা। শিশু যেমন কান্না শুরু করলে মাকে হাতের সব কাজ ফেলে ছুটে আসতে হয়, তেমনি আমরা যদি ডাকার মত ডাকতে পারি তাহলে মাকে ছুটে আসতে হয় বৈকি। আসতে হয় বলেই চিন্ময়ী মাকে রূপ নিতে হয় মৃন্ময়ীতে। মাটির পৃথিবীতে ছেলের কাছে মা না–এসে পারেন কি? তাই এই ডাকটি আগে রপ্ত করতে হবে। জানতে হবে কিভাবে কখন কোন অবস্থায় মাকে ডাকা যায়। রামপ্রসাদ মাকে পেয়েছেন। কমলাকান্ত মাকে পেয়েছেন। পেয়েছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও। আরও অনেক সাধুসন্ত সাধকেরা পেয়েছেন মায়ের দিব্যদর্শন। এরা কিন্তু প্রথম জীবনে সাধারণ মানুষই ছিলেন। মায়ের দিব্য জ্ঞানে তারা সারা পৃথিবীকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন ধর্ম সংকটের হাত থেকে। যে ধর্ম সংকটের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও বলতে হয়েছে ঃ

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি
ভারত ঃ।
অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানম
সৃজাম্যহম॥

অর্থাৎ যখন যখন ধর্ম সংকট দেখা দিয়েছে তখন অধর্মকে রোধ করে ধর্মকে বাঁচানোর জন্য ভগবান জীবদেহ ধারণ করেছেন। সেজন্যই আমরা যুগে যুগে পেয়েছি অবতার। যারা আমাদের অন্ধকার জীবনে দিয়েছেন আলোর সন্ধান।

তাই মায়ের উপাসনা করতে গেলে আগে তৈরি করতে হবে মন। সেটা একেবারেই অল্প বয়েস থেকে। কাদার তালকে যেকোন রূপই দেয়া যায়। তেমনি শিশু বয়স থেকে আধ্যাত্মিকতা বা উপাসনা সংক্রান্ত ধার্মিক ভাবনাগুলি জাগিয়ে দিতে পারলে পরবর্তী জীবনে সেই শিশুটিই হয়ে ওঠে মানুষের মত মানুষ। এই সংসারে থেকে সংসারের যাবতীয় আবর্জনা কাদা ঘেঁটেও সে বেঁচে থাকতে পারে পাঁকাল মাছের মত। তারই সংস্পর্শে অন্যেরাও উপকৃত হয়। তাই শৈশবই হল মাতৃ–উপাসনা শেখার আদর্শ সময়।

এবার প্রশ্ন উঠতেই পারে কিভাবে করতে হবে মায়ের উপাসনা? এযুগের বিজ্ঞান নিয়ে মাথা ঘামানো মানুষেরা হয়ত শর্টকাট পথ চাইবেন। যার মাধ্যমে ঈশ্বরকে দেখা যায়। তেমন পথ কিন্তু কোনদিন ছিল না আজও নেই। হৃদয়ের ভক্তি অন্তরের শ্রদ্ধা আর ভাব থাকলেই মাকে ডাকা যায়। আগেই বলেছি মনে বনে কিংবা কোণে যেখানেই হোক না ডাকার মত ডাকতে হবে। শুধু লোক দেখানো ভক্তি দিয়ে তাঁর দেখা পাওয়া যায় না। এমনও কোন নিয়ম নেই মন্দিরে গিয়ে গেরুয়া বসন পরে কেবল 'মা' 'মা' ডাকলেই চিন্ময়ী মা সন্তানকে দেখা দেবেন। আসলে শরীরের চেয়ে দরকার মনের শুদ্ধি। মনকে নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক করে তবেই বসা উচিত উপাসনায়। সেইসঙ্গে দরকার শুদ্ধাচারও। চিত্ত চাঞ্চল্য দমন করতে গেলে একটা আদর্শ দরকার। যেমন আমরা মন্দিরে গেলে হঠাৎই নরম মনের হয়ে যাই। মনের কু-ভাবনা অনেকটাই চাপা পড়ে। তেমনি শুদ্ধাচারে মাকে ডাকতে হবে। নিয়মিত উপাসনা করতে হবে। ভক্তিনিষ্ঠা সহকারে ডাকলে তিনি কি লুকিয়ে থাকতে পারবেন? কোনদিনই পারবেন না। তাইতো বলি সময় বয়ে যাচ্ছে। এক একদিন করে ক্ষয়ে যাচ্ছে জীবনের পরমায়ু। আর যাতে হারিয়ে ফেলতে না হয়, সেজন্য আজ এমুহূর্ত থেকেই শুরু হোক জীবনের নতুন সোপান। অন্তর দিয়ে সকলেই গেয়ে উঠি ঃ 'মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফোটে মন...।'

ছবি ঃ প্রবীর চক্রবর্তী

বাংলাদেশ সম্পর্কে কলকাতার বাঙালির তেমন উৎসাহ নেই

বাংলাদেশের শিল্প, সংস্কৃতি ও রাজনীতির জগতে সৈয়দ হাসান ইমাম একটি অতি পরিচিত নাম। একাধারে অভিনেতা, পরিচালক এবং সমাজসেবী হাসান সাহেব দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে মৌলবাদ-বিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে রয়েছেন। সম্প্রতি কলকাতায় ঘুরে গেলেন তিনি। দীপান্বিতা রায়-এর সঙ্গে একটি অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার।

২৬ মার্চ, ১৯৯২। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ সেদিন আন্দোলনে উত্তাল। লক্ষ লক্ষ মানুষ নেমে পড়েছে রাস্তায়। উত্তেজিত জনতার দাবি 'বিচার চাই'। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় ১৩-১৪-১৫ ডিসেম্বর রাত্রে যে ভয়ঙ্কর গণহত্যা সংঘটিত হয়, তারই নায়ক গোলাম আজমের বিচার চাই। বাহাত্তরে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি পালিয়ে যান মধ্যপ্রাচ্যে। শেখ মুজিবর রহমান কেড়ে নিয়েছিলেন তাঁর নাগরিকত্ব। ৭২-এর সংবিধানে আইন করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধও করা হয়েছিল। পরে জিয়াউল রহমান এই আইন তুলে দেন। '৮২তে এরশাদ ক্ষমতায় আসার পর মৌলবাদী 'জামাত-ই-ইসলাম' দলের নেতা গোলাম আজম আবার ফিরে আসেন বাংলাদেশে, আবারও নিজের দলের 'আমির' অর্থাৎ সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু নিজেদের স্বার্থে রাজনৈতিক নেতারা তাঁকে মেনে নিলেও, সাধারণ মানুষের চোখে তিনি একজন নরঘাতক, খুনি। তাই তাঁর বিচারের দাবিতে সরব হয়ে

[illegible] মানুষ। গঠিত হয় 'ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' এবং 'মুক্তি যুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন কমিটি'। এই দুটি সংগঠন মিলে তৈরি হল 'জাতীয় সমন্বয় কমিটি'। প্রেসিডেন্ট 'শহীদ জননী' জাহানারা ইমাম। স্টিয়ারিং কমিটির অন্যতম সদস্য সৈয়দ হাসান ইমাম।

২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে গোলাম আজমের বিচারের জন্য গণ আদালত ডাকা হল। সরকারি বাধা উপেক্ষা করে জমায়েত হলেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। মাইকের ব্যবহার পর্যন্ত নিষিদ্ধ করেছে সরকার। তাই সেই জনসমুদ্রের মাঝখানে ট্রাকের ওপর দাঁড়িয়ে মুখে মুখে ঘোষণা করা হল দণ্ডাদেশ। জাহানারা ইমাম দেশের মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে গণ আদালতের রায় অনুসারে 'মৃত্যুদণ্ড' দিলেন গোলাম আজমের।

এই ঘটনা যখন ঘটে, জাহানারা ইমাম তখন খুবই অসুস্থ। ক্যানসারের ভয়াবহ আক্রমণে দ্রুত দিন ফুরিয়ে আসছে তাঁর। তাই, তাঁকে সামনে রেখে 'জাতীয় সমন্বয় কমিটি'-র যাবতীয় কাজ পরিচালনা করছিলেন সৈয়দ হাসান ইমাম। ১৯৯৪ সালে জাহানারা ইমাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এরপর বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রধান সংগঠন 'জাতীয় সমন্বয় কমিটি'র আহ্বায়ক নির্বাচিত হন সৈয়দ হাসান ইমাম।

আশ্চর্যের ব্যাপার, হাসান ইমাম কিন্তু সেই অর্থে ঠিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন। পেশায় তিনি অভিনেতা। নায়কের ভূমিকাতেই অভিনয় করেছেন প্রায় পঞ্চাশটি ছবিতে। এছাড়া নাট্যচর্চা, টিভিতে অভিনয় এবং ছবি পরিচালনার কাজেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকেছেন বরাবর। অবশ্য তাঁর জীবনে যে রাজনীতির কোনও ছোঁয়া ছিল না, এরকম নয়। কারণ যে পরিবারে তিনি মানুষ হয়েছেন, রাজনীতির সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নিবিড়।

পৈতৃক বাড়ি খুলনা জেলার বাগেরহাট শহরে হলেও, হাসান ইমাম কিন্তু বড় হয়েছেন এই বঙ্গেই, বর্ধমানে, তাঁর মামাবাড়িতে। তাঁর দুই মামা, প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ সৈয়দ শাহদুল্লা এবং প্রাক্তন স্পিকার অধুনা-প্রয়াত সৈয়দ মনসুর হাবিবুল্লাহ তখন কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য। ফলে বাড়িতে একটা রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল। 'মামা-মামী আর তুতো ভাইবোনেরা মিলে নাটকের মহড়া দিতাম। 'অচলায়তন' করেছি সেই বয়সেই। আমার ভাল লাগত নাটক করতে, গান গাইতে আর অবশ্যই খেলাধুলো করতে। পড়াশোনা একদম না, বললেন তিনি।

দেশবিভাগের পর, ১৯৫৭ সালে হাসান ইমাম স্থায়ীভাবে চলে যান তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে। প্রথমে একটি সুগার মিল-এ অ্যাপ্রেন্টিসের চাকরি নেন। পরে ব্যাঙ্কেও কাজ করেন। তবে ঢাকায় যাওয়ার কিছুদিন পরেই পুরনো পরিচিতির সূত্র ধরে একটু একটু করে চেষ্টা করছিলেন অভিনয় জগতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার। প্রথমে নাটক, তারপর ১৯৬০ সাল থেকে ফিল্মে অভিনয় শুরু। নায়ক হিসেবে তাঁর প্রথম যে ছবিটি মুক্তি পায়, সেটির নাম 'ধারাপাত'। ছবিটি ভাল জনপ্রিয়তা পাওয়ার পর তাঁকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৯৬৩ সালে চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি অভিনয়ের জগতে চলে আসেন তিনি।

শুধু বাংলা নয়, হিন্দি ছবিতেও অভিনয় করেছেন হাসান ইমাম। লাহোরে যে সব উর্দু ছবি তৈরি হত, তার কয়েকটিতেও অভিনয় করেছেন তিনি। বললেন, 'সে সময় বাংলা ছবিতে অভিনয় করার একটা আলাদা আকর্ষণ ছিল। কারণ তখন এদেশে বাংলা ছবি তৈরি করতেন মূলত তাঁরাই যাঁরা বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত। শিল্পী-সাহিত্যিকরা সরাসরি জড়িয়ে থাকতেন এই কাজে। ঘটনাটা ঘটছিল অবশ্য খানিকটা কলকাতার ধারাবাহিকতা মেনেই। এখন যাকে 'মিড-লাইন সিনেমা' বলা হয়, সেরকম ছবিই তখন তৈরি হত। জীবনভিত্তিক, কাহিনীভিত্তিক সাধারণের উপভোগ্য ছবি। এক ধরনের সুস্থ চিন্তা-ভাবনার ছাপ থাকত সেখানে। চলচ্চিত্র আন্দোলনের ব্যাপারে তখন 'ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটি' খুব সক্রিয়। আমি এই সংস্থার প্রেসিডেন্ট ছিলাম, এখনও আছি। কিন্তু ওরকম বাংলা ছবি এখন আর তৈরি হয় না।'

আসলে তখন কলকাতার এই 'মিডলাইন সিনেমা' ছিল এক ধরনের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রতিফলন। আর যে কোনও সাংস্কৃতিক আন্দোলনই শুরু হয় সামাজিক আন্দোলনের সূত্র ধরে। পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশ—কোনও ক্ষেত্রেই তার ব্যতিক্রম হয়নি। বিশেষভাবে বাংলাদেশে সামাজিক আর সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল একে অপরের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার তাগিদেই উত্তাল হয়ে উঠত সাধারণ মানুষ। হাসান ইমাম বললেন, '১৯৬১ সালে আমরা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সারা দেশ জুড়ে প্রচার আর সমস্ত কাজ পরিচালনার জন্য একটা কমিটি তৈরি হল। ডঃ কুদরত খোদা তার প্রেসিডেন্ট, বেগম সুফিয়া কামালও ছিলেন সেই কমিটিতে'। কিন্তু সরকারের মোটেই পছন্দ নয় ব্যাপারটা। ফলে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। শুরু হল উদ্যোক্তাদের ভয় দেখানো।-'ব্যাপারটাকে আমরা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিলাম। অসাম্প্রদায়িক-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আন্দোলন একাত্ম হয়ে গেল। ঢাকা, রাজশাহী আর চট্টগ্রামে বিশালভাবে উদ্‌যাপিত হল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী। তিনটি নাটক করলাম আমরা। 'রাজা ও রানী', 'তাসের দেশ' আর 'রক্তকরবী'। তিনটিতেই আমি ছিলাম মূল ভূমিকায়।'

এরপর ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান সরকার তো রবীন্দ্রনাথের নাটক করাই নিষিদ্ধ করে দেয়। স্বাভাবিকভাবেই শিল্পী সমাজ তার প্রতিবাদ করে। আর সেই সময় থেকে রবীন্দ্রচর্চাই একটা প্রতিবাদী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত হয় সেদেশে। আসলে, '৬৫-র যুদ্ধের পর থেকেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটা নতুন বাঁক আসে। বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসীরা আওয়ামী লীগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকারের কাছে ৬ দফা দাবি পেশ করে। বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলনের সূত্র ধরে শুরু হয় স্বাধিকার আন্দোলন, যা মূলত ভাষাভিত্তিক। সরকারের পক্ষ থেকে চেষ্টা চলছিল মুসলিম সংস্কৃতির প্রাধান্য বিস্তারের। সেই কারণেই আরবী কিংবা রোমান হরফে বাংলা লেখা চালু করার চেষ্টাও হয়।-'আমরা তখন এটাকে প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্ত নিই। শুরু হয় আন্দোলন। সাধারণ মানুষকে সঙ্গে পাওয়ার জন্য সামাজিক অনুষ্ঠানের কথাও ভাবা হয়। এমন অনুষ্ঠান, যার কোনও ধর্মীয় ভিত্তি থাকবে না। তখনই শুরু হয় পয়লা বৈশাখ নিয়ে চিন্তাভাবনা। বছর শুরুর এই দিনটির গুরুত্ব গ্রামীণ জীবনে থাকলেও শহরে একেবারেই ছিল না। একদিক থেকে বলা যায়, আমাদের সংস্থা 'ছায়ানট'-এর উদ্যোগেই এখন পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপন বাংলাদেশের জাতীয় উৎসব।'

পেশায় অভিনেতা হলেও, সৈয়দ হাসান ইমামের পেশাদারি জীবন কিন্তু বারেবারেই বাধা পেয়েছে নানা রাজনৈতিক এবং সামাজিক ঝড়ঝঞ্ঝায়। কখনও স্বেচ্ছায়, কখনও সরকারি ইচ্ছায়। 'শুধু রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক বাধা নয়, অনেক সময় প্রকৃতিও বাধ সেধেছে—একেবারে আক্ষরিক অর্থেই', বললেন তিনি। একবার এক প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় সমুদ্রতীরবর্তী একটি বিরাট অঞ্চল। চল্লিশ কিমি ভিতর পর্যন্ত ৩০ ফুট উঁচুতে জল উঠে গিয়েছিল। এক রাতে মারা যায় দশ লক্ষ মানুষ। আমি আর আমার ইউনিটের লোকজনরাই অন্তত দশ-বারো হাজার মৃতদেহ কবর দিয়েছি। প্রায় তিন মাস ছিলাম এই এলাকায়। সেখানকার মানুষদের জন্য প্রাথমিকভাবে ত্রাণের ব্যবস্থা, তারপর তারা যাতে আবার নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারে তার আয়োজন করেছি। কো-অপারেটিভ তৈরি করে জমি, বীজ, লাঙল কিংবা ট্রাকটারের ব্যবস্থা হয়েছে। সে সময় তো অভিনয়ের জগত থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম। কিছু করার ছিল না, মানুষ হিসেবে আমার মনে হয়েছিল, এটাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।'

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে সারা দেশ জুড়েই শুরু হয়ে যায় সাংঘাতিক গণ্ডগোল। ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল। কিন্তু রাওয়ালপিণ্ডির পাক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করল না। শুরু হল আন্দোলন।-'আমরা গঠন করলাম 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ'। আমি হলাম আহ্বায়ক। ঢাকাতে এই বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সারা দেশ জুড়ে এরকম অসংখ্য গোষ্ঠী গঠিত হল। আমরা পোস্টার ড্রামা করতে লাগলাম—ট্রাকের ওপরে, শহীদ মিনারে, কারখানায়। প্রথমে বেতার, টি.ভি. চালু ছিল। তারপর বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলে ১৯৭১ এর পয়লা মার্চ থেকে তাও বন্ধ হয়ে গেল।'

এরপরের ঘটনা তো ইতিহাস। ২৫ মার্চ রাত ১২টায় সেনাবাহিনীর আক্রমণ শুরু হল। নির্বাচিত সরকারকে ফেলে দিয়ে, নাগরিকদের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হল। বাধ্য হয়েই সহযোগীদের নিয়ে আত্মগোপন করলেন হাসান ইমাম। বললেন, 'আমি যশোর চলে গেলাম, সেখানেই মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিই। এর আগেই অবশ্য বঙ্গবন্ধু মানে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে প্রায় একটা সমান্তরাল সরকার তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেই অনুযায়ী চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের চার-পাঁচজন কর্মী ২৬ মার্চ সম্প্রচার চালিয়ে বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দুদিন এটা করতে পেরেছিলেন। তারপর সবই বন্ধ হয়ে যায়। আমরা কার্যত পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি।'

দলীয় নির্দেশে এই সময় সৈয়দ হাসান ইমামকে আসতে হয় ভারতবর্ষে, অস্ত্র সংগ্রহের জন্য। কিন্তু তিনি আর ফিরতে পারেননি। তারপর ভারতেই গঠিত হল প্রবাসী সরকার। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমেদ। রেডিও স্টেশনের নাম হল 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'। দেশ ছেড়ে যেসব বুদ্ধিজীবী চলে এসেছিলেন, তাদের নিয়ে তৈরি হল 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলী সমিতি'। হাসান ইমাম হলেন তার সম্পাদক। এছাড়া তাঁর ওপর দায়িত্ব পড়ল বেতার কেন্দ্রের নাটক এবং সংবাদ পরিচালনার।

পাকিস্তান সরকার ততদিনে তাঁর মাথার দাম ঘোষণা করেছেন বেশ কয়েক হাজার টাকা। হাসান ইমাম নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে টাকা তুলছেন উদ্বাস্তুদের জন্য। বিখ্যাত পরিচালক জাহির রায়হনও তখন এদেশে। তাঁর পরিচালনায় তৈরি হল 'স্টপ জেনোসাইড' নামে একটি ছবি। আবেদন জানানো হল সারা পৃথিবীর কাছে।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন হল বাংলাদেশ। ২০ ডিসেম্বর দেশে ফিরলেন হাসান ইমাম। দীর্ঘ অপেক্ষার পর যোগ দিলেন নিজের পেশায়। তবে ততদিনে বয়স এবং অভিজ্ঞতা, দুটোই অনেক বেড়েছে। তাই শুরু হল একটু অন্য ধরনের কাজকর্মে মন দেওয়া। তাঁরই পরিচালনায় তৈরি হল বিখ্যাত ছবি 'লালন ফকির'। 'বসুন্ধরা' ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পেলেন। এর আগেই অবশ্য, ১৯৬৫-৬৬ সালে, পাকিস্তান সরকারের আমলে 'অনেক দিনের চেনা' ছবির জন্য জাতীয় স্তরে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন। আর ১৯৫৭-র 'মস্কো চলচ্চিত্র উৎসব'-এ 'শোয়ে নদীয়া জাগে পানি' ছবিতে অভিনয়ের জন্য বেস্ট অ্যাক্টর-এ পুরস্কার পান নি মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে। বললেন, 'দেবানন্দ জুরি ছিলেন সেবার। উনিই আমাকে খবরটা জানান। একটু আপশোষ হয়েছিল। কারণ 'শোয়ে নদীয়া জাগে পানি' আমার খুব প্রিয় ছবি।'

চলচ্চিত্র-বোদ্ধা হিসেবে আন্তর্জাতিক স্তরেও ততদিনে বেশ খানিকটা নামডাক হয়েছে তাঁর। দিল্লির ফিল্মোৎসবে আমন্ত্রিত হয়েছেন। তাসখন্দের উৎসবে দেশের প্রতিনিধিত্বও করেছেন। চেকোস্লোভাকিয়ার কার্লভি ভ্যারি চলচ্চিত্রোৎসবে যোগ দিয়েছেন জুরি হিসেবে। এই উৎসবে প্রথম যে ভারতীয় ছবি পুরস্কার পায়, সেটি হল শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র পরিচালিত 'জাগতে রহো'।

১৯৬৫ সালেই বিয়ে করেছিলেন বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী লায়লা শায়গনকে। স্ত্রী, দুই মেয়ে আর এক ছেলের দায়িত্ব সামলে কাজ চলছে পুরোদমে। পরিচালনা করেছেন আরও একটি ছবি, 'লাল-সবুজের পালা'। বেশ কয়েকটি তথ্যচিত্র তৈরির পাশাপাশি চলছে 'শিল্পকলা একাডেমি' তৈরির কাজ। বললেন, 'এতদিনের অভিজ্ঞতায় আমার মনে হয়েছিল, এ ধরনের একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করাটা খুব জরুরি। কারণ যে কোনও কাজ পেশাদারিভাবে করতে গেলে সঠিক প্রশিক্ষণ দরকার। এছাড়াও আমার ইচ্ছে ছিল প্রয়োজনে দেশের বাইরে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সুযোগ যাতে থাকে, তার জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করার। যাতে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা দিল্লি, পুনা কিংবা বরোদায় পড়তে যেতে পারে। এর পাশাপাশি অবশ্য আরও একটা বিষয় আমরা সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করছিলাম। সেটা হল, বেতার ও টি.ভি-র ওপর থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর সরকার সবকিছুই নিজের হাতে তুলে নিল। এখন তো বেতার আর টি.ভি.কে সরকারি প্রচারযন্ত্র ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।'

স্বাভাবিকভাবেই সরকার-বিরোধী হাসান ইমাম বেতার এবং টি.ভি থেকে প্রায় নির্বাসিত। সরকারি মহলে তাঁর বিরুদ্ধে আরও একটা অভিযোগ হল ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা। শিল্পীকে যে, দেশকালের বাঁধনে বাঁধা যায় না, সেটা স্বীকার করেন না তাঁরা। হাসান ইমাম অবশ্য সরকারি মহলের এই ভ্রূকুটিকে মোটেই গুরুত্ব দেন না। তাই তিনি 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবি তৈরির সময় সহযোগিতা করেছেন ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে। অভিনয় করেছেন গৌতম ঘোষের 'পদ্মা নদীর মাঝি'-তে। বললেন, '১৯৭৪ সালে সত্যজিতবাবু যখন 'ঘরে-বাইরে' তৈরির কথা ভাবছেন, তখন আমাকেই বলেছিলেন নিখিলেশের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য। যেদিন কলকাতায় আসব সেদিন সত্যজিতবাবু জানালেন, এখন অসুবিধা আছে, ছবির কাজ শুরু করা যাবে না। আর করা হল না। শিল্পী হিসেবে আমার জীবনে এটাই সবথেকে বড় আপশোষ।'

১৯৮১ সালে ক্ষমতায় আসেন এরশাদ। তারপর থেকে গণতান্ত্রিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষার জন্য বার বার আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। বহু অত্যাচার সহ্য করেও হাসান ইমাম নেতৃত্ব দিয়েছেন সেই সময়কার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আজও দিচ্ছেন। তবে, সামগ্রিকভাবে, পরবর্তী প্রজন্মের মনোভাব এবং চিন্তাভাবনা সম্পর্কে তিনি খানিকটা হতাশ। বললেন, 'ছেলে-মেয়েদের বই পড়ার, ভালো নাটক, ভালো সিনেমা দেখার আগ্রহ কমে গেছে। সব থেকে আমার হতাশ লাগে, যখন দেখি ছাত্র-রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে অস্ত্র-রাজনীতি। অতি দক্ষিণপন্থী, মৌলবাদী দল জামাত-ই-ইসলাম-এর ছাত্র সংগঠনই এখন বাংলাদেশে সবথেকে বড়। তারা রীতিমত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র রাখে। সরকারি দলের যে ছাত্র সংগঠন, তাদেরও সশস্ত্র বাহিনী আছে। অর্থাৎ তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার কোনও অবকাশই নেই।'

সৈয়দ হাসান ইমামের মতে, এই কাজটা অবশ্য সরকারি স্তর থেকে খুব সুচতুর এবং সুপরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে। ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দেবার ব্যাপারে সরকারি ইনটেলিজেন্সের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কারণ এর আগে '৬৯-এর আন্দোলনে কিংবা মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রদের মুখ্য ভূমিকা ছিল। সাধারণ মানুষ এগিয়ে এসেছিল ছাত্রদের নেতৃত্বে। তাই ক্ষমতায় আসার পর প্রথমেই সরকারি মহল ছাত্রদের মানসিকতাকে এমনভাবে নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, যাতে মানুষ তাদের ওপর আর আস্থা রাখতে না পারে। আজ এ কাজে তারা হয়তো অনেকটাই সফল।

পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকলেও, এই বাংলার বাঙালিদের সম্বন্ধে সৈয়দ হাসান ইমামের কিন্তু অভিযোগও আছে যথেষ্ট। তাঁর মতে, বাংলাদেশের মানুষ পশ্চিমবাংলার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে যতটা আগ্রহী, এখানকার বিশেষত কলকাতার, বাসিন্দারা কিন্তু বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য নিয়ে ততটা উৎসাহ দেখান না। শুধু বাংলাদেশ নয়। অন্যান্য প্রতিবেশী দেশ, যেমন শ্রীলংকা কিংবা পাকিস্তান, কারুর সংস্কৃতি সম্বন্ধেই তাঁদের বিশেষ আগ্রহ নেই বলে হাসান ইমাম মনে করেন। আর এই অনাগ্রহের সুযোগ নিয়েই ঘটে যায় এমন অনেক ঘটনা যা যে কোনও দেশের, যে কোনও মানুষের কাছেই সমান দুঃখের কিংবা আতংকের। বললেন, 'আমি মনে করি এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাঁরা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করছেন, তাদের সবার পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। ভারতবর্ষের বি.জে.পি, বাংলাদেশের জামাত-ই-ইসলাম কিংবা পাকিস্তানের কোনও মৌলবাদী দল, নিজেদের স্বার্থেই পরস্পরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলে। অথচ আমরা যারা অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি করি, গণতান্ত্রিক অধিকারে বিশ্বাস করি, তাদের পরস্পরের সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ কিংবা আদান-প্রদানের ব্যবস্থা নেই। একটা যদি কমন প্ল্যাটফর্ম থাকে তাহলে তার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যেও সম্প্রীতির চেতনা গড়ে তোলা যায়। আমি চাই সব দেশ মিলিয়ে একটা অসাম্প্রদায়িক সাধারণ মঞ্চ তৈরি হোক, যাতে অন্তত ভবিষ্যতে আর কখনও বাবরি মসজিদের মত ঘটনা না ঘটে।'

ছবি : মনোরঞ্জন রায়

ইয়েরা কাচের জার
আপনার খাবারদাবারকে রাখে তাজা এমন
আপনি কিনে এনেছিলেন যেমন।

আপনি কোন খাদ্যবস্তু কেনার সময় পুরোপুরি নজর রাখেন তার কোয়ালিটির ওপর। কিন্তু সেই সঙ্গে ঐ খাদ্যবস্তু সংরক্ষণের বিষয়ে বিশেষ যত্নবান না হলে আপনার সমস্ত পরিশ্রমই মাটি হয়ে যায় আর সেই সঙ্গে নষ্ট হয় পয়সাও।

অম্ল বা ক্ষারযুক্ত খাবারের ওপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না বলে ইয়েরা-এর কাচের জার আপনার খাবারদাবার রাখার জন্য খুবই নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত। তাই অনায়াসে আপনার আচার, ডাল, মশলা এবং অন্যান্য রান্নার উপকরণগুলো ইয়েরা কাচের জারে সংরক্ষণ করুন। এগুলিতে কোনভাবে আঁচড় কাটে না বা দাগ ধরে না। তাই এগুলি পরিষ্কার রাখার কোন সমস্যাই নেই। ঝকঝকে পরিষ্কার ইয়েরা জারগুলি সাজিয়ে রাখার উপযুক্তও বটে।

ইয়েরা এয়ার টাইট ক্যাপ
এটি এমন বিশেষ ডিজাইনে তৈরী যা যে কোন খাবারদাবার কে বহুদিন রাখে সম্পূর্ণ তাজা এবং সুগন্ধযুক্ত।

Yera

GLASS JARS

রান্নাঘরে সংরক্ষণের জন্য সবচেয়ে বেশি স্বাস্থ্যসম্মত

আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন আকারের ব্যাপক শ্রেণীতে পাওয়া যায়।

Jaisons International/AGI 195/

পুরস্কারপ্রাপ্ত রেসিপি ঃ মনোরমা–বুটি মিক্সি রন্ধন প্রতিযোগিতা–৭

বিষয় ঃ বর্ষার খিচুড়ি

চিংড়ি ও ছোলার ডালের খিচুড়ি ঃ (প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত)

উপকরণ ঃ ছোলার ডাল ৫০০ গ্রাম, আতপ চাল ৫০০ গ্রাম, চিংড়ি মাছ ৫০০ গ্রাম, আধখানা নারকোলের দুধ, গরম মশলা সামান্য, চিনি, নুন, হলুদের গুঁড়ো, তেজপাতা ৪টি, ৪টি পেঁয়াজ কুচি, আদাবাটা ৫০ গ্রাম, লঙ্কা গুঁড়ো, ঘি আধকাপ।

পদ্ধতি ঃ ডাল পরিষ্কার করে নিয়ে আধসিদ্ধ করে ঝরিয়ে রাখুন। চাল ধুয়ে শুকিয়ে রাখুন। চিংড়ি মাছের খোলা ছাড়িয়ে, মাথাও পিঠের ময়লা বের করে ধুয়ে রাখতে হবে।

পাত্রে অর্ধেক ঘি দিয়ে তাতে অর্ধেক পেঁয়াজ কুচি ভেজে রাখুন। এই ঘিয়েই চিংড়ি মাছ অল্প ভেজে ঘি সমেত রেখে দিন। এবার তেলে গরম মশলা, বাকি পেঁয়াজ কুচি ছাড়ুন। পেঁয়াজ আধভাজা হলে চাল ও ডাল দিয়ে অল্প ভাজাভাজা করুন। এবার আদাবাটা, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো, নুন, তেজপাতা ও চিনি দিয়ে ভাল করে কষতে থাকুন। মশলা ভাজার ভাল গন্ধ বের হলে গরম জল দিয়ে পাত্রের মুখ ঢেকে দিন। ২–৪টে কাঁচা লঙ্কা চিরে দিলে ভাল হয়। মাঝে মাঝে খুলে নাড়তে হবে। চাল ডাল সেদ্ধ হলে দমে রাখুন খানিক্ষণ। ১০–১৫ মিনিট বাদে মোটামুটি ঝরঝরে হলে গরম গরম পরিবেশন করুন। (এটি প্রেসার কুকারে করলেও ভাল হয়।

ঈশিতা ভট্টাচার্য

বর্ষার খিচুড়ি (দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত)

উপকরণ ঃ ৫০০ গ্রাম মোহন ভোগ চাল, মুগডাল ৫০০ গ্রাম, কপি ১টি মাঝারি, আলু–৫০০ গ্রাম, ফ্রেঞ্চবিন ২৫০ গ্রাম, গাজর ২৫০, টমেটো–৩০০ গ্রাম, কাঁচালঙ্কা ৬টি, পেঁয়াজ ২৫০ গ্রাম, জিরে ৫০ গ্রাম, আদা ৫০ গ্রাম, মটরশুঁটি–৬০০ গ্রাম, ঘি ৭৫ গ্রাম, হলুদ ১৫ গ্রাম, লবন স্বাদানুসায়ী, চিনি–১০০ গ্রাম, তেজপাতা ৬টি, গুঁড়ো লঙ্কা ১০ গ্রাম, ছোট এলাচ ৪টি, দারচিনি ৬টি, জয়ত্রী ১ গ্রাম, সর্ষের তেল–৪০০ গ্রাম। ইলিশ মাছ ৫০০ গ্রাম অথবা ইলিশ মাছের ডিম ৬০০ গ্রাম।

পদ্ধতি ঃ মাছের ডিম পরিষ্কার করে ধুয়ে রাখুন। সমস্ত আনাজ ধুয়ে পরিষ্কার করে মাপ মত টুকরো করুন। ডাল ধুয়ে ভেজে নিন। তারপর জল গরম করে তাতে ভিজিয়ে রাখুন। চাল ধুয়ে জল ঝরিয়ে নেবেন। কড়ায় তেল গরম করে চাল ছেড়ে সামান্য হলুদ ও কয়েকটি তেজপাতা ছেড়ে ভাল করে ভাজতে থাকুন। চাল যখন বেশ ফুট ফুট হবে তখন গরম জল সমেত ডাল ঢেলে দিয়ে ভাল করে নাড়তে থাকুন। চাল যখন বেশ ফুট ফুট হবে তখন গরম জল সমেত ডাল ঢেলে দিয়ে ডাল করে নাড়তে থাকুন। তলায় যেন একটুও বসে না যায়। অন্য উনানে কপি আলু বিন ভেজে এতে ছেড়ে দিন। গাজর ভাজবেন্ না। চাল ডাল সুসিদ্ধ হলে তাতে লবন ও লঙ্কা দেবেন। অন্য একটি পাত্রে তেল গরম করে পেঁয়াজ ভাজুন, আদা চিনি টমেটো ও তেজপাতা দিয়ে মশলা করে তৈরি খিচুড়ির মধ্যে ঢেলে দিন। মাছের ডিম ভাল করে ভেজে ছোট ছোট টুকরো করে খিচুড়ির মধ্যে ছেড়ে দিন। মশলা দেবার পর জিরে ভাজা ছড়িয়ে দারচিনি, জয়ত্রী, ছোট এলাচ গুঁড়ো ছড়িয়ে দেবেন। নামিয়ে ভাল ঘি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন। বর্ষায় ইলিশ মাছের ডিমের খিচুড়ির দারুণ মুখোরোচক।

শুচিতা রায়

বর্ষার শাহী খিচুড়ি ঃ (তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত)

উপকরণ ঃ গোবিন্দভোগ চাল–৪০০ গ্রাম, মুসুর ডাল–২০০ গ্রাম, অড়হর ডাল–১০০ গ্রাম, নারকেল–১টি দুধ চিপে বের করা, নারকেল কুচি ৪টি টেবিল চামচ, টমেটো–৩টি বড় টুকরো করে কাটা, পেঁয়াজ–২টি বড়, মোটা করে কুচনো, ২টি বড়, মিহি করে কুচনো, আদাবাটা–২ টেবিল চামচ, কাঁচা লঙ্কা–২০টি চেরা, হলুদ গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ, ঘি ৮ টেবিল চামচ তেল–১৫০ গ্রাম (৫০ গ্রাম আরও হাতে রাখবেন) গরম মশলা–থেঁতো করা ১ চা চামচ, মিহিগুঁড়ো ২ চা চামচ, ধনেপাতা–প্রয়োজনমত।

কোপ্তার উপকরণ ঃ কুচো চিংড়ি ৪০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ১টি মাঝারি, আদা–২ চা চামচ, কাঁচালঙ্কা ২ চা চামচ, ধনেপাতা কুচি ১ টেবিল চামচ, কর্ণফ্লাওয়ার–৩ টেবিল চামচ।

কোপ্তা তৈরির পদ্ধতি ঃ চিংড়ি মাছ ভালো করে ধুয়ে, শিরা বার করে কাঁচা বেটে রাখুন। এর সঙ্গে খুব মিহি করে কুচনো পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা, আদা, ধনেপাতা, লেবুর রস এবং কর্ণফ্লাওয়ার মেখে ছোট ছোট বড়া করে ছাঁকা তেলে ভেজে রাখুন। ঐ তেলেই মোটা করে কুচনো পেঁয়াজ লাল মুচমুচে করে ভেজে তুলে কাগজে ছড়িয়ে দিন।

খিচুড়ি তৈরির পদ্ধতি ঃ চাল ও ডাল ভালো করে ঝেড়ে বেছে ধুয়ে রাখুন। বড়া ভাজার তেলে আরো সামান্য তেল দিয়ে থেঁতো করা গরম মশলা ফোড়ন দিন। এবার তেজপাতা দিয়ে লাল হলে মিহি করে কাটা পেঁয়াজ ছাড়ুন। পেঁয়াজ নরম হয়ে এলে টমেটোর টুকরোগুলি দিয়ে দিন। নাড়তে থাকুন। বেশ নরম হলে আদাবাটা আর হলুদ দিয়ে ভাজুন। ৩-৪ মিনিট ভেজে চাল–ডাল একসঙ্গে দিন। নাড়তে থাকুন। খানিকটা ভাজা ভাজা হলে জল দিয়ে দিন। আন্দাজমত নুন ও সামান্য চিনি দিন। চেরা কাঁচালংকা ছেড়ে দিন। এবার প্রেসারে ১টা সিটি দিয়ে দিন। ডেকচিতেও করতে পারেন। চাল–ডাল খুব গলে গেলে নামিয়ে রাখুন।

এবার নতুন করে কড়াতে ঘি চাপান এবং কম আঁচে নারকেল কুচি আর বড় টুকরো করা পেঁয়াজগুলি ভাজতে থাকুন। লালচে হলে সবটা খিচুড়ির মধ্যে ঢেলে দিয়ে নারকেলের দুধ মিশিয়ে দিন। প্রয়োজন হলে একটু জল দিতে পারেন। খানিকক্ষণ ফুটতে দিন। নামাবার সময় বেশ পাতলা রাখবেন কারণ একটু বাদে বসে যাবে অনেকটা। নামিয়ে ওপর থেকে বেশি করে চেরা কাঁচালঙ্কা, ভেজে রাখা পেঁয়াজ, চিংড়ির কোপ্তা ও ৩–৪ টেবিল চামচ ঘি ছড়িয়ে শক্ত ঢাকা দিয়ে বন্ধ রাখুন। খেতে দেবার আগে ওপর থেকে মিহি গরম মশলার গুঁড়ো ছড়িয়ে দেবেন। সঙ্গে দিন কড়কড়ে ভাজা জিনিস অর্থাৎ বড়িভাজা, পাঁপড় ভাজা বা কুড়কুড়ে আলু ভাজা। যারা ধনেপাতা ভালবাসেন বেশি তারা খিচুড়ি নামাবার পর সব জিনিসের সঙ্গে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে ঢাকা দেবেন। দেখবেন সুগন্ধ দৌড়বে পাঁচবাড়ি ছড়িয়ে।

কৃষ্ণা রায়

বাদশাহী খিচুড়ি ঃ (প্রথম সান্ত্বনা পুরস্কার প্রাপ্ত)

উপকরণ ঃ ২৫০ গ্রাম বাসমতি চাল, ১০টি বাদাম, ১০টি কাজু, ২৫টি কিসমিস, ৫০ গ্রাম নারকেল কোরা, ১০০ গ্রাম চিনেবাদাম, ৫০ গ্রাম মুগডাল, ৪ বড় চামচ ডাল ঘি, ২টি টমেটো, ৩টি কাঁচালঙ্কা, ১ চিমটি জয়ত্রী গুঁড়ো, ১ চিমটি জায়ফল গুঁড়ো, ২টি লবঙ্গ গুঁড়ো, ৫ গ্রাম আদা বাটা, ২ বড় চামচ ধনেপাতা কুচি, ৮–১০টি কারিপাতা, ২ চামচ দুধের সর, নুন আন্দাজমত।

পদ্ধতি ঃ চিনেবাদামের দানা কাঠ খোলায় গরম করে খোসা ছাড়িয়ে আধভাঙা করে রাখুন। আগের দিন রাতে বাদাম ভিজিয়ে দিন যাতে সহজেই খোসা ছাড়ানো যায়। চাল, ডাল, কাজুবাদাম, কিসমিস আধঘন্টা ভিজিয়ে রেখে বাটুন। স্টিল–এর কড়াইয়ে ১ চামচ ঘি গরম করে চাল ও ডাল ভেজে নামিয়ে রাখুন। এবার কুকারে ২ চামচ ঘি গরম করে কারিপাতা, লবঙ্গ গুঁড়ো, জয়ত্রী, জায়ফল গুঁড়ো, নুন ও হলুদ দিন। তারপর ভাজা চাল ও আদা লঙ্কা বাটা ঢেলে নাড়াচাড়া

করে আন্দাজমত জল ঢেলে প্রেসার দিন। ২টি সিটি আসার পর কুকারে নামিয়ে ঠান্ডা করুন। তারপর ঢাকনা খুলে কাজু, কিসমিস, ভাঙা বাদাম, চিনেবাদাম, টমেটো কুচি ও নারকেল কোরা ঢেলে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে দিন। পরিবেশনের আগে প্রথমে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে তার উপর সর ঢেলে দিন।

বাণী হালদার

বর্ষার খিচুড়ি (দ্বিতীয় সান্ত্বনা পুরস্কার প্রাপ্ত)

উপকরণ ঃ সেমি বয়েলড্ (পরমল) চাল ২ কাপ, মুসুর ডাল ১ কাপ, পেঁয়াজ (মাঝারি) ৪টি, আদা ১৫ গ্রাম, টমেটো (মাঝারি) ২টি, কড়াইডালের বড়ি ১০০ গ্রাম, নারকেল–৫০ গ্রাম, সরষেতেল ৫ টেবিল চামচ, নুন–পরিমাণমত, তেজপাতা ৪টি, বড় এলাচ ৪টি, মেথি ½ চা চামচ, সরিষা ½ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো ১ চা চামচ, জিরে গুঁড়ো ½, ধনে গুঁড়ো ½ চা চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো পরিমাণমত।

পদ্ধতি ঃ চাল ও ডাল একসাথে ভালকরে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রেখে দিন। পেঁয়াজ কুচি কুচি করে কেটে রাখুন। আদা মিহি করে কুচিয়ে রাখুন। নারকেল ডাজার জন্য কুচো কুচো করে কেটে রাখুন। টমেটো আলাদা কেটে রাখুন।

কুকারে তেল গরম করুন। তেল গরম হলে তেজপাতা, বড় এলাচ, মেথি ও সরিষা ফোড়ন দিয়ে হাতা দিয়ে নাড়তে থাকুন। গ্যাস মাঝারি পর্যায়ে থাকবে। মশলা একটু লালচে ভাব এলে পেঁয়াজ কুচো ঢেলে দিন এবং হাতা দিয়ে নাড়তে থাকুন মাঝে মধ্যে। যতক্ষণ না পেঁয়াজ ও তেল আলাদা হচ্ছে। দরকার হলে সামান্য তেল দিতে পারেন। যখন পেঁয়াজ তেল আলাদা হবে তখন টমেটো কুচি ঢেলে দিন ও নাড়তে থাকুন। বেশি শুকনো হয়ে গেলে সামান্য একটু জলের ছিটে দিতে পারেন। যখন টমেটো প্রায় মিশে যাবে তখন চাল ও ডাল একসাথে ঢেলে দিয়ে নাড়তে থাকুন কম আঁচে। ২ মিনিট নাড়ার পর আদা কুচি ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো ও ধনেপাতা কুচি দিয়ে আরো ৩–৪ মিনিট ভালো করে নাড়তে থাকুন। বেশি শুকনো হলে সামান্য জলের ছিটে দিতে পারেন। এবার ৭–৭½ কাপ জল দিন ও পরিমাণ মত নুন দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে দিন। কুকার এর ঢাকনা দিয়ে দিন। গ্যাস বাড়িয়ে দিন। ফুল প্রেসার হলে গ্যাস মাঝারি করুন। ৫ মিনিট রাখুন। তারপর গ্যাস বন্ধ করুন। এবার আলাদা কড়াই–এ সামান্য তেল দিয়ে নারকেল কুচি ভেজে তুলে রাখুন। তারপর বড়ি ভেজে নিয়ে তুলে রাখুন। ভাজা বড়ি গুঁড়িয়ে নিন নারকেল ভাজার সাথে মিশিয়ে দিন।

এরপর খিচুড়ি প্লেটে (৪টি) ঢালুন এবং খিচুড়ির উপর বড়ি ও নারকেল কুচি ভাজা ছড়িয়ে দিন।

কেকা ঘোষ

ভুট্টা মাসরুমের খিচুড়ি (তৃতীয় সান্ত্বনা পুরস্কার প্রাপ্ত)

উপকরণ ঃ ভুট্টার কচি দানা–৫০০ গ্রাম, মাসরুম–২৫০ গ্রাম, মেটে–৪০০ গ্রাম, টমেটো–বড় ২টি, মুগের ডাল–৩০০ গ্রাম, ক্যাপসিকাম–২টি, ধনেপাতা–৫০ গ্রাম, জিরে চা চামচের ১ চামচ, তেজপাতা–৪–৫টি, লাললঙ্কা–২টি, চিনি–২ চা চামচ, হলুদ–১ চা চামচ, আদাবাটা–১ টেবিল চামচ, রসুন–১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজবাটা ৩ টেবিল চামচ, গরম মশলা–১ চা চামচ, ঘি–১ টেবিল চামচ, নুন–স্বাদানুযায়ী, তেল–৪ টেবিল চামচ।

পদ্ধতি ঃ প্রথমে ভুট্টার দানাকে নুন জলে সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে রাখুন। মাসরুম টুকরো করে কেটে ভেজে তুলে রাখুন। মেটে কিমা করে রাখুন। (মিক্সিতে না করে মাংসের দোকান থেকে কিমা করবেন) টমেটো ও ক্যাপসিকাম মিহি করে কুচিয়ে রাখুন।

এবার কড়াইতে ৪ টেবিল চামচ তেল দিন। তেল গরম হয়ে যখন ধোঁয়া ছাড়বে তখন টমেটো, ক্যাপসিকাম আদা, রসুন, পেঁয়াজ বাটা, এবং কিমা দিয়ে ভাল করে ভাজুন। মাঝে মাঝে অল্প জলের ছিটে দেবেন। যখন ভাজার গন্ধ বের হবে তখন তাতে ভুট্টার সেদ্ধ দানা, মাসরুম, হলুদ, চিনি, লঙ্কা ও নুন দিয়ে আরো ৫ মিনিট ভাজুন। তারপর জল ঢেলে দিন। ভাজা মুগের ডাল দিয়ে হাঁড়ির মুখ বন্ধ করে দিন। যখন দেখবেন টগবগ করে ফুটছে তখন গ্যাস 'সিম'–এ করে দিন। ডাল যখন গলে যাবে তখন কড়াইতে এক টেবিল চামচ ডাল ঘি দেবেন। ঘি গরম হলে জিরে, লাল লঙ্কা ও তেজপাতা ফোড়ন দেবেন। যখন দেখবেন খিচুড়ি ঘন হয়ে এসেছে তখন গরম মশলা ও ধনেপাতা কুচিয়ে দিয়ে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

সোমা পাড়ুই

খিচুড়ি স্পেশাল (চতুর্থ সান্ত্বনা পুরস্কার প্রাপ্ত)

উপকরণ ঃ বাসমতি চাল ৫০০ গ্রাম, মুগডাল ৫০০ গ্রাম, মাংসের কিমা ২৫০ গ্রাম, ঘি ১৫০ গ্রাম, কাজুবাদাম ২৫ গ্রাম (ছোট টুকরো করা), কিসমিস ২৫ গ্রাম, চিনি বড় ৩ চামচ, হলুদ গুঁড়ো ২৫ গ্রাম, আদা ৫০ গ্রাম (মিহি করে বাটা), রসুন ছোট ১টা (বাটা), পেঁয়াজ বড় ১টা (বাটা), টমেটো ২৫০ গ্রাম (কুচনো), তেজপাতা ৪টি, সর্ষের তেল ২০০ গ্রাম, কড়াইশুঁটি ৩০০ গ্রাম, ডিম ৩টি, কাঁচালঙ্কা ২৫ গ্রাম (গোটা ৪–৫টা রেখে বাকিটা বাটা), বেকিং পাউডার ১ চিমটি, গোলমরিচের গুঁড়ো ১ চা চামচ, দুধ ১ চা চামচ, গরম মশলা ৫ গ্রাম (আধভাঙা করা), নুন স্বাদমত।

পদ্ধতি ঃ প্রথমে চালগুলো ভাল করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখুন। চাল একদম শুকিয়ে গেলে বড় ১ চামচ ঘি আর হলুদ গুঁড়ো দিয়ে চালটা মেখে রাখুন। মুগের ডাল ভাল করে ভেজে রাখুন।

মাংসের কিমা ধুয়ে প্রেসারে সেদ্ধ করে নিন। কড়াইতে ২ চামচ সর্ষের তেল দিন। তেল গরম হলে কড়াইতে রসুন বাটা দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। পেঁয়াজ বাটা দিন। পেঁয়াজটা বাদামি হলে আধ চামচ চিনি ও অল্প টমেটো কুচি দিয়ে নাড়তে থাকুন। এবার আদাবাটা, কিমা ও নুন দিয়ে অল্প আঁচে কষান। দশ মিনিট পরে নামিয়ে রাখুন। সসপ্যানে আধকাপ তেল দিন। তেল গরম হলে ২টি তেজপাতা ও গরম মশলা ফোড়ন দিন। এবার চালগুলি ঢালুন ও ডাল করে নাড়ুন। ডাল ভাজা ঢেলে একটু নাড়ুন। এবার এতে আদাবাটা, লঙ্কা বাটা, চিনি, টমেটো কুচি, কড়াইশুঁটি, নুন ও ২টি তেজপাতা দিয়ে ভাল করে কষান। দেখবেন তলায় যেন না লেগে যায়। ৫ মিনিট কষার পর মাপমতো গরম জল ঢালুন। খিচুড়ি ফুটতে শুরু করলে আঁচ কমিয়ে দিন ও মাংসের কিমা, গোটা কাঁচালঙ্কা, কাজুবাদাম, কিসমিস দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে ঢাকা দিয়ে দিন। চাল–ডাল ভালমত সেদ্ধ হলে খিচুড়িতে অল্প জল থাকতে নামিয়ে বাকি ঘিটা দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখুন। ১০ মিনিট এইভাবে থাকলেই খিচুড়ি জল টেনে যাবে।

ডিমগুলো ফাটিয়ে তাতে নুন, বেকিং পাউডার, গোলমরিচের গুঁড়ো ও দুধ দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিন। ফ্রাই প্যানে তেলগরম করে পাতলা করে ওমলেট তৈরি করুন। খিচুড়ি পরিবেশনের সময় খিচুড়ির উপরে ওমলেটগুলো লম্বা করে কেটে ছড়িয়ে দেবেন।

তাপসী মজুমদার

চিনে খিচুড়ি (পঞ্চম সান্ত্বনা পুরস্কার প্রাপ্ত)

উপকরণ ঃ ৩টি প্যাকেট ম্যাগি ছাঁকা তেলেভাজা, চিনে বাদাম ৫০ গ্রাম, মুগডাল–১০০ গ্রাম, ছোলার ডাল ১০০ গ্রাম, সরু গ্রেট করা আলু (বড় সাইজের ২টি) কাঁচালঙ্কা ৬টি কুচনো, গ্রেট করা পেঁয়াজ (বড় সাইজের ২টি), আদা কুচনো ৫০ গ্রাম, গাওয়া ঘি ২০০ গ্রাম, ২টি পাতিলেবুর রস, গুঁড়ো হলুদ–১ চা চামচ, ডিম–৪টি, নুন ও চিনি আন্দাজ মত।

পদ্ধতি ঃ ডালগুলো ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখুন। ডেকচিতে জল গরম করে নিন। জল ফুটে উঠলে নুন ও সামান্য ঘি দিয়ে ম্যাগি ভেঙে ২–৩ মিনিট সেদ্ধ করে ঝাঝরির মত ফুটোওয়ালা পাত্রে জল ঝরিয়ে নিন। কড়াতে ঘি দিয়ে প্রথমে ছোলার তারপর মুগডাল ভেজে, নুন, চিনি ও হলুদ দিয়ে জলে সেদ্ধ করে নিন। জল এমন পরিমাণে দিন যাতে ডাল শুকনো হয়। কড়াতে ঘি দিয়ে আলু, পেঁয়াজ আদা ও কাঁচালঙ্কা ভেজে নিন। বাকি ঘিতে, সেদ্ধ করা ম্যাগি, ম্যাগিমশলা ও পাতিলেবুর রস মিশিয়ে দিন। কিছুক্ষণ পরে ডাল (সেদ্ধ করা), ভাজাবাদাম, ও অন্যান্য ভাজা জিনিস, নুন ও চিনি মিশিয়ে দিন, ডিমগুলো ঝুরঝুরে করে ভেজে খিচুড়ির উপর দিয়ে পরিবেশন করুন।

মিতা ব্যানার্জী

পাঠকের পাতা

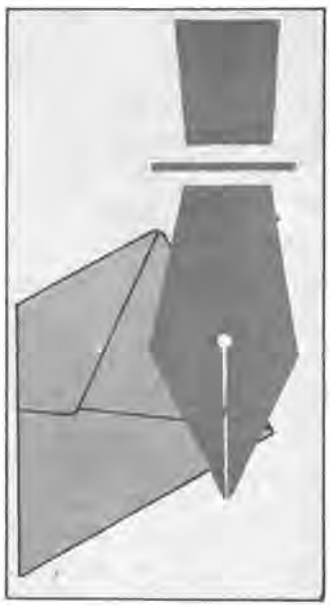

এক নদী ভিন্ন স্রোত

কি ভাবে শুরু করবো ভাবতে ভাবতে সময় নষ্ট হল। অগোছালো ভাবেই শুরু করলাম ঠিক আমার জীবনের মতই। জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে এমন এক কথা আমার জীবনে, সংসারে আলোড়ন তুলল। ভালই ছিলাম এতদিন। শুরু করি তাহলে প্রথম থেকেই। জ্ঞান হয়ে দেখি বিরাট ধনী পরিবারে মানুষ হচ্ছি। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ি। নাচ-গান শিখি। অঢেল সব কিছু। কিছুরই অভাব নেই। গ্র্যাজুয়েট হয়ে বিয়ে হল বাবার বন্ধুর ছেলের সঙ্গে। বাগদত্তা ছিলাম। খরচে বাবা-মা ত্রুটি রাখেন নি। স্বামীর ঘর করতে এলাম। এরাও ধনী এবং শিক্ষিত। জীবন ভালো খাতেই বইছিল। স্বামী-শ্বশুরের পৈতৃক ব্যবসা। আনন্দে বছর কাটতে লাগল। দুই ছেলের বিয়ে দিলাম, নাতি-নাতনি হয়েছে। জীবনে তারা সফল। বিদেশে থাকে। একটিমাত্র মেয়ে। সে বিদেশে গবেষণা করছে। বিয়ে হয়নি। শ্বশুর-শাশুড়ি বহুকাল গত হয়েছেন। বাবাও দেহ রেখেছেন। বাপের বাড়ি যাওয়া আসা প্রায়ই করতে হয়। মা অসুস্থ, শয্যাশায়ী। স্বামী দেখাশোনা করেন। ২৪ ঘন্টার নার্স আছে। দিন-দিন মা যেন অন্তিমের দিকে এগোচ্ছেন। দেখে খারাপ লাগে। একদিন হঠাৎ ফোনে মা দুপুরে ডেকে পাঠালেন এবং একা আসতে বলবেন। কাজ সেরে হাজির হলাম, দু-চারটি সাধারণ কথাবার্তার পরে মা বললেন যে তাঁর সময় আসন্ন। যা কিছু সম্পত্তি আছে তা তিনি তিন নাতি-নাতনিকে দিয়ে যেতে চান। আমি বললাম থাক না-ওসব কথা। আগে ভালো হয়ে ওঠো, তারপর ওসব ভাবা যাবে খন। মা বললেন একথা তোমায় না জানিয়ে যে আমি মরতে পারছি না। এ ভারি অন্যায় হবে সত্য গোপন করলে। লকার খুলে হাতবাক্সটা নিয়ে আয়, খুলে দেখা। খুলে দেখি একটা লকেট। সোনার

ওপর অপূর্ব সুন্দর মিনের জোড়া ময়ূর। উনি বলতে শুরু করলেন এক অজানা অচেনা গল্প। শুনে শিউরে উঠলাম। অবিশ্বাস্য মনে হলো। তবু তা সত্যি, যতই নির্মম হোক না কেন, প্রমাণও দিলেন। ট্রেনে বাবা ও মা আসছিলেন। অ্যাক্সিডেন্ট হয়। মা নিঃসন্তান ছিলেন। পাশে আমি পড়ে আছি। একবছর বয়েস। গলায় লকেট। পরে বহু খোঁজ করেছিলেন। কেউ নিতে আসেনি। প্রমাণ স্বরূপ কাগজের কাটিং দেখালেন যা আজ ৫০ বছর ধরে যত্ন করে তুলে রেখেছিলেন, আদরে যত্নে মানুষ করে ভালো ঘরে বিয়ে দেন। শ্বশুর শুধু জানতেন ঘটনাটা। আর কেউ নয়। এখন উনি আমার পরিচয় দিলেন উনি আমার মা নন বলে, যদি পারি আমার জন্মস্থান বা বাবা-মায়ের খোঁজ নিতে তাই জানালেন। এতদিন বলতে পারেননি পর হয়ে যাব বলে। এর বেশি উনি কিছু জানেন না। শুনে আমি স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে থাকলাম। এখন উনি কলকাতার নামী নার্সিং হোমে কোমায় আছেন। যাওয়া-আসা করছি।

কেন শুনলাম এই কথা পঞ্চাশ পার করে আসা জীবনে। আর তো কয়েক বছর বাঁচবো। মিথ্যে নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই। চাই না নতুন করে জীবনের উপর আলোকপাত করতে। কাউকে বলিনি এই কথা। স্বামীকেও না। হারটা যত্নে রেখে দিয়েছি। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। অনেকক্ষণ কেঁদে হাল্কা হয়েছি। বাকিটা হলাম তোমায় জানিয়ে। শুভেচ্ছা সহ–

জনৈক শ্রীমতী দাশগুপ্তা

(পত্রলেখিকার অনুরোধে নাম গোপন রাখা হল)

মনোরমার টনিক

আমি কখনো কখনো মনোরমা হাতে নিয়ে ভাবি যে কিভাবে আমাদের ঘরে প্রথম মনোরমা এসেছিল। এখনও মনে আছে ১৯৯৫ সনের মার্চ মাসে যখন আমি এইচ.এস.এল.সি. পরীক্ষা দিচ্ছিলাম তখন একদিন রাতে হঠাৎ আমার একমাত্র ভাই সুমনের পেট ব্যথা আরম্ভ হয়। ওকে ব্যথার ঔষধ দেয়া হয় অথচ কোন কাজ হয় না। সকালেও যখন সুমনের পেট ব্যথা কমল না তখন সুমনকে ডিব্রুগড়ে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গেলেন ওরা। ডাক্তারের পরামর্শে ভাইয়ের ইমারজেন্সি অ্যাপেনডিক্স অপারেশন হয়।

মা তখনই ভাইয়ের সাথে হাসপাতালে ছিলেন। তাই মায়ের সময় কাটানোর জন্য বাবা ম্যাগাজিন কেনার উদ্দেশ্যে বাজারে

যান। দোকানে গিয়ে বাবা মনোরমা নিয়ে আসেন। মনোরমা আসাতে মা এবং সুমন দুজনেরই সময় ভালভাবে কেটে যায়। এবং কিছুদিনের মধ্যেই ভাই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে।

মনোরমাতে সেই মাসের জন্মরাশি অনুসারে জাতক-জাতিকা ফলাদেশ বিভাগে ভাইয়ের অস্ত্রোপচারের যোগ থাকায় এই বিষয়ের প্রতি সবার খুব বিশ্বাস হয়। তার পরের মাস থেকেই আমাদের ঘরে মনোরমা নিয়মিত আনা হয়। এখন আমাদের ঘরে মনোরমাই সবচেয়ে জনপ্রিয় পত্রিকা। মনোরমাকে আমাদের পরিবারের সবার পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ভালবাসা। চাই তার দীর্ঘজীবন।

ঝুমা ভট্টাচার্য ◆ জয়পুর, আসাম

তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা

তখন সবেমাত্র আমি গায়িকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছি। বয়স কম হলেও শ্রেষ্ঠ গায়িকার খেতাবও অর্জন করেছি। কিন্তু যাঁর জন্য এই খেতাব অর্জন এত সুনাম সব কিছু দিয়ে আজ যেন তিনি কোথায় জড়িয়ে গেছেন। মনোরমা, কোন

পুরস্কার পাওয়ার আশায় নয়, এ লেখা লিখছি শুধুমাত্র অব্যক্ত অশান্ত মনের যন্ত্রণাকে সামান্য লঘু করার জন্য। আজ লেখার মাধ্যমে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো ছাড়া আর তো কিছু দেবার নেই।

সুরের গুরু কানু বন্দ্যোপাধ্যায় আমার জীবনের যেন এক অসমাপ্ত অধ্যায়। ছাত্রী হিসেবে তাঁকে আমি মাত্র ৯টা বছর পেয়েছিলাম, এই কটা বছরের অনেক আনন্দ বেদনা জড়ানো স্মৃতি আজ চোখে ভেসে উঠছে। তিনি ধুবড়ীর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি বা শিল্পীই ছিলেন না, ছিলেন একজন ভালো সুরকার, লেখক, কর্মানুরাগী ব্যক্তি, একজন ভালো শিক্ষক, সর্বোপরি একজন ভাল মানুষ, তিনি শুধু আসামে নয় কোলকাতার অনেক জনপ্রিয় শিল্পীর সাথেও গান গাইবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। কিন্তু নানা রকম সমস্যায় জর্জরিত শিল্পী নিজেকে প্রকাশ করতে পারলেন না। তাঁর কথা সমস্ত বর্ণলিপিতেও অবর্ণনীয়। মুখের ওই ম্লানহাসিটুকু শত দুঃখে, যন্ত্রণায়, নৈরাশ্যেও কখনও হারায়নি।

মনে পড়ছে, সেই ৪ সেপ্টেম্বরে, তাঁর সাথে শেষ বারের মত কথা হয়েছিল। আমি তখন ব্যস্ত ছিলাম তাঁরই সুর করা কিছু বাচ্চাদের গানের রিহার্সেল নিয়ে। বললাম, 'আসুন না স্যার, আপনার সাথে গাইবো'। সেই পরিচিত হাসিটি শেষবারের মত হেসে দরজার সামনে থেকে বললেন, 'হবে হবে সব হয়ে যাবে। এখন থেকে নিজে করতে চেষ্টা কর, আমি কি থাকব চিরদিন তোর সাথে'। কথাগুলো বলেই আবার বললেন, এটা করেছিস 'চলো-যাই চলো যাই রামগরুড়ের দেশে'? তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে তার নিজের সুর করা গানটা গাইলেন। কিন্তু হে ঈশ্বর তখনও কি বুঝতে পেরেছিলাম কি হতে চলেছে? তাঁর কথাগুলোর অর্থ কি? কেন তিনি শুধুমাত্র 'চলো যাই চলো যাই' গানটিই গাইলেন? তিনি আজ সত্যি সত্যিই আমাদের ছেড়ে বহুদূরে এক অন্যদেশে চলে গেছেন। রেখে গেছেন বুক ভরা কান্না, অজস্র স্মৃতি, যা কখনও ভুলতে চাইলেও ভোলা যাবে না।'

৪ সেপ্টেম্বরের পর স্যারকে দেখেছিলাম হাসপাতালের বেডে দুর্ঘটনায় জর্জরিত জীবন মরণের সাথে লড়তে। জ্ঞান আসতেই ছটফট করছিল, কিন্তু একটা মুহূর্তের জন্য মুখের গান বন্ধ হয়ে যায়নি। অনবরত বড়া খেয়ালের সরগম করেই চলেছেন। চারদিকে লোকে লোকারণ্য। সবার চোখে জল, একটি মাত্র প্রার্থনা—হে ঈশ্বর তাঁকে ফিরিয়ে দাও, তাঁকে ফিরিয়ে দাও।

অবশেষে এলো সেই অভিশপ্ত ৯ সেপ্টেম্বর। পারেনি তাঁকে কেউ ধরে রাখতে, হেরে গেলো সবাই। সেদিন ছিল ভারতবন্ধ। বেলা বাড়তেই চারদিকে রৌদ্রের তীব্রতাও বেড়ে চলেছে। জনশূন্য চারদিক—এমনি দিনে একটি ছেলে এসে খবর দিল আমাদের প্রিয় স্যার আর আমাদের মাঝে নেই। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না কথাটা। চিৎকার করে বলেছিলাম 'এ হতে পারে না এ হতে পারে না।' কিন্তু যা হবার তখন তো হয়েই গেছে।

শেষ যাত্রায়, শেষ শ্রদ্ধা জানাতে যখন উপস্থিত হলাম তখন ছোট বাড়িটার চারদিকে কয়েক হাজার মানুষ। তাঁর মাঝে চির নিদ্রিত আমাদের প্রিয় স্যার কানু ব্যানার্জি। চোখের জলে আর বুকভরা যন্ত্রণায় সেদিন উপলব্ধি করেছিলাম 'অনাথ' শব্দের বেদনা। ছোট্ট দুটো বাচ্চা বাবার ভালোবাসা কি জনাবার আগেই পিতৃহারা হয়ে গেল। কত গানের এখনও স্বরলিপি জানা হয়নি, কত রাগরাগিনী এখনও শেখা হয়নি, কত সুর এখনও শোনা হয়নি, কত কথা এখনও জানা হয়নি। এসব কি আর শুনতে পারব?

আজ লেখার শেষপ্রান্তে এসে তাঁর রচিত একখানা গানের কথা বার বার মনে পড়ছে, তা হলো—

আমার মৃত্যু হলে দিও না কিছু মোর সমাধিতে
পারো যদি গেয়ো শুধু আমার রচিত কোন গান
সান্ত্বনা পাবো শুধু এই ভেবে কারো হৃদয়ে
পেয়েছি তো স্থান।

সত্যি তাঁর সমাধিতে আজ দেবার মত কিছু নেই। সময়ের স্রোতস্বিনী প্রবাহে তিনি আমাদের মাঝে এসেছিলেন এবং সময়ের আহ্বানে আমাদের থেকে চলেও গেলেন। আজ শুধু তাঁর স্মৃতি গাঁথার পালা। আজ তাঁর মৃত্যু বার্ষিকীতে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তাঁর আত্মা যেন চিরশান্তি লাভ করে এবং আমরা যেন তাঁর পথ অনুসরণ করে চলতে পারি। তবু মন মানে না তাই বার বার মনে পড়ে তাঁর গাওয়া কিছু পুরনো দিনের গানের কলি।

'তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা,
কে বলে আজ তুমি নাই
তুমি আছ মন বলে তাই।'

সাগরিকা দাস ◆ ধুবড়ী, আসাম

ফলাফল ঃ মনোরমা-বুটি মিক্সি রন্ধন প্রতিযোগিতা-৮

বিষয় ঃ আলুর খাবার

রেসিপির নাম	বিজেতা	পুরস্কার
পোটেটো ফিসসারপ্রাইজ	শ্রীমতি জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধি সোসাইটি, বম্বে	প্রথম
আলুর দোরমা কারি	শ্রীমতি সোমা ধর, হাওড়া	দ্বিতীয়
আলু মালাই	শ্রীমতি অরিত্রা ব্যানার্জি বেহালা, কলকাতা-৩৪	তৃতীয়
আলুর মালপোয়া	শ্রীমতি আন্নাবালা নন্দী সাঁকা, পুরুলিয়া	প্রথম সান্ত্বনা
আলুর মালাই কোপ্তা	শ্রীমতি মনি চক্রবর্তী সাউথ মালাকা, এলাহাবাদ-৩	দ্বিতীয় সান্ত্বনা
পটেটো কেক	শ্রীমতি বাণী হালদার, জামশেদপুর, বিহার	তৃতীয় সান্ত্বনা
রাঙ্গা আলুর ল্যাংচা	শ্রীমতি রিতা কুণ্ডু শ্রীভূমি, কলকাতা-৪৮	চতুর্থ সান্ত্বনা
আলুর আনন্দভোগ	শ্রীমতি পুষ্পশ্রী পাল শিবপুর রোড, হাওড়া	পঞ্চম সান্ত্বনা

পুরস্কারপ্রাপ্ত রেসিপিগুলি মনোরমার পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

কার্টুন ঃ প্রবীর কুমার চক্রবর্তী

জ্যোতিষ
জন্মরাশি অনুযায়ী জাতক জাতিকার ফলাদেশ

ডিসেম্বর মাস কেমন যাবে?

মেষ ঃ

আর্থিক ক্ষেত্র মধ্যম শুভ। মনের কোনও বাসনা বাস্তবায়িত হতে পারে। চলাফেরায় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কর্ম উপলক্ষ্যে দূরভ্রমণের সম্ভাবনা। ব্যবসাতে জটিলতার মধ্যেও নিজের প্রচেষ্টায় সাফল্যযোগ। প্রণয়েও সাফল্যের সম্ভাবনা।

শুভদিন ঃ বৃহস্পতিবার, শুভ রং ঃ ক্রিম, শুভ সংখ্যা ঃ ৩।

সিংহ ঃ

নিজের প্রচেষ্টায় কার্যসিদ্ধির যোগ। দাম্পত্যজীবনে মতানৈক্যের আভাস। ব্যবসাতে শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিক্ষাক্ষেত্রে অনায়াস সাফল্যের আভাস। সন্তানের সাফল্যে গৌরবান্বিত হওয়ার ইঙ্গিত। কর্মপ্রার্থীর কর্মলাভের আশা পূর্ণ হতে পারে।

শুভ দিন ঃ মঙ্গলবার, শুভ রং ঃ গেরুয়া, শুভ সংখ্যা ঃ ৩।

ধনু ঃ

শিক্ষায় অগ্রগতির যোগ, জ্ঞানের বিকাশ। কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনের আভাস। ব্যবসায় আয়বৃদ্ধির শুভ যোগ। শেয়ার বাজারে অর্থলাভের সম্ভাবনা। সন্তানের উন্নতি ত্বরান্বিত হবে। গৃহের পরিবেশে কোনও গুরুজনের প্রভাববৃদ্ধি।

শুভ দিন ঃ বৃহস্পতিবার, শুভ রং ঃ সোনালি, শুভ সংখ্যা ঃ ৩।

বৃষ ঃ

কোনও সম্পত্তিঘটিত জটিলতার মীমাংসা হতে পারে। সৌখিনতার জন্য অর্থব্যয়। শিল্পী, সাহিত্যিক ও আইনজ্ঞের শুভলাভ। স্ত্রীর দ্বারা কোনভাবে উপকৃত হতে পারেন। বৈদেশিক সূত্রে অর্থাগমের যোগ।

শুভ দিন ঃ বুধবার, শুভ রং ঃ সাদা, শুভ সংখ্যা ঃ ৫।

কন্যা ঃ

বাড়ির পরিবেশে সু-সংস্কারের যোগ। গুপ্ত শত্রুতায় মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাবে। কবি, সাহিত্যিকের পক্ষে সম্মানপ্রাপ্তির ইঙ্গিত। চাকরিতে স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে। বাড়িতে কোনও উৎসবানুষ্ঠানে লোক-সমাগমের যোগ।

শুভ দিন ঃ বুধবার, শুভ রং : সবুজ, শুভ সংখ্যা ঃ ৫।

মকর ঃ

সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সম্পত্তিঘটিত সমস্যার নিষ্পত্তি হতে পারে। সৎ কাজে অর্থব্যয়ের যোগ। কর্মক্ষেত্রে স্থান পরিবর্তনের আভাস। ভ্রাতৃস্থানীয়ের সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। আইনজ্ঞ, সাহিত্যিক, প্রকাশকের পক্ষে সময়টা শুভ।

শুভ দিন ঃ বুধবার, শুভ রং ঃ আকাশী, শুভ সংখ্যা ঃ ৫।

মিথুন ঃ

বাড়ির পরিবেশে পরিবর্তন আসতে পারে। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ। কর্মপ্রার্থীর চাকরি পাবার প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। ব্যবসায় লাভের যোগ। আনন্দভ্রমণের যোগও আছে। প্রণয়েও আনন্দের আভাস।

শুভ দিন ঃ মঙ্গলবার, শুভ রং ঃ গোলাপী, শুভ সংখ্যা ঃ ৯।

তুলা ঃ

বহুদিনের সঞ্চিত আশা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে। ক্রনিক রোগীরা সতর্ক হবেন। স্বাধীন পেশায় অর্থাগম বৃদ্ধি পাবে। বিলাসদ্রব্য কেনার জন্য অর্থব্যয়ের যোগ। সন্তান সম্পর্কে চিন্তার কারণ ঘটতে পারে।

শুভ দিন ঃ বুধবার, শুভ রং ঃ কচি কলাপাতা, শুভ সংখ্যা ঃ ৫।

কুম্ভ ঃ

যে কোনও ধরনের আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে সতর্ক হবেন। সাংসারিক ক্ষেত্রে মতানৈক্যের যোগ। কর্মক্ষেত্রে সুনামের ইঙ্গিত। শিক্ষায় সন্তানের উন্নতির লক্ষণ। ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা। প্রণয়ক্ষেত্রে সুখপ্রাপ্তি।

শুভ দিন ঃ বৃহস্পতিবার, শুভ রং ঃ ফিরোজা, শুভ সংখ্যা ঃ ৩।

কর্কট ঃ

স্পষ্টবাদীদের শুভফল প্রাপ্তির ইঙ্গিত। আর্থিক প্রচেষ্টায় সাফল্যের যোগ। মাসের অন্তভাগে শিক্ষাক্ষেত্রে শুভফলের ইঙ্গিত। কর্মজীবনে খ্যাতি ও প্রতিপত্তির যোগ। সন্তানের শুভফল পাবার আশা।

শুভদিন ঃ মঙ্গলবার, শুভ রং : কমলা, শুভ সংখ্যা ঃ ৯।

বৃশ্চিক ঃ

গৃহে অশান্তির বিষয়ে সতর্ক হবেন। কর্মপ্রার্থীর জীবনে শুভ অধ্যায়ের সূচনা। ব্যবসাতে লাভের ইঙ্গিত। শিক্ষাক্ষেত্রে জটিলতা থাকলেও অগ্রগতি সুনিশ্চিত। মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে চিন্তান্বিত হওয়ার যোগ।

শুভ দিন ঃ মঙ্গলবার, শুভ রং ঃ লাল, শুভ সংখ্যা ঃ ৯।

মীন ঃ

সারা মাসই মানসিক চাপের প্রবণতা থাকবে। শক্তিশালী শত্রুর মোকাবিলা করতে পারেন। চলাফেরায় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কোনও কারণে হাড়ে আঘাত লাগতে পারে।

শুভ দিন ঃ বৃহস্পতিবার, শুভ রং ঃ ক্রিম, শুভ সংখ্যা ঃ ৩।

মণিমালা
জ্যোতিষশাস্ত্রী, সামুদ্রিক জ্যোতিরত্ন
জ্যোতিষ ভাস্কর
(গোল্ড মেডালিস্ট)

ফ্যাশান

একুশে-পা

মেহের ক্যাস্টিলিনো

১ এথনিক পোশাকের অত্যাধুনিক রূপ। এবার যে সামনে একুশ শতক!

পোশাক ঃ লাবেন্যা
মডেল ঃ নম্রতা শিরোডকর
ছবি ঃ সুমিত চোপড়া
ডিজাইন ঃ রিতু বেরি

২

৩

২ ক্রিঙ্কল বেজ ও কালোরঙের মিশেলে তৈরি পোশাকে গ্লাস-ওয়ার্কের বিশেষ আকর্ষণ।

৩ লাল ও কালো রঙের মনকাড়া পোশাকে গ্লাস ওয়ার্কের কাজ।

পোশাক ঃ লন্ডন ফ্যাশান
ডিজাইন ঃ দীনেশ সিঙ্গল

৪ হলুদ, লাল ও কমলা রঙের শেডস্-এ ভয়েলের সালোয়ার-কুর্তা। একুশে পা তো তবেই!

পোশাক ঃ লীনা টিপনীজ
মেকআপ / হেয়ারস্টাইল ঃ ভবেশ / পূজা
ছবি ঃ বোমান ইরাণী।

চন্দ্রের সোনা

এবার কলকাতার বিখ্যাত স্বর্ণকার চন্দ্র অ্যান্ড সন্স বাজারে নিয়ে এলেন নতুন শৈলীর অলঙ্কার ঃ সোনার পাতে সোনার কাজ। নগদে বা ধারে কিনতে পারেন (ক্রেডিট কার্ড), নিজের সুবিধে মতো।

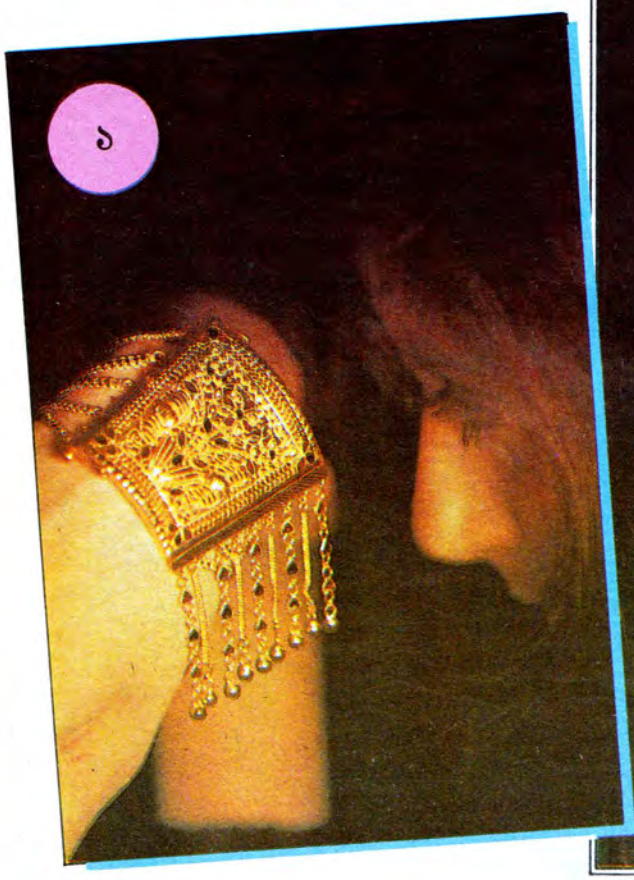

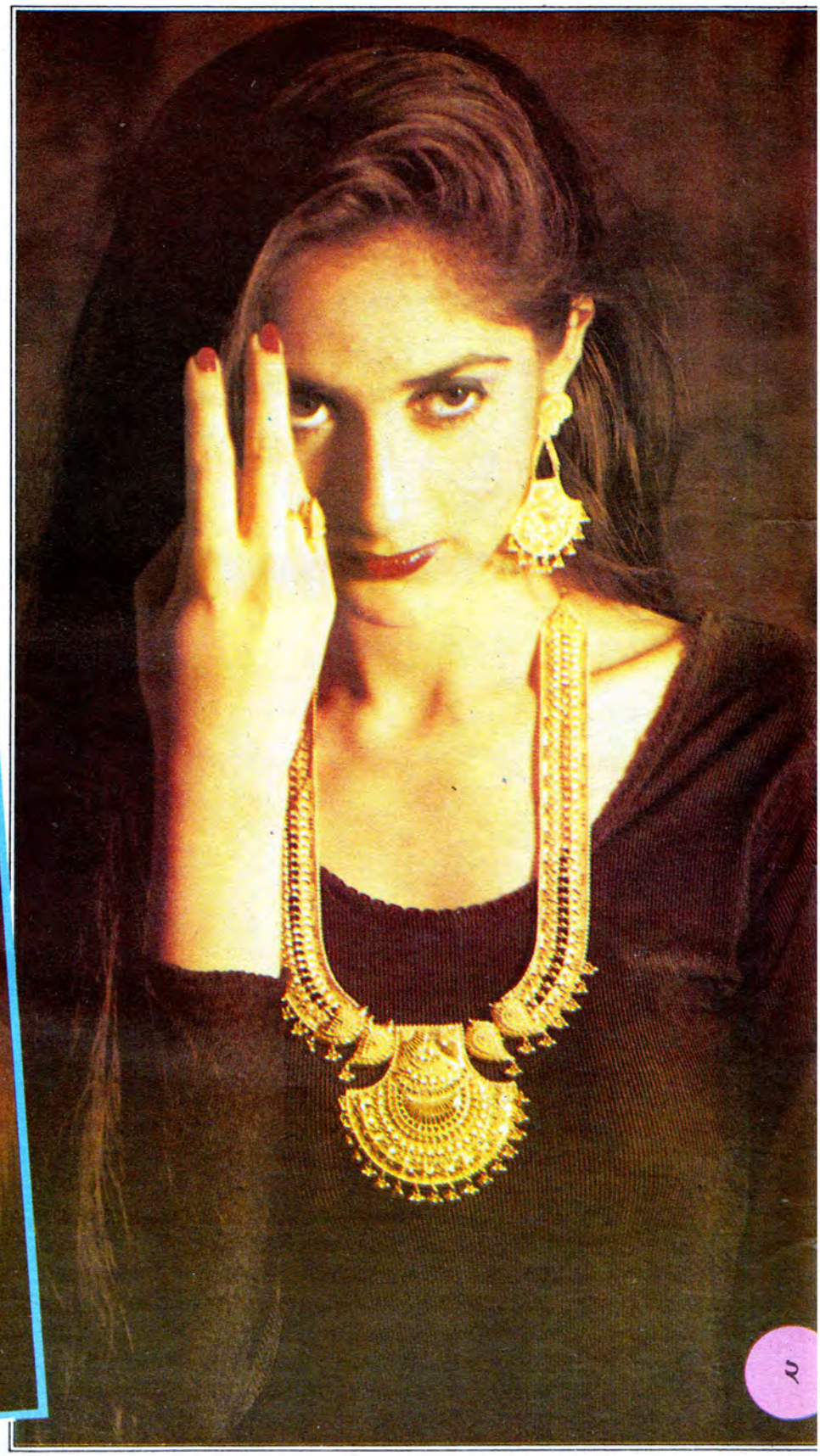

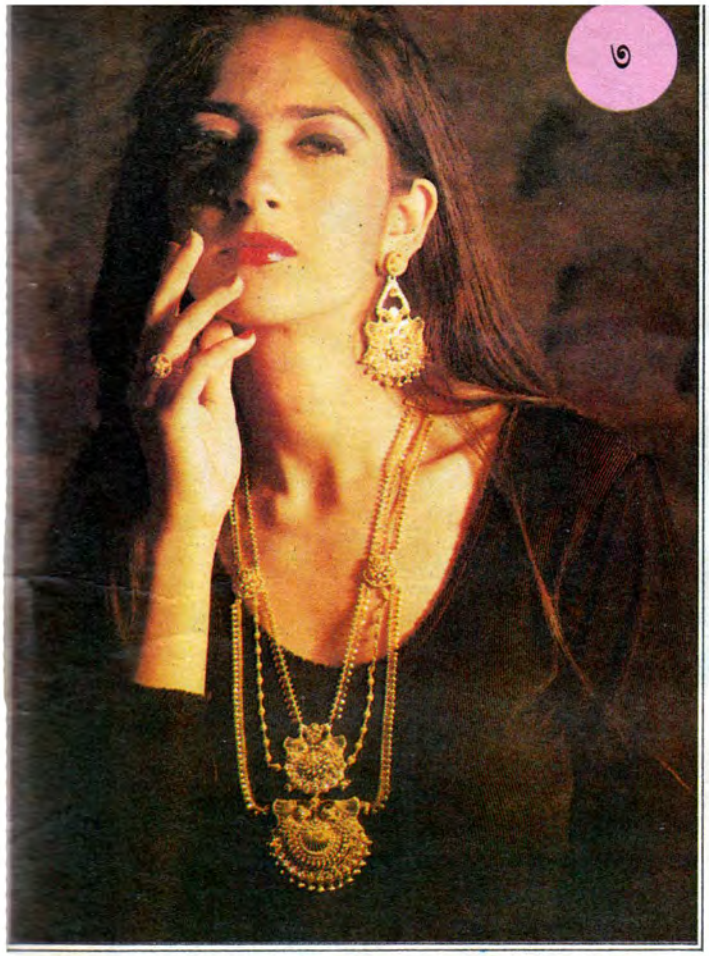

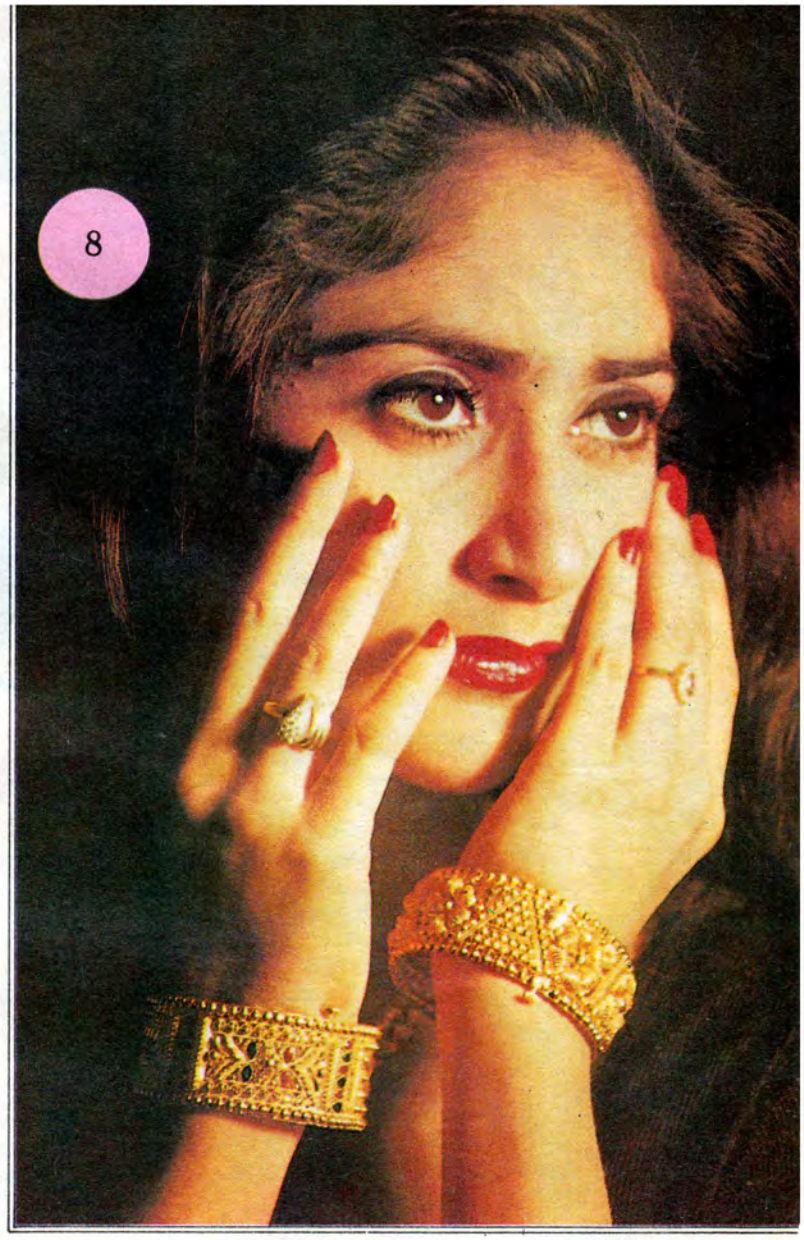

১। ঝালর দেওয়া সোনা ও মিনার মানতাসা, দাম ঃ ২৫,০০০ - ২৮,০০০ টাকা।
২। সীতা হার সঙ্গে ম্যাচিং দুল, দাম ঃ ৬০,০০০ - ৭৫,০০০ টাকা।
৩। তিন লহরী সীতা হার, সঙ্গে ম্যাচিং দুল, দাম ঃ ৬০,০০০ - ৭৫,০০০ টাকা।
৪। হাতের চুড়, এক নতুন শৈলীর নক্সায় সমৃদ্ধ, দাম ঃ ১ পিস ১৭,০০০ - ২২,০০০ টাকা।
৫। রাউন্ড দ্য নেক গলার নেকলেস, দাম ঃ ২৫,০০০ - ৩৪,০০০ টাকা।

৬

৮

৭

৬। কোডিয়াম বালা, দাম ঃ ২৮,০০০ - ৩২,০০০ টাকা।
৭। এক নতুন শৈলীর সীতাহার, দাম ঃ ৬০,০০০ - ৭৫,০০০ টাকা।
৮। মানতাসা ও হারের সেট, দাম ঃ হার - ২৫,০০০ - ৩২,০০০ টাকা। মানতাসা - ২৫,০০০ - ২৮,০০০ টাকা।
৯। মীনার নেকলেস, দাম ঃ ১৫,০০০ - ২০,০০০ টাকা।

চন্দ্র অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৬/১, ১১৭ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০০১২
ফোন ঃ ২৭-৪৪৯৪, ২৬-২১৩২
মডেল ঃ নয়নতারা দত্ত
ছবি ও পরিকল্পনা ঃ পূরবী দাশগুপ্ত

মনের মত নীল

নীল–সাদার কেরামতিতে এমন এম্ব্রয়ডারি কারুকাজে ব্লাউজ কেমন লাগে?

কি কি লাগবেঃ মফতলাল 'শালিনী' ২ × ২ কটন ১ মিটার নীল রঙের। এম্ব্রয়ডারি করার সুতো ১ রিল সাদা রঙের।

মাপঃ বুক ৮১.৫ সেমি. লম্বা ৩১ সেমি., হাত ২৯ সেমি.।

পদ্ধতিঃ গ্রাফে নমুনার একভাগ দেখানো হয়েছে। ব্লাউজের হাতের ওপর নমুনাটি পুনরাবৃত্তি করে হাতের উপরিভাগ পর্যন্ত ট্রেস করে নিন। তারপর নমুনার ওপর সামান্য জায়গা ছেড়ে সামনের দিকে মাঝখানে ছোট অর্ধাকার পেঁচানো কিনারা ছাপুন।

ফুলের পাপড়ির বাহ্য রেখা বোটা এবং পেঁচানো কিনারা কর্ডিং দিয়ে তৈরি করুন। পাতাগুলি এম্ব্রয়ডারি করুন সাটন স্টিচ দিয়ে। হৃদয়াকার অংশগুলিও কর্ডিং রেখা দিয়ে বর্গ বানিয়ে এম্ব্রয়ডারি করুন। প্রত্যেক চৌকো ভাগের মাঝখানের কাপড় ধারালো কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলুন। তাহলে জালের মত ডিজাইন সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ডিজাইনঃ অর্ণবাজ ঢোন্ডি
সহযোগঃ মফতলাল ফেব্রিক্স 'শালিনী'
ছবিঃ নরেন্দ্র এন. শাহ.

ক্রাইলিন আল্ট্রা সফ্‌ট, ফ্রলিকা থ্রী ডি, পাফ্‌ অন্‌স আর কল্পনাশক্তি।

(ব্যস, এইটুকুই যথেষ্ট !)

ক্যামলিনের ফ্যাশন কালার্সে আপনার কল্পনার তুলি ডুবিয়ে নিন। এবার দেখুন এই অসাধারণ মিশ্রণে আপনার নিস্তেজ জিনিসে আসবে কেমন জীবনের স্পন্দন !

জামাকাপড়ে রঙের বাহার আনতে, শুরু করুন ক্রাইলিন আল্ট্রা সফ্‌ট কালারের ব্যবহার। এটি সবথেকে নরম ফ্যাব্রিক কালার, যাতে কোনো মিডিয়াম মেশানোরই দরকার নেই। অথচ খুব সহজে জামাকাপড়, ক্যানভাস আর সেরামিক্‌স-এর উপরে নিখুঁতভাবে আঁকা যায়। ক্রাইলিন আল্ট্রা সফ্‌ট আপনার জামাকাপড়ে আনবে রঙের জোয়ার, আর রাখবে নরম তুলতুলে। এই রঙ পাবেন ৪৭ টি বিভিন্ন শেডে, ৫টি প্রকারে - যেমন, ক্লাসিক, পার্ল, মেটালিক, গ্লিটার এবং ফ্লুরোসেন্ট।

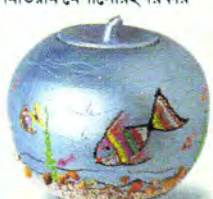

ফ্রালিকা থ্রী ডি 'র নিখুঁত কাজ

আর পাবেন, ফ্রলিকা থ্রী ডি ডাইমেনশনাল ফ্যাশন কালার্স - বিনা ব্রাশে, বিনা পরিশ্রমে আঁকবার এক নতুন পদ্ধতি, ভাবতে পারেন ? যদি থ্রী ডি ডিজাইন বা গ্র্যাফিটি (কাপড় বা অন্য কোনো জিনিসের উপর) তৈরি করতে চান, টিউব

ক্যানভাসে ক্রাইলিন আর ফ্রলিকা

টিপে, তার নজল দিয়ে রঙ সরাসরি প্যাটার্নের উপর বুলিয়ে দিন, তাহলেই হবে। তবে এর সাথে যদি আপনি ক্রাইলিন আল্ট্রা সফ্‌ট মেশান, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। ক্রাইলিন আল্ট্রা সফ্‌ট পাবেন ২৭ টি শেডে ও ৫ টি প্রকারে, যেমন - ক্লাসিক, পার্ল, মেটালিক, গ্লিটার ও ফ্লুরোসেন্ট।

পাফ্‌ অন্‌স টি-শার্ট

জামাকাপড়েই হোক, বা অন্য যে কোনো জিনিসেই হোক, যদি জাদু আনতে চান, ব্যবহার করুন হীট রাইজ পাফ্‌ অন্‌স। একটি ডিজাইনের উপর টিউব টিপে পছন্দমত রঙ লাগান, তারপর ২৪ ঘন্টা শুকাতে দিন। এবার উল্টো দিক দিয়ে ইস্ত্রী করুন বা ড্রায়ার ব্যবহার করুন। রঙ ফেঁপে উঠে এক ম্যাট ফিনিশ দেবে।

এটি পাবেন ১২টি উজ্জ্বল রঙে।

আপনার কিট্‌টিকে সম্পূর্ণ করতে আমরা আপনাকে দিচ্ছি ক্যামেল ডিজাইন শিট্‌ কালেকশন্‌স আর ফ্যাব-ক্রাফ্‌ট আয়রণ অন্‌ ডিজাইন্‌স, যার থেকে আপনি মনের মতো ডিজাইন ট্রেস করে নিতে পারেন অথবা ইস্ত্রি করে কোনো প্যাটার্ন ছেপে নিতে পারেন। এবার তাহলে শুরু করা যাক, এগুলি ছাড়াও আরও অনেক কিছু করার পালা।

হিন্দীতে ও ইংলিশে, 'মুড্‌স্‌ অ্যাণ্ড আইডিয়াস্‌' নামে একটি দু ঘন্টার নিজে-করুন শিক্ষামূলক ক্যাসেট পাওয়া যাচ্ছে, যাতে ক্যামেল ফ্যাশন কালার্স-এর ব্যবহার সম্বন্ধে ২৫ টিরও বেশি পদ্ধতি দেওয়া আছে। এটি পেতে "ক্যামলিন লিমিটেড"-কে প্রদেয় ৬০০/- টাকার একটি ডিম্যান্ড ড্রাফ্‌ট সূচিত্রা, ক্যামলিন লিমিটেড, এ. এম. ডিভিশন, পি.ও. বক্স ৭৪১২, মুম্বাই-৪০০ ০৫৯ - তে, আপনার অর্ডারসহ পাঠান। কোন্‌ ভাষার ক্যাসেট চান, সেটা জানাতে ভুলবেন না যেন।

camlin সৃজনশীলতার হৃদ্‌স্পন্দন।

Regd. No. AD-216
Lic. No. U/AD-8
MANORAMA.(BENGALI)
November & December 1996
RNI No. RN 46276/87
Rs. 15.00 Per Copy

স্কুলে কেন টুলটুলকে ধব্‌ধবে রাজহংসী বলে, এতদিনে জানলাম।

স্কুল থেকে ফিরে এসে অবধি টুলটুল মুখ গোমড়া করে বসে। মিষ্টুদের সাথে খেলতে গেলনা। আইসক্রীম বানিয়েছিলাম - খেলো না। ছবি আঁকার খাতায় একটা আঁচড় অবধি কাটলো না।

আমি বললাম -- কি হয়েছে?
ও বললো -- কিছু না।
আমি বললাম -- বল্ না, কি হয়েছে?

ও বললো -- "যাও না, পারমিতাকে গিয়ে দেখোনা, রোজ কেমন ধব্‌ধবে জামা পরে আসে, মনে হয় যেন নতুন!

বুঝতে পারলাম দোষটা নাকি আমার। ওকে এমনই স্কুল ইউনিফর্ম পরে পাঠিয়েছি যার সারা গায়ে নীলচে ছোপ -- ওকে নাকি মেয়েরা 'নীলবর্ণ' শৃগাল বলে খেপিয়েছে।

পারমিতার মাকে ফোন করাতে ভদ্রমহিলা তো হেসেই আকুল -- "রোজ নতুন জামা কিনে দেবো কোত্থেকে? উজালা দিয়ে ধুয়ে দিই দিদি, উজালা জানেন না?"

জানলাম। উজালা আনিয়ে টুলটুলের জামা ধোয়া হলো। সত্যিই তো। নীলের সেই নীলচে ছোপ নেই, জামাজুড়ে বিশ্রী দাগ নেই। ধব্‌ধবে সাদা। একেবারে নতুনের মতো।

পরের দিন টুলটুল ফিরলো স্কুল থেকে। তারিয়ে তারিয়ে আইসক্রীম খেতে খেতে ভুরু নাচিয়ে বললো, আজ আমায় স্কুলে কি বলেছে জানো? ধব্‌ধবে রাজহংসী!

সত্যি! কি পাকা হয়েছে আমার ন' বছরের মেয়েটা।

উজালা! বিশ্বাস করার দরকার নেই, ব্যবহার করে দেখুন